Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bengali
2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-6 JANUARY, 2002 NO.1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhati, Calcutta-700058 (Tel : 033-5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anaudamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-833208
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৬ জানুয়ারী, ২০০২ সংখ্যা ১

❋

সম্পাদক মণ্ডল

❋ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
❋ ডঃ শুকদেব সিংহ
❋ কুমারী চিত্রা ঘোষ
❋ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
❋ ব্রহ্মচারিণী গুণীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

❋

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারতে - ৬০/- টাকা
বিদেশে - ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবা[র] জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশি[ষ্ট] মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতী[ত] শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশত লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamaye[e] Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সং[ঘ] ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪[...] কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—সূচী

১.	মাতৃ-বাণী		১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	– শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	৩
৩.	আকুতি (গান)	– শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	৫
৪.	তান্ত্রিক সংস্কৃতি	– ম.ম.গোপীনাথ কবিরাজ	৬
৫.	সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী	– ডাঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১১
৬.	ভাইজীর অষ্টম বাণী	– 'জয়'	১৪
৭.	মা আনন্দমায়ী (কবিতা)	– শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	১৮
৮.	মাকে মনে পড়ে	– স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ	১৯
৯.	মাতৃ–স্বরূপামৃত	– শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য	২২
১০.	গান	– শ্রী চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী	২৬
১১.	সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে	– ব্র.গীতা ব্যানার্জী	২৭
১২.	স্মৃতি চারণ	– শ্রীমতী রেনুকা মুখার্জী	৩২
১৩.	আনন্দময়ী স্মৃতি	– কুমারী চিত্রা ঘোষ	৩৫
১৪.	আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা	– শ্রী প্রতিভা কুমার কুন্ডু	৩৮
১৫.	জন্মভূমি খেওড়া	– শ্রী শুকদেব চন্দ্র	৪২
১৬.	আশ্রম সংবাদ		৪৪
১৭.	শ্রদ্ধাঞ্জলি		৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক)—এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী—শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পুনর্মুদ্রিত। প্রতি ভাগের মূল্য ৩০/- টাকা।

মাতৃবাণী—শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা—মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা—মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ বাণী

নব বৎসর — ভগবানের বিশ্বরূপ — তাঁহার নিত্যনুতন নূতন রূপ – অরূপ ও যে, সেই দর্শন নিরন্তর চেষ্টা।

বিশেষ সূচনা

যাঁরা এখন পর্য্যন্ত ২০০২ সনের চাঁদার টাকা পাঠাননি তাঁদের বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে তাঁরা অবিলম্বে যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় মনিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট দ্বারা টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। অন্যথা এপ্রিল সংখ্যা পাঠানো সম্ভব হবে না।

— Shree Shree Anandamayee Sangha
Publication A/c.
Bhadaini, Varanasi - 221 001

☆ ☆ ☆

কোন বিষয়ে মন উদ্বিগ্ন হলে, স্থির হয়ে একশত বার হাজার বার জপ কর, এই যে করার চেষ্টা এও ভগবানেরই. কৃপা।

☆ ☆ ☆

চিত্তের বৃত্তি একাগ্র হইলে দৃষ্টির সম্মুখে ধ্যেয় বিষয় ব্যতীত অন্য পদার্থ আসে না। তখন একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ই উজ্বল ভাবে প্রকাশিত হয় এবং চারিদিকে আর কিছু ভাসেনা বলিয়া শূন্যের প্রকাশ হয়। এই শূন্যই আকাশ। আমি ইহাকেই হৃদয়াকাশ বলি।

☆ ☆ ☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ বাণী

নব বৎসর — ভগবানের বিশ্বরূপ — তাঁহার নিত্যনুতন নূতন রূপ – অরূপ ও যে, সেই দর্শন নিরন্তর চেষ্টা।

☆ ☆ ☆

প্রত্যেকের মধ্যে সাধকত্ব – যোগীত্ব আছে, তাইনা সে সাধক যোগী হতে পারে, যা আছে তারই প্রকাশ বিকাশ, বীজের মধ্যে ভাবী বৃক্ষের সব কিছু অন্তর্নিহিত আছে, কেবল প্রকাশ বিকাশ নেই। মহাযোগী — যিনি বিশ্বব্যাপকের সঙ্গে যুক্ত।

☆ ☆ ☆

হচ্ছেনা হবেনা, এতবছর এতো করলাম, কী হলো? দোকানদারীর মতন দর কষাকষি, দিবিনা তবে চললাম। যত তীব্রভাব আসা ততই ভাল। এ পথে যা করা পারমার্থিক কাজ পুঞ্জীভূত হয়েই থাকবে। এক সময় স্থিতি দেবেই।

☆ ☆ ☆

সব সময় মনে রেখো – তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র। যেমন চালাচ্ছেন, তেমন চলা। সুখরূপে তিনি, দুঃখ রূপে, ক্রোধ রূপেও তিনি। ক্রোধ হয়ে গেলে পরে অনুতাপ ভাল। বলা, হে ভগবান, তুমি ক্রোধ রূপে এলে কেন? চলা ফেরা কাজ করা সব সময়ে যন্ত্রবোধে থাকা। তাঁরই যন্ত্র, সব সময় তাঁর সঙ্গে যোগ রাখা। গ্রন্থিভেদ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দ বোধ হয় না। রাত্রিতে শোবার সময় মনে করা, তাঁর কাছে বসে আছ। প্রত্যেক দিন কোনও সময় মনন করা, বোধ করা-ভগবান তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করা, সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর হাতে সমর্পণ।

☆ ☆ ☆

ভাল না লাগলেও ঔষধ খেলে যেমন উপকার হয়, তেমনি ভাল না লাগলেও জপধ্যান নাম নিতে থাকলে ফল পাবে, বিফল হবে না।

☆ ☆ ☆

মাটির সরার ভিতরে প্রদীপ আছে, সরা ভেঙ্গে গেলে দীপ স্বয়ং প্রকাশিত আছেন।আমার কর্ম্ম দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায়না। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত আছেন। অজ্ঞান আবরণ-মাটির সরা-সাধনা-কর্ম্ম শুধু সেই আবরণ হটায়।

☆ ☆ ☆

কোন বিষয়ে মন উদ্বিগ্ন হলে, স্থির হয়ে একশত বার হাজার বার জপ কর, এই যে করার চেষ্টা এও ভগবানেরই কৃপা।

☆ ☆ ☆

চিত্তের বৃত্তি একাগ্র হইলে দৃষ্টির সম্মুখে ধ্যেয় বিষয় ব্যতীত অন্য পদার্থ আসে না। তখন একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ই উজ্বল ভাবে প্রকাশিত হয় এবং চারিদিকে আর কিছু ভাসেনা বলিয়া শূন্যের প্রকাশ হয়। এই শূন্যই আকাশ। আমি ইহাকেই হৃদয়াকাশ বলি।

☆ ☆ ☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক নিজে যথাসাধ্য করতে থাকলে ভগবান বাকীটা করে দেন। নিজে স্থির ভাবে চলতে চেষ্টা করা, ভগবান রাস্তা দেখিয়ে দেবেন।

★ ★ ★

ধৈয্যই সাধনার প্রথম foundation — গুরুবাক্য অবিচারে পালন করা।

★ ★ ★

অদ্বৈত জ্ঞান হলে কিম্বা তিনি পূর্ণ, আমি তাঁরই অংশ, এই জ্ঞান হলে, কিম্বা তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস এই ভাবে কাজ হলে প্রারব্ধ সৃষ্টি হয় না। প্রারব্ধ ভোগ শেষ হলে মুক্তি।

★ ★ ★

যা করছি সবই তাঁর কাজ, এই ভাবে চলতে পারলে দুঃখ ক্রোধ হবেনা। এই ভাব পূর্বজন্মের সংস্কারের উপর নির্ভর করে। তিনি আর আমি আলাদা এ হতেই দুঃখ। বাধা যা তাও তাঁরই দেওয়া, বাধাতেও প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এ ভাব যদি আসে তাহলে বাধা থেকেও লাভ। বাধা পূর্ব্ব সংস্কারের দরুণ।

★ ★ ★

সব সময় মনে করবে অন্য মতাবলম্বীদের পন্থা-সমূহ ন আমারই ইষ্টদেব নানাভাবে বিরাজিত হচ্ছে। আমার ইষ্ট দেবেরই বিভিন্ন প্রকাশ, ভিন্ন মতাবলম্বীদের গ্রন্থপাঠ এই ভাব নিয়ে করা।

★ ★ ★

জপ ধ্যানে কোনো ফল হচ্ছেনা, ধৈর্য্যের সহিত জপধ্যান করে যাওয়া, ফলের জন্য ব্যস্ততা নয়। একদিকে নৈরাশ্য, অপর দিকে প্রবল আগ্রহে জপ, একেই বলে তপস্যা।

★ ★ ★

মহাপুরুষরা বলে গেছেন জপ ধ্যানে ভগবৎলাভ, এতে বিশ্বাস রাখতেই হবে। অন্য কোনো উপায় নাই। ছেড়ে দিয়ে কী লাভ? সংসারের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সুখ শান্তি লাভ হয়েছে কী? তবে-সংসারে ডুবে থাকার অর্থ কী?

★ ★ ★

জগতে যত চাওয়া যায় তা পাওয়া যায়, তাহার শেষ কোথায়? যিনি প্রকাশের পূর্বেই মার বুকে দুধ দিয়ে রাখেন সেই ভগবানের উপরই নির্ভর-স্মরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবিত্তি)

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করা

২১শে ভাদ্র, শনিবার (ইং ৬.৯.৫৯)

আজ রাত্রি ৯টার পর ডাঃ পান্নালাল তাঁহার পুস্তক হইতে মাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। যে অংশ পাঠ করিলেন উহাতে কাঙ্গালীভোজন উপলক্ষ্যে মাকে যে ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল সেই সব কথা ছিল। কাঙ্গালী ভোজনের সময় মা একটি কাঙ্গালী কুষ্ঠ রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া মা বলিলেন, 'লোকটির গলিত কুষ্ঠ রোগ ছিল। সে নিজ হাত দিয়া খাইতে পারে না দেখিয়া আমি তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা (অর্থাৎ খুকুনীদিদি প্রভৃতি) আমাকে খাওয়াইয়া দিতে দিল না। আমি ঐ লোকটির কাছে বসিয়া রহিলাম এবং উহাকে একটা চামচ দেওয়া হইলে সে উহার সাহায্যেই প্রসাদ খাইয়াছিল।' কিছুদিন পর খোঁজ করিয়া জানিলাম যে ঐ কুষ্ঠরোগী ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোককে রোগমুক্ত করিবার বিভিন্ন উপায়

এই সকল কথার পর ডাঃ পান্নালাল বলিলেন, 'এ পর্য্যন্ত মায়ের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় মা রোগীদিগকে তিন ভাবে ভাল করিয়া থাকেন— স্পর্শদ্বারা, দৃষ্টিদ্বারা এবং খেয়ালদ্বারা।'

মা — তিন ভাবে কেন, আরও অনেকভাবে হইতে পারে। অবশ্য আমি এ দেহের কথা বলিতেছি না। দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা রোগ আরোগ্য করা যায় সত্য, কিন্তু ইহারও নানা রকমারি আছে। এক হইলত কাহাকেও হাত দিয়া স্পর্শ করা গেল, আবার হাত দিয়া স্পর্শ না করিয়া তাহাকে কোন জিনিষ দেওয়া হইল। একবার একটি মেয়েকে এদেহের কাছে আনা হইয়াছিল। সে বাতব্যধিতে শয্যাগত ছিল। যখন মেয়েটিকে এ দেহের কাছে আনা হয় তখন এ দেহ সুপারী কাটিতে ছিল। ঐরূপ কাটিতে কাটিতে একখন্ড সুপারী মেয়েটির দিকে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে উহা কুড়াইয়া নিতে বলা হইল। মেয়েটি অতি কষ্টে গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া উহা তুলিয়া নিল। ইহার পর মেয়েটিকে লইয়া তাহার বাপ মা বাড়ী চলিয়া গেল। মেয়েটি সর্বদাই বিছানায় শুইয়া থাকিত। একদিন তাহাদের বাসার সম্মুখ দিয়া এক বিবাহের মিছিল যাইতেছিল। ঐ শব্দ শুনিয়া মেয়েটি হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার যে কোন অসুখ আছে তাহা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সেই যে সে দাঁড়াইল উহার পর আর তাহাকে বাতে শয্যাগত হইতে হয় নাই। এখনও সে ভালই আছে। আবার অনেককে সামনাসামনি কিছু না দিয়া অপরের হাত দিয়া কিছু পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতেও কাজ হইয়াছে। আবার এমন হইয়াছে যে, রোগীর সঙ্গে দেখা নাই, রাস্তা দিয়া যাইতেছি, কোন এক বাড়ীতে লোকজনের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল, কেহ বলিল ঐ বাড়ীতে একজন খুব কাতর। ঐ যে রোগের সংবাদ শুনা গেল উহাতেই কাজ হইয়া গেল এইরূপ নানাভাবেই রোগ ভাল করা যাইতে পারে। ইহা শুধু দেহের রোগের কথা বলিতেছি না, ভবব্যাধির বেলায়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐরূপ হইয়া থাকে। ভবব্যাধিও ত একটা রোগ বিশেষ। আবার এমনও হইয়াছে যাহাকে রোগমুক্ত করা হইয়াছে তাহার সহিত এ দেহের, তোমাদের দৃষ্টিতে, কোন পরিচয় নাই। সেও এ দেহকে দেখে নাই, এ দেহও তাহাকে দেখে নাই, কিন্তু তাহার বিষয় যখন খেয়ালে আসিয়াছে তখন উহাতেই কাজ হইয়া গিয়াছে।

ডাঃ পান্নালাল — এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে আপনাকে দেখে নাই এবং আপনিও যাহাকে দেখেন নাই তাহার সহিত আপনার connection (সম্পর্ক) হইল কি ?

মা- সকলের সহিতই ত connection আছে, কেবল তোমরা উহা স্থূল দৃষ্টিতে ধরিতে পারনা। এ দেহের খেয়ালটা আবার এমন ভাবেও হইয়াছে যাহা শুনিলে বাবাজীর (অর্থাৎ ডাঃ পান্নালালের) প্রাণে আঘাত লাগিবে। কাহারও যদি এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, তাহাকে একটু আঘাত দিলেই তাহার ধবর্ম্মর দিকে মোড় ফিরিয়া যাইবে, তখন তাহাকে আঘাতও দেওয়া হইয়াছে।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন এবং ডাঃ পান্নালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, বাবা, ইহা শুনিয়া তোমার কষ্ট হয়না।'

ডাঃ পান্নালাল — আপনি আঘাত দেওয়ার যে কারণ বলিলেন উহা শুনিয়া আর কষ্ট হইবে কেন?

এই সকল কথাবার্ত্তার সময় নারায়ণ স্বামীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'মা যে কখন কাহাকে কি করেন তা বুঝা বড় শক্ত। আমি একটি ঘটনার বিষয় জানি যাহা এখন প্রকাশ করিতেছি। একবার আমরা বিন্ধ্যাচলে ছিলাম, সেইবার বিন্ধ্যাচলে দুর্গাপূজা হইতেছিল। দশমীর দিন মা আশ্রমের উপরের তলায় বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার কাছে আছি। এমন সময় ঢাকার একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানকে লইয়া মায়ের কাছে আসিল। মেয়েটি ধনাঢ্য ঘরের। বিন্ধ্যাচলে বোধহয় ঐ সময় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছিল। যে শিশুটিকে নিয়া আসিয়াছিল তাহার বয়স নাকি তিন বৎসর, কিন্তু তাহাকে দেখিতে তিন মাসের শিশু বলিয়া মনে হইতেছিল। মেয়েটির কোন সন্তানই নাকি বাঁচে না। কোলে যেটি ছিল তাহারও ঐ অবস্থা। সে মায়ের কাছে কত কান্নাকটি করিল, কিন্তু মা প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন। মেয়েটির দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না। এমন সময় খুকুনীদিদির বড়বোন আসিয়া খবর দিল যে আশ্রমের প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য বাহির করা হইয়াছে। মা যেন এই সময় নীচে নামিয়া আসেন। উহা শুনিয়া আমরা সকলেই নীচে নামিতে লাগিলাম। সকলের আগে ঢাকার ঐ স্ত্রী লোকটি। সে তাহার শিশুকে কাঁধের উপর ফেলিয়া সিড়ির রেলিং ধরিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছিল। মাঝখানে শ্রীশ্রীমা, মায়ের পিছনে আমি। আমি দেখিতে পাইলাম যে ঐরূপ নামিতে নামিতে মা শিশুটির মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি সকলের পিছনে ছিলাম বলিয়াই ইহা দেখিতে পাইলাম। শিশুটি নিশ্চয়ই ভালো হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীমা যে তাহাকে এইভাবে কৃপা করিলেন তাহা ঐ স্ত্রীলোকটি কিন্তু জানিতে পারিল না।'

এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 'জানাইব কাহাকে ?'

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, 'অতীতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া লাভ কি? গতকাল যাহা হইয়াছে তাহাই বলিতেছি। গতকাল আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। শরীরে ব্যাথাও খুব ছিল। দুপুরবেলা মা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি, বাবা, জ্বর নাকি হইয়াছে? এখনও জ্বর আছে নাকি?' এই বলিয়া আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়া আমার বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, জ্বর আছে।' এই বলিয়াই আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন ভাবটি দেখাইলেন যেন আমার তখনও জ্বর আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্যই আমাকে স্পর্শ করিলেন। আমি তখনই পরমানন্দ স্বামীজীকে বলিলাম, যে আগামীকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার জ্বর থাকিবে না। রাত্রিবেলা ডাঃ দাশগুপ্ত আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে আমার জ্বর বেশ আছে। কিন্তু রাত্রিবেলাই ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। আজ সকালে এবং বিকালে গঙ্গাস্নান করিয়াছি এবং ভালোই আছি। কাজেই মা যে কৃপা করেন উহা এমনভাবে করেন যে উহা সকলের পক্ষে বুঝা বড় শক্ত।'

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০॥ বাজিয়া গেল। ডাঃ ভার্গব মায়ের সঙ্গে গোপনীয় কথা বলিবেন তাই মা উঠিয়া ঘরে গেলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

☆

আকূতি

— *শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়*

(রাগ-দেশ, তাল-একতাল, মধ্যলয়)

যখন তুমি বাজালে বাঁশী, সাড়া দিলাম না।
কেন তুমি আবার প্রাণে, বাঁশী বাজাও না॥ (ওমা)
শুধাই আমি সাধুজনে কে বাঁশী বাজালো প্রাণে।
কতনাম যে বলি তোমার তোমায় পেলাম না॥
খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত আমি, ঢলে পড়ে অস্ত রবি।
তুমি যদি না দাও ধরা, কেমনে ধরি আমি॥
আবার এসো হৃদয় মাঝে বাজাও বাঁশী আমার প্রাণে।
ওগো তুমি আমার আমি আমায় ভুলো না॥

শ্রীশ্রী আনন্দমায়ী মায়ের অহৈতুকী কৃপা এ অধম অনেক পেয়েছে। কিন্তু বয়স কম থাকায় ও অজ্ঞানতার জন্য সেকথা তখন উপলব্ধি হয়নি। আজ অবসর প্রাপ্ত জীবনে যখন সেই কথা মনে পড়ে, তখন দুঃখে ও অনুতাপে মনপ্রাণ ভরে যায়। সেই দুঃখ ও অনুতাপ হতে শ্রীশ্রীমায়েরই ইচ্ছায় 'আকূতি' লিখিত ও সুরারোপিত হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ত্রিক সংস্কৃতি
(দুই)

— *ম.ম.গোপীনাথ কবিরাজ*

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী দ্বারা হিন্দি হইতে অনূদিত)

ঐতিহাসিক যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বাস্তবিক প্রতিনিধি শ্রীশঙ্করাচার্য এবং তাঁর পূর্বগামী অথবা উত্তরগামীদের অন্তর্গত তান্ত্রিক উপাসকদেরও ন্যূনতা ছিল না শ্রীশঙ্করের পরম গুরু শ্রীগৌড়পাদ তথা গুরুদেব শ্রীগোবিন্দপাদের স্থান ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে ইতিহাসে উচ্চতম। এই সম্বন্ধে এখানে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের সংকেত দেওয়া অসঙ্গত হবে না। শ্রীশঙ্করাচা একদিকে বৈদিক ধর্মের সংস্থাপক ছিলেন, অন্যদিকে তান্ত্রিক সাধনার উপদেষ্টা এবং প্রচারকও ছিলেন। এ রহস্যের সমুচিত সমাধান আগামী দিনে গবেষকগন করবেন। শঙ্করাচার্যের উভয়পক্ষেই প্রসিদ্ধি আছে ঊর্দ্ধতম এবং অধস্তন গুরু-পরম্পরায় প্রতীত হয় দুইদিকেই আচার্য-পরম্পরা প্রায় সমান। কিছু লোক এ দুই প্রকারের আচার্যদের এক মনে করেন। অন্যেরা ইহা সম্ভব নয় বলেন, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে বৈদিক তথা তান্ত্রিক মতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আরব্ধ বা স্থাপিত হয়েছিল। গৌড়পাদ মহান্ বৈদান্তিক—তাঁ মান্ডুক্যকারিকা অপূর্ব রচনা, ইহা একদিকে ব্রহ্মাস্পদনিষ্ঠা তথা অন্যদিকে জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচায়ক। গৌড়পা একদিকে যেমন মাধ্যমিক অদ্বয়বাদে, তেমনি পক্ষান্তরে যোগাচারের অদ্বয়বাদেও নিষ্ণাত ছিলেন। বৌদ্ধদর্শ তিনি বিশিষ্টরূপে প্রবিষ্ট ছিলেন। শূন্যবাদ তথা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাবাদ দুইয়েতেই তাঁর ভাল পরিচয় ছিল আগমমতেও তাঁর জ্ঞান উৎকৃষ্টকোটির ছিল, কেননা দেবীকালোত্তরের কোন কোন বচন তাঁর কারিকা পাওয়া যায়, অবশ্যই এরপর অধিক জোর দেওয়া যায় না। বৈদিক গৌড়পাদের ইহাই স্বরূপ। আগমে দৃষ্টিতে জানা যায় তিনি সময়াচারসম্মত তান্ত্রিক মতেরও পোষক ছিলেন। তাঁর শুভগোদয়-স্তুতি প্রাচী স্তুতিসকলের মধ্যে প্রধান। ইহার উপর বহু টীকা ছিল। প্রসিদ্ধি অনুসারে ইহার উপর শঙ্করও টীক লিখেছিলেন। তাঁর এক রচনা শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র, ইহার উপরও বহু টীকা আছে। শুনা যায়, গৌড়পাদ উত্তর গীতার মত দেবীমাহাত্ম্যেরও ভাষ্য-রচনা করেছিলেন। দেবীমাহাত্ম্যের টীকার নাম চিদানন্দকমল। ইহা লেখক তান্ত্রিক নামে পরিচিত গৌড়পাদ, ইনিও পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য এবং অদ্বৈতবিদ্যায় নিষ্ণা ছিলেন।

ভগবান শঙ্করাচার্যের বিষয়ে চারটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে কিছু বিবরণী সংগ্রহ করা হয়েছে, যার সমালোচনায় তাঁর বিষয়ে বৈদিকত্ব, তান্ত্রিকত্ব আদি আরোপণের নির্ধারণ হতে পারে।

(১) প্রথম গ্রন্থের নাম শ্রীক্রমোত্তম। ইহার রচনাকাল প্রায় ৪৫০ বর্ষ পূর্বে। এই গ্রন্থে শঙ্করের এ গুরু-পরম্পরা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জানা যায় আদি গুরু শিবকে নিয়ে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ এবং শঙ্করের ক্রম। এই অনুসারে শঙ্করের শিষ্য বিশ্বদেব ছিলেন, তারপ বোধঘন, গ্রন্থকার মল্লিকার্জুন পর্যন্ত ক্রম আছে।

(২) দ্বিতীয় গ্রন্থ—সুমুখী পূজা-পদ্ধতি। এই গ্রন্থের বিষয় মাতঙ্গী পূজা। এই গ্রন্থে সুন্দরানন্দের শিষ শঙ্করের রচনা আছে। এই গ্রন্থে উচ্চতম শিব থেকে গোবিন্দপাদ পর্যন্ত ক্রম এক সমান দেখতে পাওয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, তারপর শঙ্কর। পরন্তু শঙ্করের অনন্তর প্রথমে আছে বোধঘন এবং তারপর জ্ঞানঘন, এইপ্রকার পরম্পরা ক্রম ভারতী তীর্থ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে।

(৩) তৃতীয় গ্রন্থ— শ্রীবিদ্যার্ণব। এই গ্রন্থ সম্প্রতি প্রসিদ্ধ। ইহা থেকে জানা যায় শঙ্করের ১৪ জন শিষ্য ছিলেন, ৫ জন ভিক্ষু তথা ৯ জন গৃহস্থ।

(৪) চতুর্থ গ্রন্থ— ভুবনেশ্বরী-রহস্য। পৃথ্বীধর শঙ্করের শিষ্য ও গোবিন্দপাদের প্রশিষ্য এবং গৌড়পাদের বৃদ্ধ প্রশিষ্য ছিলেন।

এইসব দেখলে জানা যায় শ্রীশঙ্কর শ্রীবিদ্যার অতিরিক্ত মাতঙ্গী এবং শ্রীভুবনেশ্বরীরও উপদেষ্টা ছিলেন। আশা করি ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করবেন।

আর একটি কথা, শঙ্করের শিষ্যকোটিতে বেদান্ত প্রস্থানের যে আচার্য পদমস্পাদ, যিনি পঞ্চপাদিকা রচনা করেছিলেন, তিনিই কি শঙ্করাকৃত প্রপঞ্চসারের উপর টীকা লিখেছিলেন ? কোন কোন প্রাচীন আচার্য ইহা বিশ্বাস করেন, কিন্তু বর্ত্তমান পন্ডিতগণ এ বিষয়ে সংশয় করেন। শ্রীশঙ্করের তান্ত্রিক রচনার মধ্যে 'প্রপঞ্চসার' প্রধান মানা হয়, তারপর 'সৌন্দর্য্য-লহরী' প্রভৃতি। 'আনন্দ-লহরী'র সৌভাগ্য-বর্ধিনী টীকায় শ্রীশঙ্করকৃত এক 'ক্রমস্তুতি'র কথা পাওয়া যায়, যাতে এক প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে, যার তাৎপর্য্য, বেদের অনুসার মায়া বীজই ভগবতী পরাশক্তির নাম এবং এই পরাশক্তি জগন্মাতা ত্রিপুরা এবং ত্রিযোনিরূপা। অভিনব গুপ্তের পরাশক্তিতে ক্রমস্তোত্রের যে কথা বলা হয়েছে উহা বিচারণীয়, কেননা উহা শঙ্করাচার্যকৃত ক্রম-স্তোত্র নয়তো?

তান্ত্রিক-সংস্কৃতিতে মূলতঃ সাম্য থাকলেও দেশ-কাল এবং ক্ষেত্রভেদে উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে। এই প্রকারের ভেদ সাধকদের প্রকৃতিগত ভেদের অনুরোধে স্বভাবতঃই হয়। আগামী দিনের ঐতিহাসিকগণ যখন বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংকলন করবেন এবং গভীরে উহার বিশ্লেষণ করবেন তখন এই নিষ্কর্ষের উপর পৌছাতে পারবেন। যদিও ভিন্ন-ভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে আপাততঃ বৈষম্য প্রতিভাসিত হয়, কিন্তু উহাতে নিগূঢ়রূপে মার্মিক সাম্য আছে। সংখ্যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায় কত আবির্ভূত হয়েছে এবং পরে কত বিলুপ্ত হয়েছে, ইহা বলা কঠিন। উপাস্যভেদের দরূণ উপাসনা-প্রক্রিয়াতে ভেদ তথা আচারাদি ভেদ হয়, সাধারণভাবে পার্থক্যের ইহাই কারণ। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এইসব তো সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত সম্প্রদায়েও অনেক অবান্তর ভেদ আছে। শৈব তথা শিবশক্তি মিশ্র সম্প্রদায়ে কিছু নিম্নলিখিত উল্লেখনীয় নাম আছে - সিদ্ধান্ত শৈব, বীর অথবা জঙ্গম শৈব, রৌদ্র, পাশুপত, কাপালিক অথবা সোম. বাম, ভৈরব আদি। অদ্বৈত দৃষ্টিতে শৈব সম্প্রদায়ে ত্রিক অথবা প্রত্যভিজ্ঞা, স্পন্দ প্রভৃতি বিভাগ আছে। অদ্বৈতমতেও শক্তির প্রধানতা মানলে স্পন্দ, মহার্থ, ক্রম ইত্যাদি ভেদ অনুভূত হয়। দশ শৈবাগম এবং অষ্টাদশ রুদ্রাগম তো সর্বপ্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যেও পরস্পর কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ ভেদ নেই একথা বলা যায় না। দ্বৈতমতে কেউ একান্ত গোঁড়া দ্বৈত, কেউ দ্বৈতাদ্বৈত এবং কেউ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। এর মধ্যে কোন সম্প্রদায়কে ভেদবাদী, কাউকে শিবসাম্যবাদী এবং কাউকে শিখা-সংক্রান্তবাদী বলা হয়। কাশ্মীরের ত্রিক অথবা শিবাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতস্বরূপে আবিষ্ট। শাস্ত্রোক্ত উত্তরকৌল প্রভৃতিও এইরকমই। কোন সময় ভারতবর্ষে পাশুপত সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল।

ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর সম্ভবতঃ পাশুপত ছিলেন, ন্যায়ভুষণকার ভাসর্বজ্ঞ তো পাশুপত ছিলেনই। তাঁর তৈরী গণকারিকা আকারে যদিও ছোট, কিন্তু পাশুপতদর্শনের বিশিষ্ট গ্রন্থে ইহার গণনা আছে। লকুলীশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশুপতেরও কথা শোনা যায়। এই পাশুপতদর্শন পঞ্চার্থবাদদর্শন তথা পঞ্চার্থ লাকুলাম্নায় নামে বিখ্যাত প্রাচীন পাশুমতসূত্রের উপর রাশোকরের ভাষ্য ছিল, বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণে ইহার উপর কৌন্ডিণ্য-ভাষ্যে প্রকাশন হয়েছে। লাকুশমত বাস্তবে অত্যন্ত প্রাচীন, সুপ্রভেদ এবং স্বয়ম্ভু আগমে লাকুলাগমের উল্লেখ দে যায়। মহাব্রত সম্প্রদায় কাপালিক সম্প্রদায়েরই নামান্তর প্রতীত হয়। যামুন মুনির আগম-প্রামাণ্য, শিবপুরা তথা আগমপুরাণে বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ভেদ দেখানো হয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র চার মাহেশ্বর সম্প্রদায়ে নাম উল্লেখ করেছেন। ইহাতে প্রতীত হয় শ্রীহর্ষ নৈষধে (১০,৮৮) সমসিদ্ধার্থ নামে যার উল্লেখ করেছে উহা কাপালিক সম্প্রদায়ই। সোম শব্দের অর্থ উপাসহিত অর্থাৎ শিবশক্তিযুগল। রফুত্তম আপন ভাষ্যে টীকাভাষ্যচন্দ্রে সোমসম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। অকুলবীরতন্ত্রেও তাঁর কথা উল্লেখ আছে। কাপালি নামের উদ্ভবের কারণ অন্তরঙ্গ রহস্য-প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের প্রকাশ নামের টীকায় প্রকট করা হয়েছে। তদনুসা এই সম্প্রদায়ের সাধক করলস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র উপলক্ষিত নরকপালস্থ অমৃত অথবা চান্দ্রী পান করতেন এইপ্রকার নামকরণের ইহাই রহস্য। এই লোকদের ধারণা অনুসারে ইহা অমৃত পান। ইহা থেকে এইস লোকেরা মহাব্রতের সমাপ্তি করতেন, ইহাই ব্রত ধারণা ছিল। বৌদ্ধ আচার্য হরিবর্মা এবং অসঙ্গের সময়ে কাপালিক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। শারতন্ত্রে ১২ জন কাপালিক গুরু এবং তাঁদের ১২ জন শিষ্যের নাম সহিত বর্ণনা পাওয়া যায়। গুরুদের নাম—আদিনাথ, অনাদি, কাল, অমিতাভ, করাল, বিকরালাদি শিষ্যদের নাম-নাগার্জুন, জড়ভরত, ষর্রশ্চন্দ্র, চর্পটাদি। এই সমস্ত শিষ্য তন্ত্রমার্গের প্রবর্ত্তক ছিলেন। পুরাণাদিতে কাপালিক মতের প্রবর্ত্তক ধনদ অথবা কুবেরের উল্লেখ আছে।

কালামুখ তথা ভট্ট নামেও সম্প্রদায় পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না প্রাচীনকালে শাক্তদের মধ্যেও সময়াচার এবং কৌলাচারের ভেদ বিদ্যমান ছিল। কিছু লোকে মনে করে সময়াচার বৈদিকমার্গের সহবর্ত্তী ছিল এবং গৌরপাদ, শঙ্কর প্রভৃতি সময়াচারের উপাসক ছিলেন। কৌলদে মধ্যে পূর্বকৌল এবং উত্তরকৌলের ভেদ বিদ্যামান ছিল। পূর্বকৌলমত শিবশক্তি, আনন্দ-ভৈরব এব আনন্দ-ভৈরবী নামে পরিচিত। এই মতে এই দুইয়ের মধ্যে শেষা-শেষিভাব মানা হত, কিন্তু উত্তরকৌ অনুসারে শেষাশেষিভাব নেই।

এই মতে শক্তি প্রাধান্য সদা স্বীকৃত। শক্তি কখনও শেষ হয় না, শিবতত্ত্বরূপে পরিণত হয়ে যায় এব শক্তি তত্ত্বাতীতই থাকে। যখন শক্তি কার্যাত্মক সমগ্র প্রপঞ্চকে নিজের মধ্যে আরোপিত করে, তখন উহা নাম হয় কারণ এবং উহার পারিভাষিক নাম আধার কুন্ডলিনী। প্রাচীন সময় থেকেই কৌলমতের আলোচন হচ্ছে। কৌলমতেই মানবের চরম উৎকর্ষের অবধি স্বীকৃত। এদের মতে তপস্যা, মন্ত্র-সাধনা প্রভৃতিতে চিত্তশুদ্ধি হলে কৌল-জ্ঞান ধারণ করার মানুষে যোগ্যতা আসে।

সেতুবন্ধু-টীকায় (পৃঃ২৫) বলা হয়েছে—

পুরাকৃতসোদানযজ্ঞতীর্থজপব্রতৈঃ।
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধমিণী গুরুসেবিতঃ॥
অতিগুপ্তস্য ভক্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে।

বিজ্ঞান-ভৈরবের টীকায় ক্ষেমরাজ বলেছেন—

বেদাদিভ্য পরং শৈবং শৈবাৎ বামং তু দক্ষিণম্
দক্ষিণাৎ পরতঃ কৌলং কৌলাৎ পরতং নহি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শুভাগমপঞ্চকের অন্তর্গত সনৎকুমার সংহিতায় কৌলজ্ঞানের নিন্দা করা হয়েছে। কৌলক, ক্ষপণক, দিগম্বর, বামকাদি সম্প্রদায় সমান-সমান মানা হয়েছে। শক্তি-সংগমতন্ত্রে বিভিন্ন খন্ডে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ তথা জৈনতন্ত্রের বিষয়েও বহু কিছু বলার আছে।

কোন সময় ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং দেশের বাইরেও তন্ত্রের ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল। তন্ত্রে 'কাদি' এবং 'হাদি' মত ৫৬ দেশে প্রচলিত ছিল। এই দুই মতের স্থানসূচীকে পরস্পর মিলালে জানা যায় কোন কোন প্রদেশে কাদি, হাদি দুই মতই প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত দেশ ভারতবর্ষের চারদিকে এবং মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল—পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কামরূপ, উৎকল, মগধ, গৌড়, সিলহট্ট, কৈকট আদি; দক্ষিণে কেরল, দ্রবিণ, তৈলঙ্গ, মলয়াদি, চোল, সিংহল আদি; পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, আভীর, কঙ্কণ, লাট, মৎস্য, সৌন্ধব আদি; উত্তরে কাশ্মীর, সৌর সেন, কিরাত, কোশলাদি; মধ্যে- মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব, আবন্তক আদি। ভারতের বাইরে বল্লীক, কম্বোজ, ভোট, চীন, মহাচীন, নেপাল, হুণ, মদ্র, যবন আদি।

কাদি তথা হাদি দুই মতেরই নানাপ্রকার অবান্তর বিভাগও ছিল।

তন্ত্র-বিস্তারের যৎকিঞ্চিৎ যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় ভারতবর্ষের প্রায় সব ক্ষেত্রে বৈদিক সংস্কৃতির সমান্তরালভাবে তান্ত্রিক সংস্কৃতির বিস্তার ছিল। কখনও কখনও ইহার স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা ছিল, কখনও তটস্থরূপে এবং কখনও অঙ্গীভূতরূপে। কখনও কখনও প্রতিকূলরূপেও এই সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল। কিন্তু সদা এবং সর্বত্র ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশরূপেই পরিগণিত হত। ভারতবর্ষের বাইরে পূর্ব তথা পশ্চিমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল, উহা কেবল বৌদ্ধ-সংস্কৃতির স্রোতেই নয়, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ধারাতেও।

প্রায় ১২ শতবর্ষ পূর্বে জয়বর্মা দ্বিতীয়ের রাজ্যকালে কম্বোজ অথবা কাম্বোডিয়ায় ভারতবর্ষ থেকে তন্ত্র -গ্রন্থ যেত। এই তন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র ছিল, না ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ছিল, এদের শৈবাগম বলা চলে। এইসব গ্রন্থের নাম (১) নয়োত্তর (২) শিরশ্ছেদ (৩) বিনয়-শীখ (৪) সম্মোহ। ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন নয়োত্তর সম্ভবতঃ নিঃশ্বাস সংহিতার অন্তর্গত নয় এবং উত্তরসূত্রের সাথে অভিন্ন। অষ্টম শতকে লেখা নিঃশ্বাসতত্ত্বসংহিতা গুপ্তলিপিতে নেপাল দরবার পুস্তকালয়ে এখনও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রায় ষষ্ট অথবা সপ্তম শতকের মানা হয়। প্রতীত হয় শিরশ্ছেদতন্ত্র জয়দ্রথ যামলেরই নামান্তর। জয়দ্রথ যামলের এক প্রতি নেপাল দরবার পুস্তকালয়ে আছে। বিনয়শীখকে কেহ কেহ জয়দ্রথমালার পরিশিষ্ট মনে করেন। সম্মোহনতন্ত্রও এই প্রকারের পরিশিষ্টই মানা হয়, ইহা প্রচলিত সম্মোহনতন্ত্রের প্রাচীনরূপ।

যেমন ভারত থেকে তন্ত্র অথবা তান্ত্রিক সংস্কৃতি বাইরে যাবার কথা বলা হয়েছে, তেমনি বাহির থেকেও কিছু তন্ত্রের ভারতে আসার বিবরণ শুনা যায়। এই বিষয়ে কুব্জিকাতন্ত্রের নাম করা যেতে পারে। বশিষ্টের উপাখ্যান প্রসঙ্গে চীন অথবা মহাচীন থেকে ভারতে উপাসনা-ক্রমের আসার কিংবদন্তী শুনা যায়। তারা একজটা তথা নীল সরস্বতী থেকে অভিন্ন। তারাতন্ত্র নামক গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্দিষ্ট আছে।

প্রথমে যে কথা কম্বোজের বিষয়ে বলা হয়েছে, উহা কেবল কম্বোজেরই নয়, নিকতবর্ত্তী দেশেও চালু আছে। দেবরাজ নামে শিবের উপাসনা তথা বিভিন্ন প্রকারের শক্তির উপাসনা ভরতবর্ষের বাইরেও প্রচলিত হয়। এই সমস্ত দেবদেবীর নাম—ভগবতী, মহাদেবী, উমা, পার্বতী, মহাকালী, মহিষমর্দিনী, পাশুপত, ভৈরব আদি। চীন ভাষায় লিখিত প্রাচীন ইতিহাসে ইহার পূর্ণ বিবরণ জানা যেতে পারে। এই বিষয়ে অন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিস্‌টোরিক্যাল সোসাইটি কিছু কিছু কাজ করছে।

এখানে তন্ত্রপীঠ, বিদ্যাপীঠ, মন্ত্রপীঠ আদি সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। কামকোটি, জালন্ধর, পূর্ণগি তথা উড্ডীয়ান—এই চার চতুষ্পীঠ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় লোকে জানে। কামহ্লদের সাথে মৎস্যেন্দ্রনাথে সম্বন্ধ ছিল, জালন্ধরপীঠের সাথে অভিনব গুপ্তের গুরু শম্ভুনাথের, যা আজকাল জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান মা হয়। এই সমস্ত প্রাচীনকালে বিদ্যাকেন্দ্র অথবা পীঠস্থানরূপে পরিগণিত ছিল। এর মধ্যে শ্রীশৈল অথ শ্রীপর্বত প্রধান ছিল। প্রসিদ্ধি আছে স্বয়ং নাগার্জুনই অন্তিম সময়ে এখানে তিরোহিত হয়েছিলেন। বিভি তান্ত্রিকবিদ্যার সাধনা, উহার প্রত্যক্ষীকরণ তথা যোগ্য আধারকে অর্পণ এই সমস্ত পীঠে হত। পরবর্তীকা বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুরী প্রভৃতি স্থানে এই সমস্ত প্রাচীন পীঠের অনুবর্ত্তন ক হয়েছে। তক্ষশীলার নাম তো সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সমস্ত দেশে ৪৯ অথবা ৫০ পীঠ আছে, যার বিস্তারিত বিবর তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার কিছু আলোচনা করেছেন। পীঠতত্ত্বের রহস অতি গম্ভীর। বাস্তবে পীঠের তাৎপর্য্য সেই স্থান যেখানে শক্তি জাগ্রত এবং যেখানে মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকারাদির বিষয় অলিঙ্গ পরমতত্ত্ব জ্যোতিরূপ গ্রহণ করে। দেহকেও চতুষ্পীঠ বলে মানা হয়, অম্বিক এবং শান্তাশক্তির সামরস্য যেখানে উহাই প্রধান পীঠ, সেখানে অলিঙ্গ অব্যক্ত মহাপ্রকাশ পরম জ্যোতিরূপে অভিব্যক্ত হন। এই পীঠের পারিভাষিক নাম পরাবাক্‌। এইপ্রকার যেখানে ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, তথা বামা জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রীশক্তি সকলের সামরস্য হয়েছে তাহাই পীঠরূপে পরিগণিত।

(ক্রমশঃ

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

ইতিপূর্বে মাতৃ-সন্নিধানে স্বামী যোগানন্দ পরমহংসের প্রণতি-কথা বর্নিত হয়েছে (বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, এপ্রিল ২০০১)। স্বামী যোগানন্দ বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন, – 'ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শনলাভ আমার আগে কখনও ঘটেনি।' ..... আমি টের পেলুম তখন তিনি সমাধির খুব উচ্চাবস্থায় রয়েছেন।'....'কোন উপলক্ষেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই আপরিসীম মধুমালা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি, - 'সর্বদাই সেই একের সঙ্গে এক হয় আমি চিরকাল সেই একই আছি।' শাশ্বত আত্মার এই অপরূপ প্রকাশে স্বামী যোগানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।

জগদ্ধাত্রী জননী মর্ত্য-মানবীর শরীরে মূর্ত হয়েছেন জাগতিক লীলায়। তাই সাধারণ জনজীবনের গ্রন্থিতে তিনি নিজেকে ধরা দিয়েছেন, নানা ভাবে, নানা স্থলে। করুণারূপিনী জগতজননীর রূপটি তাই স্বপ্রকাশ। স্বামী যোগানন্দের মাতৃ-দর্শনের ভূমিকাটি পুনর্বার স্মরণ করি।

'আমার ভাইঝি অমিয় বসু একদিন আমায় বললো,'নির্মলা দেবীকে না দেখে আপনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন না। তাঁর ভগবদ্ভক্তি অতি গভীর। আর 'আনন্দময়ী মা' বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিতা। আমি তাঁকে দর্শন করেছি। আমরা যেখানে থাকি, সেই জামসেদপুর শহরে সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন। একবার এক ভক্তর অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়ীতে যান। তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটির কপালে হাত বুলিয়ে দিতেই তার মৃত্যুযন্ত্রণা সব থেমে গেল। রোগও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল। আনন্দে, বিস্ময়ে লোকটি দেখল যে সে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে।'

মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি মায়ের এই করুণাঘন মূর্ত্তির বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনার প্রকাশ বড় বিরল। এরূপ আর একটি ঘটনার বিবরণ মেলে প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর আত্মকথনে।

বিংশ শতকের সাহিত্য জগতে প্রতিভা বসু একটি বহু আলোচিত আদরণীয় নাম। সঙ্গীতশিল্পীর রূপে সাংস্কৃতিক জগতের অভিনন্দনধন্য তিনি। দিলীপকুমার রায়, নজুরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা রাণু সোম নামের এই গায়িকা, তাঁর স্বনাম প্রতিভা বসু, প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সমকালীন সাহিত্য জগতে। বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিনী প্রতিভা বসু বিশশতকের সাহিত্য ও সংগীত সমাজের যে অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্রণ রচনা করেছেন 'জীবনের জলছবি' গ্রন্থে তার তুলনা নেই। এই স্মৃতি-চিত্রনের ঘটনা-মালায় জীবন-উপান্তে সবিস্ময়-শ্রদ্ধায় রচনা করেছেন মা আনন্দময়ীর করুণারূপিনী আনন্দ-ঘন রূপের। ঘটনার স্থল ঢাকা শহর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যা অর্পনা রায়ের 'ব্রজমাধুরী' সংস্থা কীর্তনগানের অমৃত-নির্ঝর। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাণু সোম তথা প্রতিভা বসু। তিনি মা - কে কীর্তন শুনিয়েছেন হৃদয়ের অর্ঘ্যে। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর পর্ব।

'কীর্তন প্রসঙ্গে আমার একজন জগৎমান্য মহিয়ষী মহিলাকে মনে পড়ে গেল। তিনি হলেন আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। তাঁকে যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন আমি যেমন অতি অল্পবয়সী একটী মেয়ে, তিনিও তখ একজন লজজাবতী পূর্ণযুবতী ঘোমটা টানা – বধু। কিন্তু বিশেষ ঐ সময়েই ঢাকা শহরে অনেকেই তাঁকে চেনেন জানেন এবং ভক্ত। বনগ্রাম আর যুগীনগর অত্যন্ত কাছাকাছি দুটো পাড়া। যুগীনগরে নিশিকান্ত মি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস ছিলো। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শৈল আমার কাছাকাছি বয়সের বন্ধু ছিল একদিন দুপুরে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি একতলাটা একেবারে খালি, একজনও কেউ নেই। ভাইবোনরা ও সব সময়ে একতলাতেই থাকতো, একতলাতেই সব বন্ধুবান্ধবের আড্ডা। আমি ভাবলাম ওরা গে কোথায়? কেউ কি বাড়ী নেই ? আস্তে আস্তে ঘর পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ভাবলা একা একা উপরে উঠে যাওয়া ঠিক হবে কি না। এই সময়েই আমি আমার বন্ধুকে নিচে নেমে আসতে দেখলাম। সে এসে খুব নিচুগলায় বলল, 'লিলিদির ছেলের খুব অসুখ। যায় যায় অবস্থা। শা-বাগের ম গন্ডি কেটেছেন। বাড়ির সকলের মন খুব খারাপ।'

লিলিদি শৈলর দিদি। লিলিদিকে আমার খুব সুন্দর লাগতো। ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা রং, কোম ছাপানো চুল। নববিবাহিতাই বলা যায়। ঐ তার প্রথম পুত্র, বয়েস কতো জানি না, তবে কোলের শিশু এক দু'বছর হবে হয়তো। লিলিদির ছেলে লিলিদির মতোই সুন্দর। তার অসুখ জেনে এবং অবস্থা খারা জেনে আমারো মন খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞাস করলাম, 'শা-বাগের মা কে ? তিনি কিসের গন্ডি কেটেছে ?' শৈল বললো, 'শা-বাগের মায়ের নাম জানো না ? আমরা সবাই তাঁর ভক্ত। শা-বাগে মায়ের আশ্রম মায়ের সঙ্গে বাবাও এসেছেন। তিনিও আছেন। যমকে আসতে দেবেন না মা, সেজন্যই গন্ডি কেটেছেন।

ঢাকা রমনার কাছাকাছি শা-বাগ বলে ধু-ধু প্রান্তর নবাবদের মস্তবড়ো একটা জায়গা ছিল। সম্ভব আমবাগান। এখন ভালো মনে নেই। সেই জায়গায় সুন্দর একখানা কুটিরে মা বাস করতেন। সেই বা থাকেন বলেই ঢাকার লোকেরা তাঁকে শা-বাগের মা বলতো। পরবর্তী জীবনে তিনিই 'আনন্দময়ী মা' রূ পরিচিত হন।

খুব নিঃশব্দে শৈলর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। গন্ডিকাটা কথাটাও যত কৌতূহলে উদ্রেক করেছিল, যে মা সেই গন্ডি কেটেছেন তাঁকে দেখার আগ্রহও ততই প্রবল হয়ে উঠছিলো। দোতলা উঠে টানা বারান্দা, বারান্দার পাশে পাশে সব ঘর। একতলার মতই। উঠতে উঠতে মাকে দেখতে পেলাম শেষ সিঁড়ি পর্যন্তও উঠতে হলো না। ডাইনের প্রথম ঘরখানাতেই একটি খাটের উপরে লিলিদির ছে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, মা বসে আছেন শিয়রে, থুতনি পর্যন্ত ঘোমটা টানা। দু তিন সিঁড়ি নিচে থেকে মায়ের ঘোমটা-ঢাকা মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ধবধবে ফর্সা কপালে টাকার মতো বড়ো একটা সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করে সাধব্যের সাক্ষী দিচ্ছে। মোটা-সোটা বাবা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। আরো দু' একজন যেমন লিলিদি নিজে, তাঁর মা বাবা শোকার্ত অথচ আশান্বিত মুখে দূরে কাছে প্রতীক্ষারত। শৈল বললো – মা যতোক্ষন এভাবে বসে আছেন ততোক্ষন মৃত্যু ওকে ছুঁতে পারবে না। যদি বেলা চারটে পর্যন্ত এভাবে কেটে যায় তবেই ও বাঁচবে। আমি নেমে এলাম, বাড়িও ফিরে এলাম। লিলিদির ছেলের জন্য মন কেমন করতে লাগলো। মায়ের গন্ডিতে যেন যমদুত কোনোভাবেই প্রবিষ্ট হতে না পারে সে জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম।

লিলিদির ছেলেকে ঢাকার সমস্ত বড়ো বড়ো ডাক্তাররাই চিকিৎসা করছিলেন। জানি না কার দয়াতে সে যাত্রা লিলিদির ছেলে বেঁচে গেল। তার অনতিকালের মধ্যে সে বাড়িতে একটা উৎসব হয়েছিল। কী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে সেই উৎসব এতোকাল বাদে সে কথা আর আমার মনে আসছে না। সেখানে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম। মাকে আবার দেখলাম। মস্ত আসর পাতা, ঘরে বহুলোকের মধ্যস্থলে তিনি বসে আছেন। বোধহয় সকলেই শিষ্য সেবক। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে হারমোনিয়ম দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো, মাকে কীর্তন শোনাতে হবে। মা বড়ো বড়ো শান্ত চোখ আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমি গান আরম্ভ করলাম। পালা ধরেই গাইতে শুরু করেছিলাম, অর্ধেক পর্যন্ত আসতেই তাঁর ভাবসমাধি হলো। তাঁকে ওরকম অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়ে যেতে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, সবাই ইঙ্গিতে গান থামাতে বারণ করলেন। এই ভাবসমাধি শব্দটা তাঁরাই উচ্চারণ করে বললেন, 'গান শুনতে শুনতেই আবার জ্ঞান ফিরে আসবে।'

এই ঘটনার পরে মা আমাকে চিনে রাখলেন। তাঁর নির্দেশেই আরো দু' বার আমি তাঁর আশ্রমে গিয়ে তাঁর কাছে বসবার অধিকার পেয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছে অনুসারে সেখানে বসেই গান করতে হতো। গান শুরু হলেই দেখতাম ধীরে ধীরে তাঁর বড়ো বড়ো চোখ দুটি বন্ধ হয়ে যেতো। মুখে একটা নরম অতি মৃদু হাসি ফুটে উঠতো. কোনো এক অভাবিত অজানিত অনুভবের মধ্যে ডুবে যেতেন, সমস্ত শরীর একেবার নিস্পৃহ হয়ে থাকতো।

প্রতিভা বসুর এই অন্তরঙ্গ বর্ণন ঢাকায় মাতৃ - সন্দর্শনের এক অপরূপ হৃদয় - নৈবেদ্য।

জগদীশ্বরী মা, শরীরীরূপ ধারণ করেছেন জগৎ-মঙ্গলের জন্য। তাই তাঁর করুণা-রূপিনী মাতৃ-মূর্ত্তির নানা ঘটনার পরিচয় দুর্লভ্য নয়। বিশ্বার্ত্তিহারিণী দেবীর এই পরমারূপের অপরূপ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র ঘটনার দুর্লভ সম্ভারে। দৈবী শক্তির এই করুণাধারার প্রকাশ ঘটেছে সন্ত-সমাজের হৃদয়-বিকাশে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী প্রভৃতি দেব-মানবের জীবনের নানা অলৌকিক লীলায় এই করুণাধারার প্রকাশ লক্ষ্যনীয়। সাধারণ মানুষদের কাছে দুঃখহারিণী মায়ের এই অলৌলিক লীলা সেই ঐশী শক্তিরই দিব্য-প্রকাশ।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইজীর অষ্টম বাণী

—'জয়

"ভগবচ্চিন্তারূপ ভিক্ষাই তিনি সকলের নিকট যাচনা করেন, তাঁহার সেবাদি অপেক্ষা আপন আপন সাধন ভজনাদি কর্মে তাঁহার কৃপা-লাভ সুগম হয়।"

ভগবান যখন লীলাতনু পরিগ্রহ করে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসে তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব লীলাসঙ্গীদের, যাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত ভাব, নির্দেশ, ইঙ্গিতকে বুঝবেন, তাঁর নিত্যদিনের নিত্যলীলা সহচর হবেন। ভাইজী, গুরুপ্রিয়াদি এঁরা সব ছিলেন মায়ের লীলাপুষ্টির প্রধান সহচরদের অন্যতম। এঁদে বাইরের ব্যবহারে যদিও কত জানা-অজানা, পরিচিত-অপরিচিত, মান-অভিমানের খেলা দেখা যেত কি ফল্গু ধারার মত অন্তঃসলিলা ভাবের স্রোতে এঁরা মায়ের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকতেন। ভাবটা এমন যেন 'জানিই ত তুমি কে, আর তোমার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ'। নয়ত এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁরা পেতে কোথা থেকে ?

ভক্ত-ভগবানের লীলা পুষ্টির জন্য মাঝে একটা হাল্কা আড়াল ফেলে রেখে তার ফাঁক দিয়ে মা ঝলকে ঝলকে নিজের স্বরূপের আভাসটুকু এঁদের কাছে খুলে ধরতেন। এঁরা বিস্ময়ে বিহ্বল হতেন, লীলা অন মাধুর্য্যে ফুলে উঠত। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা তাঁদের দর্শন ও অনুভবকে তাঁদের লেখনীর মধ্যে দিয়ে আমাদের শিক্ষা, ধ্যান, মনন ও সাধনার জন্য ধরে রেখেছেন। পরম কারুণিক সত্যদ্রষ্টা ব্যাসদে শ্রীভগবানের লীলা মাধুরী তাঁর কবি হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে জগৎবাসীর কাছে, ধরে দিয়েছিলেন বলে যুগ যু ধরে কত সাধক, কত যোগী, কত ভক্ত শ্রীভগবানের কাছে দিব্য কথা শ্রবণ করে, তাঁর লীলা ধ্যান করে তাঁ শ্রীচরণে ঠাঁই পেয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ভাইজী, গুরুপ্রিয়াদি এঁদের কথা যখন মনে হয় তখন ভাবি কত বিশা ছিল এঁদের হৃদয়। এঁরা নিজেরাই শুধু দিব্য মাতৃসঙ্গের অমৃত আস্বাদন করে তৃপ্ত থাকতেন না, যেখা অধ্যাত্ম পিপাসু কোন ভক্ত জনকে দেখতেন তাঁকেই মাতৃ শ্রীচরণে এনে হাজির করতেন, তাঁদের মায়ের কথ শোনাতেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন সেই 'সত্যম্ পরমের'নব লীলা মাধুরী আস্বাদন ও ধ্যানের সুযোগ পা তার জন্য নিজেদের অনুভব ও দর্শনকে নিজেদের লেখনীতে ধরে রাখতেন।

ভাইজীর এই বাণী শ্রীমায়ের স্বরূপ অনুভবের এক দিব্য অভিব্যক্তি। ভাইজী অন্তর থেকে অনুভ করতেন শ্রীমায়ের তনু অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ ভাবময়ী। মা নিজেও বহুবার ভক্তদের বলেছেন- 'এ শরীর এখ তোরা যেমন দেখিস, তোদের হিসাবে শিশুকাল যাকে বলিস সেই সময়ও তাই, খেলাটার সময়ও তাই, জ মৃত্যু আসা যাওয়ারও কোন প্রশ্ন নাই। যা বল তাই, অর্থাৎ যা হতে পূর্ণ প্রকাশ আর কি। তোদের শু ভাবই এ শরীরের খাদ্য।' শ্রীমায়ের দিব্য তনু সন্তানদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভক্তি, ঈশ্বরীয় চিন্তা, ভাবন ধ্যানেই পুষ্ট থাকত। সাধারণের মত বাইরের খাদ্য, বিশ্রাম বা সেবা ইত্যাদির উপর তা নির্ভরশীল ছিল না আশ্রিতদের তনুকে তপস্যায় তপ্ত করে শুদ্ধ করে নেওয়ার খেয়ালেই তাঁর সেবা গ্রহণ। ভক্তদের ভগব চিন্তারূপ খাদ্যই মায়ের দিব্য তনুর সত্যকার আহার ছিল। গীতায় ঐ একই সুরে শ্রীভগবান বলেছেন 'ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্।' উপনিষদে পাই - 'ঋতং পিবন্ত সুকৃতস্য লোকে।' যে মনুষ্য শরীর ভগবান সৃ করেছেন, তার মধ্যে ঋতছন্দটি, সত্য ভাবনাটি যখন ফুটে ওঠে তখন তাই তিনি আনন্দে পান করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাকে আমরা দেখেছি বাইরের কিছু খাচ্ছেন না, আবার কখনও হয়তো খুব অল্পাহার করছেন। কখনও নিয়ম করে দিলেন যে সারা দিন রাত্রে একবার এক নিঃশ্বাসে যতটা খাওয়াতে পারা যায় তাই মায়ের আহার হবে। এইভাবে বহুদিন চলার পর আবার নিয়ম করে দিলেন যে দুর্বা যে ভাবে দু-তিন আঙ্গুলে তুলতে হয় - একবার সেই ভাবে যা ওঠে তাই ঐ দিনের আহার। আবার কখনও নিয়ম করে দিলেন— বাগানের গাছের যে ফল মাটিতে পড়ে থাকবে শুধু তাই খাবেন। তখন আছেন ঢাকার শাহাবাগে, বাগানে আম আর লিচুর গাছই বেশি ছিল। আবার আমের সময় নয় তখন তাই বলতে গেলে কিছুই প্রায় খাওয়া হত না। এই সময়ে দুধ ইত্যাদির ব্যবস্থাও রাখতে দিতেন না। সব ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতেন। মার খওয়া হয় না দেখে ভাইজী মটরী পিসীমাদের একবার বলে দিলেন যে তিনি ঘি, ময়দা পাঠিয়ে দেবেন, মাকে যেন দু চারটে লুচি ভেজে খাওয়ান হয়। পিসীমারা ভাইজীর বাড়ী থেকে পাঠান ঘি, ময়দা সরিয়ে রাখতেন। কদিন মা এভাবে সেবা নিয়ে একদিন হঠাৎ ভাইজীকে বাড়ী থেকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন- 'ঘরে যত ঘি ময়দা আছে সব দিয়ে লুচি ভেজে নিয়ে এস, দেখি কত লুচি খাওয়াতে পার। এইভাবে মা ৬০/৭০ খানা লুচি খেয়ে বললেন –'আরও থাকলে আরও খেতাম; কিন্তু আমি এভাবে খেলে কদিন খাওয়াতে পারবে ? এভাবে খেলে তোমাদের কারও সামর্থ্যে কুলাবে না- ঘি, ময়দা আর পাঠিও না। কোন বন্দোবস্ত করে আমার খাওয়া চলবে না।' সত্যই আমাদের নিয়মে মায়ের চলা হত না। আপন খেয়ালে যা করতেন তা-ই ঠিক। শ্রীভগবানের মুখে আমরা গীতায় শুনেছি, 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্।' তাঁর জন্ম ও কর্ম দিব্য। সাধারণে তাঁর মানুষের রূপ দেখে তাঁকে সাধারণই মনে করে, তাঁর পরম ভাব জানতে পারে না- 'মানুষীৎ তনুম্ আশ্রিতম্ পরম্ ভাবম্ অজানন্তো।' শ্রীমাকেও আমরা দেখেছি যে আমাদের মত করে খেলার সময় কত সহজে তিনি নিজেকে গোপন করে রাখতেন, নিজের পরম ভাব অতি সঙ্গোপনে প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন, তবু কখনও কখনও তার কিছু বিভা আমাদের কল্যাণের জন্য প্রকাশ হয়ে পড়ত। দেখা যেত অন্তর্যামী বিশ্বতো চক্ষু, তাঁর কাছে কারও কোন ভাব অজানা নয়, জগতের কোন ঘটনা অ-দৃশ্য নয়। একবার শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কেদার বলে একটি ছেলেকে মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। সে বিশেষ শক্তি বলে লোকালোকে যেতে পারত। মাকে সে একবার বলল— মা, আমি দেহের থেকে বেরিয়ে লোকালোকে যাব। তুমিও চল। মা বললেন— 'আমায় যেতে হবে না বাবা, তুমি যেখানেই যাও মা বলে ডাকলে সাড়া পাবে।' সে সূক্ষ্ম দিব্যলোক থেকে ফিরে এসে আশ্চর্য হয়ে বলল 'এটা কি করে সম্ভব হল ? আমি ওখানে মায়ের সাড়া পেলাম কেমন করে ? মা তো এখানেই আছেন, যাননি।' তখন গোপীনাথ কবিরাজজী তাকে বললেন, - 'মাকে কোথাও যেতে হয় না, মা সবর্ত্র আছেনই।'

মায়ের অপ্রাপ্ত কিছু নেই, তবু সাধনার ক্রিয়া হচ্ছে মায়ের শরীরে। মা বলেছেন, 'তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাধনায় খেলা হয়ে যাচ্ছে এ শরীরে।' বাইরে ভেদের ব্যবহার করছেন, আবার কখন বলছেন— 'দেখ আমার আগুন ও জলের ভেদ জ্ঞান ঠিক থাকছে না। তোমরা দেখে রাখতে পারলে শরীর থাকবে, নয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।' ভোলানাথ, দিদি, ভাইজী এঁরা তটস্থ হয়ে থাকতেন।

শ্রীমায়ের তনু ছিল অপ্রাকৃত, সদা স্বরূপে আত্মস্থ, জীবের বুদ্ধি স্তর থেকে তাঁর স্থিতি, গতি অনুধাবন করা অসম্ভব ছিল তাই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করাও বেশী কঠিন হতো। তাঁকে তাঁর মত থাকতে দেওয়া, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে দেওয়াই ছিল সকলের পক্ষে মঙ্গলকারক। আমাদের ভাব, আমাদের দৃষ্টি দিয়ে মাকে বুঝতে পারা অসম্ভব ছিল। ভক্তেরা কতবার দেখেছেন শ্রদ্ধাশূন্য কোন ভাব নিয়ে কেউ যদি মায়ের কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেত, মায়ের বিশুদ্ধসত্ত্ব দিব্য তনুতে বিপরিত ক্রিয়া দেখা দিত। আবার তা আমাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক হ কোন ওষুধের দরকার হত না। ভক্তেরা নাম, জপ করলে মায়ের শরীর স্বাভাবিক হয়ে যেত। মা তাঁ সন্তানের ঋত, সৌম্য ভাবনার ফলে তার ভাব ও কর্ম জগতে যে সুষমার আবির্ভাব হয় তাই সব থে আনন্দে পান করেন। তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে অনন্ত রকমারি আধার, অনন্ত ভাব সেখানে, সর্ব্বভূতাশয়স্থি আত্মা অনন্ত ভাবে সেই অনন্ত রসের আস্বাদন করে চলেছেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আধার আমাদের এই ন তনু। যেখানে ভাবের সু-সম স্থিতিতে আত্মা ও পরের ভেদ দূর হয়ে যায়। গীতায় ভগবান এ ভাবে বলেছেন- "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সম পশ্যতি।" জগতের সকলকে সে নিজের মত করে দেখে, সমান ভা দেখে, সকলের সুখ দুঃখকে সে নিজের সুখ দুঃখের মত অনুভব করে - ভেতরটা তার বেড়া ভাঙ্গা মাঠে মত উদার হয়ে যায়। তার নিজের জন্য আলাদা করে চাওয়া পাওয়ার খেলা জীবনে ফুরিয়ে যায়। পরমে শ্রীচরণে নিবেদিত এমন মুক্ত আধারের মধ্য দিয়েই স্রষ্টার ঋতছন্দটি প্রকাশিত হয়, তার প্রতিটি ক প্রতিটি ভবনায় সোম উৎসারিত হতে থাকে, সেই দিব্য সোম-শ্রীভগবান সব থেকে আনন্দে পান করেন।

যা বিরাট তাই কল্যাণময় আনন্দময় মঙ্গলকারক। মা ত আত্মা, মা ত ময়, তিনিই ত আমাদের ম আমরা ত তাঁর সন্তান, তাঁর একান্তই নিজের, এই সত্য অনুভব করে আত্মনিবেদনের ভাব নিয়ে তাঁ চাওয়াকে তাঁর মত ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই আমাদের জীবনের সত্যকার সাধনা। মা আমাদের কাছে কি চা এই প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠলে ভাইজীর এই বাণীকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। মা ভগবচ্চিন্তার ভিক্ষাই আমাদের কাছে চান। ভগবানের চিন্তা করলে কী হয় ? না, আমরা যা কিছু চিন্তা করি আম তৎভাবে ভাবিত হই, তৎ গুণে গুণান্বিত হই। তাঁর সর্ব্বব্যাপী, নির্দোষ, সম ভাবের (সমোহহং সর্ব্বভূতে সাগরে আমাদের ক্ষুদ্রতার আবিলতা লয় হয়ে আমরা বিরাটের ভাবে ভাবিত হয়ে যাই। আপন পর, উঁ নীচুর ভেদ দূর হয়ে যায়। মা নিজে কত মধুর করে বলতেন– 'নিজের দাঁতে নিজের জিভে কামড় পড় যেমন সমস্ত শরীরটা নিজের বলে সবই সহ্য করে আদর যত্নে একে রক্ষা করিস, নিজের গন্ডির ভিত সকলের সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবি। 'আমি' ও 'তুমি' এই পার্থক্য দূর করাই ত সাধ ভজনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

মায়ের ভগবতী তনু, সন্তানের ভগবৎভাবেই তার পুষ্টি, তাঁর আনন্দ। কোনদিনই তা বহিরঙ্গ পূজ আচার, সেবা ইত্যাদির অপেক্ষা রাখতনা। মায়ের কাছে আমরা কত জন গেছি, বহুজনের মনের কো আত্মপ্রয়োজনই বিশেষভাবে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে। ঐ ভাবকে আশ্রয় করেই পূজার উপচার নিয়ে গে প্রসন্নতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। আজও হয়ত তাই করে চলেছি, কিন্তু মাকে কত জনে বলতে পেরে যে মাগো, এ জগতে নিয়ে এলে, সত্যি তুমি আমাকে দিয়ে কী করাতে চাও ? শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও, যে তোমার মনের মত হয়ে উঠতে পারি। এমন খোলা ভাবে আত্মনিবেদন করা আমাদের প্রায় হয়েই ওঠে না সংস্কার ও আবিল বুদ্ধি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাকৃত বুদ্ধিতে মায়ের মহাভাবময়ী মূর্তি ধরা পড়ে না নিজেদের দেহগতসংস্কার নিয়ে মাকে শরীরী ভাবি। দেশ কালের সীমার সংস্কারে মাকে তিনি এখানে আছে ওখানে নেই ভাবি। ভাইজী তাঁর ঋষির দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সচেতন করে বলেছেন যে প্রকৃত আনন্দ শা পেতে হলে, ভগবানের করুণা অনুভব করতে হলে বুঝে নাও মা- কে ? তিনি কি চান ? আর জেনে না কিসে তিনি সর্বোপরি প্রসন্ন হন। ভাইজী আরও বলছেন, তিনি ভাবগ্রাহী, তাঁর লীলাতনু বিশুদ্ধ সত্ত্বময় তাই কৃপা পেতে হলে তাঁর প্রত্যক্ষ সেবাদি অপেক্ষা আপন-আপন সাধন ভজনের ক্রিয়াই শ্রেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বাণীতে কি অপূর্ব দিব্য ইঙ্গিত। প্রত্যক্ষ সেবাকে সেই বেশি মন দেয় যার কাছে মা শরীরী। মা শব্দের অন্তর্নিহিত সত্য তার কাছে তখনও অধরা। মা নিজেই বলেছেন— ' মা মানে জানিস, মা মানে আত্মা, মা মানে ময়।' বিশ্বময় সমস্ত কিছুতে মাই অনুস্যূত, ওতোপ্রোত এই সত্য বোধে বোধ না হলে, মাকে ত পাওয়া হল না।

মায়ের কাছে গেলাম, এলাম, মাথায়-টোকা, ফুলের মালা, প্রসাদ কত কি পেলাম। সাময়িক আনন্দ মান নিয়ে আত্মহারা হলাম। আবার যে কে সেই। অভাব বোধ। মাকে পেলে ত অভাব বোধ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ত মা তাঁর স্বরূপটি চিনিয়ে দিয়েছেন, বলছেন, মা মানে ম-য়। বেড়া ভেঙ্গে বিরাট রূপে মা কে পেলে তবেই বুক জুড়ায়, নয় ত নয়।

ভগবানের আর এক নাম 'মানদ'। তিনি মালা পরিয়ে, উঁচুতে বসিয়ে সকলের থেকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে কথা বলে মান বৃদ্ধি করিয়ে দেখেন যে কতটা তাঁকে তাঁর মত করে পেলাম বুঝলাম। রাসমন্ডল থেকে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়েছেন। সখীরা হা - কৃষ্ণ কোথা - কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে তাঁকে খুঁজছেন। হঠাৎ তারা দেখেন এক জায়গায় কৃষ্ণের চরণ। আর দেখেন তার পাশে আর এক গোপিনীর চরণ চিহ্ন। এঁরা তখন সেই গোপিনীর ভাগ্যের প্রশংসা করেছেন। ওদিকে সেই গোপিনী ভাবছেন প্রভু সকলের থেকে আমাকেই বেশী ভালবাসেন, তাই ত একান্তে স্বতন্ত্র ভাবে তাঁর সঙ্গ পেলাম। তিনি তখন আত্মগরবে গরবিনী হয়ে কৃষ্ণকে বলেছেন— প্রভু আমি, ত আর চলতে পারছিনা, তুমি আমাকে কোলে করে নিয়ে চল। প্রভু বললেন. ও তাই ? এই বলে তাকে কোলে নিলেন। পরক্ষণে সেইখানেই কৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন। সেই সখী তখন কৃষ্ণকে হারিয়ে সেখানে বসে আত্মধিক্কারে কাঁদছেন। অন্য সখীরা কৃষ্ণকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাক, সকলে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাঁদছ কেন ? আর মাধব কই ? ঐ সখী বললেন— দেখ সখী, ভুলে গেছিলাম তাঁর এক নাাম 'মানদ' , তিনি মান বৃদ্ধি করে দেখছিলেন যে তাঁর সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সমভাবে, সমত্বের কথা আমার সর্বদা স্মরণ থাকে কি না। না সখী আমি হেরে গেছি। সর্বময়কে বিশেষভাবে আমার করে ভাবতে গিয়ে, পেতে গিয়ে তাঁরে হারিয়েছি। তিনি তো সকলের, চিরকালের সকলের, সমভাবে সকলের, এ কথা আর যেন না ভুলি। বিশ্বনাথ সকলের নাথ, আবার তিনি বিশ্বরূপও। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি ভাব যে তিনিই মাত্র। 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্ যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্।' ভাইজীর তাই সাবধান বাণী যে ভাই সব, মাকে শরীরী ভেবে তাঁর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে গিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ সেবাকে শ্রেষ্ঠত্বের মান দিও না। ভাবগ্রাহী জনার্দন, শুদ্ধ ভাবেই তাঁর প্রীতিঅধিক। ভাবশূন্য সেবাকে মা বলেছেন – 'অনেকটা বিলাতী ফুলের মত।' দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু প্রায়ই গন্ধহীন। আরো বলেছেন – 'কর্মজগৎ প্রকাশ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, ভাব জগতের খেলা নীরব ও অপ্রকাশ। তা না হলে ভাবের পুষ্টি হয় না এবং এই ভাবের পুষ্টি নিয়েই কর্মজগৎ চলে।' মা অপ্রত্যক্ষ নীরব একান্ত ভাবের কথা বলেই চলেছেন। বলেছেন - 'গঙ্গার উৎপত্তি স্থান লোক চক্ষুর অতীত, গভীর অরণ্যে, অথচ তাঁর স্নেহ ধারা কত দেশকে শস্য শ্যামল করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছে। ভাবই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল।' শ্রীমায়ের বাণী অনুধ্যান করলে ভাবের ভাবরূপ আমাদের বোধিতে ধরা পড়ে, সত্যই ত ভাব সূক্ষ্ম আর প্রকাশ স্থূল। ভাব অন্তরের অনুভবের বিষয়, তা বহিরঙ্গ কোন স্থূল প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। তাই ভাইজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মা-আত্মা, মা-ময়, মা-অখন্ডমন্ডলাকারম্ ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরম্। বোধকে বিস্ফারিত করে ভূমায় উত্তীর্ণ করতে হবে। আমাদের অবাধ বোধ দিয়ে মায়ের সর্বময় কল্যাণময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময় অস্তিত্বের সদা অনুভবে কৃতকৃতার্থ হতে হবে। ভাইজীর অন্তরের অন্তস্থলের আকুতি যথার্থ অনুভব করে আমরা যেন প্রাণ ভরে বৈদিক ঋষিদের মত প্রার্থনা করতে পারি 'উরৌ দেবা অনিবা স্যাম' (ঋ ৫/৪২/১৭) আমরা যেন ভূমার বোধে জরিত হয়ে ভূমার মধ্যে অবাধে থাকতে পারি। এই মায়ের কোল. এই ত অচ্যুতের পরম সেবা। যে সেবার থেকে কোন কালেই চ্যুত হবার কোন ভয় নেই, স্থিতি থেকে বিচ্যুত হবার কোন স্থান নেই।

☆

মা আনন্দময়ী

— *শ্রী চিত্ত রঞ্জন পা*

জয় মা আনন্দময়ী পূজি'তব চরণ,
তোমার আশিস্‌গুণে দুঃখ হয় হরণ।
তুমি মা মোদের ঘরের আদরের মাত,
দুঃখ দৈন্য ঘুচাইয়া হইয়াছ ত্রাতা।
তোমার স্নেহের স্পর্শে মোরা খুশী তাই,
আনন্দের কলরোল সদা হৃদে পাই।
নহ' তুমি দেবী মাগো নহ তুমি দূরে,
তোমার অশেষ স্নেহ সদা হেথা ঘোরে।
দেবত্বের মহিমাতে কম তুমি নহ,
সদাই প্রনম্য তুমি, শ্রদ্ধা ভক্তিলহ।
জগতের মা রূপে রহ সবা ঘরে,
তোমাকে পাই যেন হৃদয়-মাঝারে।
তোমার আশিষ সদা ঝরুক নির্ঝর,
তোমাতেই তাই মোরা সদাই নির্ভর।
প্রণাম সদাই নিও, স্নেহ দিও ভরে,
জগর্তের দুঃখ-শোক যায় যেন দূরে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা কে মনে পড়ে
(দুই)

— স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহরোজে

লেখার প্রেরণা

প্রেরণার কথাটা, ইচ্ছার কথাটা উল্লেখ করলাম, কারণ মাতৃপ্রেমী অনেকেই অনেক সময় মাতৃ-বিষয়ক কিছু লেখার জন্য বলেন। বিশেষ করে বলেন মাতৃপ্রেমী, মাতৃকৃপা ও মাতৃ-সান্নিধ্য ধন্য এবং আমার একান্ত আপনজন তথা শ্রদ্ধেয় ডক্টর গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়। তিনি বলেন - আমার মাতৃ সান্নিধ্য. মায়ের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা, লেখাজোকার চর্চা ও কখনো কখনো মাতৃ-বিষয়ক কিছু লিখেছি বলে। মায়ের সম্বন্ধে আমার প্রথম দীর্ঘ রচনা- 'শেষ প্রণাম।' মায়ের মহাসমাধি লাভের পূর্বদিনের স্মৃতিচারণ। পরের লেখা ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাঁচীর আশ্রমে মাকে প্রথম দেখার কথা। ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে মায়ের জন্ম শতবার্ষিকীর সময় লিখেছি- 'আমার জীবনে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার প্রভাব।' তারপর আর কিছু লেখাই হয়নি। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে মাকে মাঝেই যে কিছু লেখার কথা উঁকি দিতনা, তা নয়। অনেক সময় কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিও, তবু হয়নি। সম্বৎসর নানাস্থানে আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও পুরীর ধ্যান মান্দির আশ্রমের একটিমাত্র বিশেষ অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকি তাহলো অন্নপূর্ণাপূজা। আর তাকে অবলম্বন করে পঞ্চম দিবসীয় শিক্ষা, সেবা, সাধু-মহাত্মাদের উপস্থিতি তথা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের প্রতিষ্ঠাতিথি বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান। তারপরের কিছু দিনগুলো আমার ভাষায় 'ছুটি'। সেদিনগুলো ছুটির নিমন্ত্রণে প্রায় সঙ্গীবিহীন হয়ে একান্তভাবে কাটাই নানাস্থানে। কারণ সংসারের মতো আশ্রমও একটা বন্ধন। বৃহৎ স্থান, বহৎ বন্ধন। তবে আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে সেই সহজ বন্ধনটা সহজেই কাটানো যায়। বন্ধনটা ধর্মকর্মে, ব্রহ্মকর্মে রূপান্তরিত করা যায়। এই ছুটি তারই সামান্যতম ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গতবার ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে কাটিয়েছি কলকাতার শ্রদ্ধেয় সুনীল সিংহ রায় মহোদয়ের দার্জিলিংয়ের 'মঞ্জুশ্রী' বাড়িতে। এবার নূতন শতাব্দী ২০০০ খৃষ্টাব্দের দিনগুলো কাটাবো কথা ছিল বেনারস, লক্ষ্ণৌ হয়ে হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে। ব্যবস্থাও ছিল। তবু হলো না। অন্তিম লগ্নে দিক-পরির্বতন হলো। বাগডোগরা হয়ে এলাম আবার দার্জিলিংয়ের সেই 'মঞ্জুশ্রী' বাড়িতেই। সঙ্গে কাগজপত্র এসেছিল সামান্য কিছুই। শুধুমাত্র আশ্রম পত্রিকা মন্দিরের কিছু টুকিটাকি লেখার জন্য। চিঠি-পত্র তো 'ছুটিতে' একান্ত আবশ্যকীয় ভিন্ন কিছু লেখাই হয় না। মন্দির পত্রিকার জন্য মাঝেমাঝে একটু-আধটু লিখছি। ৩১শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায়ও সে কারণেই কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে বসেছি। কিন্তু লেখায় মন বসলো না। মনে হলো আলো নিভিয়ে অন্ধকারেই আপনমনে বসে থাকি। যা আমার অনেক দিনের অনেক সময়েরই অভ্যাস। তাই করলাম। তারপর একসময় আলো জ্বেলে বিনা প্রস্তুতিতেই লিখতে বসলাম মায়ের কথা। শীর্ষক- 'মাকে মনে পড়ে।' কয়েকটা লাইন লিখেও ফেললাম। তারপর অকস্মাৎ পাশের ঘরে গিয়ে বেনারসে পানুদাকে ফোন করলাম। কুশলাদি সহ একটা প্রয়োজনীয় কথা আর ইচ্ছা না থাকলেও মাতৃ - বিষয়ক লেখা শুরুর কথাটা মনের অজান্তেই বলে ফেললাম। তিনি বিশেষ উৎসাহ দিলেন। শীঘ্রই পাঠাতে বললেন। তারপরেই পুর্ণোদ্যমে এই লেখার প্রয়াস। তবে 'মাতৃ-প্রেরণা' ও 'মাতৃ-ইচ্ছার' কথাটা ব্যক্ত করতে গিয়ে ভূমিকাটা একটু দীর্ঘই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে গেলো। তাছাড়া যে উপায়ও ছিল না। 'পথে যেতে যেতে কোথা তার পরশ আসে কে জানে,' অ এটাই তো মাতৃ-প্রেরণা ও মাতৃ-ইচ্ছা। যদি দিক্-পরিবর্তন না হতো এবং লেখার অনুকুল স্থানে আসতাম, তথা অকস্মাৎ বায়ুভরে উড়ে আসা পড়া বীজের মতো যদি না ঠিক সেই মুহূর্তেই লেখার প্রের মনের কোনে উঁকি না দিত এবং ফোনটাও না করতাম, তবে অনেক অনেক প্রারম্ভিত লেখার মতো লেখাও যে থেমে যেত না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ? আর এটাই কি মাতৃ-প্রেরণা নয় ? নয়- মাতৃ-ইচ্ছা

পরের কথা। লেখা মাঝে মাঝেই চলছিল। অনেকটা এগিয়েও এসেছিল। এরই মধ্যে এলো একদি দিনবদলের পালা। 'ছুটি' শেষ। বিদায় বেলা। রত হলাম আবার নানা আশ্রম কর্মে। ধর্মকর্মে। বর্ষপা পাহাড়ের নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে এলাম আবার দার্জিলিংয়ের 'মঞ্জুশ্রী' বাড়িতে। একান্তবাসে। নির্জনবাসে কিন্তু জগৎ পরিবর্তনশীল। ইতিমধ্যে পরিবর্তনশীল জগতেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুনীলদা নেই লোকান্তরিত। দীর্ঘদিন পরে মায়ের বেনারস আশ্রমেও কয়েকদিন থেকে এলাম। সম্প্রতি এলাহাবাদে পূর্ণকুম্ভে মাতৃশিবিরেও অনেকের সাথে কাটিয়ে এলাম। এবার এখানে আসা স্বর্গীয় সুনীলদার একমাত্র পু ব্যারিস্টার শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ সিংহরায়ের ব্যবস্থায়। সঙ্গে এসেছে মাতৃ-বিষয়ক অসমাপ্ত লেখার কাগ পত্রগুলো। তাতেই আঁকিজুঁকি চলছে। প্রার্থনা মায়ের কাছেই এবার সমাপ্ত হউক।

॥ নিতান্ত আমার আপনার কথা ॥

কিন্তু কি লিখবো ? যা লিখতে প্রয়াসী হয়েছি সে তো- 'নিতান্ত আমার আপনার কথা।' কিন্তু তা যায় কি কভু ভোলা ? 'সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।' তাই তিনি যা দেখিয়েছে প্রাণে গেঁথেছেন, যা লেখাবেন, তাই লিখবো। যদি কিছু সুন্দর হয় সেকৃপা মায়েরই। যদি না হয় সে ত্রু আমারই। প্রার্থনা- 'ক্ষমিও মমদীনতা।'

কাজে লাগা ? সে কৃপা তাঁরই। যদি কারো সামান্যতম কাজে লাগে ধন্য হবো। কৃত - কৃত্য হবে না হলে- 'জীবনের ধন অলক্ষ্যে যায় না কিছু হারা।'

'রবে নিশিদিন, রবে চিরদিন পূজার ফুল হয়ে, সকল ফুলের সাথে আমার চরণে, আমারই রচ যখন।'

॥ প্রথম দেখা ॥

দেখা কথাটা সাধারণ অর্থে চোখের দেখার মধ্যেই সীমিত থাকলেও এবং পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শ সেভাবেই গ্রহণ করলেও আমাদের ধর্ম ও দর্শনে তা অনুভুতি। 'ঋষয়ো মন্ত্র দ্রষ্টার।' ঋষি মন্ত্রের দ্রষ্টা অর্থাৎ ঋষির জ্ঞান অনুভুতি লব্ধ। তাই 'শ্রীশ্রীমাকে আমার প্রথম দেখা' রচনায় আগেও বলেছি, আজ বলছি- ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দেওঘরে মাকে দেখার সুযোগ হলেও, সেটা কিন্তু আমার প্রথম দেখা নয়। কার সেটা ছিল আমার বালক মনের ক্ষণকালীন চোখের দেখা। সেখানে অন্তরের কোনো অনুভুতি ছিল না। তা ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে মাকে তাঁর রাঁচী আশ্রমে দেখাই প্রথম দেখা। সে দেখা আমার সমস্ত মন দিয়ে দেখা। সম অনুভুতি দিয়ে দেখা।

গ্রীষ্মকাল। রাঁচীর সমীপবর্তী টাটিশিলয়াই। 'বিদ-বাংলো।' স্টেশন সংলগ্ন রাঁচী পুরুলিয়া রোডে উপর। কলকাতার স্বর্গীয় নগেন্দ্রভূষণ বিদ ও স্বর্গীয়া সুষমা বিদের বাড়ি। প্রশস্ত পরিধি। ফল-ফুলে বাগান ভরা। এখানে রয়েছি শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের সাথে। কিছুদিন আগেই এম. এ. পরীক্ষা ফল প্রকাশিত হয়েছে। উত্তীর্ণ। আশ্রমের নানা কাজকর্মের মধ্যে একাকী পরবর্তী পড়াশুনার কথা ভাবছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সীমাহীন বাধা। এসময়ের একটা নিত্যকাজ ছিল সকালে আশ্রমের চিঠি-পত্র লিখে বিকালে সেগুলো টাটিশিলয়াই স্টেশনে হাটিয়া-রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেসের আর. এম. এসে. পোস্টকরা। একদিন দেখি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে রাঁচিগামী অন্য একটা গাড়ী। গাড়িটা খুবই বিলম্বে চলছে। সেখানেই আকস্মিকভাবে দেখা স্বর্গীয় তপোগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সাথে। তিনি ঐ গাড়িতেই রাঁচী যাচ্ছেন। তপোগোপালবাবু ডক্টর গোবিন্দগোপালবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। স্বর্গীয় প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁদের পিতৃদেব। প্রাণগোপালবাবু ছিলেন মায়ের খুবই কাছের লোক। তপোগোপালবাবু ও গোবিন্দগোপালবাবুও তাই। তখন দেওঘরই তাঁদের অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু। সেইসূত্রে তাঁদের সাথে আমাদেও নিবিড় পরিচয়। তপোগোপালবাবুই জানালেন তিনি রাঁচী যাচ্ছেন আনন্দময়ীমার শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। সেদিন আনন্দময়ীমার নাম শুনে আমার মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই হয়নি। মনে কোনো দাগও কাটেনি। ওনার কথা শুনেছি। পরে ভুলেও গেছি।

প্রতিক্রিয়া হলো পরে। আমাদের হাটবাজার করতে হতো রাঁচীতে। যাতায়াত বাসে। একদিন সকালে বাজার করতে গিয়ে বাজারপর্ব সমাপ্ত করে, সেগুলো বিশ্বস্ত স্থানে রেখে কৌতুহল হলো মায়ের আশ্রমে যাবার। গেলাম। জন্মতিথির অনুষ্ঠান সমাপ্ত। মা আশ্রমে উপস্থিত নেই। রাঁচীতেই কোথাও গেছেন। ফিরে এলাম। তারজন্য মনে কোনো আক্ষেপ হলো না। এর পরও কয়েকবার রাঁচী গেছি। আশ্রমে যাইনি।

একদিন রাঁচী যেতে হলো বিকালে। জরুরী টেলিগ্রাম করতে। টেলিগ্রাম করে নিজের অজান্তেই গিয়ে উপস্থিত হলাম মায়ের আশ্রমে। দেখা হলো স্বামী শাশ্বতানন্দজী ও স্বামী পরমানন্দজীর সাথে। তাঁরা একসময় বেশ কিছুদিন দেওঘরের নির্বাণ মঠে ছিলেন। আমাদের বেশ পরিচিত। এখন দীর্ঘ দিন ধরে মায়ের আশ্রমেই আছেন। শাশ্বতানন্দজীই নিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। তখন হলে সৎসঙ্গ হচ্ছে। অনেক লোক। মা তাঁর আসনে অর্ধশায়িত। প্রণাম করলাম। আসন দিয়ে কাছে বসালেন। গলায় একটা মালা দিলেন। দু-হাত ভরে ফল দিলেন। দু-চারটে কথাও বললেন। আমি অজ্ঞাত-অজ্ঞাতজনে এতটা আশাও করিনি। দেখতে এসেছিলাম। দেখা হলো। এবার ফিরতে চাই। মা উঠতে দেন না। বলেন — একটু বসো। কিন্তু একটু আর শেষ হয় না। যতবার উঠতে যাই, মা বলেন - একটু বসো। কিন্তু আমার 'নাই নাই, নাই যে সমর্থ।' আশ্রমের কাজে এসেছি। সময় মতো ফিরতে না পারলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তবু উঠতে পারছি না। ভেবে না পাই একুল রাখি কি ওকুল রাখি। কালী মন্দিরে আরতি শুরু হলো। মা হাতধরে মন্দিরের দরজার সামনে নিয়ে গেলেন। মা দাঁড়ানো। আমি নতজানু হয়ে বসা। মার স্নেহ-মমতায় এতো লোকের মাঝে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করছিলাম। ছুটি পেলাম আরতির পর। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। একটু রাতই হয়ে গেছে। টাটিশিলয়াই ফিরতে আরো রাত হয়ে যাবে। ফেরার যানবাহন পাবারও অনিশ্চয়তা। সাথে তেমন পয়সাও নেই। কৈফিয়তের চিন্তা সে তো আছেই। বাস নেই। স্টেশনে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিনের বিলম্বিত ট্রেন হাটিয়া-রাঁচী-হাওড়া এক্সপ্রেস পেয়ে একটু বেশী রাতেই 'বিদ্-বাংলোতে' ফিরলাম। সারা পথ ধরে ভাবা অনেক মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়েও সত্যঘটনাই বলে ফেললাম। পরিণতি ? সেকথা থাক 'শ্রীশ্রীমাকে আমার প্রথম দেখার' মধ্যেই।

তবে একথাও সত্য সেদিনের এদেখাই স্নেহসুধার এপরশটুকুই পরবর্তীকালে আমাকে নিয়ে এসেছে মায়ের অনেক কাছে এবং এ লেখারও উৎস। আর সেই সাথে সাথে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ও শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্রের পঠভূমিও।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— *শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচা*

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ মেলে। নারায়ণ তত্ত্ব জানার পক্ষে মহাবিষ্ণুর যে স্বরূপ ব্রহ্মবৈব পুরাণে ব্যক্ত হল, তাতে দেখা যায় যে একার্ণব সলিলে ভাসমান অন্ত থেকে কোটিসূর্যের প্রভাযুক্ত শিশু জা হল এবং আবির্ভাবের পরই শিশু স্তন্যপানের জন্য কেঁদে উঠেন। তিনিই বিরাট নামে খ্যাত। তিনি মহাবিষ্ণু। তাঁর প্রতি রোমকূপে নিখিল বিশ্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, ব্রহ্মান্ড, পাতাল ও ব্রহ্মলোক অবস্থিত ব্রহ্মান্ডের উপরে বর্হিভাগে বৈকুন্ঠ এবং বৈকুন্ঠে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। মহাবিষ্ণুর প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মান্ড, ব্রহ্মলোক, বৈকুন্ঠ ও গোলোক রয়েছে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ সহ। সদ্যজাত মহাবিষ্ণু বিরাজ ডিম্ব মা সবকিছু শূন্য দেখলেন এবং ক্ষুধার চিন্তায় কেঁদে উঠলেন। পরে ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে উর্ধে দেখলে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজকে ষড়াক্ষর মন্ত্র দিলেন এবং তিনি বললেন যে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ঝুল পূর্ণিমার রাত্রিতে মায়ের দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটা মা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'তখন রাত্রি আন্দাজ দশ এগারটা বাজিতে চলল। পূর্বে যজ্ঞমন্ডল তৈয়ারী করিতে কোন দিন দেখা হয় নাই। সেদিন ত আপ হইতেই যজ্ঞমন্ডল তৈয়ারী হইল। ঐ আসন অবস্থাতেই উঠিয়া পূর্ব দিকে মুখ করিয়া বসা হইল। নিঃশ্ব প্রশ্বাসের নূতন পরিবর্তনের ধারায় কি এক সুন্দর অপূর্ব ভাবে ভাবিত, ভিতর হইতে নাভিমূলে সাড়া দি একটি বীজ জাতীয় মন্ত্র উঠিতেছিল। মুখ ও জিহ্বার নানা রূপ আঁকা বাঁকা ক্রিয়া হইয়া নাভি হইতে স শরীরের ভিতরে বাহিরে জোর লাগিয়া নূতন একভাবে সেই অক্ষরটি বেগের সহিত আসিয়া পরিষ্কার ক ও মুখে উচ্চারিত হইয়া গেল।' (মায়ের কথা, ভাইজী, পৃঃ ৭৭)।

মায়ের খেয়ালে মায়ের দীক্ষা মাই নিজে নিজেকে প্রদান করেছেন, পূর্ণব্রহ্মের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণব্র নারায়ণের ক্ষেত্রেও এমনি দীক্ষার কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, বিরাজ বা বিরা মহাবিষ্ণু, নারায়ণ এক ও অভিন্ন। মহাবিষ্ণুকে মহাবিষ্ণুই ষড়াক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। অষ্টাদশ পুরা এমনটি অন্য কারো ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে জানা যায় না। মা যে তাঁর 'পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ' স্বরূপ পূর্ণ মর্য্যাদা নি প্রকাশ করেছিলেন তা পুরাণ-প্রস্থানে সমর্থন যোগ্য। নিজে নিজেকে দীক্ষা দিতে পারেন একমাত্র পূর্ণব্র নারায়ণই, তাই 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' রূপে মাকে কেউ যদি মেনে নেন তাকে আর যাই হোক অমূলক বলা যা না।

সদ্যজাত মহাবিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার ললাট থেকে শিবের অবির্ভাব ঘটল। ব্রহ্মবৈবর্তের এ মহাবিষ্ণু কাহিনীর মর্মকথা হল, মহাবিষ্ণু নিজেই স্রষ্টা, নিজেই সৃষ্টি, তিনি নিজেতেই নিজেকে নিয়ে ক্রীড় করছেন। ভোজনের জন্য মহাবিষ্ণু নারায়ণ কেঁদে উঠলেন, তার অর্থ কি ? ঋক্ বেদের ১০/৯০/৪ সূক্তে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, 'ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোহস্যেহাভবৎপুনঃ। ততোবিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।' অর্থাৎ পুরুষ আপনার তিনপাদ নিয়ে উপরে উঠলেন, তাঁর চতুর্থ অংশ এখানে রইল। তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর ভোজনকারী ও ভোজন রহিত (চেতন ও অচেতন) সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। তাই নারায়ণ 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।' নারায়ণ নিজেই নিজের আশ্রয়, তাঁর তো কোন আশ্রয় নেই। 'স আত্মা স্বশ্রয়াশ্রয়' (ভাগবত, ২/১০/৯) আসল কথা, 'যচ্চে কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রুয়তে পি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিতঃ।' অর্থাৎ 'নারায়ণ সবখানে আছেন। যা দেখা যায়, শোনা যায়, সবকিছুর অন্তরে-বাইরে তো তিনিই।' তাই 'পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ' স্বরূপিনী মা বলেছেন - 'আমার শরীর নাই কোথায় ?'

পুরাণ আবার বলছেন যে নারায়ণ বিশেষ ভাবে বৈকুন্ঠে যখন থাকেন তখন তিনি চতুর্ভুজ- শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী। গোলোকে তাঁর দ্বিভূজ মূর্ত্তি। নারায়ণ স্বরূপে চতুর্ভূজ হতে পারেন, দ্বিভূজ হতে পারেন, আবার কোন রূপেই তিনি নেই, অরূপ অবস্থান। গোলোকে বা বৈকুন্ঠের নারায়ণকে মনুসংহিতা অব্যক্ত ব্রহ্ম বলেছেন। (মনু, ১/১০) মহাভারতের বনপর্বে ১৮৮ এবং ১৮৯ অধ্যায়ে তাঁর ব্যক্তরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ঋষি মার্কন্ডেয় বটপত্রশায়ী জলমধ্যস্থ দেব শিশুর পরিচয় জেনে বুঝতে পারেন যে তিনিই নারায়ণ। 'আপো নারা ইতি প্রোক্ত আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যাস্যায়নং পূর্বং তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।' মার্কন্ডেয় ঋষি যুধিষ্টিরকে বলেন যে এই নারায়ণই বাসুদেব কৃষ্ণের অন্যরূপ। কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই সত্তা, তা মহাভারতে এই ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্য মা যে প্রকাশ করেছেন যে নারায়ণ কেবল চতুর্ভূজ নন, তিনি রহস্যময়, তিনি যে কি আর কি নন তা মানুষের ধারণায় আসে না। নারায়ণ রয়েছেন ব্রহ্মান্ডজ্ঞাপক দিব্যসত্তা, বাসুদেব কৃষ্ণে রয়েছেন মনুষ্য প্রকৃতি দিব্যসত্তা- উভয়ের একীকরণই কিন্তু শেষ কথা নয়, উক্ত নারায়ণ-কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক অদিতিপুত্র আদিত্য বিষ্ণুর একীকরণ হয়েছে গীতায়। অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন 'তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।' (গীতা, ১১/৩০) অর্থাৎ 'হে বিষ্ণো, সমগ্র জগত তোমার তীব্র তেজোরাশি ব্যাপ্ত হয়ে প্রতপ্ত হয়ে উঠেছে।'

নারায়ণ স্বরূপিনী মাকে কৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন কেহ কেহ; 'একদিন জগদীশ বাবুর বাড়ীতে মাকে নিয়া যওয়া হইল। ইনি ভাইজীর অফিসে এগ্রিকালচার বিভাগে তাঁহার অধীনেই অফিসার ছিলেন। প্রথম তাঁহার মেয়ে সুন্দর নানা রকমের গান কীর্ত্তন করিল। তাঁহার পর সন্ধ্যায় নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেদিন মায়ের আবার অপরূপ ভাব। মা তো তাহার অন্য একঘরে দেওয়াল ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ কি এক ভাব, যেন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন, মাই শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন। দৃষ্টিভঙ্গী মুদ্রা বসার গড়ন, সেই কেমনই যে ভাব। কাহারও ক্ষণ প্রত্যক্ষ। ইহার ভিতর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন দেওয়াল ঠেস দিয়া। শরীর ত্রিভঙ্গ, হাতে বাঁশী মুদ্রাও নাকি, চোখের দৃষ্টি ভঙ্গীই বা কি অপরূপ। প্রত্যক্ষদর্শী দেখিলেন, কাছেই রাধা বসিয়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ আড় নয়নে বাঁকা চোখে রাধার দিকে তাকান। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৬৭-৬৭)

মাকে যাঁরা কৃষ্ণ রূপে প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁদের ভাব দৃষ্টিকে কী করে অসত্য বলব ? কারো ভাবে মা কালী, তাও আবার সত্য বলে জানতে হয়। আসলে কালী থেকে কৃষ্ণকে ভিন্ন ভাবা যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী গ্যৌতমীয় তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ' অর্থাৎ 'যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ।' কালী আর দুর্গা এক ও অভিন্ন তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। নারদ পঞ্চরাত্র তো স্পষ্ট করে বলেছেন, 'জানাত্যেক পরাকান্তি সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমাশক্তি মহাবিষ্ণু স্বরূপিনী।' অর্থাৎ 'কৃষ্ণের পরাকান্তা যিনি তিনি এক, তিনিই দুর্গা, তিনিই মহাবিষ্ণু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপিনী পরমাশক্তি।' তোড়ল তন্ত্রও বলেছেন 'স্বয়ং ভগ্যবতী কালী, কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সমুদ্ভবা' অর্থাৎ 'স্ব ভাগবতী কালীই কৃষ্ণমূর্ত্তি।'

রামায়ণে সীতাকে লক্ষ্মী এবং রামকে বিষ্ণু বলা হয়েছে – 'সীতা লক্ষ্মীর্ভবান বির্ষ্ণুদেবঃ কৃ প্রজাপতিঃ।' (বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকান্ড, ১১৯/২৭) অর্থাৎ 'সীতা লক্ষ্মী, তুমি (রাম) বিষ্ণু, কৃ প্রজাপতি।' রাত্রিকে ঋক্ বেদের খিলসূক্তে অগ্নি বলা হয়েছে। "যে ত্বাং দেবী প্রপদ্যান্তি ব্রহ্মণা হ বাহনীম।" এখানে রাত্রিকে হব্যবাহিনী বলায় তিনি যে মূলতঃ অগ্নি তাতে সন্দেহ থাকে না। অগ্নিই সূ রাম ঋক্ বেদে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। 'অধোরাম সাবিত্র ইতি' মন্ত্রে রাম মূলতঃ কৃষ্ণবর্ণ বলতে হয়। ঋক্ বেদে ১/৪৬/১০ ঋক্ মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'অভূদু ভা উ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্যঃ। বাখ্যাজিহ্বয়াসিত' অর্থা 'সূর্যের প্রভা উষাকালের আলোক উৎপন্ন করেছিল, সূর্য উদিত হয়ে হিরণ্যের ন্যায় হয়েছিলেন। অ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে আপন জ্বিবা দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিলেন।' সূর্য্য সর্ব অবস্থায় একরূপ, তাঁকে তমাবৃত কেন ব হচ্ছে ? অনন্ত সূর্য্যের অনন্ত জ্যোতি ও অনন্ত রশ্মি রয়েছে, তবু ছয়মাস তিনি তো সুমেরু বাসীদের কা দর্শনীয় হন না। তাদের কাছে তিনি তাই তমাবৃত বা কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্য রূপে ভাবকল্পনায় আসেন ধ্যানে আসেন ঋষিগণ তা জানেন বলেই তাঁরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যব তমসঃ পরস্তাৎ' অর্থাৎ 'তমলোকের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে আমি জানি।' পুরাণকার বলেছে যে এই আদিত্যবর্ণ পুরুষই সূর্য্য, তিনিই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম। ঋক্ বেদের তমাবৃত সূর্য্য য দক্ষিণে, তখন উত্তরে রাত্রি। রাত্রি অর্থ এখানে লয় বুঝাচ্ছে। লয় হলো আনন্দ। লয়ে থাকেন পরমাত্মা এই পরমাত্মা কৃষ্ণ হতে পারেন, রাম হতে পারেন, মা হতে পারেন। আসলে রাম, কৃষ্ণ ও মা একাত্মক কৃষ্ণরূপে ও রামরূপে একই সূর্য্য। স্বক্রিয় স্বরসামৃতে বলা হয়েছে, 'একদিন মায়ের কি রকমই ভাব দরজার একটু নিকটবর্ত্তী ময়দানের মধ্যে হাঁড়ি, কড়া, উনান নিয়ে রান্না করিতে বসিলেন। শাহবাগে ক গাছ, বন, জঙ্গল চারিধারে, মার পাশেও অল্প জঙ্গল। এককোনে যেন বনবাসিনী সীতা রন্ধন কা ব্যাপৃতা।' সীতা রাম-শক্তি, রাম ব্রহ্ম, সীতা ব্রহ্মশক্তি। সেই সময় মায়ের মধ্যে সীতার ভাবরূপে পাশাপাশি রামরূপও প্রতক্ষ করা গিয়েছিল। 'খুকুনী দিদি ও ভোলানাথ সান্নিধ্যে। ক্ষণিকের গোচরে - তীর ধনুকধারী, রংটিও দুর্বাদল।' (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৬০)

নারায়ণ অন্তর্যামী। ভাগবত বলছেন কূটস্থ পুরুষ নারায়ণ অন্তে বা বিরাজে বীজ সঞ্চিত করেন এব তাঁর দিব্যসত্তা কালে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব অন্তে প্রবেশ করে, যেমন মহতত্ত্ব, অহংকার, মনম্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতানি। ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব অন্তগর্ভে অধিপুরুষ সৃষ্টি করেন, যা একত্রে বলা হয় 'বিশ্বসৃট।' অন্তে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব সংযোগ বিহীন থাকে এবং তাদের দ্বারা সৃষ্টি ক্রি মূলতঃ আরম্ভ হতে পারে না। নারায়ণ অন্তর্য্যামী রূপে, পুরুষ রূপে সর্বতত্ত্বকে একত্র করেন ফলে সকলত সক্রিয় হয়, শুরু হয় সৃষ্টি। নারায়ণ অনু হয়ে মনের মধ্যে আছেন, তাই আমাদের সব তিনি জানতে পারে সেটাই তাঁর অন্তর্যামিত্ব, কিন্তু আসলে অন্তর্যামিত্ব আরো কিছু। শুধু জীবের ভেতরের সব কিছু জানা ন তার মনে কোথায় কোন ব্যথা রয়েছে, তার কামনা রয়েছে, তা নারায়ণ জানতে চান। তিনি সকলের কল্যা করতে চান, অহেতুক কৃপা বর্ষণ করতেও চান অন্তর্যামী নারায়ণ। সন্তানের মনের মধুরতম ভাব প্রবণত থাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে, এইটিই হল সবচেয়ে সংবেদনশীল মনের অংশ। এই বিশেষ বিন্দুতে যখ ভক্তের মন আসে, তখনই কেবল সে মাতৃলীলা তথা নারায়ণের লীলা তথা নরলীলা প্রত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থও মাকে নারায়ণ ভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লিখছেন – 'শ্রীশ্রীমা 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রী ভগবান যেমন তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া দেওয়া ভোগ সূক্ষ্মে গ্রহণ করিয়া থাকেন পক্ষান্তরে তিনি স্থূল শরীর ধারণ করিয়াও সেই ভোগ আহার করেন তার একটি প্রমাণ আজ এই ভাবে পাইলাম।' (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ ১৮৯-১৯০)

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থের প্রত্যক্ষ ঘটনাটি হল এই যে, একদিন তিনি ভেবেছিলেন যে ঢেঁড়সের তরকারি দিয়ে নারায়ণের ভোগ দেবেন। কিন্তু মোটা মোটা লাল চাউল ও লবণ ছাড়া ঘরে আর কিছু ছিল না। কাউকে দিয়ে বাজার থেকেও ঢেঁড়স আনাতে পারেন নি। বেলা তখন ১২টা, রোদের মধ্যে তিনি বাজারে যেতে চাইলেন না। নারায়ণকে মনে মনে বললেন যে আজ শুধু লবণ দিয়েই তাঁর অন্নভোগ হবে। যথারীতি ভাতের হাঁড়ি মাটিতে নামানো হল। তখন এক বৃদ্ধ বাইরে হাঁক দিল– 'বাবু, ভিন্ডি লেওগে ?' তার কাছে আর কিছু ছিল না। তিন পয়সা দিয়ে ঢেঁড়স তিনি কিনলেন। ঢেঁড়স চচ্চরি রান্না হল, নারায়ণের ভোগ নিবেদনের জন্য যথাস্থানে রাখা হল। এমন সময় মা সেখানে এসে হঠাৎ হাজির। মা জানালেন – 'এই শরীর আজ তোমার এখানে নারায়ণের প্রসাদ পাবে।' নারায়ণানন্দ তীর্থ সেদিন লাল লাল সুরকির ডেলার মত কাই-কাই ঠান্ডা ভাত আর ঢেঁড়সের চচ্চরি দিয়ে মাকে নিজ হাতে খাওয়ালেন। মাও তা পরমান্দে খেলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে নারায়ণানন্দ তীর্থ লিখছেন, 'আমি আপন ঘরে বসিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া ছিলাম তাহা তো মায়ের জানিবার কোন হেতুই ছিল না। অথচ তিনি নারায়ণকে ভোগ নিবেদনের সময় আমার অলক্ষ্যে ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যে ভোগ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সূক্ষ্মে অর্থাৎ দৃষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিলেন। পুনরায় সেই ভোগই তিনি প্রসাদরূপে স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া স্থূলে ভোজন করিয়া ছিলেন।' (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ ১৯০)।

মা তো সন্তানের হৃদয়ের মনিদ্বীপে রয়েছেনই, অর্থাৎ মনি কোঠায় রয়েছেন, বাইরেও ক্ষীরোদ সাগরে, বৈকুন্ঠে রয়েছেন। অভক্তর হৃদয়েও মা রয়েছেন হৃদয়ের মনিদ্বীপের রত্নমন্দিরে রত্নবেদীতে অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামিনী হয়ে। মা একবার স্পষ্ট ভাবে বলেছেন – 'জিজ্ঞাসা করছিস, তোদের প্রত্যেকের ভাবনা কি এই শরীরে পৌছায় ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' (আনন্দময়ী মা, গঙ্গাসমীরণ, পৃঃ৬২)। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বরূপিনী মা, হৃদয়ে থেকেই লুকোচুরি খেলেন, তবে হৃদয়ে তাঁকে না খুঁজে বাইরে ছুটে চলে সন্তান, যখন জ্ঞান হবে, তখন দেখবে মা তো অন্তর্যামী নারায়ণ হয়ে অন্তরেই আছেন। এই যে ভাবদৃষ্টি, এই যে উপলব্ধি তা কি সহজে আসবে ? আসে না বলেই তাঁকে বাইরে খুঁজে বেড়ানো হয়। নারায়ণকে খুঁজি, আবার মাকেও খুঁজি – দুয়ে মিলে যে একাকার হয়ে আছেন। তা তো উপলব্ধিতে আসে না। এই উপলব্ধি দিদিমারও আসে নি। 'সেদিন রথযাত্রা উৎসব। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবকে স্পর্শ করবার জন্য দিদিমার একান্ত আগ্রহ, কিন্তু যোগাযোগ হয়ে উঠল না। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ স্বামীজীর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ এই :- 'আশ্রমে এসে মা শুয়ে বিশ্রাম করছেন। দিদিমা বলছেন, 'জগন্নাথ স্পর্শ আর হলো না।' মা উত্তর দিলেন, 'এই শরীরটাকে স্পর্শ করো। তাহলেই জগন্নাথ স্পর্শ করা হবে।' (আনন্দময়ী মা, গঙ্গাসমীকরণ, পৃঃ ৬৩-৬৬)।

মায়ের এই যে প্রকাশ তার ব্যাখ্যার কোন মানে হয় না। তিনি যা প্রকাশ করেছেন, সেই প্রকাশের মধ্যে তাঁর স্বরূপ আপনা আপনি প্রতিভাত হয়েছে। ভাবের দৃষ্টিতে ভক্ত সন্তান এভাবে 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নে মাকে নারায়ণের সঙ্গে অভেদ রূপে ভাবতে পারেন, ভাবতে পারেন মায়ের প্রকাশিত বা প্রস্থানে, কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে মায়ের মধ্যে নারায়ণ বা নারায়ণের মধ্যে মার স্বরূপ দর্শন। 'সেই স্থি না পাইলে কি করিয়া পাওয়া।'

(ক্রমশ

☆

গান

— ডাঃ চিত্ততোষ চক্রব

সংসারেতে সং সেজে মা
দিবানিশি ঘুরছি আমি
তোমায় কখন ডাকবো মাগো
বুঝে পেলাম না॥

সকাল সাঁঝে হাজার কাজে
বোঝা বয়ে ঘুরছি আমি
একটু যে মা ভাববো তোমায়
(সময়) খুঁজে পেলাম না॥

সকাল গেল ধুলো খেলে
বিকাল গেল অবহেলে
সন্ধ্যা বেলায় ক্লান্ত শরীর
(তোমায়) ডাকা হলনা॥

রাতের বেলায় ঘুম পেলে মা
ঘুমিয়ে আমি পড়ব যখন
ডাকবো বলেও আর ত তোমায়
ডাকা হবেনা॥

ঘুম ভেঙ্গে মা আবার যদি
ফিরে আমি আসব যখন
চিত্ত মাঝে চরণ তোমার
ফুটিয়ে রেখ মা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে

— ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী

অষ্টাবিংশতিতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত পবিত্র নর্মদা তটে বদরিকাশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম যোগী ভাই এর অনুপস্থিতিতে সংযম সপ্তাহ, যাঁর পরিকল্পনায় এই সংযম সপ্তাহের উদ্ভাবন। একটি ক্ষুদ্র বীজ হতে মাতৃকৃপায় এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আজ বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়েছে, ভারতের কোণে কোণে এর পরিব্যাপ্তি। যিনি প্রতিটি সংযম সপ্তাহে যোগদান করে সকলকে উৎসাহিত করেছেন, উদ্দীপিত করেছেন, সংযমের শেষে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে সকলকে প্রতিটি সংযমে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আজ তিনি মাতৃক্রোড়ে চিরনিদ্রায় শায়িত। সংযম সপ্তাহের ইতিহাসে তিনি চির অমর হয়ে থাকবেন। সংযম সপ্তাহ মহাব্রতে মহাত্মারা সাধু সমাজ ধর্মকথার মাধ্যমে সমাজের সেবা করে থাকেন; আর ধনিক সমাজ নিজেদের ধন দিয়ে সন্ত সমাজের সেবা করেন। এই পরস্পর বিনিময়ের ভাব অন্যত্র দুর্লভ। তাই কোনো মহাত্মা বলেছেন, 'এমন পবিত্র ধার্মিক সম্মেলন আর কোথাও দেখা যায় না।'

সুরতগিরি বাংলোর মহামন্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মনন্দজীর আমন্ত্রণে নর্মদাতটে বদ্রিকাশ্রমে এই সংযম সপ্তাহ। যেবার রামতীর্থ মিশনে সংযম সপ্তাহ হয় সেবারই তিনি মার চরণে অনুরোধ জানান এখানে সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠানের জন্য। মাও সম্মতি দেন। কিন্তু পূর্ব হতেই কানপুর এবং গোন্ডালে সংযম সপ্তাহ সুনিশ্চিত ছিল, তাই দু বছর পর এবার এখানে অনুষ্ঠান।

শ্রী কানিয়াভাই আগে এই স্থানটি দেখে মাকে জানান যে এখানে নানা অসুবিধার জন্য কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। পরমানন্দ স্বামীজী যেন অবশ্যই আসেন। মাতৃ নির্দেশে স্বামীজী কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী সহ নর্মদার তটে যান।

মায়ের চরণে দৃঢ়বিশ্বাস ও অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজী সংযমের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। নর্মদা তটের বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি দুদিনেই পরিষ্কার হয়ে গেল। সারি সারি তাঁবু ফেলা হল। সৎসঙ্গের প্যান্ডেল নির্মিত হল। নর্মদার জল পাম্প দ্বারা সোজা উপরে তোলার ব্যবস্থাও করা হল। জল, কল, স্নানের জায়গা, রান্নার জায়গা, সব যোজনাবদ্ধ ভাবে নির্মিত হল। আলোয় আলোয় আলোকিত নর্মদার তট যেন একটি অভিনব কুম্ভ নগরী। সরষে ক্ষেতের মাঝে বাজরার ক্ষেতে গাড়ী যাওয়ার রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যেত। মার গাড়ী যাতে মার বাসভবন অবধি যেতে পারে সেই ভাবে মাটি কেটে রাস্তা করা হল। মার থাকার ব্যবস্থা করা হল তুলসীবনের মাঝে বিল্ববৃক্ষতলে স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর ঘরে।

নর্মদার তটে অপূর্ব সুন্দর এই বদরিকাশ্রম। অপূর্ব সুন্দর মন্দির। নর্মদার থেকে আশ্রম পর্যন্ত ৮৪টি সিঁড়ি জীবের ৮৪ লক্ষ যোনিকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর মন্দির দর্শন যেন পরমপদ প্রাপ্তিরই জ্বলন্ত প্রতীক।

প্রথম দিনই এক সমস্যা দেখা দিল। এখানে বেদপাঠী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং ধ্যানের পূর্বে বেদপাঠ কি করে হবে ? পরে এমনই যোগাযোগ হল যে সম্পূর্ণ গুজরাটে বেদপাঠে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত বেদপাঠী বেদপাঠ করলেন প্রতিদিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মাদের প্রায় সকলেই এলেন- শ্রী বিদ্যানন্দজী, শ্রী অমর মুনিজী, শ্রী হংসপ্রকাশজী। ত্রিবান্দ্রমে রাজারাণী, গোন্ডাল, ইদার প্রভৃতি রাজ পরিবারও যোগদান করলেন এই সংযমে।

ব্রতীদের তো মহা আনন্দ। নর্মদার তটে বাস। নর্মদার জলে স্নান। নর্মদার শীতল বাতাস সেব তাঁদের তনমন জুড়িয়ে যায়। অবিরত মাতৃ সঙ্গ লাভ, আর অমৃতবর্ষণ শ্রবন, যেন বৈকুন্ঠ বাসে প আনন্দের অনুভূতি।

সংযমের পূর্বদিন উদঘাটন ভাষণে শ্রী ব্রহ্মানন্দজী বদরিকাশ্রমের মহিমা, নর্মদা মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রী মা অলৌকিক কৃপার কথা বলেন। ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দজী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ হতে ভাষণ দেন।

পরদিন সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হয়। বিকালে ধ্যানের সময় বাইরে একটু ঝড়ের আভাস পাওয়া গে তাতে মনে হল প্যান্ডেলও একটু দোলায়মান। দ্বিতীয় দিন ভাল ভাবেই কাটল। তৃতীয় দিন অপরা ধ্যানের পর প্রকাশিত হল প্রকৃতি দেবীর চঞ্চলতা। বাতাসের বেগও বৃদ্ধি পেল। মা ধ্যানের পর স সঙ্গেই সামনে যে ব্রহ্মচারিণী বসেছিল তাকে মৌন করিয়ে দিলেন। তার দুঘন্টা মৌন থাকার পর ব্রহ্মচারি ইন্দিরাকে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা কাষ্ঠ মৌন থাকতে বললেন। ইন্দিরাজী সংযম শেষ হওয়ার পরেও কাষ্ঠ মৌ পালন করেছিলেন। মার খেয়াল হল যে এত মহাত্মা, রাজা মহারাজা, জল বাতাস হলে এঁদের দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। চতুর্দিক কর্দমাক্ত হবে। আর প্যান্ডেলরও পতনের সম্ভাবনা। এই খেয়াল হওয়ার স ধ্যানের পর মৌন থাকতে বললেন। পরে জানা গেল যে আরব সাগরে বিরাট সামুদ্রিক ঝড় এসেছিল গুজরাটের দিকেই আসছিল, কিন্তু তা থেমে পরে ঘুরে গিয়ে অন্ধ্র প্রদেশের সামূহিক ক্ষতি করেছে। এইভ যাদের ক্ষতি হল তাদের জন্য সমবেদনা এবং সংযম ব্রতীদের উপর মাতৃকৃপাবর্ষণে তাঁরা স্বাভাবিকভা নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলেন। মা বললেন, 'সকলের আন্তরিক প্রার্থনা ভগবান শুনেছেন।' বর্ষা সুনিশ্চিতই ছিল, কিন্তু সময়ে না হয়ে সংযমের শেষে প্যান্ডেল ইত্যাদি খোলার পর তিনদিন পর বৃষ্টি হ

সংযমের চতুর্থ দিন কনখল সন্ন্যাস আশ্রমের কোঠারীজী বৃদ্ধ সাধু কৈবল্যানন্দজী হঠাৎ অসুস্থ হ পড়েন। তাঁর হার্টের কষ্ট। ডাঃ সামানী দেখে বললেন তৎক্ষণাৎ বরোদার হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজ কিন্তু ঐ বৃদ্ধ সাধু এই সংযমের তিন দিনের মধ্যে বাইরে কোথাও যেতে চাইলেন না। অগত্যা স্বা ব্রহ্মানন্দজী এসে মাকে সব বললেন। মা তখনি তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন কোঠারীজীর খুবই কা অবস্থা। মা তাঁর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন, তাঁকে স্পর্শ করলেন। একটু আদা মধুর রস খাওয়া বললেন। তাঁর ঠোঁট, জিভ সব শুকিয়ে গেছে। আদা মধু রসের প্রথম ফোটা খেলেন কিনা বোঝা গেল ন ডাঃ সামানীজী যেই দ্বিতীয় ফোটা খাইয়েছেন উনি গিলে ফেললেন। ডাক্তার মাকে বললেন, 'অবস্থ পরবর্তন হয়েছে।' ধ্যানের পর মা আবার গেলেন। তখন কোঠারীজীর অনেক ভাল অবস্থা। তিনি ম সামনে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, 'অমূল্য সময় হারালাম।' এই কথার অর্থ তিনিই জানেন। মা তাঁর কা কিছুক্ষন বসে তাঁর পথ্যের নির্দেশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। ঐ বৃদ্ধ সাধু পরে বহুবার সকলা বলেছেন, 'মা আমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন।' ব্রহ্মানন্দজীও সেদিন ভাষণে মার কৃপার কথাই বললেন।

সংযমের পঞ্চম দিন বদরিকাশ্রমের মন্দিরে অনেক দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল শ্রীশ্রী মা ও মহাত্মাদে উপস্থিতিতে। বিশিষ্ট বিদ্বান সন্ন্যাসী মহামন্ডলেশ্বর কাশিকানন্দজী এসে খুব সুন্দর ভাষণ দেন। শ্রী বি আশ্রমজীও শেষের দুদিন খুব সুন্দর বলেন। অন্তিম দিন প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়িকা কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যা মাতৃচরণে নিবেদন করলেন যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা অখন্ড নাম যজ্ঞ হোক। তাঁর অভিলাষাও মা প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন। খুব সুন্দরভাবে নাম যজ্ঞ হয়েছিল। যোগীভাইএর অবর্ত্তমানে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত বি-কে-শাহ ধন্যবাদ দিলেন। মহানিশার ধ্যান, মার হাত হতে ফলগ্রহণ, পরদিন যজ্ঞ সমাপনের পর সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের পূর্ণাহুতি হল।

শেষের দিন মা নর্মদা মায়ের জল পূর্ণ নবীন ঘটটি নিজেই যেন সাগ্রহে নিয়ে নিলেন। ঘট ভরে জল আনতে গেছে মায়ের সেবক, ঘটটি জলে পড়ে গেল আর ওঠানো গেল না। মা বললেন, 'নর্মদা মায়ের মহান অনুগ্রহ।' তিনি সাগ্রহে মায়ের নবীন জল পূর্ণ ঘট গ্রহণ করে তাঁর তটে অনুষ্ঠিত মহাব্রতের মহাফল সকলকে প্রদান করলেন। সকলের এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভব হল। আনন্দ জলে আনন্দ স্থলে আনন্দ আকাশে বাতাসে চরাচর নভচরে সব তাতেই সেই চরম পরম আনন্দের প্রকাশ।

* * *

উনত্রিংশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত নড়িয়াদের সন্তরাম মন্দিরের মহন্ত শ্রী নারায়ণ দাসজীর আমন্ত্রণে নড়িয়াদে অনুষ্ঠিত।

প্রায় ১৫০ বছর আগে শ্রী সন্তরামজী নামে কোনো এর পরিব্রাজক সাধু এক স্থানে কূপের কাছে এসে জল তোলার জন্য এক কৃষকের কাছে একটি ঘড়া ও দড়ি চাইলেন। কৃষকটি বলল, 'যাও যাও অনেক সাধু দেখেছি। এইভাবে জিনিষ চেয়ে তারপর নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘড়া দড়ি-টরি কিছু পাবে না।' তখন ঐ সাধুটি কৃষকের সামনেই নিজের ঘটটি মাটিতে লাগিয়ে একটু চাপ দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই নির্মল জলের ধারা মাটি থেকে বেরিয়ে এল। তাই দিয়ে তিনি স্নান ও পান করলেন এবং কৃষকটিকে বললেন, 'সাধুদের এরূপ অপমান করা উচিত নয়।' সে সন্তরামের ভক্ত হয়ে গেল। সে সেখানে সন্তরামজীকে একটী আশ্রম করতে অনুরোধ করলেন। সন্তরাম তার কাছে একটু নির্জন ভূমি চাইলেন। সেখানেই কুটির নির্মাণ করে তিনি থাকতে লাগলেন। কিছুদিন পর শ্রী সন্তরামজী ঐ কৃষকের কাছে খবর পাঠালেন যে তিনি আগামী কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে শরীর ত্যাগ করতে চান। কৃষকটির তখন শষ্য কাটার সময়। সে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানাল যে আপনি কৃপা করে আর ১৫দিন অপেক্ষা করুন। কিন্তু ১৫দিন পর এমন একটি ক্ষণ এল যে ঐ ক্ষণে কোথা হতে যাত্রা করলে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়। তাই তিনি বললেন, 'আমি আগামী মাঘী পূর্ণিমাতে ইহলোক ত্যাগ করব।' নির্দিষ্ট দিনে তিনি একটি গুহাতে প্রবেশ করলেন গুহার দ্বার বাইরে থেকে তিনি ভক্তদের দিয়ে রুদ্ধ করালেন। শ্রী সন্তরামের দেহ ত্যাগের পর গুহা হতে একটি জ্যোতি নির্গত হল। শ্রী সন্তরামের আদেশে গুহার বাইরে দুইটি ঘি -এর প্রদীপ আগে থেকেই রাখা হয়েছিল। গুহা হতে নির্গত ঐ জ্যোতি থেকে ঐ ঘি এর প্রদীপ দুটি আপনা হতেই জ্বলে উঠল। গুহার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐ প্রদীপ দুটিকে প্রজ্বলিত রাখা হয়েছে। এখন ওখানে বিশাল আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। আজও নড়িয়াদের মধ্যভাগে স্থিত শ্রীসন্তরামের এই বিশাল সমাধি মন্দির নড়িয়াদের সামাজিক ও ধার্মিক যাবতীয় ক্রিয়া কলাপের প্রাণকেন্দ্র বা কেন্দ্রবিন্দু রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। কারণ শ্রী সন্তরামের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি এখনও প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয়।

এই মন্দিরের মহন্তজীর আশ্রমের সীমানার বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই। তিনি দানও নিতে পারবেন না। তাঁর প্রবচন করার নিয়ম নেই। রাত্রিতে শুধু সাড়ে তিন ঘন্টা (১১টা হতে ২:৩০ মি. পর্য্যন্ত) ঘুমান। আশ্রমে কোনো বেতনভোগী ব্যক্তি নেই। স্বেচ্ছায় সকলেই এসে সেবা করছেন। সম্ভ্রান্ত বংশের ধনী পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা স্বেচ্ছায় এসে সমস্ত কাজ করে দিচ্ছেন। আর লক্ষ্মীর যেন অজস্র ধারায় বৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হচ্ছে। চাল, ডাল, গম, টাকা-পয়সা, কোনো কিছুরই স্বল্পতা নেই, যেন অন্নপূর্ণার ভান্ডার। এক জায়গায় শুধু সরষের তেলের টিনই এত পরিমাণে রয়েছে যে দেখে বিস্মৃত হতে হয়। এই সমস্তই সাধু সেবায় ও সকলের কল্যাণের জন্য ব্যয় হয়। বিরাট রান্নাঘর, বিরাট খাবার জায়গা, সকলের বসবাসের জন্য বিশাল বিশাল ভবন। যেন এলাহি ব্যাপার। শ্রীশ্রী মা এই আশ্রমের সব দিকেই সুষ্ঠু পরিচালনার রূপটি দেখে বিশেষ প্রসন্ন হলেন।

শ্রী শ্রী মা একদিন সমাধি মন্দিরে গেলেন। গুহার উপরে বসার একটু জায়গা আছে, তার পিছনে প্রদীপ দুটি জ্বলছে। সেখানে কোনো প্রতিমা নেই। ঐ মন্দিরে এই বাক্যটি লেখা আছে, 'শ্রী সন্তরাম সত্যস্বরূপ, শ্রী সন্তরাম জ্যোতিস্বরূপ।' এই সমাধি মন্দিরের প্রাঙ্গণের একটি কোণে মা বসলেন এবং বললেন যে মা গত রাত্রিতে এই গুহাতে শ্রী সন্তরামজীকে দেখেছেন। তাঁর ত্যাগের সময়ের রূপটি দেখেছেন। মা তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণন করলেন ও বললেন যে তাঁর নেত্র ঊর্দ্ধ মুখী ছিল ও শরীর আলোকিত ছিল। মা মধুর হেসে এই কথা সকলকে বললেন। মহন্ত শ্রীনারায়ণদাসজী আনন্দে বিভোর হয়ে সাশ্রুনয়নে করজোরে মাকে প্রার্থনা করলেন, 'মা আপনি আমার পরম গুরুকে দেখেছেন। কৃপা করে আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।' সেই, শান্ত, নীরব পরিবেশে সকলেই কি এক অবর্ণনীয় ভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন।

এখানে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত বিশেষ সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। প্রায় ৯০০ ব্রতীর সংখ্যা ছিল। এছাড়াও প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম প্রতিদিন হত। সকলেই প্রসাদ পেতেন। সুবৃহৎ প্যান্ডেলে এবারে মহাত্মাদের সংখ্যা অধিক ছিল। কনখল, হরিদ্বার, ঋষিকেশের সব মহামন্ডলেশ্বরেরা, মহন্ত, অধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলেই এই সংযমে যোগদান করেন। দ্বারকার শারদাপীঠের শ্রী শংকরাচার্য্যও এই উৎসবে যোগদান করেন। মাতৃ সৎসঙ্গের সময় মা খুব সুন্দর কীর্তন করেন। অন্তিম দিনে ঘনঘোর বর্ষণ ও শিবিরের পতনের সময় মায়ের সম্মোহনীয় কীর্তনে সকলেই আনন্দিত হন। মাতৃ কৃপায় কেউ আহত হননি।

এইরূপে অন্তিম তিনটি সংযমই গুজরাটে পালিত হয়, গোন্ডাল, বদরিকাশ্রম ও নড়িয়াদ। ইতি পূর্বে মায়ের উপস্থিতিতে আমেদাবাদেও সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

☆ ☆ ☆

ত্রিংশতম সংযম মহাব্রত হয় কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণধামে। উদ্যোক্তা স্বামী গণেশানন্দজী। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দাজী সর্বপ্রকার সাহায্যকারী। কুরুক্ষেত্রে স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজীর শ্রীমদ্‌ভাবতের ভীষ্মস্তুতির উপর প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা চিরতরে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। স্বামী অখন্ডানন্দজীও এই সংযমে এসেছিলেন।

মা একদিন কুরুক্ষেত্রে ধ্যানের সময় সূক্ষ্মে একটি পীত বস্ত্র পরিহিত বালককে দেখেন। তিনি মাকে প্রণাম করে হলের মাঝখানটিতে ধীর স্থির সোজা হয়ে বসে ধ্যান আরম্ভ করেন।

☆ ☆ ☆

ঋষিকেশে স্বামী ধনরাজগিরি প্রতিষ্ঠিত কৈলাস আশ্রমের শতবর্ষের উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একত্রিংশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রতে মায়ের ঋষিকেশ আগমন। ১৫ই নভেম্বর হতে ২২শে নভেম্বর, ১৯৮০ এই সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। সংযমের জন্য বিরাট প্যান্ডেল নির্মিত হয়। প্রায় ৬৫০ জন ব্রতী। ৬০ জন বিদেশী।

এই সংযমে ১৪জন মহামন্ডলেশ্বর এক সঙ্গে এক মঞ্চে বসে নিজেদের জ্ঞান-জ্যোতি প্রভায় ব্রতীদের হৃদয়-মন বিকশিত করেন। স্বামী চিদানন্দজী, স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী ও শিবানন্দ আশ্রমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরো বহু বিদ্বান সাধুরাও এসে অমৃতবর্ষণ করে ব্রতীদের ধন্য করেন। প্রাতে ধ্যানের পর প্রতিদিন স্বামী বিদ্যানন্দজীর ঈশোপনিষদের উপর অপূর্ব ব্যাখ্যা হত। বিকালে ধ্যানের পর স্বামী হরিহর তীর্থজী পূরাণ পাঠ করতেন। তিনি বলেন, 'সংযম একটি তপস্যা, আর তপস্যার দ্বারাই আরাধ্য প্রাপ্ত হন।' উদাসীন বড় আখাড়ার মহামন্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মহরিজীও খুব সুন্দর বলেন। স্বামী ওঁকারানন্দজী, শ্রী নারায়ণ গোস্বামীজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, মহামন্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী, স্বামী রামস্বরূপজী, স্বামী সদানন্দজী, স্বামী ভজনানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী আনন্দদেবজী, স্বামী হংসপ্রকাশজী, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী প্রভৃতি সকলেই সংযমের বিষয়ে খুব সুন্দর বলেন। একদিন শ্রী সীতারামদাস ওঁকারনাথজীরও আগমন হয়। শ্রী মহেশ যোগীর শিষ্যরাও একদিন এলেন।

অন্তিম দিন মহানিশার ধ্যান। পরদিন হোমের পর সংযমের পূর্ণাহুতি। যজ্ঞের টীকা লাগিয়ে সকলে ব্রত পালন করেন।

এবারে নাম যজ্ঞ আমাদের কনখল আশ্রমে এসে হল মায়ের উপস্থিতিতে। বীরেনদা ও ছবিদির প্রাণ মাতানো কীর্তন, তারপর মায়ের অপূর্ব হরিবোল নাম কীর্তনে সকলেরই প্রাণমন আনন্দে ভরে গেল।

এই সংযম সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মাতৃবাণী– 'সকলে যেন মনে রাখে দীননাথ দীনবন্ধু, যেখানে ভিতরে প্রকাশ হওয়ার রাস্তা। যেহেতু ব্রতী, সর্বক্ষণ শান্ত, সৌম্য, প্রসন্ন, যেখানে আত্মস্থ ভগবৎ লাভ ইচ্ছার যাত্রায় ব্রতী। সপ্তম দিবস তো বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা। হৃদয়ে শুধু যাহার যে প্রাপ্তি লক্ষ্য মনে রাখা।'

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি চারণ

(ছয়)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে সোলনে - ১৯৪৬ - ১লা জুন

আজ ভোরে সোলনে এসে পৌঁছানো গেল। লম্বা রাস্তা, বেশ কষ্ট হয়েছে। ফতেপুর স্টেশনে বাবা, মা দেখা করতে এসেছিলেন। আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল, মা, বীথু ও বাবু আমাদের ট্রেনেই উঠে পড়লেন।

রাজা সাহেব মাকে receive করলেন। প্রচুর ব্যবস্থা। একটি পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে উঠে গিয়ে অনেকটা সমতল জায়গা, উঁচু লোহার stand ও তার দিয়ে মজবুত ভাবে ঘেরা। এইটি হল রাজ্যের tennis court. পাশের club house এ শ্রীশ্রী মায়ের থাকবার ব্যবস্থা। মায়ের লোকজনদের জন্য বাজারের মধ্যে একটি school house এ অনেকগুলি ঘর, এখন গরমের জন্য school ছুটি, এখানে সকলের ব্যবস্থা হল। এই school বাড়ী সংলগ্ন শোগীবাবার ঘর যেখানে সাধু বহুদিন ছিলেন এবং মা এসেছিলেন দেখা করতে, গল্প শুনলাম। এই বাড়ীতেই মায়ের লোকজনের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা।

পাহাড়ের দৃশ্য অতি সুন্দর - সবুজে ঢাকা পাহাড়ী শৃঙ্খলা গুলি একটির গায়ে একটি দূর অবধি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Club house থেকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট রেলগাড়ী সিমলা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দেখা যায়। আমি দিদির কাজের সাহায্যের জন্য Club house এই আছি। মায়ের মুখ ধোওয়ানো থেকে রান্না, ভোগ দেওয়া, খাওয়ানো, সবই দিদি শিখিয়ে দিচ্ছেন। পাহাড়ী উঁচুনীচু রাস্তা, লোকজন নেই বললেই হয়- শান্ত পরিবেশ খুব ভাল লাগছে।

২রা জুন —

মা একসময় নিভৃতে এই তিনটি কথা লিখে রাখতে বললেন, কারণ জানিনা— ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

৩রা জুন —

মার সঙ্গে রাজবাড়ী ঘুরে আসা হল। সুন্দর সাজানো প্রাসাদ। প্রাসাদের পাশেই একটি সুবৃহৎ জলের reservoir. এই কৃত্রিম জলাশয় যোগীভাই করিয়েছেন—রাজ্যের লোকদের জলের সুবিধার জন্য। এই বিষয়ে একটি গল্প শুনলাম।

একবার ভাইজীকে সোলনে রেখে মা অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। সোলনের প্রতিবেশী রাজ্য কপুরথলা। মহারাজা কপুরথলার সোলনে আসবার কথা অতিথি হিসাবে এবং জলাশয় দেখতে। জলাশয়ের জলের উৎস কপুরথলায়। যোগীভাইএর মনে ভয় যে মহারাজা হয়ত জল দিতে অসম্মত, তাই নিজে আসছেন, সামনা সামনি কথা বলতে। ভাইজী একদিন বললেন, 'তোমাকে বড় বিষন্ন দেখাচ্ছে, কিছু হয়েছে না কি ?' তখন যোগীভাই সব কথা খুলে বললেন। ভাইজী একটি কাগজে কিছু লিখে যোগীভাই এর হাতে দিলেন, বললেন- 'ঘরে রেখে দেন। মহারাজা এসে চলে গেলে, খুলে দেখবেন।' মহারাজার visit ভালই হল, খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্ন মনে হল। তিনি চলে যেতে যোগীভাই কাগজ খুলে দেখলেন, লেখা আছে, 'ভয়ের কারণ নেই, মহারাজ অমত করবেন না।' যোগীভাইএর নিশ্চিত ধারণা হল যে ভাইজীর কৃপাতেই তাঁর জলাশয় রক্ষা হল।

৪ঠা-২০শে জুন —

মায়ের কাছেই আছি। মা কি প্রসঙ্গে আমাদের বলছেন, 'সাংসারিক মান-অভিমান থাকতে কোনও কাজ হয়না। নিজেকে পেতে হলে নিজেকে মারতে হবে। এ পথে এসে এটা করব না, ওটা করব না, বললে চলে না। শোক, দুঃখ, সুখ, অসুখ সব বরণ করতে হয়।'

এখানে হরিবাবাও নিজের দলবল সহ আছেন। শরণানন্দজীও আছেন— তাঁর ও লোকজন অনেক। হরিবাবা যেখানে থাকেন সেখানেই একটি routine কায়েম হয়ে যায়। মায়ের এলোমেলো, যেমন তেমন সহজ ভাবের একেবারে বিপরীত। তবে মায়ের জন্য সবই ঠিক। মা এখন পাক্কা সৎসঙ্গী। হরিবাবা আসার আগেই মা নিজ চৌকীতে বসে যান। আমাদের রান্নাঘর পাশেই, মায়ের নির্দ্দেশ যেন বেশী ঠুং-ঠাং আওয়াজ না হয়। সৎসঙ্গে হরিবাবা ভাইজীর মাতৃদর্শন পাঠ করছেন। মাকে প্রশ্ন করেন মাঝে মাঝে। মায়ের খেয়াল হয় পূর্ব্ব কথা বলতে। আমরাও সুযোগ পেয়েছি মায়ের মুখে মায়ের ঘরকন্নার কথা, সাধনের লীলাকথা এবং আরও বহু ঘটনার কথা শোনবার। তবে আমি বেশীক্ষণ বসতে পারিনা, কাজ থাকে। আমার মা খুব notes লেখেন দেখতে পাই।

মধ্যরাত্রিতে ধ্যানের সময় হরিবাবা এসে বসেন। মা বিল্লোজী ও ব্ল্যাঙ্কাজীকে মনোনীত করেছেন ঐ সময়ে ধ্যানে বসতে। আর কাউকে নেবেন না, আর নেবেনই বা কাকে, সবই ত ঢুলবে।

বীথুও গিনি আছে- দুজনে সর্ব্বক্ষণ একসঙ্গে ও এক সাথে মার পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। মায়ের নির্দ্দেশে বীথুকে এখনও রাত্রি দশটায় শুয়ে পড়তে হয়। অনেক দিন এমন হয় যে school বাড়ীতে ফিরতে না পারলে, মা নিজের ঘরেই ওকে চৌকীর পায়ের কাছে শুইয়ে রাখলেন। খুব রোগা হয়ে গেছে। তবে স্বাস্থ্য এখন ভালই। গিনিও খুব রোগা। দুজনে বেশ আনন্দে আছে- duty হল মার সঙ্গে সঙ্গে থাকা— এর থেকে বেশী ভাল আর কি হতে পারে ?

ওদের কাছে শুনলাম যে school বাড়ীতে থাকার খুব কষ্ট। পাহাড়ের কাঠের বাড়ীতে একরকম সূক্ষ্ম পোকা থাকে. তাকে পিস্যু বলে। সেই পিস্যুর কামড়ে সবাই অস্থির— যারা এই সব খবর মাকে দিয়েছে, মা তাদের মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বাড়ী রওনা করে দিয়েছেন। বাবুর পিস্যুর কামড়ে জ্বর হওয়াতে মা ও বাবু ফতেপুর ফিরে গেছেন। বৃষ্টি পড়লে ঘরে সর্ব্বত্র জল পড়ে। এক এক সময় সারা রাত বীথু ও গিনি ঘরের কোনায় জড়সড় হয়ে বসে কাটায়। ওদের কাছে শুনলাম একজন অন্যজনকে গল্প বলে— এইভাবে রাত কাটে। কিন্তু মা ফেরত বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন এই আশঙ্কায় কোনও অসুবিধার কথা জানতে দেয়না। মা জিজ্ঞাসা করলে বলে, তাদের কোনও কষ্ট নেই। সকলেই জানে যে মা, যারা ব্যবস্থাপক তাদের কোনও অসুবিধার কথা কোথাও কখনই বলতে দেন না। যেমন ব্যবস্থা তেমনিই মানিয়ে নিতে চান, নিজে ত নেনেই, আমরাও তাই করি, এইটাই মা আশা করেন। যা হোক সকাল হলেই সব অসুবিধার কথা সবাই ভুলে যায়। সারাদিনই মায়ের সান্নিধ্যে, অপূর্ব্ব আনন্দে কাটে।

দিদি, গিনি ও বীথুকে বলেন, "মানিকজোড়। ওরা দুটোই খুব সরল ও সিধা- এখনও ছেলেমানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে।" দিদি সব কাজ ভাগাভাগি করে দিয়েছেন ওদের। এমনকি মায়ের চুল আঁচড়াবে তাও আধাআধি। মা ও কিছু বলেন না, স্মিত মুখে স্থির হয়ে বসে থাকেন। দিদির শিক্ষা মত মায়ের মাথা স্পর্শ করবার আগে ওরা প্রণাম করে নেয়। তার পর পিছনে গিয়ে চুল আধাআধি ভাগ করে দুজনে আঁচড়াবে। খুব পরিপাটি করে যখন ওরা শেষ করে তখন মা নিজের আঙ্গুল গুলি চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে আবার সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক করে নেন। এই যে সামান্য প্রসাধনের খেলাটুকু মা স্বীকার করে নেন, ওদের কি ভাগ্য। এখন মনে হচ্ছে, বীথুদের চুল আঁচড়াবার পর বোধ হয় আর এই নিয়ম চালু থাকেনি। কেউ বুঝতেও পারত না যে মাসাবধি কি বছরাবধি মার চুল আঁচড়ানো হয় না। ঐ সুন্দর কালো রেশমের মত চুল স্বাভাবিক ভাবেই ঠিক থাকত, জটও পাকাতো না বা মলিনও হত না।

হরিবাবার সন্ধ্যাকালীন কীর্তনে খুব লোক জমা হয়। সঙ্গীরা শেষে হনুমান চালিশা পড়ে এবং অনেক জয়ধ্বনির পর হনুমানজীর অনুকরণে এক বিরাট হুঙ্কার দিয়ে হুপ করে লাফিয়ে ওঠে। এই জন্য আমাদের মধ্যে ওদের নামকরণ হয়েছে "হুপের দল।" এই গাঁয়ের সব লোকেদের রাজাসাহেবের লোকেরা খুব সেবা যত্ন করছে। কোলকাতার একজন ভক্ত বলছেন — এদের কাছে আতিথেয়তা শিখতে হয়। মা কোলকাতায় আসলে আমরা ত এরকম করে মার সাঙ্গপাঙ্গদের দেখাশোনা করে উঠতে পারিনা।

দুদিনের জন্য সিমলা যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে নামযজ্ঞ হবে। বাসের ব্যবস্থা। দিদি বলে দিয়েছেন যে 'হুপের দলের' ব্যবস্থা আগে, তারপর যার যার সুবিধা অসুবিধা দেখে নেবে। কাজেই কষ্ট করেও সিমলা যাওয়া হল।

এখানকার একটি নামযজ্ঞ খুব স্মরণীয় হয়ে আছে। সে সময় মায়ের মহাভাব হয়েছিল। সে অবশ্য বহুদিনের কথা। এবারও নামযজ্ঞের প্রচুর আয়োজন। খুব বিরাট রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা, বেশ আনন্দ হল। পাহাড়ের দৃশ্য ও পরিবেশ ত ভালই লাগে, তার সঙ্গে মা আছেন— আনন্দের ঢেউ যেন ভাসিয়ে নেয়।

ভূপেনের মেজভাই কুসুম (ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দ) এখানে college এ পড়ায়। তাকে দেখলাম। মা খুব খেয়াল করছেন। আমার যতদুর মনে পড়ছে, এর কিছুদিন পরই কুসুম চাকরি ছেড়ে মার কাছে চলে আসে।

নামযজ্ঞের পর মেয়েদের কীর্তন হল। এটাও নিয়মের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। সিমলায় যেবার প্রথম নামযজ্ঞ হয় সেবারই মেয়েরা আগ্রহ জানিয়েছিল যে তারাও পুরুষদের মত নাম করতে পারবে। মায়ের অনুমতি ও কৃপায় এটা এখন রীতিমত চালু হয়ে গেছে।

সিমলা থেকে ফিরবার পথে এক জায়গায় মা থামলেন। হরিবাবাকে দেখাবেন যে গুহাতে মা কিছুদিন ছিলেন। ঐ সময়ে একমাত্র ভাইজী সেবায় ছিলেন এবং যেখানে যোগীভাই প্রথম মাকে দর্শন করেন। আমরা ও সব বাস থেকে নামলাম। এত ছোট গুহা পাহাড়ের গায়ে যে তার মধ্যে কি করে কেউ থাকতে পারে বোঝা যায় না। তবে চারপাশের দৃশ্য অতি মনোরম।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

— *কুমারী চিত্রা ঘোষ*

‘সে যে চোখের দেখা- সেকী ভোলা যায় ?’

১৫-৩-৫৬, মার সঙ্গে জীবনের প্রথম দোল উৎসব, বৃন্দাবন আশ্রম।

দোলের দিন খুব ভোরে উঠে আমি মার ঘরের কাছে বসে থাকি যে মা উঠলেই আবির দিয়ে দেব। মা তার আগের দিন রাতে মন্দিরে নিতাই, গৌর ও শিবমন্দিরের সামনে যে বিরাট ভাগবত ভবনের হল হয়েছে তাতে শুয়েছিলেন। রাত ৪টে থেকে মহাপ্রভুর মঙ্গলারতি ও জন্মসময়ের পূজা হচ্ছিল। মা ভোরে উঠে এসে মার বিলডিং এর নীচের শোবার ঘরে শুয়েছিলেন। ভোর ৬॥ টায় উঠে মা যখন বাথরুমে যাচ্ছেন, আমায় বললেন, ‘চিত্রাবন্ধু; ৭টা–৭-৩০টা খুব ভাল সময়। তখন ঠাকুরকে (তোমার) আবির দিও।’ আমি মার আদেশ পালন করে ৭টায় এসে দেখি মা ভাগবত ভবনে ঘোরাঘুরি করছেন। তখন ৭-১৫তে আমি মাকে আব্দার করে বললাম যে তুমি বলেছিলে ৭-৩০টা অবধি ভাল সময়, তবে চলো- আমি তোমার চরণে আবির দেব। মা অধমের আব্দার পূর্ণ করে স্থির হয়ে বসলেন। আমি মার ডান চরণের তলায় ও বুড়ো আঙ্গুলে আবির ঘসে— যা থালায় পড়ল তা প্রসাদী করে আমার শাড়ীর আঁচলে বেঁধে রাখলাম। সেদিন সারা সকাল কৃপাময়ী মা তাঁর চরণে আবির দিতে কাউকে মানা করেননি।

মায়ের ‘দেহরক্ষীরা’ ও নিষেধ করেনি। তাই সবাই চরণস্পর্শ করতে পেয়েছিল। আমি বারবার মায়ের শ্রীচরণের আবির আমার কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছিলাম। মার কৃপায় সেদিন অনেকবার মার শ্রীচরণ স্পর্শ করি।

যে দুই রাণী তাঁদের মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন আশ্রমে ভাগবত হল ও গেটের দিকে গীতাভবন করিয়েছেন, তাঁদের স্বামীর ফটোসহ মার সঙ্গে procession করে চলতে বললেন। একটি ছবিও রাখা হল। ভাগবত ভবন যে রাণী তা করিয়েছেন, সেই হলের আলমারীতে তাঁর স্বামীর ছবি ও ভাগবত রাখা হল, গীতাভবনে ১০৮ জন প্রত্যেকে ১বার করে সম্পূর্ণ গীতা পড়ে অর্থাৎ সমবেত ভাবে ১০৮ বার গীতা পাঠ হল। ৭টা সকাল থেকে ৯টা আমি ২ঘন্টা গীতা পাঠে বসিনি কারণ মার সঙ্গ ছাড়তে হবে। মা গীতা ভবনে গিয়ে যারা যারা গীতা পড়ছিল সবাইকে একটা করে কমলালেবু দিলেন। তারপর গীতা পাঠান্তে হোম হল।

এর পরে আমাকে মার চরণের কাছে গাড়ীতে বসিয়ে মা হরিবাবার আশ্রমে মহাপ্রভুলীলায় গেলেন। সেদিন লীলায় অদ্বৈত প্রভুর প্রার্থনা, ভগবান বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের সংকল্প এসব দেখাচ্ছিল। হরিবাবার আশ্রম ফেরত মা ভাগবত ভবনে ঢুকলেন। রহোঁয়ার রাণী সাহেবা দু-বালতি রং গুলেছিলেন। রূপার বালতি ও ছোট রূপার পিচকারী মার সামনে রাখা হয়েছিল। মা ভাগবত হলের সামনে সিঁড়ির উপর খোলা জায়গায় বসলেন চৌকিতে। দর্শনার্থীরাও খোলা জায়গায় জড়ো হল। মার হাতে পিচকারী ভরে ভরে দেওয়া হচ্ছিল। মা প্রায় ২৫-৩০ বার সবাইর দিকে লক্ষ্য করে করে রং ছুঁড়লেন। কখনো বা আকাশের দিকে ছুঁড়লেন, ফোয়ারার মতন ভিজে রং সবাইর গায়ে পড়ছে। আমি মাকে বলি- “মা আমার মাথায় দাও।” আমি মার ডান পাশে বসে পিচকারী ভরছিলাম। মা রং দিতে গিয়ে আমার ডান কানে রং- জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢুকে যায়। ও মা, দেখি কানে তালা লেগে যাবে তাই শ্রীমা তাঁর দিব্য কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে আমার কানের ভিতর খুঁচলিয়ে দিচ্ছেন। কত কৃপাই যে করেন। একটু পরে মাকে অনুরোধ করলাম যে মা একটু ফাগ ছোঁড়। মা তখন মায়ের মাথা ও মুখ ঢেকে চতুর্দিকে ফাগ ছুঁড়লেন। আমি এবার উঠে আমার আমেরিকা ফেরত camera দিয়ে মার ছবি তুলি। (১৯৫৫ তে আমেরিকা থেকে ফিরি পড়া শেষ না করে)। মা দুষ্টুমি করে ক্যামেরার দিকে রং ছোঁড়েন। ভাগবত হলে নামযজ্ঞ হচ্ছিল। সেখানে নাম কীর্তনে মা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন। গায়ের চাদরটি গিঁট দিয়ে কাঁধের কাছে বেঁধে দুহাত তুলে মার ঘোরা—অপূর্ব। তারপর মহাপ্রভুর মন্দিরে পঞ্চগোসাই ও মহাপ্রভুর ভোগ নিবেদনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেন।

সন্ধ্যেবেলা ভাগবত হলে মহারাস হল। মায়ের উপস্থিতিতে অপূর্ব রাসলীলা করল। ছোট ছোট বালকরা রাধাকৃষ্ণ সেজে ও তাদের নৃত্য কুশলতার পারদর্শিতা প্রশংসনীয়। মা প্রধান রাধা কৃষ্ণকে ও অন্যদের আশীর্ব্বাদ করে বস্ত্রাদি ও ফল ইত্যাদি রাস পার্টীকে দেওয়ালেন।

আমার জীবনের প্রথম দোল উৎসবের স্মৃতি-কথা কবিগুরুর ভাষায় শেষ করলাম -

'রাঙ্গায়ে দিয়ে যাও, যাও, যাওগে তুমি (মাগো আমায়)
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে।'

'স্মরণের বালুকা বেলায়
রাতুল চরণ- চিহ্ন রেখে গেছ
তুমি মা আমার'

☆ ☆ ☆

দোলপূর্নিমার আগের দিন শ্রীশ্রী হরিবাবার জন্মতিথি উৎসব।

বিকেল ৫ ॥০টায় হরিবাবাকে তাঁর বৃন্দাবনের আশ্রম হতে ব্যান্ড বাজিয়ে হীরুদা (অধুনা শ্রী তন্ময়ানন্দজী) ও কীর্তনের দল গিয়ে পদব্রজে নিয়ে আশ্রমে এল। আশ্রমের গেট থেকে নানা রং এর চকের গুঁড়ো দিয়ে মার আদেশে আমরা বড় মেয়েরা রঙ্গোলীর মতন রাস্তার দুপাশে মন্দির পর্যন্ত বর্ডার এঁকেছিলাম। গেটের কাছে ব্যান্ডের আওয়াজ শুনে মা আমাদের হাত ধরে গেট থেকে হরিবাবাকে মন্দিরের সিঁড়ি অবধি নিয়ে এলেন। পুষ্প বৃষ্টি হল। তারপর দুজনেই দুজনের হাত দুটি ধরলেন। হরিবাবা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত মাকে করতেই মাও নীচু হবার আগেই হরিবাবা মাকে বাধা দিলেন। হলে বসার জায়গায় দুজনের আসনে দুজনে বসতেই দিদি গুরুপ্রিয়া হরিবাবাকে মার নির্দেশ মতন আরতি করে জন্মদিনের বস্ত্রাদি ও অন্যান্য ভেট দিলেন। তারপর হরিবাবাকে দিদি একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন, যেখানে তাঁর জন্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। বুনিদিকে বলে মা হরিবাবার জন্য ঘরের তৈরী সিঙ্গারা, খাজা ও নিমকী করিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। হরিবাবা শিশুর মত খুসীতে উচ্ছসিত। সব কিছু সামান্য গ্রহণ করলেন। তারপর হরিবাবার কীর্তন সুরু হল। দুঘন্টা ৭টা থেকে রাত নটা পর্য্যন্ত মা বসেছিলেন। হরিবাবা দলবল সহ তারপর বিদায় নিলেন।

এই প্রসঙ্গে লেখা বাহুল্য হবেনা, তাই লিখছি। ঐদিনই দুপুরে মা হরিবাবা আসার আগে নিজে দাঁড়িয়ে সতরঞ্চি পাতা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কীভাবে কোথায় কী সাজানো হবে। মা এক একবার নীচু হয়ে সতরঞ্চির কোণগুলি পর্য্যন্ত টেনে সমান করছেন। সত্যি সব কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত নিখুঁত ভাবে করেন, তবু আমরা দেখেও শিখতে পারিনা। এর মধ্যে এক একবার বলেছেন- "শরীরটা টেনে টেনে সব করানো হচ্ছে। আর যেন এসব কাজ করা শরীরে নিচ্ছেনা। আর এসব করার খেয়াল আসছে না। আগে যেমন রান্না করা, গৃহস্থালীর কাজ করা হোত। হঠাৎ সব আপনা হতেই ছেড়ে গেল। এখন ঠাকুরই ঠাকুরের কাজও যেন আর করতে দেবেন না। শরীর এলিয়ে যাচ্ছে আর নিচ্ছেনা যেন।"

দোলের পরদিন মার কাছে বারংবার প্রার্থনা জানাতে জানাতে শ্রীমায়ের চরণের ছাপ কাপড়ে নেবার সুযোগ হয়ে গেল। বুনিদি ও দিদির সহায়তায় ও মার খেয়ালে চরণছাপ সত্য সত্যই নিতে পেরেছিলাম। মা খাটের উপর মার ঘরে শুয়েছিলেন। ভোগের সময় যখন উঠলেন, দিদি শুনছি মাকে বলেছেন—"চিত্রা, উপোস করে আছে সকাল থেকে মার চরণছাপ নেবে বলে।" মা চুপ নিরুত্তর। দিদি ও বুনিদি মিলে মার চরণ দুটি খাট থেকে নামিয়ে রক্তচন্দন ঘসা থালার উপরে রাখলেন। তারপর মাকে ধরে দাঁড় করিয়ে সাদা কাপড়ে চরণযুগল রাখা হল ও আমি ও বুনিদি মার দুপায়ের পাতা টিপে টিপে ভার দিলাম। বেশ ভালই শ্রীচরণের ছাপ উঠেছিল। দিদি এই সুযোগে আরেকটি বস্ত্রখন্ডে পুনরায় ছাপ করিয়ে নিলেন মার চরণের অবশিষ্ট রক্ত চন্দনে। আমি মায়ের প্রসাদী তরল রক্তচন্দনের অবশিষ্ট অংশ রূপার থালা থেকে ঢেলে রাখি। আজ ৫০ বছরে সেই বোতলের তলায় মার প্রসাদী রক্তচন্দন শুকিয়ে গেছে। এসব অমূল্য সম্পদ।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

(বাইস)

— শ্রী প্রতিভা কুমার কুন্ডু

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। যোধপুর পার্কের ২০০০ সনের ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ মহাযজ্ঞ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু প্রমাণ পেলে হবে না, সে-প্রমাণ প্রকৃষ্ট হতে হবে, তবেই আমরা অতি সাধারণ গৃহী সংসারী জীব আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু করব। এই যাত্রা শেষের শেষযাত্রা কবে কোন্ জন্মে আমরা জানি না। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের শ্রীচরণে শরণাগত কোনো কোনো ভাগ্যবানের এই পথযাত্রার শেষ আর দুই জন্মে। শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজী শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে এইরকমই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন। মাতৃভক্তগণের কাছে এই প্রতিশ্রুতি পরম শান্তিবহ আশীর্ব্বানী সংবাদ।

আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ হোল সৎসঙ্গ, পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, প্রার্থনা, কীর্ত্তন, নামযজ্ঞ। যার যে পথ অনুকূল। এই গাড়ীর টিকিট হোল আমাদের প্রারব্ধ। পাথেয় হোল চেষ্টা আর ধৈর্য্যের যোগফল অধ্যাবসায়। প্রত্যেকটি স্টেশন আমাদের এক একটি জন্ম। গাড়ীর চালক হলেন গুরু। শেষ ষ্টেশনে বসে আছেন ইষ্ট। শ্রীশ্রীমা হলেন গার্ড অর্থাৎ দ্রষ্টা পাহারাদার। এই গাড়ীতে টিকিটচেকার নেই। নিজের টিকিটচেকার নিজেই, নিজের আত্মা। আমাদের জীবনটা এই সব আধ্যাত্মিক আইনে বাঁধা একটা রেলগাড়ী। শতাব্দী এক্সপ্রেস্ নয়, রাজধানী এক্সপ্রেস্ নয়, এ একেবারেই জনতা এক্সপ্রেস্। যদি বা কোনোরকমে যাত্রা শুরু হয়েছে, কিন্তু ট্রেন অপরিষ্কার অন্ধকার, আমরা যাত্রীরা ততোধিক অপরিচ্ছন্ন, ক্লেদাক্ত ও কলহপ্রিয় স্বার্থপর। ট্রেনটি প্রতিটি প্রত্যন্ত ষ্টেশনেও থামবে, গন্তব্যস্থল শেষ ষ্টেশনে অনেক অনেক লেট করে পৌঁছোবে, হয়তো হাজার কি পাঁচ হাজার জন্ম লেট করে পৌঁছোবে। পৌঁছাক। এই ট্রেনে চড়েছি যখন একবার, একদিন না একদিন শেষ ষ্টেশনে পৌঁছোবই।

নামযজ্ঞ মেন্‌লাইনের যাত্রাপথ। কর্ডলাইনের নয়, লুপলাইনের নয়। নামযজ্ঞ শেষ ষ্টেশনে পৌঁছোবার সোজাসুজি পথ। শুধুই হরিনাম, কলিতে অন্য গতি নেই। মায়ের দেখানো, মায়ের শেখানো, মায়ের করানো নামযজ্ঞ, অপূর্ব্ব ভক্তিসুধামৃতময়। মধুময় মাধুর্য্যমন্ডিত ভক্তিরসাপ্লুত অখন্ড হরিনামে নামপ্রেমীদের আনন্দাশ্রু, পুলক, রোমাঞ্চ, শিহরণ, যুগপৎ উপলব্ধ হয়। মনে হয়, নামযজ্ঞের মধ্যে যদি শরীর ছাড়া যায়, তাহলে তাৎক্ষনিক মহানির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হোল মোক্ষ। তাহলে আবার মহানির্ব্বাণ কেন ? আমরা শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের সন্তান। যদি এই মাতৃসন্তানদের মধ্যে কারও নির্ব্বাণ হয়, সে-নির্ব্বাণ তো মহান হবেই। শুধু নির্ব্বাণ নয়, মহানির্ব্বাণ।

আমেরিকায় নামযজ্ঞ হয়েছে দুবার। ১৯৯২ সনে ক্যানসাস সিটিতে ও ১৯৯৭ সনে ডেন্‌ভারএ। কিন্তু সঙ্কল্প তিনবারের। মাতৃকৃপায় সেটি অনুষ্টিত হোল ২০০১ সনের ২৯শে জুলাই ক্যানসাস সিটির হিন্দু মন্দিরে। এইখানেই ১৯৯২ সনে প্রথম নামযজ্ঞ হয়েছিল। মায়ের খেয়ালে সঙ্কল্পিত তিনটি নামযজ্ঞ আমেরিকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হোল।

এবারের নামযজ্ঞে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল, বাঙ্গালীর চেয়ে অনেক বেশী অবাঙ্গালী ভারতীয়দের উপস্থিতি। নামযজ্ঞের গানগুলোর অর্থ যাঁরা বোঝেন না, কারণ বাংলা ভাষা বোঝেন না, তাঁদের এত উৎসাহ উদ্দীপনা কোথা থেকে এলো জানি না। বোধ হয় মা তাঁদের কৃপা করেছিলেন। যদিও যথারীতি দ্বিপ্রহরের প্রসাদ গ্রহণের পর কিছু ভক্ত প্রস্থান করেছিলেন। দুপুরে প্রসাদ পেয়েছিলেন তিনশ পঞ্চাশ জন, আর রাত্রে দেড়শ জন। সম্পূর্ণ প্রসাদ-ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীমতী শুভ্রা মল্লিক। তিনি তাঁর ঘনিষ্টজনদের সহায়তায় সমস্ত রান্না করা জিনিস যাঁর যাঁর বাড়ী থেকে আনিয়ে নিয়েছিলেন। মন্দিরের বেস্‌মেন্টে গরম করে নেওয়া হয়েছিল। শুধু পাঁচশ লোকের ভাতটা ঐ মন্দিরের বেস্‌মেন্টে রান্না করে নিয়েছিল। এই প্রসাদের ব্যাপারে আমাদের পরিবারের এক ডলারও খরচ হয়নি। আমেরিকায় নামযজ্ঞ বলেই এই তুচ্ছ সামান্যতম খুঁটিনাটি কথা জানাতে হচ্ছে।

পদ্মা আর আমি ক্যানসাস সিটি পৌছেছিলাম ১২ই জুলাই। ১৫ই জুলাই রবিবার বড় কন্যা ঊর্মির বাড়ীতে সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত নামযজ্ঞের গানগুলোর রিহার্সাল হয়েছিল। ২৯শে জুলাই এর নামযজ্ঞে যাতে ভালোভাবে দোহার দিতে পারেন, সেইজন্য প্রায় তিরিশ জন অতুৎসাহী নামপ্রেমী রিহার্সালে এসেছিলেন। আমি তাঁদের আগ্রহ দেখে খুবই বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। এঁরাই নামযজ্ঞ শেষে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন, প্রতি বছর আমেরিকার ক্যানসাস্ সিটিতে এইরকম নামযজ্ঞ করতে হবে। সমস্ত খরচ ওরাই বহন করবেন। আমাদের খরচ শুধুমাত্র ইচ্ছা ও আগ্রহ। শরীর ও মনটা মায়ের কৃপায় যদি ঠিক থাকে।

২৮শে জুলাই শনিবার নামযজ্ঞের অধিবাস করিনি। রবিবার সকাল ৮টায় অধিবাস শুরু করেছিলাম। শনিবার রাত্রে মঞ্চ তৈরি করে রাখা হয়েছিল। মন্দিরের অন্ধ্রদেশীয় পূজারী সপরিবারে আম্রপল্লব সারি সারি বেঁধে দিয়েছিলেন। ২৯শে জুলাই রবিবার সকাল ৮টায় মাতৃচরণে সঙ্কল্প নিবেদিত হয়েছিল, 'যা হয়ে যায়।' অধিবাসের গানের মধ্যে যেখানে আছে, 'কালি হবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন,' সেখানে গাইলাম, 'আজি হবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।'. মায়ের খেয়ালে প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন অতি চমৎকার দোহার দিলেন। আমার অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। একমাত্র মাতৃকরুণাই সহায়। না হলে সুরতালহীন অত্র লেখকের সাধ্য কি ঐ সুদূর বিদেশ বিভুঁয়ে নামযজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করতে পারে।

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আটজন মুন্ডিত মস্তক আমেরিকান সন্ন্যাসী এলেন। পরণে গেরুয়া কাপড়, গায়ে গেরুয়া চাদর। সঙ্গে একটা খোল এনেছেন। একঘন্টার উপর ওঁরা নাম করলেন। কেউ নিশ্চয়ই ওঁদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ক্যানসাস্ সিটিতে ইস্‌কনের কোনো স্থায়ী কেন্দ্র আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। আর আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, ওঁরা দুপুরে ভোগে দেবার জন্য দুশো নীলরং এর কৃষ্ণলাড্ডু ও দুশো হলুদ রং এর রাধালাড্ডু এনেছিলেন। এমন কান্ড আগে কোনোদিন দেখিওনি, শুনিওনি। অত্যন্ত অভিনব নতুন একটা অভিজ্ঞতা।

২৭শে জুলাই শুক্রবার সকালে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রবীন সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজী ঊর্মিদের বাড়ীতে এলেন। ওনার সঙ্গে আরও পাঁচজন মাতৃভক্ত ছিলেন। সকলেই শুক্র শনি রবি তিন দিন ছিলেন। আমেরিকার নামযজ্ঞে স্বামী ভাস্করানন্দজীর উপস্থিতি নামযজ্ঞের মাহাত্ম্য শতগুণ বর্দ্ধিত করল। এও শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপা। মাতো আছেনই, যাবেন কোথায় ? তবুও স্বামিজীর মধ্যে মায়ের প্রতিনিধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করলাম। রবিবার নামযজ্ঞের দিন স্বামিজী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু দুপুরে খাওয়া ও সামান্য বিশ্রামের সময় ছাড়া সারাক্ষণই মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন এবং চার পাঁচ বার মঞ্চ প্রদক্ষিণও করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল ও আশীর্ব্বাদে নামযজ্ঞের সবকিছুই সুন্দর ও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

মন্দিরের পূজারী সকালে মঞ্চে আরতি করে অধিবাসের প্রারম্ভ সূচনা করেছিলেন। দ্বিপ্রহরের ভোগারতি করল ঊর্মির ছোটপুত্র শ্রীমান রথী। শ্রীমতী পদ্মা আরতির সময় রথীকে নির্দ্দেশাদি দিচ্ছিলেন এবং ঊর্মি আরতির সরঞ্জাম ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছিল। ভোগ নিবেদন করেছিলেন লরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী। রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চ গোঁসাই, শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজী, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা এবং মন্দিরের দেবদেবী, এদের সকলের উদ্দেশ্যে মোট পাঁচখানা ভোগ নিবেদিত হয়েছিল। মন্দিরের পূজারী সপরিবারে পঞ্চম ভোগখানার প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। এইরকম ব্যবস্থায় মা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। এ সবই তো মায়েরই শেখানো ব্যবস্থা, আমাদের কৃতিত্ব শূন্য।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর বিগ্রহাদি এইরূপ, বামদিক থেকে দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত, সরস্বতী, মহাবীর (জৈন) পার্শ্বনাথ, রাধাকৃষ্ণ, রাম লক্ষণ সীতা, তিরুপতির প্রভু ভেঙ্কটেশ্বর, অম্বাদেবী, শিব ও সিরদির সাঁইবাবা। সব মূর্ত্তিই বেশ বড় ও শ্বেতপাথরের।

নামযজ্ঞের শেষ পর্য্যায় হোল কুঞ্জভঙ্গ, মোহন্তবিদায় ও ভক্তবিদায়। এখানে দধিভান্ড ভাঙ্গা যাবে না। মেঝে থেকে দধির দাগ না উঠলে অনেক ডলার জরিমানা দিতে হবে। অতএব গাইতে হোল, 'ভূমেতে রাখিল ভান্ড আস্তে করিয়া।' তখন বাঙ্গালীদের কি হাস্যরোল। কারণ গানে ছিল, 'ভূমেতে ফেলিল ভান্ড আছাড় মারিয়া।' আমেরিকায় নামযজ্ঞে আমরা চালু করেছি ক্যান্ডি টফির লুট দেওয়া। বাতাসার গুঁড়ো পড়বে না, কার্পেট পরিষ্কার থাকবে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। লুট দিলেন স্বামী ভাস্করানন্দজী। 'এদিকে দিন, এদিকে দিন, আমরা পাইনি,' সর্ব্বত্রই সেই একই আনন্দের রোল হৈ-চৈ কলরব। ছোট ছেলেমেয়ে কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া সকলেই আকুল লুটের অন্ততঃ একটা টফি হাতে পাওয়ার জন্য। সবার একই ভাব, লুটের টফি পাওয়া যেন হাতে পাওয়ার। মনে পড়ে, মা যখন স্থূল শরীরে ছিলেন, মা দুহাতে ভরে বাতাসা লুট দিতেন। আর মায়ের হাতের সেই বাতাসা পাওয়ার জন্য সকলেই পাগল হয়ে যেত। সেসব কথা মনে পড়লে আনন্দ ও বিষাদ দুয়েরই যুগপৎ উদ্রেক হয়। যতই আমরা বলি না কেন, মা আছেন কিসের চিন্তা, কিন্তু মা তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?

শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে কৃপায় করুণায় আশীর্ব্বাদে নামযজ্ঞ এতটাই সফল ও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হোল যে নামযজ্ঞের পর পদ্মা ও আমি, কন্যা জামাতা ও দুই নাতিসহ প্রায় বারোটি বাঙ্গালী পরিবারের ও একটি গুজরাতি পরিবারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভোজন-আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। তার মধ্যে ঐ গুজরাতি পরিবারের বাড়িতে ও আরও তিনটি বাঙ্গালী পরিবারের বাড়ীতে সৎসঙ্গ ও কীর্ত্তন হোল। এরা সকলেই প্রবাসী ভারতীয়। অনেকেই কুড়ি বছরের উপর আমেরিকায় বাস করছে। এদের সুতীব্র সৎসঙ্গপ্রেম দেখে অতিশয় চমৎকৃত হলাম। আনন্দিত তো হলামই। মায়ের কাছে আকুতি ও মিনতি, মা এদের মঙ্গল করুন, এদের নামযজ্ঞপ্রেম দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হোক।

এর পরের সৎসঙ্গ ঊর্মির বাড়িতে হোল ৯ই সেপ্টেম্বর। সকালে। প্রায় তিরিশ জন এল। কীর্ত্তনের সময় মায়ের ছবির উপর থেকে দুবার ফুল পড়ল, আর একবার সেলোটেপ দিয়ে আটকানো ওড়না খুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ল। উপস্থিত সকলকেই মা জানান দিলেন, মা সূক্ষ্মে উপস্থিত আছেন। সকলেই আনন্দে রোমাঞ্চিত হোল।

কোলকাতা নয়, কনখল নয়, বৃন্দাবন নয়, কাশী নয়, আমেরিকার বুকে ক্যানসাস্ সিটিতে নামযজ্ঞ সৎসঙ্গ কীর্ত্তন। এ-সবই শ্রীশ্রীমায়ের লীলা, সহজ কথায়, ছলে বলে কৌশলে মায়ের কান্ডকারখানা। যন্ত্রী মা, মায়ের হাতের যন্ত্র আমরা। পুতুলনাচ নাটকের সূতোবাঁধা পুতুল আমরা। শ্রীশ্রীমা নামযজ্ঞের ছলে, নামযজ্ঞকে উপলক্ষ করে আমাদেরকে ধর্মপথে নিয়ে যাচ্ছেন। আর বল বলতে মায়ের বলেই তো আমরা বলীয়ান। আমাদের আর বল কোথায় ? মাতৃশক্তিতেই আমরা নানারকম উৎসব সৎসঙ্গ সংকীর্ত্তন নামযজ্ঞ এসব সফল ভাবে করতে পারছি। আর কৌশল হোল কুশলতা, নৈপুন্য, দক্ষতা, পারদর্শিতা। বৃহৎ বৃহৎ কর্মকান্ডে আমাদেরকে নিয়োজিত করে শ্রীশ্রীমা এইসব গুণাবলী ইনজেক্শন দেওয়ার মত আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। তবেই তো আমরা হয়ে উঠি এক একটা রোবট্। নইলে তো আমরা সূতোয় বাঁধা পুতুল মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মভূমি খেওড়া

— শ্রী শুকদেব চন্দ্র

পরমপবিত্র গ্রাম খেওড়া। এই ভূমিতেই 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' মাতৃমূর্তি ধারণ করে কত লীলা করে গিয়েছেন।

খেওড়া এক পরম তীর্থ আমাদের সকলের কাছে। শ্রীশ্রীমার প্রতি ভক্তেরই এই তীর্থ দর্শন করা বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করি। কত দেশ-বিদেশে সকলে আমরা ঘুরি-ফিরি। একবার অন্ততঃ খেওড়ার ধুলা মাথায় লাগিয়ে এলে প্রাণ ভরে যাবে। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত খেওড়া দর্শন করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়।

শুধু আবশ্যক - (১) পাসপোর্ট (২) যাওয়া-আসার রির্টার্ন টিকিট বাসে বা বিমানে (৩) ভারতের টাকা বদল করে কম পক্ষে ৫০ ডলার প্রতি ব্যক্তি (৪) বাংলাদেশ হাই কমিশনার অফিস থেকে 'ভিসা' (যা একদিনেই পাওয়া যায়)।

আমার এই ৭৪ বছর বয়সে ভগ্ন শরীর নিয়েও শ্রীশ্রীমার কৃপায় এই কয় দিন আগেই খেওড়া ঘুরে এলাম। ভক্তদের সুবিধার জন্য তাই আমার অভিজ্ঞতা সকলকে জানাচ্ছি।

ঢাকা শহরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বেশ বড় আশ্রম- অতিথি ভবনও আছে। ঠিকানা– শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ; ২৭, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ (বাংলাদেশ)। মাস খানেক আগে ওখানে চিঠি দিলেই মহারাজের কাছ থেকে উত্তর পাবেন। তাছাড়া বেলুর মঠ বা অন্য কোনও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচয়-পত্র থাকলেত আরো ভাল। ঢাকা মিশনের ব্যবস্থা অপূর্ব্ব। মহারাজেরা বিশেষ ভাবে সহায়তা করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সব থেকে বড় প্রাপ্তি নিত্য সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ, ধ্যান ইত্যাদি।

ওখানে থাকা কালে প্রথম দিনই রিক্সা বা অটোরিক্সা করে সিদ্ধেশ্বরীতে প্রসিদ্ধ কালীমন্দির এবং পাশেই শ্রীশ্রীমায়ের ছোট্ট আশ্রম দর্শন করা। এই স্থানেই শ্রীশ্রীমার প্রথমজীবনের অদ্ভূত সব লীলা ঘটেছে। অপূর্ব পবিত্র এই স্থানে। সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের সেক্রেটারী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা ভৌমিককে এই ঠিকানায় আগে থেকে একটি বিদেশী ডাকে চিঠি দিলে আরো সুবিধা হবে– শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ১৩, সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা-১২০৭ (বাংলাদেশ)।

সিদ্ধেশ্বরী থেকে কাছেই অনায়াসে যাওয়া যায় 'শাহবাগ।' এই স্থানটিও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। 'শাহবাগের মা' নামে শ্রীশ্রীমার বিশেষ প্রসিদ্ধি এখান থেকেই। শাহবাগের সেই অতি প্রাচীন 'গোল-ঘর' (যা এখন 'মধু ক্যান্টীন' নামে সকলে জানে) যেখানে শ্রীশ্রীমার অনেক-অনেক লীলা ঘটেছিল আজও ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শাহবাগে বর্ত্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজ বিভাগের অন্তর্গত বিরাট প্রাঙ্গনের মধ্যে সেই স্থান।

শাহবাগের ঠিক বিপরিত দিকেই বিশাল রম্না ময়দান। সকলেই জানে। সেখানেই ছিল অতিপ্রাচীন রমনা কালী বাড়ী ও 'শিববাড়ী' (যা মা আনন্দময়ী আশ্রম নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল)। পাকিস্থানী সেনাদের বর্ব্বর আক্রমনে এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এই স্থানটি এখন অবশ্য অতি প্রসিদ্ধ। এইখানেই পাকিস্থানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেনারা ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। আজকাল এই স্থানটি বাংলাদেশ সরকারের নির্দ্দেশে ঘিরে রাখা আছে। এখানেই নির্ম্মিত হবে 'শহীদ স্তম্ভ' ও 'শহীদ উদ্যান।'

এর পরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি খেওড়ার উদ্দেশ্যে পরদিন সকালে ঢাকা স্টেশন থেকে 'মহানগর' নামে চট্টগ্রাম গামী ট্রেনে সকালে রওনা হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে পৌছাতে মাত্র দুই ঘন্টা সময় লাগবে। সেখান থেকে বাসে কিংবা আটোরিক্সায় খেওড়া।

খেওড়া যাত্রায় শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের একনিষ্ঠ সেবক শ্রী পিনাকী ভট্টাচার্য্যকে আগে থেকে খবর দিয়ে রাখলে আর কোনও অসুবিধার সম্ভাবনাই থাকবে না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রাচীন জমিদার বংশের সন্তান তিনি, প্রতিভাশীল ব্যাক্তি। তাঁর মত অক্লান্ত পরিশ্রমী, নিরহঙ্কারী ও সহৃদয় মানুষ সত্যই বিবল। আন্তরিক ভাবে তিনি চান যে ভক্তজন সকলে শ্রীশ্রীমার জন্মস্থান একবার পরিদর্শন করে আসেন। সময়মত তাঁকেও একটা বিদেশী ডাকে চিঠি দিলে তিনিই সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। তাঁর ঠিকানা— শ্রী পিনাকী ভট্টাচার্য্য, রায়সাহেব বাড়ী, মেড্ডা, পোঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ। শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানে একটি ছোট্ট মন্দির ও শ্রীশ্রীমায়ের ছোট্ট আশ্রম এবং খেওড়ার পবিত্র ধূলা মাথায় লাগিয়ে সব কিছু দর্শন করে আবার বিকালের গাড়ীতেই ঢাকা ফিরে যাওয়া কিছু অসুবিধার ব্যাপার নয়।

শ্রীশ্রীমার জন্মস্থান যা আমাদের সকলের কাছে পরম তীর্থস্থান- তার বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজন। বাংলাদেশের নানা বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এখানে সংস্কারের অনেক scope আছে। আর বিশেষ করে শ্রী পিনাকী ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় তা অনায়াসে সম্ভব। শ্রীশ্রীমা তো আছেনই আটকাবে– কে ? তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন।

জন্মস্থানের উন্নতি এবং সুরক্ষার জন্য কয়েকটি কাজ বিশেষ আবশ্যক মনে হয়েছে আমার —

(১) শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানে মন্দিরের চারদিকে দেওয়াল বানান যাতে মন্দির প্রাঙ্গন সুরক্ষিত থাকে।

(২) বাহ্মণবাড়িয়া থেকে খেওড়া যাওয়ার রাস্তায় খাড়েড়া বাস স্টপে শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানে যাওয়ার দিক নির্দ্দেশ করা একটি বড় ফলক বা বোর্ড।

(৩) জন্মস্থানের জমিতে ভক্তদের রাত্রিবাস ও বিশ্রামের সুবিধার জন্য একটি স্বতন্ত্র অতিথি গৃহ স্নানাগার আদি সুবিধাযুক্ত। একটি ঘর হলেও অসুবিধা হবেনা। ভক্তরা যাতে অনায়াসে 'আনন্দ বৃন্দাবন' খেওড়া গ্রামের ধুলি মাথায় নিয়ে জীবন সার্থক করে আসতে পারে এই আমার একান্ত কামনা।

জয় মা ! জয় মা ! জয় মা আনন্দময়ী !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম–সংবাদ

১/ কনখল —

শরতের শান্ত সুষমায় দেবীর আগমন। তাঁরই আবাহন দিকে দিকে। ঘরে ঘরে দেবী দুর্গার অর্চনা। কনখলেও শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ২২শে অক্টোবর হতে ২৬শে অক্টোবর, ২০০১ শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা মাতৃভক্ত শ্রী রাম পাঞ্জওয়ানীজীর সৌজন্যে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩১শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া লক্ষ্মীপূজা এবং ১৪ই নভেম্বর শ্রীশ্রী কালীপূজা ও ১৫ই নভেম্বর অন্নকূট সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২২শে নভেম্বর হতে ২৯শে নভেম্বর সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে নভেম্বর বিকালে সংযম সপ্তাহের উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনী সভায় ভোলাগিরি আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী দেবানন্দজী মহারাজ, সুরতগিরি বাংলোর শ্রী ১০০৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দগিরিজী মহারাজ, গরীব দাসজী আখাড়ার মহামন্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী শ্যামসুন্দর দাসজী মহারাজ, নির্ব্বানী আখাড়ার মহন্ত শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী এবং শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রধান সচিব স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। সর্বপ্রথম গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় সংযম উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের রচিত গান গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। এরপর ক্রমশঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শ্যামসুন্দর দাসজী, মহন্ত শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী বলেন। প্রত্যেকেই শ্রীশ্রী মায়ের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে সংযমব্রতীদের আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। এরপর স্বামী স্বরূপানন্দজী আগামী ২৬শে নভেম্বর যে 'মাতৃ স্মৃতি সংগ্রহালয়ের' উদ্‌ঘাটন হবে সেই বিষয়ে একটি জ্ঞাপন রাখেন। ম.ম. স্বামী শ্রী দেবানন্দজী সভাপতির আসন হতে বললেন, "গুরুমূর্তি নন, গুরু মূর্ত। গুরুশক্তি নিত্য বর্তমান। শ্রীশ্রী মা সর্বদাই সকলের কাছে নিত্য বিরাজিত।" অনুষ্ঠানের শেষে স্বামী ভজনানন্দজীর (পুষ্পদির) গানের পর সভা বিসর্জিত হল। বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারী স্বরূপজী প্রায় ২০ বছর সংযমে সৎসঙ্গের পরিচালনা করে আসছেন। এবারেই অসুস্থতাবশতঃ সংযমে তাঁর প্রথম অনুপস্থিতি। তাঁর পরিবর্তে সংযমের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন আশ্রমবাসী শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য্য।

২৩শে নভেম্বর প্রাতঃকাল হতে যথারীতি সংযম মহাব্রত আরম্ভ হল। সংযমের প্রথম দিন হতেই দিব্য জীবন সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীস্বামী চিদানন্দজী মহারাজের অনুপস্থিতি একটি বিরাট শূন্যতা রূপে অনুভূত হয়। স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ গত ১৯৮২ সন্ হতে প্রতিবছরই নিয়মিত ভাবে সংযমের ৭/৮ দিন শিষ্য ভক্ত সহ আমাদের আশ্রমে এসে বাস করতেন এবং নিজের দিব্য উপদেশের দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। এবারেই শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁর এই অনুপস্থিতি। আমরা মায়ের চরণে তাঁর শীঘ্র আরোগ্যলাভ কামনা করি।

এবারে সংযমের প্রথম তিন দিন হৃষিকেশের কৈলাশপীঠাধীশ্বর মহামন্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজীরও অনুপস্থিতিতে সাধনাসদন আশ্রমের শ্রদ্ধেয় স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী সকাল ১০টা হতে ১১টা মান্ডুক্যোপনিষদের মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা করেন। অবশিষ্ট চারদিন ম.ম.স্বামী বিদ্যানন্দজী উপনিষদের বিদ্বত্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। বিকালে পুরাণের সরস ব্যাখ্যা স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীই প্রতিদিন করতেন। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শ্যামসুন্দর দাসজী ও স্বামী প্রকাশানন্দজী অমৃত বর্ষণের দ্বারা ব্রতীদের অভিষিক্ত করেন। রাত্রিতে প্রতিদিন ভোলাগিরি আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দজী স্বীয় প্রজ্ঞালোকের অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। মৌনের পর আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা ও বিশিষ্ট মাতৃভক্তেরা মাতৃ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

২৯শে নভেম্বর সংযমের সপ্তম দিবসে রাত্রিতে মহানিশার ধ্যান হল। ৩০শে নভেম্বর রাস পূর্ণিমার দিন যথারীতি মাকে প্রণাম করে হোম ও যজ্ঞের টীকা গ্রহণের পর সংযম মহাব্রতের অবসান হয়। এদিন প্রায় ১০০জন সাধু ভান্ডারা হল। ৩০শে নভেম্বর হতে ১লা ডিসেম্বর নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ২রা ডিসেম্বর হতে ১৯শে ডিসেম্বর বৃন্দাবনের স্বামী প্রণবানন্দ সরস্বতীজী শ্রীমদ্ভগবগীতা অষ্টাদশাহ প্রবচন করেন।

মাতৃ স্মৃতি সংগ্রহালয় —

কনখল আশ্রমে "মাতৃ স্মৃতি সংগ্রহালয়ের" স্থাপনা একটি অভিনব ঘটনা, যা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। শ্রীশ্রী মায়েরই খেয়ালে স্বামী স্বরূপানন্দজী ও আরো অনেকের মনে এই ভাবনা জাগৃত হয় যে মায়ের ব্যবহৃত জিনিষ গুলি যাতে দর্শনীয় ভাবে চিরশাশ্বত কাল ধরে অক্ষুণ্ন থাকে এরূপ কিছু করা হলে ভাল হয়। এরপর শ্রীশ্রী মায়েরই খেয়ালে এই মাতৃস্মৃতি সংগ্রহালয় ধীরে ধীরে নির্মিত হতে থাকে। এই ভবনটিতে শ্রীশ্রীমা বেশ কিছুদিন বাস করেন। কোলকাতার শ্রীমতী রানু ঘোষ ও শ্রী শৈলেন ঘোষ মার জন্য এই বাড়ীটি তৈরী করিয়ে দেন। এই বাড়ীতেই "মাতৃ স্মৃতি সংগ্রহালয়ের" স্থাপনা। শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অবকাশপ্রাপ্ত প্রধান নিদেশক শ্রী জগতপতি জোশীজী ও তাঁর সহকর্মী অবকাশপ্রাপ্ত পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট শ্রী এ.কে. শর্মাজী এঁদের দুজনের বিশেষ প্রচেষ্টাতেই এই মাতৃস্মৃতিসংগ্রহালয়ের রূপায়ণ সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছে। দিদি গুরু প্রিয়ার বিশেষ সুরক্ষিত মায়ের ব্যবহৃত জিনিষ সমূহও এই সংগ্রহালয়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

গত ২৬শে নভেম্বর এই মাতৃস্মৃতি সংগ্রহালয় ও গবেষণাগারের উদঘাটন সমারোহ একটি অনবদ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এদিন সন্ধ্যায় গোধুলিবেলায় মুখ্য অতিথিরূপে কৈলাশ পীঠাধীশ্বর মহামন্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজীকে এবং বিশেষ সম্মানিত অতিথি রূপে উত্তরাঞ্চলের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভগতসিংহ কোশিয়ারীজীকে মাতৃস্মৃতি সংগ্রহালয়ের প্রধান দ্বারে মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারীদের দ্বারা বেদধ্বনি এবং মাল্যার্পণ করে স্বাগত জানানো হয়। গেটের দুধারে দাঁড়ানো লালপাড় শাড়ী পরিহিতা মাতৃভক্ত মহিলারাও শঙ্খধ্বনিসহ স্বাগত জানাচ্ছিলেন। স্বামী বিদ্যানন্দজী ও শ্রী কোশিয়ারীজী মার ঘরে গিয়ে মায়ের চরণে মাল্যার্পণ করেন। সমবেত বেদধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে স্বামী বিদ্যানন্দজীর করকমলের দ্বারা মাতৃস্মৃতি সংগ্রহালয়ের উদঘাটন হয়। এরপর তাঁরা সংগ্রহালয়ের পরিদর্শন করেন।

এদিকে শংকরাচার্য্য হলে আগে থেকেই কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা কীর্তন করছিল। সংযম চলছে, তাই ব্রতীরাও যাঁর যাঁর আসনে বসেছিলেন। মাননীয় অতিথিদের হল ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি দ্বারা তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন সঙ্গীত করেন। সাধু কমিটির অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজী স্বামী স্বরূপানন্দজীর অসুস্থতাবশতঃ আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে স্বাগতভাষণ করেন। মুখ্য অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিকে গরমশাল ও মাল্যার্পণ করে সমাদৃত করেন। মাতৃস্মৃতি সংগ্রহালয়ের বিশিষ্ট কর্মকর্ত্তাদেরও শালপ্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্য অতিথি রূপে স্বামী বিদ্যানন্দজী বলেন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারা উত্তরাঞ্চলে এইরূপ একটি অভিনব সংগ্রহালয় অদ্বিতীয়। উত্তরাঞ্চালের সরকারের এর প্রচার প্রসার করা উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকোশিয়রীজী মার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। শ্রী জগতপতি জোশীজী সমাগত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপ্তি সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপন হয়।

এই অবসরে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

২। বারাণসী -

বারাণসী আশ্রমে প্রতিবছরের মত এবারেও শারদীয়া নবরাত্রিতে প্রতিপদ হতে নবমী পর্যন্ত স্মৃতি মন্দিরে ঘটস্থাপন করে পূজা ও চন্ডীপাঠ হয়। আনন্দ জ্যোতিমন্দিরে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, দুর্গাপূজার তিনদিন শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ষোড়শোপচারে পূজা করে। পূজার পর যথাবিধি শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। আশ্রমের শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মন্দিরে ও পূজার কয়দিন বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়।

গত ৩১শে অক্টোবর চন্ডীমন্ডপে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই নভেম্বর অন্নপূর্ণা মন্দিরে শ্রীশ্রীকালীপূজা ও ১৫ই নবেম্বর মহাসমারোহের সঙ্গে অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন হয়েছে। কাশীর আশ্রমের অন্নকূট মহোৎসব প্রতিবছরই এক বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

এবারে বারাণসী আশ্রমেও সংযম সপ্তাহ সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯শে নভেম্বর রাত্রিতে মহানিশার ধ্যান হয়।

রাস পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে কাশীতে ঘাটের আলোকসজ্জা বিশ্ব প্রসিদ্ধ। দেশ বিদেশ হতে দর্শনার্থীরা এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শনের জন্য সমবেত হন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাতে গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার ও ঘাটের এই মনোরম দৃশ্য অবলোকন এই দুর্লভ ক্ষণটিকে তাঁরা স্মৃতিপটে চিরস্থায়ী করতে চান।

২৩শে ডিসেম্বর হতে ২৬শে ডিসেম্বর সমারোহের সঙ্গে গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।

মা আনন্দময়ী করুণা, বারাণসী -

গত ১লা জানুয়ারী, ২০০২ সালে নবর্বষের সুপ্রভাতে মা আনন্দময়ী করুণার পক্ষ হতে রোটারী ক্লাব বারাণসীর সৌজন্যে উত্তর প্রদেশের বিত্তমন্ত্রী মাননীয় শ্রী হরীশচন্দ্র শ্রীবাস্তবজী দ্বারা ১০০ জন দরিদ্র শিশুদের সোয়েটার, মিষ্টি ও বিস্কুট বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে অনেক গণ্যমান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। এই অবসরে শ্রী হরীশচন্দ্র শ্রীবাস্তবজী চিকিৎসালয়ের বিকলাঙ্গ এবং ফিজিওথিরেপী বিভাগের উদঘাটন করেন। তিনি প্রশংসা করে বলেন যে এই সেবাকার্যে বারাণসী ও আসে পাশের জনতা লাভান্বিত হবেন।

৩। বৃন্দাবন -

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ৫ই জুলাই গুরুপূর্ণিমার উৎসব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আশ্রমের সৎসঙ্গভবনে আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক শ্রীযুক্ত প্রকাশ নারায়ণ পাঠক (দাদাজী) এবং শ্রীযোগেশজী দ্বারা রামায়ণের সুন্দর কান্ড সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশিত হয়। অতি সুললিত সেই সঙ্গীত শ্রবণের জন্য স্থানীয় এবং বহিরাগত বহুভক্তজন উপস্থিত হন। সকলকেই সধ্যাহ্নে ভোগ প্রসাদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১শে জুলাই ভাইজীর তিরোধান তিথি পালিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের এবং ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা এবং পূজান্তে সাধু ভান্ডারার আয়োজন ছিল।

৩রা আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণছলিয়া মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার যথাবিহিত পূজা উৎসাবাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসরের মত শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়া হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন বিকালে বৃন্দাবনের প্রখ্যাত রাসমন্ডলীর দ্বারা রাসলীলা প্রদর্শিত হয়।

পূর্ণিমার দিবসে আশ্রমস্থ তিন মন্দিরেই (শ্রীকৃষ্ণছলিয়া, মহাপ্রভু এবং শিবমন্দির) ষোড়শোপচারে পূজা হয়। সেদিন বৃন্দাবনস্থ বিভিন্ন আশ্রমের সাধুদের ভান্ডারারও ব্যবস্থা ছিল। দিল্লীর কীর্তন মন্ডলী রাত্রিতে অধিবাস করে সারারাত ও পরদিন সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত অখন্ডনাম কীর্তন করেন।

১১ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিনে শ্রীকৃষ্ণছলিয়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস। সেদিন প্রাতে ছলিয়া মন্দিরের পাটোৎসব পালিত হয়। রাত্রিতে যথারীতি মন্দিরে জন্মাষ্টমীর পূজা হয়। সমস্ত রাত্রি বৃন্দাবনের বিশিষ্ট কীর্তন মন্ডলী দ্বারা ঠাকুরের নামকীর্তন চলে। মন্দিরগুলি আলোর মালায় সজিত করা হয়। অপূর্ব সেই আলোকসজ্জা দর্শনের জন্য সারারাতই দর্শনার্থীদের ভীড় থাকে। পরের দিন যথারীতি নন্দোৎসব পালিত হয়।

২৬শে আগষ্ট শ্রীরাধাষ্ঠমী দিবসে শ্রীশ্রীরাধিকার ষোড়শোপচারে পূজা হয়। সে দিনও অনেকভক্ত প্রসাদ পান।

৪। আগরপাড়া, কোলকাতা-

আগরপাড়া আশ্রমে গত ৩০শে জুলাই হতে ৩রা আগষ্ট একাদশী হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ঝুলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালিত হয়।

প্রতিবৎসরের মত এবারেও সপ্তাহ ব্যাপী ভাগবতপারায়ণ হয় ২৬শে আগষ্ট হতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকালে স্বামী নির্মলানন্দগিরিজী নাট মন্দিরে সুললিত ভাষায় ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা ২২শে অক্টোবর হতে ২৬শে অক্টোবর মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। যথারীতি পূজা, ভোগ ও পুস্পাঞ্জলির পর মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী এই তিনদিন প্রায় তিন হাজারের মত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধি পূজার সময় খুব সুন্দর ভাবের সৃষ্টি হয়। ৩১শে অক্টোবর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও ১৪ই নভেম্বর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ই নভেম্বর অন্নকূটের দিন অনেক ভক্ত প্রসাদ পান।

এক বিশিষ্ট মাতৃভক্তের সহযোগিতায় আশ্রমের গঙ্গাতীরের জপগৃহের সংস্কার করা হয়েছে। শ্রীশ্রী মা সুক্ষ্মে দেখেছিলেন যে ঐ স্থানটি ছিল মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দজীর পানিহাটি থেকে কামারহাটি যাবার পথের বিশ্রামস্থল।

ভক্তদের সহযোগিতায় আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ও সুষ্টভাবে পরিচালিত হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি বিভাগে গত বছর প্রায় পাঁচ হাজার রোগী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেন।

আশ্রম সংলগ্ন্ গঙ্গা ঘাটটিরও সংস্কার করা হয়েছে। এতে আশ্রমের পরিবেশও সুন্দর হয়েছে।

গত ২৩শে নভেম্বর হতে ৩০শে নভেম্বর আনন্দধ্যানপীঠে সাধন সপ্তাহ এবং ২৩শে ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর বাৎসরিক নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগামী ১৩ই জানুয়ারী, 'আনন্দধ্যানপীঠে' সারাদিন ব্যাপী 'মাতৃঅনুধ্যান' আয়োজিত হবে।

প্রতি ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় রবিবার উদয়াস্ত নামকীর্তন ও বিকাল ৪টা হতে ৬টা 'আনন্দধ্যানপীঠে' ধ্যান ও সুধাবৃন্দের এবং মহাত্মাদের প্রবচন ও সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৫। পুণা-

শ্রীশ্রীমায়ের পুণা আশ্রমে গত ২১শে সেপ্টেম্বর হতে ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীমদভাগবত সপ্তাহ-ভক্তি-জ্ঞান-মহাযজ্ঞ আয়োজিত হয়েছিল। শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্র শ্রী অশোক ভাই কুলকর্ণীজী শ্রীমদ্‌ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করেন।

৬। উত্তরকাশী-

উত্তরকাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে অতি প্রাচীন মা কালীর মন্দিরে মা কালীর বার্ষিক পূজা উৎসব ১৪ই নভেম্বর মহা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় ভজন কীর্তন ও পরে রাত্রিতে পূজা আরম্ভ হয়। ৩টার সময় ব্রাহ্মমুহুর্ত্তের অমৃতবেলায় কুমারী পূজা ও হোম সম্পন্ন হয়। পরদিন যথারীতি অন্নকূট ও সাধু ভান্ডারা হয়।

৭। রাঁচী-

রাঁচীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্রীশ্রী কালী মাতার বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ভজন, কীর্তন ও হোম ইত্যাদি হয়। অনেকে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন অন্নকূট উৎসবও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

৮। জামসেদপুর-

শ্রীশ্রীমায়ের জামসেদপুর স্থিত আশ্রমেও কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীকালী পূজা ও দীপাবলী উৎসব সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যরাত্রির পর ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আশ্রমে যথারীতি সংযম অনুষ্ঠানও পালিত হয়েছে।

৯। দিল্লী-

দিল্লীতেও শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে মা কালীর মন্দিরে শ্রীশ্রী কালীপূজা বিশেষ সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরদিন অন্নকূট মহোৎসবও সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বহু ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দিল্লী আশ্রমে নতুন অতিথি-গৃহ নির্মিত হয়েছে। মতৃভক্তদের থাকার সব রকমের সুবিধার দিকে চিন্তা করেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা এই অতিথি-শালা ব্যাবহারে ইচ্ছুক তাঁরা আগে হতেই দিল্লী আশ্রমের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে জানালে সেই অনুসারে ব্যবস্থা করা সম্ভব।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

—মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়া

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০১ গোয়ালিয়রের মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়ার আকস্মিক পরলোক গমনের বার্তায় সারাদেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সর্বদা কার্যেরত প্রসন্নমুখ, সদাশয়, গোয়ালিয়রের মহারাজার অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায় সকালেই শোকসাগরে নিমজিজ্‌ত হয়। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সিন্ধিয়া পরিবারের অতিপুরাতন সম্বন্ধ। মহারাজা জীবাজী রাও সিন্ধিয়ার আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমা গোয়ালিয়রে যান। সেই সময়ে মাধবরাও নিতান্ত বালক ছিলেন। নিজের মাতাপিতার সঙ্গে তিনি বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর বিবাহের পর রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া নিজের পুত্র ও পুত্রবধুর সঙ্গে আশীর্বাদ প্রার্থী হয়ে মায়ের কাছে পুণা আশ্রমে আসেন। দিল্লীতেও বহুবার তিনি মার দর্শন লাভ করেছেন।

মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়ার আকস্মিক প্রয়াণে শ্রীশ্রীমায়ের ত্রিতাপ হরণ চরণে তাঁর পরলোকগতআত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারজন এই অসহনীয় আঘাত সহন করার শক্তি শ্রীশ্রীমায়ের এই অমৃতবাণীতে প্রাপ্ত হোক–মায়ের চরণে এই প্রার্থনাই জানাই।

"কর্তব্যপালন করে যাও, ধীরবীর হয়ে। তিনিই সব করাচ্ছেন মনে রাখা।"

* * *

প্রব্রাজিকা স্বামী দয়ানন্দ গিরিজী–

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর চরণে পূর্ণরূপে সমর্পিত জীবন প্রব্রাজিকা দয়ানন্দগিরিজী ২০শে অক্টোবর নবরাত্রির পঞ্চমী তিথিতে পুণ্যতীর্থ কনখলে মুক্তিধাম শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে অশীতিপর সুপরিপক্ক অবস্থায় শ্রীগুরুর চরণে সমাহিতা হন।

আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে চল্লিশের দশকের অন্তিম দিকে বারাণসী আশ্রমে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির প্রস্তুতিপর্বে চতুর্দিকে আকাশে বাতাসে পুণ্যমাতৃনামের জয়ঘোষ। দূর-দূর হতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য অগনিত দর্শনার্থীদের সমাগম। আশ্রমের অণু পরমাণু অনাবিল আনন্দে ভরপুর। এই সময়েই শ্রীমতী বিমলা দেবী শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে আসেন। অল্প বয়স, বাল বিধবা, তাঁর যে এমনই একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশপূর্ণ আশ্রমের পরম প্রয়োজন ছিল। সাংসারিক পরিবেশে তিনি থাকতে চান নি। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য স্বরূপের দর্শন লাভ করে তাঁর মন আর অন্যত্র যেতে চাইল না। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিজেকে চিরতরে সমর্পণ করলেন।

সেবাই তাঁর পূজা ছিল। বিমলাদি বিশ্রাম করছেন এই দৃশ্য তখন সম্ভবতঃ কারুর চোখেই পড়েনি। আশ্রম জীবন গ্রহণ করে তিনি শ্রীমুক্তানন্দ গিরিজী হতে দীক্ষা লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকে গুরুর চরণে সমর্পণ করে গিরিজীর সম্পূর্ণ সেবার ভার নিজে গ্রহণ করেন। গিরিজীর সেবা ও মায়ের ভোগরান্না এই তাঁর প্রধান কাজ ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অতি সহজ সরল ভাবে এই কাজ সম্পন্ন করতেন। গিরীজীর সেবার সকল কাজ তিনি নিজের হাতে করতে চাইতেন। গিরিজীর সঙ্গে তাঁর একটি মধুর আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। বহু কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও বিমলাদির নিজ কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা ছিল। মায়ের ভোগের পর সকলকে মায়ের প্রসাদ বিতরণেও তাঁর অপার আনন্দ দেখা যেত।

১৯৭০ সনে গিরিজীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর একটি বিরাট শূন্যতার অনুভব হয়। বছরের পর বছর গিরিজীর অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য লাভ করেছেন তিনি। শ্রীশ্রী মা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "গিরিজীর অভাব হয়নি। গিরিজী তোমার মনে প্রাণে সদা সর্বদা রয়েছেন।" করুণাময়ী মা তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করার কথা বললেন। গিরিজীর পরম্পরাতেই মাতৃ-নির্দেশে নির্ব্বাণী আখাড়ার মহন্ত শ্রী ১০৮ গিরিধর নারায়ণ পুরীজী হতে তাঁর সন্ন্যাস দীক্ষা হল। তাঁর নাম হল দয়ানন্দ গিরি। কনখলে গিরিজীর মন্দির নির্মিত হল। গিরিজীর মূর্তি স্থাপিত হল। অপূর্ব মায়ের কার্য্যপ্রণালী। দয়ানন্দজী আবার গিরিজীর সেবায় তৎপর হলেন। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি নিজের কর্তব্য করে গেছেন।

প্রতিকার্য্যে তাঁর নিরভিমান ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করতো। শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে এবং তার পরেও বড় বড় উৎসবের মধ্যে দয়ানন্দজীকে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম হতে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। তিনি গিরিজীর মন্দিরের দেখাশোনা নিয়েই থাকতেন।

শেষের দিকে কিছু দিন ধরে বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি প্রায় শয্যাগতই ছিলেন। নবরাত্রের পুণ্যময় লগ্নে তিনি পরম পথের দিকে উন্মুক্ত যাত্রা করলেন। তাঁর পার্থিব শরীর সন্ন্যাসের বিধি বিধানে গঙ্গায় নীলধারতে প্রবাহিত করা হল। নিয়ম অনুসারে তাঁর ষোড়শী ভান্ডারাও সম্পন্ন হল।

তাঁর মহাপ্রয়াণে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

☆ ☆ ☆

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ মন্ডন মিশ্রজী–

সুর ভারতীর নির্মল আকাশে পদ্মশ্রী ডাঃ মন্ডন মিশ্র একটি অতি উজ্জ্বল তারকারূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের প্রাক্তন নিদেশক, লালবাহাদূর শাস্ত্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠের সংস্থাপক এবং প্রাক্তন কুলপতি ডাঃ মন্ডন মিশ্রজী যদিও আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু বিশেষতঃ সংস্কৃত সেবার ক্ষেত্রে তাঁর অমর কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গত ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০০1 জয়পুরে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর এই আকস্মিক পরলোক গমনের সংবাদ পেয়ে সংস্কৃতের রাজধানী বারাণসীতে বিভিন্ন স্থলে শোকসভা আয়োজিত হয়। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যলয়ে শোকসভাতে বিদগ্ধ বক্তারা বলেন যে কেন্দ্র সরকারের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপনা করে ডাঃ মিশ্র সংস্কৃতের আধ্যয়ন, অধ্যাপন, গবেষণা এবং গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য যে অতুলনীয় সেবা করে গেছেন তা চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মন্ডন মিশ্রজীর শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিনের এবং এই যোগাযোগ তাঁর অন্তিম কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। শ্রীশ্রী মায়ের নৈমিষারণ্যের পৌরাণিক অনুসন্ধান সংস্থানের একটি সুনিয়োজিত রূপায়নে তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ অবদান ছিল। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে নিয়মিত কেন্দ্রীয় অনুদান প্রদানেও তাঁর বিশেষ সহযোগিতা ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৮৬ সনে মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রী গোপীনাথ কবিরাজজীর জন্মশতাব্দী মহোৎসব সমিতির তিনি মুখ্য সংয়োজক ছিলেন। এই অবসরে 'অর্চা স্মৃতি' নামে একটি স্মারক গ্রন্থ এবং 'নবোন্মেশ' স্মৃতিগ্রন্থের প্রকাশনায় তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ যোগদান ছিল। তিনি যথার্থই সংস্কৃতের পূজারী ছিলেন।

৩রা মে ১৯৯৫ সনে শ্রী ফোর্টে আয়োজিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতাব্দী সমারোহের উদঘাটন কার্যক্রমেও তিনি প্রধান সঞ্চালক ছিলেন। উচ্চ হতে উচ্চতর পদে সমাসীন হয়েও শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের কোনও কার্যে আবশ্যকতা পড়লে তিনি সহযোগিতা প্রদানে কখনও কার্পণ্য করেননি। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। দিল্লী, লখনউ প্রভৃতি নগরে তিনি বহুবার মায়ের দর্শন করেছেন।

শ্রদ্ধেয় মিশ্রজী বারাণসীতে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ বছরের অধিক কাল অবধি কুলপতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিমূলক কার্যে তিনি মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের সকলকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃত অ্যাকাদমী হতে তিনি বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। এছাড়া অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরেও সংস্কৃত সাহিত্য এবং মীমাংসা দর্শনের বিশেষ সেবার জন্য তাঁকে অভিনন্দন গ্রন্থ অর্পণ করা হয়। বিদেশে আয়োজিত অন্তর্রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সম্মেলনেরও তিনি অধ্যক্ষতা করেন। দক্ষ প্রশাসনিক রূপে ডাঃ মন্ডন মিশ্রজী সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন।

সংস্কৃতের প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম তাঁর কথাতেই প্রকটিত—"দেব ভাষা সংস্কৃতের সুরক্ষা সংস্কৃত বিদ্বান এবং ছাত্রদের দ্বারাই সম্ভব। প্রথম শক্তি বারাণসী, দ্বিতীয় শক্তি মা গঙ্গা এবং তৃতীয় শক্তি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়— এই ত্রিবিধ শক্তি হতে সামর্থ্য প্রাপ্ত করে আমরা সংস্কৃত জগতের সেবা করতে পারি।"

সুরভারতীর এই অমর পূজারীর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাঁর পরলোকগত আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

★ ★ ★

পরম পূজনীয় স্বামী শ্রী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীজী —

২৩শে নভেম্বের, শুক্রবার, গোপাষ্ঠমীতিথি, ২০০১ দিব্য জীবন সংঘের মুখ্যালয় শিবানন্দনগর হৃষিকেশে এক মহান আত্মা চিরতরে স্বীয় মহা-মহিমাময় দিব্যস্বরূপে বিলীন হলেন। পরম পূজনীয় শ্রী স্বামী কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ ১৯৫৮ সন্ হতে দিব্যজীবন সংঘের মহাসচিব পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি একজন তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক পুরুষ ছিলেন। বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিকগণের মধ্যেও তাঁর গণনা হত। পূর্ব এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেরই তিনি বিশেষ মর্মজ্ঞ ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। তিনি দেরাদুন কিশনপুর আশ্রমে ২৬শে আগষ্ট ১৯৮২ সনে কোন পূর্ব সূচনা না দিয়ে এসে স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকে শ্রী রাধারূপে পূজা—অর্চনা করে যান। এই পূজাই শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীশরীরে অন্তিম পূজা ছিল।

এই ঘটনাটি একটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ আধ্যায়ের পূর্ব সূচনা। কিশনপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীমা তখন বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগতা। ২৫শে আগষ্ট শেষ রাতে মা হঠাৎ এক জন সেবিকা ব্রহ্মচারিণীকে জিজ্ঞাসা করলনে, 'রাধাষ্টমী কবে?' সে ব্রহ্মচারী পানুদাকে তখনই জিজ্ঞাসা করে মাকে জানাল, "মা কাল রাধাষ্টমী।" মা শুনলেন. আর কিছু বললেন না। এদিকে পরদিন ২৬শে আগষ্ট প্রাতেই পূজনীয় স্বামী কৃষ্ণানন্দজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিকেষ থেকে দুইজন অনুচর সহ বিরাট ফলের টুরকী, মালা ও হাতে বেনারসী শাড়ীর বাক্স নিয়ে আশ্রমে এলেন মায়ের পূজার জন্য। মাকে স্বামীজীর আগমনের সংবাদ দেওয়া হল। মা হাতের ইশারায় তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসতে বললেন। স্বামীজী মার ঘরে এসে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীশরীরে শ্রী রাধারাণীর পরিধেয় নীল বেনারসী শাড়ী জরির কাজ করা মাকে নিজের হাতে অর্পণ করলেন। মা শুয়েছিলেন তাই মায়ের মাথা হতে চরণ পর্যন্ত নীল বেনারসী শাড়ীতে আবৃত হল। এরপর স্বামীজী ফুলের মালা অর্পণ করলেন। ফুলের মালাও মায়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত হল। স্বামীজী ফল মাকে স্পর্শ করালেন। পূজার পর ৫/৭ মিনিট স্বামীজী চুপ করে মার ঘরে বসে রইলেন। পূজনীয় স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর মত গম্ভীর ব্যক্তির দ্বারা স্বহস্তে শ্রীশ্রী মায়ের এই রূপ পূজা অবশ্যই অসাধারণ ঘটনা। মার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ব্রহ্মচারী পানুদাকে বললেন, "কাল রাত্রিতে (অর্থাৎ ২৫শে আগষ্ট) হঠাৎ মনে এল রাধাষ্টমী আজ। মাতাজীর কথা স্মরণে এল রাধারূপে। আজ তাই সকালেই এলাম মাকে দর্শন করতে।" একি অদ্ভুত যোগাযোগ। কালরাত্রিতে শ্রীশ্রীমাও মনে হয় সেই সময়েই জিজ্ঞাসা করেন—রাধাষ্টমী কবে?"

পরে তাঁকে যখন বলা হয়, "স্বামীজী আপনি যা মার সম্বন্ধে দেখেছিলেন, তা সকলকে জানাবার জন্য লিখুন।" উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন,— "এ অতি ভিতরের কথা। সকলের কাছে প্রকাশ করার নয়।"

উক্ত ঘটনা শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি পূজনীয় স্বামীজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধারই পরিচায়ক।

পূজনীয় কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর দিব্যজীবন সংঘের বর্তমান রূপায়নের স্বরূপ প্রদানে একটি বিরাট ভুমিকা রয়েছে। সমগ্র জীবনে গুরুদেব পরমপূজ্য শ্রীশিবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজের চরণে সর্মপণ করে এ ধরায় ক্লান্ত পথিকদের পরমলক্ষ্যের দিকে অগ্রসরের পথের দিশারী ছিলেন তিনি।

এই মহাতপস্বী, মনীষী, যতিশ্রেষ্ঠের চরণে আমরা আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

☆

আগামী উৎসব—সূচী

১.	*সরস্বতী পূজা*	১৭ ফেব্রুয়ারী
২.	*শিবরাত্রি*	১২ মার্চ
৩.	*দোল পূর্ণিমা*	২৮ মার্চ
৪.	*শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব*	১৪ এপ্রিল
৫.	*বাসন্তী পূজা*	১৯–২২ এপ্রিল
৬.	*শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিন*	৩ মে
৭.	*শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা*	২৯ মে (রাত্রিতে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। শ্রীমতী নীরা বসু

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণশ্রিতা শ্রীমতী নীরা বসু গত ১লা জুন ২০০১ মাতৃনাম জপ করতে করতে সজ্ঞানে মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে চিরতরে শায়িতা হয়েছেন। নীরাদি কনখলের ব্রহ্মচারিণী গীতাদির কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। তাঁর মা ও সমস্ত পরিবার শ্রী সন্তদাস বাবাজীর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। নীরাদি নিজে,শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর মা কাশীতে গঙ্গামধ্যে জপ করতে করতে অমরধামে প্রস্থান করেন। নীরাদির অকাল প্রয়াণে মায়ের চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

২। শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত

কলিকাতাবাসী শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত গত ২৬শে জুন মায়ের চরণে লীন হন। তিনি ও তাঁর স্বামী শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত। তাঁরা দুজনেই আগরপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে দিদিমার নিকট দীক্ষা লাভ করেন। আমরা মাতৃচরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবারবর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৩। শ্রীমতী বাসন্তী গুহ —

দিল্লীর অতি পুরাতন মাতৃভক্ত ও কালকাজী আশ্রমের সভাপতি শ্রী অনিলকুমার গুহর সহধর্মিনী শ্রীমতী বাসন্তী গুহ গত ১০ই জুলাই পরলোকগমন করেন। তিনি ঢাকার বিখ্যাত মিত্র বংশের কন্যা ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য সংস্পর্শে আসেন ১৯৬০ সালে এবং ১৯৬৫ সালে দিল্লী কালকাজী আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা প্রাপ্ত হন। তাঁর দরদী ব্যবহার, ভক্তসেবা এবং সৎসঙ্গ প্রেমী স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। মাতৃচরণে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

৪। শ্রীমতী চামেলী বন্দ্যোপাধ্যায় —

দিল্লীবাসী শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী চামেলী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর স্বসাধনোচিত ধামে গমন করেন। তাঁদের আদি বাড়ী ছিল ঢাকায় বিক্রমপুর অঞ্চলে। তিনি অতি ছোট বয়সে তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাত ধরে মাতৃদর্শনে যেতেন। ঢাকার নবাবজাদী প্যারীবানুর কোলকাতাস্থিত বাড়ীতে মাতৃ-সৎসঙ্গের তিনি এক বিরল সাক্ষী ছিলেন। তাঁর স্বামী স্বর্গীয় শ্রী রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত ছিলেন। তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

৫। শ্রী অনিল কুমার গুহ—

দিল্লী আশ্রমের প্রাক্তন সেক্রেটারী এবং পরবর্ত্তীকালে আশ্রমের সভাপতি শ্রী অনিল কুমার গুহ নিজ পত্নীর দেহরক্ষার প্রায় তিন মাসের মধ্যেই গত ৩রা অক্টোবর শ্রীশ্রী মায়ের চরণে শান্তি লাভ করেন। শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্তদের মধ্যে তিনি এক বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার জন্য তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের প্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি ও পরিবারজনের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৬। শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় –

রাঁচীবাসী মাতৃগতপ্রাণ একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ই নভেম্বর স্বীয় আবাসে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে লীন হয়েছেন।

তিনি আবাল্য মা কালীর সাধক ছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল একটি মা কালীর মন্দির নির্মাণ করে মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা। মা কালী স্বয়ং তাঁকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন–আমি তো আনন্দময়ী আশ্রমে আছিই। আবার নতুন করে কি মন্দির করবি ? এরপর মা রাঁচীতে এলে তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং মা কালীর মন্দিরের ইচ্ছা প্রকট করেন। তখন রাঁচী আশ্রমে মা কালীর স্বতন্ত্র মন্দির ছিল না। শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে ও মানিকদার সহযোগিতায় আশ্রমে মা কালীর বিরাট নূতন মন্দির নির্মিত হল। মন্দির নির্মাণের সময়েও মা কালীর কৃপায় অনেক অলৌকিক অনুভূতি হয়। মা কালীর বিশেষ কৃপাপত্র শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে রাঁচী আশ্রমের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না। মা কালীর এই রূপ একনিষ্ঠ তদগতপ্রাণ সেবক সত্যই নিতান্ত দুর্লভ। মা কালীর সেবাপূজার সুব্যবস্থার জন্য তিনি সর্বদাই বিশেষ সচেষ্ট থাকতেন। রাঁচী আশ্রমের শ্রীশ্রীকালী মাতা ট্রাস্টের তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সেক্রেটারীও ছিলেন।

মাতৃচরণে তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবারবর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৭। শ্রীমতী কৃষ্ণা গুর্টু–

দেরাদুনের কাশ্মীরী তন্‌খা পরিবারের শ্রীমতী কৃষ্ণা গুর্টু ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০১ মায়ের পুণ্যনাম স্মরণ করে শ্রীশ্রীমায়ের চির আনন্দধামে প্রয়াণ করেন। তিনি অতি সতী সাধ্বী ছিলেন। ৮৯ বছর বয়সে নিজের পতির সম্মুখে তাঁর এই প্রয়াণ অবশ্যই সৌভাগ্যবতীর সূচক। তাঁর পিতা শ্রী মনমোহন নারায়ণ তন্‌খা এবং শ্রীকাশী নারায়ণ তন্‌খা সহোদর ভাই ছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন প্রথম দেরাদুন যান তখন তিনি মায়ের দর্শন লাভ করেন। তাঁর পিতামহ শ্রী আনন্দনারায়ণ তন্‌খার ধর্মপত্নী শ্রীশ্রীমাকে আনন্দ চকে নিয়ে আসেন। এই মন্দির তাঁদের পরিবারের দ্বারাই সঞ্চালিত হত। বাল্যকালেই শ্রীমতী কৃষ্ণা মায়ের কৃপা লাভ করেন। তাঁর বিবাহ যোধপুরের ধার্মিক ভাবাপন্ন শ্রী রূপনারায়ণ গুর্টুর সঙ্গে হয়। তাঁর সংযমিত জীবন ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য তিনি সকলের কাছে সমাদৃতা ছিলেন।

শ্রীশ্রী মায়ের চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের আশীষ

— শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়

ছোটতে শুনেছি আমি
পুণ্য তীর্থ বারাণসী
এখন আমি সেখানেই
বারে বারে ঘুরে আসি।

এখানে আসার আশায়
আমি উন্মুখ হয়ে রই
যে করেই হোক বছরে
একবার আসা চাই।

এখানে মায়ের আশ্রম
আমি বড় ভালোবাসি
ধরাকে করেছে পবিত্র
আমার মায়ের কাশী।

হেথায় গোপাল মন্দিরে
মা আছেন গোপাল নিয়ে
অন্নপূর্ণায় মাতা অন্নপূর্ণা
বেড়ান মোদের অন্ন দিয়ে।

শিবও আছেন আলো করে
হোম হয় হোমের ঘরে
সবই তো তোমার লীলা
দেখে যাই পরাণ ভরে।

মা ছাড়া এই জীবনের
নেই কো কোনই দাম
মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে
যেন শুধুই জপি মায়ের নাম।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন আশ্রমে দেব সেবার জন্য নিষ্ঠাবান, অবিবাহিত বা বিপত্নিক ব্রাহ্মণ পূজক স্থায়ী ভাবে বিশেষ আবশ্যক। সেই সঙ্গে মন্দির সমূহে ভোগ পাক ও নৈবেদ্যাদি কাজের জন্য উপযুক্ত বয়স্কা ব্রাহ্মণ মহিলারও প্রয়োজন। আশ্রমে ভোজন, বস্ত্রাদি ও চিকিৎসা সুবিধা ছাড়া উপযুক্ত হাত খরচ দেওয়া হয়। মন্দির সেবার জন্য বেতন ভোগী সেবক-সেবিকা রাখা শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ বিরুদ্ধ। স্থায়ী ভাবে শান্তিতে মন্দির সেবা নিয়ে যাঁরা থাকতে ইচ্ছুক তাঁদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণ সহ—বয়স কত, স্বাস্থ্য কিরূপ, নেশা কিছু নাইত এবং পারিবারিক বন্ধন—শূন্য কিনা সব স্পষ্ট ভাবে অবিলম্বে লিখে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

— শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments from :

Releasing shortly

CD/CASSETTE ALBUM
Titled

ANAND KARUNA

Musical Homage
to
Shree Anandamayee Ma

By

Pandit Shivkumar Sharma
&
Kumar Bose

Live at Samadhi Mandir, Kankhal

Produced by :
Navras Records. (UK) Ltd.
Distributed by : Sony Music

Will be available at all our ashrams & all leading music shops in India & abroad

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কর্ম্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কর্ম্ম করবে
তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

— শ্রী শ্রী মা

A. R. DEWANJEE & CO.

Manufacturers of Hot Pressed Commercial Plywood
Exporters & Importers
12/3 Netaji Subhas Road,
Calcutta – 700 001

Phone :
220 9739/ 220 4746 (O)/ 220 8472 (Fax.)/
477 9239 (Factory)/ 473 3157 (Resi)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :

D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :

Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:

D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

Khadim's

Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD.

29A, Rabindra Sarani, CAlcutta – 700 073.

Phone : 237 8220, 237 0806, 237 5226, 236 4639, 236 6063, 236 2318

Fax : 033 215 3387.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,
P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-310054+311794)

23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ माँ

मातृ शरणं

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा वाराणसी फोन [illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-6 APRIL, 2002 NO. 2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhati, Calcutta-700058 (Tel : 033-5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anaudamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-833208
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৬	এপ্রিল ২০০২	সংখ্যা ২

❋

সম্পাদক মণ্ডল

❋ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
❋ ডঃ শুকদেব সিংহ
❋ কুমারী চিত্রা ঘোষ
❋ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
❋ ব্রহ্মচারিণী গুণীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

❋

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা

বিদেশে - ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

১.	মাতৃ-বাণী		১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	– শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	৩
৩.	তান্ত্রিক সংস্কৃতি	– ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ	৬
৪.	মা কালী :বিশ্বজননী মা(কবিতা)	– শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	৮
৫.	মাকে মনে পড়ে	– স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ	৯
৬.	মাতৃ-স্বরূপামৃত	– শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য	১৪
৭.	শক্তি স্বরূপ,শক্তিরূপঃ শ্রীদুর্গা	– ড. শুকদেব সিংহ	১৮
৮.	স্বাধ্যায়	– শ্রী শৈলেশ	২১
৯.	গান	– শ্রীমতী অচঞ্চলা দেবী	২২
১০.	স্মৃতি চারণ	– শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী	২৩
১১.	আনন্দময়ী স্মৃতি	– কুমারী চিত্রা ঘোষ	২৭
১২.	সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে	– ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যনার্জী	৩০
১৩.	নিজের ঘর(কবিতা)	– ডা. চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী	৩৩
১৪.	মা-আমার মা(কবিতা)	– শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	৩৪
১৫.	আশ্রম-সংবাদ		৩৫

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী—শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পুনর্মুদ্রিত। প্রতি ভাগের মূল্য ৩০/- টাকা।

মাতৃবাণী—শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা—মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা—মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ বাণী

সীমার মধ্যে একটী ভাব নিয়ে চলতে চলতে যখন লক্ষ্য স্থির হয় তখন সীমার বন্ধন খুলে যায় এবং একই বহু, বহুই এক হয়ে দাঁড়ায়।

★ ★ ★

জগতে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার বস্তু কিছুই নেই, তিনি অনন্ত ভাবে, অনন্ত রূপে অনন্তলীলার খেলা খেলছেন। বহু না হলে এ খেলা কি করে চলে? দেখিস না আলো ও আঁধার, সুখ ও দুঃখ, আগুন ও জল কেমন করে একই শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে। মনে রাখ শুদ্ধ ভাবের সঙ্গই সাধনা।

★ ★ ★

মনের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, সংশয় ইত্যাদি যত কিছু অপরাধ থাকুক না কেন, আনন্দই এর মূল প্রকৃতি। শিশুর মত অবিচারে এখানে ওখানে, ভাল-মন্দ, মন কেবল আনন্দই খুঁজে বেড়ায়।

★ ★ ★

মানুষ কেবল বাইরের সুযোগ সুবিধা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কেউই বোঝেনা যে বাইরের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে যতক্ষণ ভাবনা চিন্তা, ততক্ষণ বাইরেই থাকা হয়; বাইর ভিতর একসঙ্গে দেখবার চেষ্টা না করলে, তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না।

★ ★ ★

জগতে কাউকে বাদ দিয়ে কেউ চলতে পারে না, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অল্প বিস্তর সম্মান ও নির্ভরতার দাবী রাখে। বিধাতার সৃষ্টি-রক্ষায় আমার আবশ্যকতা আছে, তোমার আবশ্যকতা নেই, এ কথা কেউ বলতে পারেনা। রাজা না থাকলে যেমন শাসন তন্ত্র চলে না, তেমনি প্রজা না থাকলে রাজা থাকে না। সকলেই যার যার নির্দিষ্ট কর্ম্মপথে বিশ্বপিতার ইচ্ছাসম্পন্ন করে উন্নতির পথে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে।

★ ★ ★

সম্মান ভিন্ন শ্রদ্ধা আসে না, শ্রদ্ধা না হলে প্রেম জাগে না; কাজেই প্রেমের অভাবে প্রেমের ঠাকুর বহুদূরে সরে থাকেন, তাঁর কোন খোঁজ মেলে না।

★ ★ ★

ধন দৌলত কিসের জন্য? নিজের জীবনধারণ ও পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য। পুত্র পরিবার কার জন্য? সরল ভাবে জবাবদিলে বলতে হবে "আমার জন্য"। তারপর যদি প্রশ্ন করা হয়- "এই আমি কে?' তা হলে আর জবাব নেই। এইত হল তোদের বুদ্ধির দৌড়।

★ ★ ★

"আমি ও আমার সন্ধান" পেতে হলে, পুরাতন চিন্তার ধারা বদলে সেই একতত্ত্বের সাধনায় মনোযোগ দিতে হবে। যখন চিত্ত চঞ্চল হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে সরিয়ে এনে তাকে "আমির' মূলে আকৃষ্ট রাখতে হবে। এই আত্মদর্শনের উপায়।

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারো দোষ দেখতে নেই, তাতে চক্ষু ও মন মলিন হয় এবং জগতে পাপের বোঝা বাড়ানো হয়। এ কারণে যা কিছু দেখবি শুনবি তার ভিতর কেবল ভালর দিকেই চোখ রাখবি, ভালই সত্য ও জীবন, মন্দ তো ছায়া দর্শন মাত্র।

☆ ☆ ☆

মানুষের কর্ম্ম মানুষকে অভাব থেকে স্ব-ভাবে জাগ্রত করে; আর অতি—মানুষের কর্ম্ম তাকে স্ব-ভাবে বা ত্যাগে ও প্রেমে পূর্ণ করে। সর্ব্বাগ্রে মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর।

☆ ☆ ☆

এক লক্ষ্য বা একের ধ্যান দরকার। এই কারণে এর অনুকূল কর্ম্ম ও ভাবাদি নিয়ে একমুখী হয়ে থাকা প্রয়োজন এবং বহিদৃষ্টি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত।

☆ ☆ ☆

কেউ কাউকে দেখে না, সকলকে দেখেন মাত্র একজন। মহাপর্বতের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখতে পাবি, পাথর. মাটি, গাছ, শিকড়, লতা প্রত্যেকে প্রত্যেককে এমন ভাবে আঁকড়িয়ে রেখেছে যে মনে হবে একটি খসলেই বুঝি সবগুলি খসে পড়বে। কিন্তু তা কি হয়? যে পর্বতের গায়ে তারা লেগে আছে, সেই তাদের ধরে রেখেছে।

☆ ☆ ☆

ডাকতে ডাকতে যখন এক আধটু সাড়া মিলে, তখনই ডাকতে আনন্দ লাগে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সংসার-প্রবাহে চলতে চলতে তাঁকে ডাকবার চেষ্টা কর, তাহলে আর নিরানন্দের তাড়নায় জীবন ভয়াবহ হবে না।

☆ ☆ ☆

যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্ব্বদাই রয়েছেন, তবুও ভাবে ও কর্ম্মে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা দরকার।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

সাধনের খেলার সময় শ্রীশ্রীমায়ের দেহে বিভিন্ন অবস্থা

২৪শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (ইং ৯-৯-৫২)

আজ বিকালবেলা যখন আশ্রমের হলঘরে গেলাম তখন শুনিতে পাইলাম যে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী নবদ্বীপের সেবাদাসীর গল্প বলিতেছেন। তিনি কি ভাবে কিচ্ছু না খাইয়া ও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন সেই সব কথা বলিতেছিলেন। ঐ সময় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা মনোরমা দেবীর কথাও উঠিল। মা বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি শচীবাবুর বোন তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল কিছু না খাইয়া বাঁচিয়া ছিল।' সর্পও যে ছয়মাস কিছু না খাইয়া বাঁচিয়া থাকে সে কথাও এ সম্পর্কে একজন বলিলেন।

ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিয়া সর্প কিছু না খাইয়া ছয়মাস বাঁচিয়া থাকে?'

মা । শুনিয়াছি এই সময়টা সর্প খেচরীমুদ্রা করিয়া যাকে। ইহা অবশ্য আমার শুনা কথা।

এইসব আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া মা তাঁহার সাধনের অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "এই যে খেচুরীমুদ্রার কথা বলা হইল না, এ দেহের যখন সাধনের খেলা চলিতেছিল তখন দেখিয়াছি যে এ দেহ বসিয়া আছে, পরে আপনা আপনি আসন হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছা করিয়া যে কিছু করা হইতেছে তাহা নহে। এমন ভাবে দেহের আসন হইয়া গেল যেন মনে হইল কেহ স্ক্রু দিয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি আটকাইয়া দিল এবং জিভটা গিয়া তালুর সঙ্গে লাগিয়া গেল। জিভ ঐ ভাবে তালুর সঙ্গে আটকাইয়া যাইতেছে আর এ দেহ অবাক হইয়া উহা লক্ষ্য করিতেছে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। তখন তুমি কি সাক্ষীভাবে ঐ সকল দর্শন করিতে?

মা। সাক্ষীভাবে বলিতে যাহা বুঝা যায় ঠিক তাহা নহে, তবে সজ্ঞান অবস্থায় এই সব হইতেছে বলিয়া ইহাকে সাক্ষীভাবেও বলিতে পার। তখন সাধকের খেলা হইতেছিল কি না, তাই দেহের উপর দিয়া যাহা হইয়া যাইত উহার নূতনত্ব দেখিয়া কেমন যেন একটা অবাক্ ভাব। ইহার পর দেখিতে পাইতাম যে জিভটা ধীরে ধীরে উল্টাইয়া যাইতেছে। উহা ঐরূপ হইত বলিয়া মনে কিন্তু কোন উদ্বেগ নাই। তখন মনের ভাব কতকটা এইরূপ— যাহা হইতেছে, হইতেছে; ইহার পর যাহা হইবার, হইবে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। এই সময় প্রাণ অপান বায়ুর ক্রিয়া কিরূপ হইত?

মা। দেহের যখন ঐ অবস্থা হইত তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতিও বদলাইয়া যাইত। ঐ ভাবে জিভ উল্টাইয়া গিয়া যে স্থিতিটা হইত উহাতে আহার নিদ্রার কোন প্রশ্নই থাকিত না এবং আহার নিদ্রা হইত না বলিয়া দেহের কোন গ্লানিও থাকিত না। সারারাত হয়ত ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতাম। ভোলানাথ রাত্রির প্রথমভাগে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইত। এ দেহের বদ্ধ আসনও খুলিয়া গিয়াছে এবং জিভ্ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। আর রাত্রিও প্রভাত হইয়া গিয়াছে। সকাল বেলা আবার গৃহকর্মাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া যাইত। এই ভাবে রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া যাইত। কতদিন এই অবস্থা চলিবে তাহা অনেক সময় দৈববাণী হইতেও জানা যাইত। (নারায়ণ স্বামীকে) তুমি খেচরীমুদ্রার সময় বিন্দু বিন্দু (অমৃত) ক্ষরণের কথা, শাস্ত্রেউল্লেখ আছে বলিলে? উহা কিন্তু হইতে পারে। কারণ এ দেহের বেলায়ও দেখিয়াছি যে, দেহের ঐরূপ হইয়া জিভ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসিত তখন মুখে যে স্বাদ পাওয়া যাইত উহা কতকটা সরবতের মত। যদিও বুঝাইবার জন্য সরবৎ কথাটি বলিলাম, কিন্তু আস্বাদটি ঠিক সরবতের মতো নয়।

মুখের এই মিষ্টি স্বাদ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে পর বুঝা যাইত। পূর্ব্বে যে স্থিতির কথা বলিলাম যতক্ষণ ঐ স্থিতিতে থাকা হইত ততক্ষণ কিন্তু এসব কিছুই বুঝা যাইত না। দেহের ঐ অবস্থায় মুখে কিছু খাইতে দিলে উহা গ্রহণও হইত না বা ফেলিয়া দেওয়াও হইত না। ইহা দিদি (খুকুনীদিদি) দেখিয়াছে। হয়ত বেলা ১০টার সময় কিছু খাইতে দিয়াছে, বেলা ৪টার সময়ও দেখিতে পাইযাছে যে, যে ভাবে উহারা যাহা কিছু মুখে দিয়াছে উহা সেই ভাবেই আছে। এই সব দেখিয়া ভোলানাথ খুব ভয় পাইত। পাছে না খাইতে খাইতে এ দেহ শেষ হইয়া যায়। মুখে যখন ঐরূপ মিষ্টি আস্বাদ পাওয়া যাইত তখন দেখা গিয়াছে যে এই শরীরের উপর শত শত ডেঁয়ো সারি বাঁধিয়া উঠিয়াছে। উহারা কিন্তু এ দেহকে কখনও কামড়ায় নাই। এ দেহ যেন উহাদের বাড়ীঘর এই মনে করিয়া উহারা ইহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বেড়াইয়া বেড়াইত। এ সব দেখিয়াও ভোলানাথ ভয় পাইত, কারণ এ সমস্তই অস্বাভাবিক কি না।

দেহের গতিও যে অব্যাহত হইতে পারে তাহাও সাধনের খেলার সময় দেখা গিয়াছে। যখন শা'বাগে থাকা হইত তখন ভোলানাথ এ দেহকে লইয়া কত দুশ্চিন্তাই না ভোগ করিত 'কারণ কখন যে এ দেহ কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা ছিল না। শা' বাগের মধ্যে একটা জলের বড় চৌবাচ্চা ছিল। উহা বোধ হয় ৬/৭ হাত গভীর হইবে। একদিন এদেহ কি একভাবে শা' বাগের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে পড়িয়া গেল। ভোলানাথ দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল যে ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে পড়িয়া এ দেহের হয়ত হাত পা ভাঙ্গিয়া কি যেন হইয়া গিয়াছে।

ডাঃ পান্নালাল। আপনি যে এত নীচে পড়িয়া গেলেন, আপনার কি কোন চোট লাগিল না?

মা (হাসিয়া) তুলা যেরূপ উড়িয়া আসিয়া মাটিতে পড়ে এ দেহও ঠিক সেই ভাবে পড়িয়াছিল, কাজেই চোট লাগিবার কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। ভোলানাথ আমাকে চৌবাচ্চা হইতে তুলিবার কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া তাহার এক হাত চৌবাচ্চার মধ্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া হাকাহাকি ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এদিকে এ দেহও ভোলানাথের ঐ হাত ধরিয়া কিছু না ধরিয়া টক্ করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল।

ডাঃ পান্নালাল। কি ভাবে উঠিলেন?

মা। কেন? চৌবাচ্চর গা বাহিয়াই উপরে চলিয়া আসিলাম। দেওয়াল ইত্যাদি কোন খাড়া জিনিষের উপরেও মানুষ পিঁপড়ার মত হাটিয়া উপরে উঠিতে পারে। এই জন্যই ত সাধন অবস্থায় দেহের অব্যাহত গতির কথা বলা হইয়াছে। সাধনের খেলার সময় আরও কতরকম হইত– এক এক সময় বসিয়া থাকিতে থাকিতেই পা দুটি বসার মত হইয়া যাইত। পরে (দুইহাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দেখাইয়া) এই দুইটি আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া দেহটা শূন্যে উঠিয়া দোল খাইতে থাকিত। পরে আঙ্গুলের উপর যে ভর ছিল তাহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া যাইত। দেহটা শূন্যে থারিয়াই দোল খাইতে থাকিত। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিত, পাছে এ দেহ শূন্যে উঠিয়া কোথায় ও মিলিয়া যায়। তখন এ দেহকে লক্ষ্য করিয়া যে কত কথাই বলিত। স্বামী যেরূপ স্ত্রীর উপর দাবি করিয়া কথা বলে উহা অবশ্য সেরূপ ছিল না। এ দেহের প্রতি তখন তাহার মানুষভাব থাকিত না এবং ঐ ভাবে থাকিয়াই সে তাহার কাকুতিমিনতি জানাইত।

কি ভঙ্গিতে ভোলানাথ ঐ সকল কথা বলিতেন মা তাহা অনুকরণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া আমারা সকলেই হাসিতে লাগিলাম। এই সময় নারায়ণ স্বামী বলিলেন, "একসময় তো তুমি পালঙ্কসহ উপরে উঠিয়া গিয়াছিলে।" ঐ কথা শুনিয়া মা হাসিলেন। কথাটা আমাদের নিকট একেবারেই নূতন বলিয়া আমরাও ঐ ঘটনার কথা মা কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "এখন উহা আসিতেছে না। যদি কখনও আসে তবে বলা যাইবে।"

সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়াছে দেখিয়া মা হলঘর হইতে উপরে চলিয়া আসিলেন।

রাত্রিতেও মা কিছুক্ষণের জন্য চত্বরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। তখন নানা কথার মধ্যে মা বলিয়াছিলেন, "যাহা একবার বলা হইয়া যায়, উহার আর ঠিক ঠিক নকল করা যায় না, কারণ প্রতি মুহূর্তেই লোক পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে কিনা?' তবে তেমন যদি স্থিতিলাভ করা যায় তবে আবার ঠিক ঠিক ভাবে নকলও করা যায়।"

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ত্রিক সংস্কৃতি

(তিন)

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দ দ্বারা হিন্দি হইতে অনূদিত)

—ম.ম.গোপীনাথে কবিরাজ

এখন পর্য্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির বাহ্য-অঙ্গের এক সামান্য চিত্র-ছায়া, কিন্তু মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মহত্ত্ব ওর বাহ্য অবয়বের চয়ন অথবা আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না। সংস্কৃতি মহত্ত্বের পরিচায়ক–মানব আত্মার মহনীয়তার আদর্শ-প্রদর্শন। যে সংস্কৃতিতে আত্মার স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য এবং সামর্থ্যের অতিশয়তা যত অধিক ব্যক্ত হয়েছে, সেই সংস্কৃতির গৌরব ততই অধিক মানতে হবে। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে আর্য্যগণ বলে গেছেন —

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

মানব আত্মাই ঐ মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষ–যিনি জ্ঞানভেদ অথবা অপরোক্ষ অনুভব করে অতিমৃত্যু অবস্থা লাভ করেন।

তান্ত্রিক সংস্কৃতির নির্ণয়ও এই মানদন্ডে করতে হবে। আত্মার স্বরূপগত এবং সামর্থ্যগত পূর্ণতার আদর্শই এই মহত্ত্বকে প্রকট বা প্রকাশ করে। আগমশাস্ত্রে এর স্পষ্ট নির্দেশ আছে–যদিও আত্মা স্বরূপতঃ নিত্যশুদ্ধ, কিন্তু এর প্রবুদ্ধ অবস্থা শ্রেষ্ঠ। অপ্রবুদ্ধ অবস্থা চিৎস্বরূপ হলেও চেতন না হওয়ার দরুণ এ অচিৎকল্পই। বিমর্শহীন চিৎ অথবা প্রকাশ চিৎ হলেও অচিতের সদৃশ, প্রকাশ হলেও অপ্রকাশবৎ, শিব হলেও শববৎ। এজন্য ভর্তৃহরি বলেছেন–

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেৎ অববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেৎ সা হি প্রত্যবমর্শিনী॥

এইজন্য আনব-মলকে আদি মল মানা হয় এবং উহার অপনয়ন না হলে চিৎস্বরূপ অবস্থাকে শিবত্বহীন পশুকল্প অবস্থা বলা হয়। ঐ সময় আত্মা সাঞ্জন না হয়েও নিরঞ্জন পশুমাত্র। এই আধারের উপর তান্ত্রিক সংস্কৃতির উদাত্ত ঘোষণা এই মানুষকে সুপ্ত থাকলে কাজ হবে না, তাকে জগতে হতে হবে–'প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ'। মানব জীবনের লক্ষ্য যে পূর্ণত্বকে মানা হয়, তার উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক- অনাদি নিদ্রা থেকে জাগরণ অর্থাৎ প্রবোধন, তারপর আত্মার ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির পথে পরমশিব অথবা পরাসংবিৎ অথবা পরাসত্তাকে সাক্ষাৎকার করা।

মানুষকে জাগতে হবে–এই প্রথম কথা, কিন্তু এ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সাধারণ দৃষ্টিতে যতটা আত্মার দিকে দৃষ্টি যায় তাতে দেখা যায় সবই সুপ্ত, নিদ্রায় ডুবে আছে। তাঁরা কর্মরত হন, জ্ঞানীই হোন কিংবা অন্য ভূমিরই হোন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই আত্মা-বিমর্শ নেই। মানব-আত্মা যখন আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধস্থিতিতে অবস্থিত থাকে, তখন অনবচ্ছিন্ন-চৈতন্য শিব থেকে অভিন্ন থাকে। অশুদ্ধ অবস্থায় চৈতন্যের অবচ্ছেদ সঙ্কীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা থাকে, এইজন্য ঐ সময় এ গ্রাহকরূপে জ্ঞাতারূপে অর্থাৎ পরিমিত অহংরূপে খন্ড-প্রমাতা হয়ে অভিব্যক্ত হয়। খন্ড-প্রমাতার সামনে অন্য সব প্রমেয় এবং গ্রাহ্যরূপে প্রতীত হয়। গ্রাহক আত্মা নিজের থেকে পৃথকগ্রাহ্যসত্তাকে ইদংরূপে দেখে। চৈতন্যের অবিচ্ছিন্নতার- প্রতীতি গ্রাহ্যের দিকে আত্মার উন্মুখতার থেকে হয়। পিন্ড-বিশেষ সম্বন্ধ থাকার দরুণ অন্যের সঙ্গে অহন্তা অথবা অভিমান অপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণত্বের অবস্থায় অনাশ্রিত শিব থেকে নিয়ে পৃথিবী পর্য্যন্ত ৩৬ তত্ত্বাত্মক সমগ্র বিশ্বই তাঁর রূপ অথবা শরীর হয়ে যায়। অপূর্ণ অহং-এর পূর্ণতার লাভ মেলা চাই। এই আত্মার পূর্ণ জাগরণ--এই পরম লক্ষ্যরূপে অদ্বৈত সাধনারই সংকেত করে।

অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যে নিয়ত বিশেষরূপের ভান হয় না। যদি হয়, তখন ঐ অবস্থাকে অনবচ্ছিন্ন না মেনে ওকে গ্রাহক কোটিতেই নিবিষ্ট করা চাই। পূর্ণত্বের ভান হয়-অখন্ড সামান্য সত্তারূপে। এই সামান্যাত্মক মহাসত্তার ভান সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয়রূপেই হতে পারে। সর্বাতীত রিক্তপূর 'ভা' মাত্র এবং পূর্ণরূপ সর্বাত্মক 'ভা'। ভা-স্বরূপতা উভয়ে বিদ্যমান। এই সামান্য-সত্তার ভানই 'স্বভাব' শব্দে বোধিত হয়। বস্তুতঃ এই বহুর ভিতর একের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। গ্রাহক আত্মার প্রথমে যে প্রতিনিয়ত দর্শন হতো তা ঐ অবস্থায় কেটে যায়-নিবৃত্ত হয়ে যায়। এই প্রকার ক্রমশঃ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দিকে প্রগতি হতে থাকে।

আত্মা যতক্ষণ সুপ্ত থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ কুন্ডলিনী প্রবুদ্ধশক্তি না হয়ে ওঠে, ততদিন (বা ততক্ষণ) এর স্তরভেদ স্বাভাবিকরূপে ঘটে থাকে। ঐ সময় এর অস্মিতা যোগ্যতার তারতম্যানুসারে দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় অথবা শূন্য অথবা মায়াতে ক্রিয়া করতে থাকে। এ মনে রাখতে হবে এই অস্মি-ভাব বাস্তবিক সংবিত, গ্রাহকের নয়। পদের বহু সংখ্যা আছে, এর বিস্তার ক্ষেত্রও অনাশ্রিত থেকে নিয়ে পৃথিবী পর্য্যন্ত, কিন্তু এ কোন পদের ধর্ম নয়, প্রত্যুত চিতির। কোনও পদে এর ধারণা হতে পারে, ধারণার অভিপ্রায় দৃঢ় অভিনিবেশ। এর প্রভাবের কারণ ইচ্ছামাত্র ক্রিয়ান্ত উদ্ভব হতে পারে। শুদ্ধ-আত্মার অস্মিতা-জন্য যে অভিনিবেশ এ শুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বে সর্বত্র বিদ্যমান, কেননা শুদ্ধ-আত্মা গ্রাহক নয়, এ প্রথমেই বলা হয়েছে। বিন্দু থেকে দেহ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থিতিতে এ সর্বত্রই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপ্ত থাকলেও সর্বত্র বিকাশ নেই, কেননা এ ভাবনা-সাপেক্ষ। যার কর্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব অথবা স্বাতন্ত্র্য বলা হয়, এ অহন্তার বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। একেই তান্ত্রিক সিদ্ধগণ চিৎস্বরূপতা বলেন। যত প্রকারের সিদ্ধি আছে, ঐ সমস্ত অহন্তা থেকেই অনুপ্রাণিত।

তান্ত্রিকযোগ অথবা জ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করা। যে সমস্ত আত্মার সঙ্গে আমরা পরিচিত ঐ সমস্ত প্রায় সুপ্ত, কেননা এদের দৃষ্টিতে চিদ্ অচিৎ পরস্পর বিলক্ষণ। সুপ্ত আত্মার দৃষ্টিতে গ্রাহক চিদ্রূপ করে দেয়, ঐ সময় ষড়ধ্বা দাহ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় ভীষণ তাপের অনুভব হয়। যোগী নিজের শরীরে এই তাপ অনুভব করে, এরপর স্নিগ্ধ অমৃত রসে যোগীর সকল সত্তা অপ্লাবিত হয়ে যায়। এই সময় যোগী শোধিত অধবা অথবা সমগ্র বিশ্বের অনুগ্রাহক হয়ে যান, এই যে অমৃত প্লাবন এরই নাম পূর্ণাভিষেক। যোগী এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগদ্গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। এই প্রকারের পূর্ণতাপ্রাপ্ত করার পরও একে অতিক্রম করে উঠতে হয়, কেননা ইহা অপূর্ণস্থিত। এরপর যথার্থতঃ পূর্ণস্থিতির উদয় হয়। এরই নাম শিবত্ব অথবা পরম শিবের অবস্থা। এই বাস্তবিক পূর্ণত্ব, এই অবস্থায় পূর্ণস্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় ইচ্ছামাত্রই ভুবন-রচনার অর্থ্যাৎ বিশ্ব-রচনার অধিকারপ্রাপ্ত হয়, পঞ্চকৃত্যকারিত্বের আবির্ভাবও এই সময় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ত্রিক সংস্কৃতি

(তিন)

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দ দ্বারা হিন্দি হইতে অনূদিত)

—ম.ম.গোপীনাথে কবিরাজ

এখন পর্য্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির বাহ্য-অঙ্গের এক সামান্য চিত্র-ছায়া, কিন্তু মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মহত্ত্ব ওর বাহ্য অবয়বের চয়ন অথবা আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না। সংস্কৃতি মহত্ত্বের পরিচায়ক–মানব আত্মার মহনীয়তার আদর্শ-প্রদর্শন। যে সংস্কৃতিতে আত্মার স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য এবং সামর্থ্যের অতিশয়তা যত অধিক ব্যক্ত হয়েছে, সেই সংস্কৃতির গৌরব ততই অধিক মানতে হবে। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে আর্য্যগণ বলে গেছেন –

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

মানব আত্মাই ঐ মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষ–যিনি জ্ঞানভেদ অথবা অপরোক্ষ অনুভব করে অতিমৃত্যু অবস্থা লাভ করেন।

তান্ত্রিক সংস্কৃতির নির্ণয়ও এই মানদন্ডে করতে হবে। আত্মার স্বরূপগত এবং সামর্থ্যগত পূর্ণতার আদর্শই এই মহত্ত্বকে প্রকট বা প্রকাশ করে। আগমশাস্ত্রে এর স্পষ্ট নির্দেশ আছে–যদিও আত্মা স্বরূপতঃ নিত্যশুদ্ধ, কিন্তু এর প্রবুদ্ধ অবস্থা শ্রেষ্ঠ। অপ্রবুদ্ধ অবস্থা চিৎস্বরূপ হলেও চেতন না হওয়ার দরুণ এ অচিৎকল্পই। বিমর্শহীন চিৎ অথবা প্রকাশ চিৎ হলেও অচিতের সদৃশ, প্রকাশ হলেও অপ্রকাশবৎ, শিব হলেও শববৎ। এজন্য ভর্তৃহরি বলেছেন–

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেৎ অববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেৎ সা হি প্রত্যবমর্শিনী॥

এইজন্য আনব-মলকে আদি মল মানা হয় এবং উহার অপনয়ন না হলে চিৎস্বরূপ অবস্থাকে শিবত্বহীন পশুকল্প অবস্থা বলা হয়। ঐ সময় আত্মা সাঞ্জন না হয়েও নিরঞ্জন পশুমাত্র। এই আধারের উপর তান্ত্রিক সংস্কৃতির উদাত্ত ঘোষণা এই মানুষকে সুপ্ত থাকলে কাজ হবে না, তাকে জগতে হতে হবে–'প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ'। মানব জীবনের লক্ষ্য যে পূর্ণত্বকে মানা হয়, তার উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক–অনাদি নিদ্রা থেকে জাগরণ অর্থাৎ প্রবোধন, তারপর আত্মার ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির পথে পরমশিব অথবা পরাসংবিৎ অথবা পরাসত্তাকে সাক্ষাৎকার করা।

মানুষকে জাগতে হবে–এই প্রথম কথা, কিন্তু এ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সাধারণ দৃষ্টিতে যতটা আত্মার দিকে দৃষ্টি যায় তাতে দেখা যায় সবই সুপ্ত, নিদ্রায় ডুবে আছে। তাঁরা কর্মরত হন, জ্ঞানীই হোন কিংবা অন্য ভূমিরই হোন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই আত্মা-বিমর্শ নেই। মানব-আত্মা যখন আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধস্থিতিতে অবস্থিত থাকে, তখন অনবচ্ছিন্ন-চৈতন্য শিব থেকে অভিন্ন থাকে। অশুদ্ধ অবস্থায় চৈতন্যের অবচ্ছেদ সঙ্কীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা থাকে, এইজন্য ঐ সময় এ গ্রাহকরূপে জ্ঞাতারূপে অর্থাৎ পরিমিত অহংরূপে খন্ড-প্রমাতা হয়ে অভিব্যক্ত হয়। খন্ড-প্রমাতার সামনে অন্য সব প্রমেয় এবং গ্রাহ্যরূপে প্রতীত হয়। গ্রাহক আত্মা নিজের থেকে পৃথকগ্রাহ্যসত্তাকে ইদংরূপে দেখে। চৈতন্যের অবিচ্ছিন্নতার- প্রতীতি গ্রাহ্যের দিকে আত্মার উন্মুখতার থেকে হয়। পিন্ড-বিশেষ সম্বন্ধ থাকার দরুণ অন্যের সঙ্গে অহন্তা অথবা অভিমান অপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণত্বের অবস্থায় অনাশ্রিত শিব থেকে নিয়ে পৃথিবী পর্য্যন্ত ৩৬ তত্ত্বাত্মক সমগ্র বিশ্বই তাঁর রূপ অথবা শরীর হয়ে যায়। অপূর্ণ অহং-এর পূর্ণতার লাভ মেলা চাই। এই আত্মার পূর্ণ জাগরণ- -এই পরম লক্ষ্যরূপে অদ্বৈত সাধনারই সংকেত করে।

অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যে নিয়ত বিশেষরূপের ভান হয় না। যদি হয়, তখন ঐ অবস্থাকে অনবচ্ছিন্ন না মেনে ওকে গ্রাহক কোটিতেই নিবিষ্ট করা চাই। পূর্ণত্বের ভান হয়-অখন্ড সামান্য সত্তারূপে। এই সামান্যাত্মক মহাসত্তার ভান সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয়রূপেই হতে পারে। সর্বাতীত রিক্তপূর 'ভা' মাত্র এবং পূর্ণরূপ সর্বাত্মক 'ভা'। ভা-স্বরূপতা উভয়ে বিদ্যমান। এই সামান্য-সত্তার ভানই 'স্বভাব' শব্দে বোধিত হয়। বস্তুতঃ এই বহুর ভিতর একের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। গ্রাহক আত্মার প্রথমে যে প্রতিনিয়ত দর্শন হতো তা ঐ অবস্থায় কেটে যায়-নিবৃত্ত হয়ে যায়। এই প্রকার ক্রমশঃ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দিকে প্রগতি হতে থাকে।

আত্মা যতক্ষণ সুপ্ত থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ কুন্ডলিনী প্রবুদ্ধশক্তি না হয়ে ওঠে, ততদিন (বা ততক্ষণ) এর স্তরভেদ স্বাভাবিকরূপে ঘটে থাকে। ঐ সময় এর অস্মিতা যোগ্যতার তারতম্যানুসারে দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় অথবা শূন্য অথবা মায়াতে ক্রিয়া করতে থাকে। এ মনে রাখতে হবে এই অস্মি-ভাব বাস্তবিক সংবিত, গ্রাহকের নয়। পদের বহু সংখ্যা আছে, এর বিস্তার ক্ষেত্রও অনাশ্রিত থেকে নিয়ে পৃথিবী পর্য্যন্ত, কিন্তু এ কোন পদের ধর্ম নয়, প্রত্যুত চিতির। কোনও পদে এর ধারণা হতে পারে, ধারণার অভিপ্রায় দৃঢ় অভিনিবেশ। এর প্রভাবের কারণ ইচ্ছামাত্র ক্রিয়ান্ত উদ্ভব হতে পারে। শুদ্ধ-আত্মার অস্মিতা-জন্য যে অভিনিবেশ এ শুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বে সর্বত্র বিদ্যমান, কেননা শুদ্ধ-আত্মা গ্রাহক নয়, এ প্রথমেই বলা হয়েছে। বিন্দু থেকে দেহ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থিতিতে এ সর্বত্রই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপ্ত থাকলেও সর্বত্র বিকাশ নেই, কেননা এ ভাবনা-সাপেক্ষ। যার কর্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব অথবা স্বাতন্ত্র্য বলা হয়, এ অহন্তার বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। একেই তান্ত্রিক সিদ্ধগণ চিৎস্বরূপতা বলেন। যত প্রকারের সিদ্ধি আছে, ঐ সমস্ত অহন্তা থেকেই অনুপ্রাণিত।

তান্ত্রিকযোগ অথবা জ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করা। যে সমস্ত আত্মার সঙ্গে আমরা পরিচিত ঐ সমস্ত প্রায় সুপ্ত, কেননা এদের দৃষ্টিতে চিদ্ অচিৎ পরস্পর বিলক্ষণ। সুপ্ত আত্মার দৃষ্টিতে গ্রাহক চিদ্রূপ করে দেয়, ঐ সময় ষড়ধ্বা দাহ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় ভীষণ তাপের অনুভব হয়। যোগী নিজের শরীরে এই তাপ অনুভব করে, এরপর স্নিগ্ধ অমৃত রসে যোগীর সকল সত্তা অপ্লাবিত হয়ে যায়। এই সময় যোগী শোধিত অধ্বা অথবা সমগ্র বিশ্বের অনুগ্রাহক হয়ে যান, এই যে অমৃত প্লাবন এরই নাম পূর্ণাভিষেক। যোগী এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগদ্‌গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। এই প্রকারের পূর্ণতাপ্রাপ্ত করার পরও একে অতিক্রম করে উঠতে হয়, কেননা ইহা অপূর্ণস্থিত। এরপর যথার্থতঃ পূর্ণস্থিতির উদয় হয়। এরই নাম শিবত্ব অথবা পরম শিবের অবস্থা। এই বাস্তবিক পূর্ণত্ব, এই অবস্থায় পূর্ণস্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় ইচ্ছামাত্রই ভুবন-রচনার অর্থ্যৎ বিশ্ব-রচনার অধিকারপ্রাপ্ত হয়, পঞ্চকৃত্যকারিত্বের আবির্ভাবও এই সময় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধশাস্ত্রে সুখাবতীর রচনা অমিতাভ বুদ্ধ দ্বারা হয়েছিল, বলা হয় এ এই স্থিতির অনুরূপ ব্যাপার। বিশ্বামিত্র প্রভৃতিরও জগৎ-রচনার বিবরণ-প্রকারও শাস্ত্রে পরিচিত। তান্ত্রিক অধ্যাত্ম সংস্কৃতির লক্ষ্য এই পরিপূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত করা, কেবলমাত্র স্বর্গাদি উর্ধ্বলোক তথা লোকান্তরে গতি অথবা কৈবল্য অথবা নিরঞ্জনভাবের প্রাপ্তি অথবা মায়াতীত অধিকারী পদ লাভ মাত্র নয়। এই তান্ত্রিক সংস্কৃতির অবদান তুচ্ছ নয়।

☆

মা কালী : বিশ্বজননী মা

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

কালো বরণ রূপের খনি,
স্নেহমায়ায় সেরা ধনী,
কালো আমার মা।
তোমার চরণ পাবার লাগি,
শ্রদ্ধাভক্তি উজার করি,
দিলাম তোমায় মা।
জানি তোমার আশিস পাব,
সবকিছু যে তোমায় দেব
মোদের কালো মা।
কালো বলেই এতো আলো,
তাইতো তুমি এতো ভালো,
সবার তুমি মা।
'মা' বলে ডাকে যারা,
তোমার মাঝে আত্মহারা
সবাই তোমার নয়নতারা,
সত্যি সবার মা।
সাধক পূজে সদাই তোমায়,
দীন, দুঃখী জন আনন্দে ধায়
সবার প্রেমের মা।
ধনী পূজে মাতৃ ধনে,
জ্ঞানী পূজে শ্রদ্ধামনে
কত উদার মা।
কাউকে তুমি ত্যাগ কর না,
রোগী, ভোগী, নোংরা-পানা,
আছে তোমার সবই জানা
সত্যি তুমি মা।
আমার কালো মা
বিশ্বজননী মা॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে মনে পড়ে

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

॥ আমার জীবনে আনন্দময়ীমার প্রভাব॥

মা বলতেন—'সব আশ্রমই এক।' আমরাও তা সর্বতোভাবে মানি। আজ আমরাও বলি—'সবই এক। সব আশ্রমই এক।' তবু লৌকিক অর্থে মার মর্তলীলা, ব্যক্তলীলা কিছু কিছু বিশেষ আশ্রমকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। আর সেগুলোকেই বলি আমরা মার আশ্রম। 'আনন্দময়ী সঙ্ঘ।' লৌকিক অর্থে আমার আশ্রম জীবনও ভিন্ন আশ্রমে। সবই গঙ্গাজল। যে অর্থে সব আশ্রম এক হয়েও আবার ভিন্ন ভিন্নও। লক্ষ্য এক। কিন্তু মত ও পথ আলাদা আলাদা। আমাদের আশ্রম, শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছিল আমার পক্ষ্যে স্বাভাবিক। কিন্তু আনন্দময়ীমার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটা? সেটা সহসাই হয়ে গেছে বলতে পারিনা। সেটা হয়েছে শনৈ শনৈ। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের সাথে রাঁচীতে প্রথম দেখা। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুনে মহাসমাধি লাভের পূর্বদিন শেষ দেখা। এই দীর্ঘ সতের বছর তাঁকে অনেক অনেক কাছে পেয়েছি। শেষের দিকে তো খুবই বেশী। এই কাছে পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ-ভালোবাসা। অনুভব করেছি কর্মক্ষেত্রে আমার প্রতি মায়ের নির্ভরতা। প্রভাবের মূল কারণ হয়তো এটাই। মা ও শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের উপস্থিতিতে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে। এই প্রভাবজনিত কারণে আমার প্রতিনিধিত্ব হয়ে গিয়েছিল দুই আশ্রমেরই। দুজনেরই। এটা তাঁরা দুজনেই জানতেন। অনুভবও করতেন। একজন যেমন অনেক প্রথমেই বলতেন—'তোমার আনন্দময়ী মা'; আবার আর একজনও বলতেন—'ও তো তোমাদেরই লোক।' তৎকালীন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রভাবজনিত কথাটা ছিল আদর্শ ও মতবাদ জনিত। সুবিধাজনিতও। আর আমারটা ছিল নিতান্ত স্নেহ-ভালোবাসার, ছিল আমার কাছে দুটো দিক। একদিকে তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহসুধার মধ্যে পেয়েছি যেমন শ্যামলধরণীর অতিকাছের মাটির মায়ের ভালোবাসা ও স্নেহসুধা; তেমনি আবার পেয়েছি অতিমানবীয় স্বর্গের দেবী মায়ের ভালোবাসাও। প্রথমটা ধরা-ছোওঁয়ার জিনিষ। দ্বিতীয়টা ধরা যায়না। শুধুই অনুভব করা যায়। ধ্যানতাময়। তাই প্রথমটা আকর্ষণে স্থূলদেহ থাকতে যেমন বারবার গিয়েছি, গিয়েছি মাঝে মাঝেই তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে; দ্বিতীয়টার আকর্ষণে তাঁর স্থূলশরীর না থাকাকালীনও সময় ও সুযোগ পেলেই যাই। তাইতো সেদিন এই শতাব্দীর প্রথম কুম্ভমেলায়ও তাঁরই শিবিরে তাঁরই কাছে কাটিয়ে এলাম কয়েকটা দিন।

॥সাধু সমাজের মা ॥

১৯৬৬। শীতের প্রারম্ভ। শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার ইচ্ছানুরূপে কাত্যায়নীপূজার ব্যবস্থা হলো। অনুষ্ঠান ২৭শে নভেম্বর থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী। পূজা পরিচালনা করবেন শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ। দেওঘর আশ্রমের ভাবধারায়। সমবেত পূজা। আমরা অনেকেই এসেছি শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের সাথে। সংযম সপ্তাহের শেষ পর্যায়ে। সংযম সপ্তাহে যোগ দিতে নানাস্থান থেকে মায়ের অনেক ভক্তই এসেছেন। উপস্থিত রয়েছেন অনেক সাধু-মহাত্মা। স্থানীয় ভক্ত ও সাধু-মহাত্মারা তো আছেনই। মা একাই দশভুজা। সবদিকেই তাঁর অন্তহীন নজর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে মায়ের যে দিকটা আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে এবং পরবর্তী কালে আমিও সেটা আমার জীবনে ন্যূনতমভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছি সেটা হলো মায়ের সাধু-সমাদর। এতো সাধু-মহাত্মা, তাঁদের মধ্যে অনেক নামীদামী ও খ্যাতনামারাও আছেন। মা তাঁদের প্রত্যেককে যথোচিত মর্যাদায় সমাদর করে যথোচিত আসনে বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। গন্ধ, পুষ্পমাল্য, বস্ত্রাদি ও ডালাদি অর্পন করার ব্যবস্থা করেছেন। যাবার সময় অতি বিনীতভাবে করজোড়ে বিদায় জানাচ্ছেন। পুনঃ আসার আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। প্রয়োজনানুরূপে অনেককে অনুষ্ঠানস্থলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসছেন। আগত, উপস্থিত ও চলে যাওয়া সাধু-মহাত্মারাও মাকে যথোচিত অভিবাদন ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

এখানে যে জিনিসটা আমি তুলে ধরতে প্রয়াস করেছি; বা যে ছবিটা আঁকতে বিন্দুমাত্র প্রয়াসী হয়েছি, সেটা একমাত্র তাঁরাই অনুধাবন করতে পারবেন যাঁরা মায়ের এদিকটা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্যলাভ করেছেন। আর এজন্যই সব সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মারা তথা শংকরাচার্যরা মাকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। আর এ জন্যই কুম্ভমেলার মতো বৃহৎ অনুষ্ঠানে, বিবাদাস্পদ অনুষ্ঠানে, বিবিধ আখাড়ার মন্ডলেশ্বর ও মহামন্ডলেশ্বররা নির্বিবাদে মাকে একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমাদর একদিকে যেমন ছিল মাতৃ-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার, মাতৃ-হৃদয়রূপী নির্ঝরিণীর স্বতঃপ্রবাহ, তেমনি লৌকিক জগতেও মাকে এসব কিছুটা জানতেও হয়েছে এবং তদনুসারে ব্যবস্থাদিও করতে হয়েছে। যেমন জাগতিক মা তাঁর সন্তানদের জন্য প্রয়োজানুরূপে ব্যবস্থাদি করে থাকেন।

আজকে এই আশ্রমে সাধু-সম্মেলন, সাধু-ভক্তরা বলে একটা কথা বহুল প্রচলিত আছে। নানাস্থানে, নানারূপে, নানাভাবে তা হলেও, পুরীর ধ্যান মন্দির আশ্রমের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অন্নপূর্ণা পূজার সময় নানা অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে একটা দিন তো সম্পুর্ণরূপে সাধু-সহাত্মাদের জন্যই চিহ্নিত থাকে। তাৎপর্য হিসাবে বারবারই বলা হয়, ভগবানের প্রতীকরূপে ভক্তপূজা। ভক্ত-আরাধনা। ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করলেই ভগবান লাভ সুগম হয়। মাতৃ-পূজা সাফল্য মন্ডিত হয়। সেজন্য সেদিন বিশেষ করে আসনে, বসনে, গন্ধ পুষ্পমাল্যে, ডালিতে প্রসাদে তাঁদের বন্দনা হয়, অর্চনা হয়। তবে একটা কথা হয়তো অনেকেই জানেন না, এর উৎস কিন্তু মা। তবে অনুকরণ নয়, মা অনুপ্রেরণা দাত্রী। এখানে নানাদিক দিকগুলো হয়তো আরো বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে এবং নয়নাভিরাম হয়েছে। তবে এটা সহজ হয়েছে, সম্ভব হয়েছে একদিকে যেমন কতিপয় নবীন ভক্তজনের তন-মন-ধন সেবায় ও শ্রদ্ধায়, তেমনি সুস্পষ্টরূপ লাভ করেছে প্রবাহমান কিছু ছোট-বড়র আন্তরিক সেবাভাবনা ও সক্রিয় সহযোগিতায়। শেষদিকে মা নিজেও জানতে চাইতেন, কে বা কারা এতো সুন্দর করে সাজায়, আজ তো সে ভাবনা অতি উত্তুঙ্গে। কিন্তু তারজন্য যে মূল্য দিতে হয় তাও কিন্তু অপরিসীম। আর সাথে-সাথে একথাও বলতে হয়-'সাধ ছিল যত সাধ্য ছিল না তত।'

॥ সবারে যাব তুষি॥

১৯৭৮। দেওঘর। বসন্তকাল। মা এসেছেন। সকাল, বিকাল অনেকেই মার সাথে দেখা করতে আসেন। সেদিন কয়েকজন আসেন ভর দুপুরবেলায়। প্রচন্ড রোদের তাপ। মা তখন উপরে বিশ্রামে যাবেন। সিড়ির নিম্নপ্রান্তে দাঁড়ানো। পাশে আমি। সাধারণ কথাবার্তা হচ্ছে। মা যাবেন যাবেন করেও যাচ্ছেন না। এমন সময় দূরে দেখা গেলো কয়েকজন ভক্ত মাতৃদর্শনে এগিয়ে আসছেন। সকলেই মহিলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানীয়। আমার পরিচিত। মাও চেনেন। আমি মাকে উপরে যেতে অনুরোধ করলাম। বললাম–আপনি বিশ্রাম করুন। বিকালে দর্শন দেবেন। আমি তাদের প্রসাদ ও যথাযথ বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। মা বললেন–এই রোদে কতো কষ্ট করে এসেছে। কতো আশা নিয়ে এসেছে। আসুক না। আমার বিশ্রাম তো আছেই। মা তাদের দর্শন দিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচারটা কথা বললেন। ফলমিষ্টি প্রসাদ দিলেন। তারা চলে গেলো। মা বিশ্রামে গেলেন।

ঘটনাটা ছোট্ট। তবু আজ ভাবি–কতো শিক্ষনীয়। কতো অনুবর্তনীয়। আমি ভাবি–'নাই যে সময়, নাই নাই।' কিন্তু মার কাছে ভক্তদের জন্য সব সময়ই সময়। দেখেছি এমনি আরো কতো ঘটনা। মা কাকেও নিরাশ করতেন না, ফিরাতেন না। জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসে আজো সেদিনের স্মৃতিটা ও অন্য স্মৃতিগুলো বারবার মনে জাগে। প্রয়াস করি এই স্মৃতিগুলোকে কাজে লাগাতে। কখনো পারি, কখনো পারি না। যদি পারতাম জীবন আরো সুখপ্রদ ও লাভপ্রদ হয়ে উঠতো। কতো সময়ই তো কতোভাবে যায়। যায় অকাজে। যায় অলস শয়নে। যায় অন্যমনে। তবু বলি–'নাই যে সময়, নাই নাই।' তাই মায়ের কাছেই প্রার্থনা হলো–'যে পথ দিয়ে যাব চলে, সবারে যাব তুষি।'

॥ বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ॥

১৯৭৮। দেওঘর। বসন্তকাল। সকালবেলা। মা ও শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ একান্তভাবে বসে আছেন। আলাপচারিতায়। এমন সময় এক ভক্ত এলো। পরিচিত। প্রণাম করে তাঁদের কাছে বসলো। কন্যার বিবাহে চিন্তিত। শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে প্রায়শই আশীর্বাদ প্রার্থী হয়। সেদিনও হলো। শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ মাকে দেখিয়ে বললেন–'মাকে বলো। তাঁর আশীর্বাদে সবই হয়।' মা বললেন–'বাবাকেই বলো। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ বললেন–'মা চালাক লোক। এড়িয়ে যাচ্ছেন। তুমি মাকেই ধরো। তাঁর আশীর্বাদে সব হয়। তোমারও হয়ে যাবে।' মার তাৎক্ষনিক প্রতিউত্তর–'চালাকের যে চালাকি ধরে, সে আরো চালাক।'

পরবর্তী ঘটনা আর নাইবা টানলাম। শুধু এইটুকুই বলা–ভাবলে অবাক হতে হয়, মায়ের এই প্রতিউত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে কতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। উপস্থিত বুদ্ধি। শুধু এইদিনের এই ঘটনাই নয়, নামীদামী, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিজ্ঞ, বড় বড় সাধু-মহাত্মাদের সাথে কথা বলার সময়ও শুনেছি তাঁর নানা প্রত্যুৎপন্নসম্পন্ন প্রতিউত্তর। যেখানে সকল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকদের মাথাও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে। এ বুদ্ধি পুঁথিগত বুদ্ধি নয়। আত্মবোধ জনিত। ঈশ্বরপ্রসাদ জনিত।

॥ স্নেহশীলা জননী ॥

১৯৭৪। পুণা। গ্রীষ্মকাল। মায়ের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ পুণা আশ্রমে রয়েছেন। মাও আছেন। আমারও যাবার কথা ছিল। হয়নি। শেষপর্যায়ে গেলাম পাটনায়। আশ্রমিক কাজে। আর সেখান থেকে আকস্মিকভাবে পুণা। পুণা গিয়ে বললাম–পাটনা এসেছিলাম, তাই চলে এলাম। যেন বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার। তখন ও পরবর্তী কালে অনেক দিন, অনেকে প্রায়শই কৌতুক করে বলতেন–পাটনা থেকে পুণা খুবই কাছাকাছি। আসলে তা নয়। টানটা মায়ের প্রতি। অন্তরের টান। সবক্ষেত্রেই টানটা যদি অন্তরের হয়, ভৌগোলিক দূরত্বটা দূরত্বই নয়। পুণা কেন? পাটনা থেকে প্যারিসও তখন খুব কাছাকাছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে গিয়ে যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন ডুবুডুবু। বৈকালিক সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান সমাপন প্রায়। মা আমাকে দেখে দারুণ খুশি। আর টানটা মায়ের দিক থেকেও ছিল বলেই তো পাটনা ও পুণা কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। বিপুল ভক্ত সমাগমের মধ্য থেকে মা আমাকে নিয়ে হলের বাইরে বের হয়ে এলেন। প্রবেশ করলেন একটা ঘরে। ডাকলেন আশ্রম সেবক ও সেবিকাদের। ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে লাগলো। মা তাদের এটা করতে বলেন, ওটা করতে বলেন। এটা আনতে বলেন, ওটা আনতে বলেন। বাইরে লোক ময়। আমি তো মরমে মরি, বলি—আপনি যান। এরা সব করে দেবে। আমি সব করে নেবো। কিন্তু মা কি শুনেন? এলো নূতন বিছানাপত্র। এলো নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার। নানাবিধ টুকিটাকি। জলপাত্র। জলখাবার। স্নেহের পরশের প্রকাশ। সামনে বসে খাওয়ালেন। তারপর গেলেন।

এটা যে আমার কোনো যোগ্যতার জন্য বা বিশেষ করে আমার জন্য তা কিন্তু নয়। মা সবার জন্যই করতেন। এরূপ আরো অনেক ঘটনাই আমার জীবনে যেমন ঘটেছে, তেমনি দেখেছি আরো অনেক ক্ষেত্রেই। মা সবার জন্যই করতেন। উৎস মাতৃস্নেহ। শুধুমাত্র আতিথেয়তা নয়। আর আতিথেয়তার সুন্দর নিদর্শন হিসাবেও যদি আমরা মায়ের এদিকটার অন্ততঃ কিছুটা অনুসরণ করতে পারি, তাহলে সংসার জীবনই হোক বা আশ্রম জীবনই হোক, আনন্দ, মঙ্গল ও শান্তিতে ভরে উঠতে পারে। সেই প্রার্থনাও রলো মায়ের কাছেই।

॥ মা আমার প্রতিকূল পথের দিশারী॥

১৯৭৪। পুণা। গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ন বেলা। মা তাঁর শোবার ঘরে খাটে বসা। আমি বসা মেঝের কার্পেটে। অন্য কেউই নেই। মা তাঁর মুখের হলুদ তোয়ালেটা সরিয়ে ঠোঁটের কোন অংশটুকু দেখিয়ে, পুনরায় তা ঢেকে, ঠোঁট ফোলার ইতিবৃত্তটুকু বললেন।

কিছুদিন আগে গুজরাট অঞ্চলে গেছেন। একটা নূতন জায়গায় যাবার কথা হলো। সেখানকার ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে। তাদের তেমন প্রস্তুতি ছিল না। মা তো গৃহস্থ ঘরে থাকবেন না। তাই শুনে তারা তাড়াতাড়ি একটা সুন্দর কুটিয়া তৈরী করলো। উপরে লতাপাতার আচ্ছাদন। বেড়াগুলো লতাপাতা মেলানো। বেড়াতে মাটির প্রলেপ। কিন্তু প্রলেপ তখনো ভালো করে শুকায়নি। মেঝেটা পাকা। কিন্তু ভিজে-ভিজে। ঘরে চৌকি প্রভৃতি সবই রেখেছে। মেঝেতে কার্পেট প্রভৃতি পাতা। কোথাও আন্তরিকতার ত্রুটি নেই। এখন কি করা? ভাবনা যে হয়নি তা নয়, সঙ্গী সাথীরা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু ভক্তরা দুঃখ পাবে বলে ঐ ঘরেই থাকা হলো। পরদিন সকালে দেখা গেলো ঠোঁটটা ফুলো-ফুলো। সবাই ভাবলো কমে যাবে। কমে না। তখন থেকেই সূত্রপাত। এখনো আছে। হয়তো কাকতালীয়বৎ। কিন্তু সবাই বলে ঐ ঘরে ঠান্ডা লাগা থেকেই হয়েছে।

আজ মা স্থূল ভাবে নেই। সেদিনের ইতিবৃত্তের পরবর্তী পরিণতিও আমার আর তেমন জানা নেই। কিন্তু ঐ ইতিবৃত্তটুকুই আমার জীবনে এক নুতন পথের দিশারী হয়ে রলো। আজ পথ চলতে চলতে প্রায়শই নানা জাতীয় প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু পথ খুঁজে পাই এই স্মৃতিটুকু দিয়েই। মা অনেককেই তাঁর জীবনের অনেক ভালো দিক দিয়ে গেছেন। সে যেভাবে, যেরূপেই হোকনা কেন। আমার মনে হয় আমি পেয়েছি তাঁর পথচলার দিকটা, ঘোরাফেরার দিকটা। আজ এখানে তো, কাল ওখানে। আজ এক অনুষ্ঠানে তো, কাল আর এক অনুষ্ঠানে। 'সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ।' সব জায়গায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল পরিবেশ পাবো এটা না ভাবটাই শ্রেয়। তাছাড়া অভ্যাস ও অন্য কারণে চাহিদাটা প্রচন্ডভাবে বেড়েও গেছে। তবু আন্তরিকতার জন্য এমন জায়গায়ও দিন কাটাতে হয় যেখানে হাজারো প্রতিকূলতা। সেখানে মায়ের এই ইতিবৃত্তটুকুই নিশীথরাতের ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায়। প্রার্থনা-মায়ের এই দৃষ্টান্তটুকু আমাদের মাঝে আরো সুন্দর করে ফুটে উঠুক।

॥ সম সর্বেষু ভূতেষু॥

১৯৭৪। পুণা। বৈকালিক সৎসঙ্গ চলাকালীন সংবাদ এলো রাত ন'টার দিকে একজন মারাঠী মহাত্মা মার সাথে দেখা করতে আসতে চান। মা বললেন–তথাস্তু। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি হলো। মায়ের পাশেই একটা চৌকিতে আসনাদি দিয়ে তাঁর বসার ব্যবস্থাদি রাখা হলো। রাখা হলো গন্ধ, পুষ্পমাল্য,বস্ত্রাদি ও ফলাদি সহ ডালা। যথাসময়ে মা এসে তাঁর আসনে বসলেন। আমরাও সমবেত হয়ে বসে আছি তাঁর প্রতীক্ষায়। একটু রাত। তাই ভক্তজনের উপস্থিতি কিছুটা কমই। বিশেষভাবে উপস্থিত রয়েছেন আশ্রমিকরাই। মহাত্মাজী বেশ কিছু সংখ্যক ভক্তবৃন্দসহ একটু দেরী করেই এলেন। মা আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। মা মহাত্মাজীকে তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন। মহাত্মাজী সেখানে বসলেন না। তিনি মার কাছে মাটিতেই বসে পড়লেন। মাও তৎক্ষণাৎ সবাইকে অপ্রস্তুত করে মহাত্মাজীর পাশে নিচেই বসে পড়লেন। আমরাও তখন নিচেই বসা।

ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু কি মধুর দৃষ্টান্ত। সেদিনের স্মৃতিটা আজো যখন মনে পড়ে, সম্ভ্রমে মায়ের প্রতি মাথা নত হয়ে আসে। ধর্ম নয়, দর্শন নয়, শুধুই জাগতিক ব্যবহার। আমরা যেখানে একটু এদিক ওদিক হলে দ্বিধাগ্রস্ত হই, রোষান্বিত হই, আমাদের অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সেখানে মায়ের কি মধুর মূরতি। কতো সহজ, কতো সরল, কতো স্বাভাবিক। এই জাগতিক ব্যবহার তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। হৃদয় প্রসূত। সমভাব থেকে। সম সর্বেষু ভূতেষু। ভেদাভেদ বিরহিত অনুভূতি।

আমরা এই সমভাব আশা করতে পারিনা। এটা সাধনা ও অনুভূতি সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা যদি এই দৃষ্টান্তটাকে লোকাচার হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমাদের সামূহিক জীবন হয়ে উঠতে পারে অনেক মধুর। অনেক সুন্দর। মায়ের কাছেই রলো সেই প্রার্থনা। আমাদের শুভবুদ্ধি তাঁর আশিসেই জাগ্রত হোক।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

"তোমরা মনে কর না কেন এ শরীর একটি ভাবের পুতুল।" (মাতৃদর্শন, ভাইজী)

ব্রহ্মময়ী মা সক্রিয় হন জীবের জন্য, যদিও তিনি নির্বিকার। মায়ের নিজের দিক থেকে সৃষ্টি হল তাঁর লীলা অথবা ক্রীড়া। সৃষ্টিলীলা অভাব মূলক নয়। মা জগল্লীন এবং জগদ্‌তিরিক্ত। তিনি পুরুষোত্তম অর্থাৎ গুণবিমন্ডিত পরিপূর্ণ সত্তা। জগতের যে সকল গুণ 'পুরুষে' দৃষ্ট হয়, তারই পরিপূর্ণতম বিকাশ মাতে, তাছাড়া তিনি অন্যান্য বহু অচিন্ত্য গুণ ও শক্তির আধার। মা পারমার্থিক সত্য এবং অবাধিত স্বরূপ।

কঠিন অরূপের দিকে আসক্তি নিরানন্দ শুষ্ক জগতের সৃষ্টি করে, তাই অরূপের ভেতর রূপময়ীর, রূপ ভাবনা করে মাকে পেলাম। মায়ের রূপরসগন্ধই রূপাতীতের প্রতিরূপ, তাঁর রূপলীলাই অরূপলীলার দ্যোতক মনে করে আমরা ভাবানন্দে মাকে আঁকড়ে ধরলাম। সাধনার খেলায় মা বেটী ভক্ত সেজে ভাবের পথে ভগবানকে পাওয়ার অনির্বচনীয় উপাসনায় বিশ্বকে রসে এবং আনন্দলোকে পরিণত করলেন।

ভগবানের উপাসনার অসংখ্য রূপভঙ্গিতে এক ভাবলোকের প্রকাশ হল।

মনোমূলক ইন্দ্রিয়জগতকে অবহেলা করা যায় না, তাই অরূপকে রূপের ক্রোড়ে নিহিত করে নিজে যেমনি রূপবান, তেমনি অরূপেও রূপবান করে নিজের সামাজিকতার ভেতর স্থান দিয়েছি। নিজের সহধর্মিত্বের ভেতর তাঁকে নিয়ে এসেছি, না হলে ব্রহ্মময়ী মা ও সন্তানের ভাবের আদান প্রদান চলে না। পরম করুণাময়ী ব্রহ্মময়ী মা মনুষের রূপ গ্রহণ করে ভাবনাকে পরিপূর্ণ করেছেন। যতক্ষণ শুধু মা অরূপ লোকে ছিলেন ততক্ষণ আমাদের মন তাঁকে মানবীয় ভাবেই চেয়েছে, যখন তাঁর প্রকাশ হল তখন মানুষের রূপের সঙ্গে ভাবও তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেল। মা বলেছেন, 'তোমরা চেয়েছ, তাই পেয়েছ'।(মাতৃদর্শন, ভাইজী)

ভাব একটা ধারণা, নানা শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে। ভাবের প্রতিশব্দ অসংখ্য, তাদের মধ্যে কল্পনা, অনুভূতি, অভিপ্রায়, বস্তুপ্রকৃতি, সঞ্চারিত ধারণা, আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রধান। তাছাড়া ভাবের দ্বারা মনোভাব, আচরণ এবং ভঙ্গি প্রকাশিত হয়। পরিবর্ত্তন আনে ভাব। মনের প্রাকৃতিক বিন্যাসের রূপান্তর ঘটায় ভাব। অন্তর্নিহিত মর্মার্থের সঙ্গে ভাব পরিচিত করায়, তাছাড়া অমূর্ত বা আদর্শ প্রবণতার বহিরঙ্গের সঙ্গেও ভাব মিলন ঘটায়। ভাবে দৈহিক পরিবর্ত্তন হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ভাব দ্বারা আলোড়িত হয় এবং তাদের রূপান্তর ঘটে। শুধু তাই নয়, অভ্যন্তর অন্তঃকরণ চতুষ্টয় যথা মন, বুদ্ধি চিত্ত এবং অহংকার ভাব দ্বারা প্রতিমুর্হূতে চিরকালই পরিবর্তিত হয়। মন প্রধানতঃ সংকল্প ও বিকল্পের কারণ, বুদ্ধি হল পদার্থের নিশ্চয় কারণ, চিত্ত হল আপন ইষ্ট চিন্তার হেতু এবং অহংকার হল 'আমি' 'আমি' অভিমান (বিবেকাচূড়ামণি, পৃঃ৯৬)। 'আমি' এবং আমার রূপ যে মোহের আশ্রয় রূপ দেহ, তা ভাব দ্বারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আবেগ প্রবণ হয় এবং উন্মত্ত হয় মানসিক বিভ্রান্তিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবেগহীনতা এবং গতিহীনতার মধ্যে ভাব আলোড়ন সৃষ্টি করে। মন স্বচ্ছ জলের মত যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন তাতে তরঙ্গ নেই। স্বাভাবিক সরোবর হলে তরঙ্গ কোথায়? কিন্তু বাতাস বইতে থাকে, তখন জলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তরঙ্গ প্রবাহ চোখে পড়ে। মন বর্ণহীন এবং গতিহীন, কিন্তু ভাব দ্বারা মুর্হুত মধ্যে গতিবান হয়, রঙ্গিন হয়ে ওঠে। বসন্ত–বর্ষাতে, পাখীতে–পশুতে, প্রজাপতি-ভ্রমরে, বৃক্ষে-লতায়, ফুলে-পাতায়–বিশ্বময় ভাবের দোলা, ভাবের তরঙ্গ বিভিন্ন ভাবে, নানারূপে বিশ্বজীবনে এবং জড়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

চোখ তা দেখছে, কেবল কোমল রূপ ও আকার দেখছে–এ দেখা কেবল বাইরের দিকটা। এই তো হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল ভাবের সূক্ষ্মরূপ চোখ দেখতে পায় না, কারণ তা অভিভাবনের মধ্যে সমাধিস্থ থাকে মানবের অন্তরলোকে। তাছাড়া সব সময়ই ভাব রূপে আসবে এমন কোন কথা নেই। ভাব তাই যেমন মূর্ত হতে পারে, ঠিক তেমনি অমূর্তেও থেকে যেতে পারে।

ভাব শব্দটা সম্পর্কে ভাবচূড়ামণি বলেছেন যে শব্দের দ্বারা ভাবের প্রকাশ হবে না। মনের ধর্ম ভাব, আসলে মন নিয়েই গন্ডগোল। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তন্ত্রও বলেছেন 'ভাবস্তু মানসো ধর্মঃ শাবদঃ স হি কথং ভবেৎ' (পুরশ্চর্যানবতন্ত্র, নবম তরঙ্গ)। তবে ভাবের কথা বলা না গেলেও তার কেবল ইঙ্গিতমাত্র করা যায়, 'যথেক্ষুগুড়মাধুর্যমশনে জ্ঞায়তে প্রভো। তথা ভাববিভাবস্তু মনসা পরিভাব্যতে' (পুরশ্চর্যানবতন্ত্র , নবম তরঙ্গ) অর্থাৎ 'আখের গুড়-এর স্বাদ যেমন খেলেই বোঝা যায়, সেই রূপ মনের দ্বারাই ভাব-বিভাব চিন্তা করতে হবে।' ভাবের অভ্যাস ও মন দ্বারা করার কথা বলেছেন বামকেশরতন্ত্র, 'মন সৈব সদাভ্য সেৎ।' কুলাবলী তন্ত্র স্পর্ষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে 'ভাব না থাকলে জপ-তপ, যন্ত্র-মন্ত্র কিছুই ফলপ্রদ হয় না। ভাবে সবই হয়। ভাবে বৃদ্ধি, ভাবে শুদ্ধি, ভাবে দেহশোধন এবং ভাবে মুক্তি হয়। ভাব না থাকলে ন্যাস করে কিছু হবে না, পূজাও হবে না, সব কিছু ব্যর্থ হবে' (কোলাবলী তন্ত্র, ১১/৪-৫, ৬-৭)। ভাবের কথায় রুদ্রযামল তন্ত্র বলেছেন, 'নানা হোমক্রিয়াভিঃ কিং যদি ভাবো ন লভ্যতে। ভাবেন জ্ঞানমূৎপন্নং জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥' (রু. যা.উ.ত ১/২২২-২২৩) অর্থাৎ 'ভাব না থাকলে হোম ক্রিয়ার দ্বারাও কিছুই হবে না। ভাবের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় আর জ্ঞান থেকেই মোক্ষলাভ হয়।' রুদ্রযামল আরো উল্লেখ করেছেন যে 'ভাবের দ্বারা সব লাভ হয়, ভাবে দেবদর্শন হয়, পরম জ্ঞানলাভ হয়। ভাব সর্বশাস্ত্রের গূঢ় বস্তু, সর্বেন্দ্রিয়ে অবস্থিত। ভক্ত যখন দেবীভাব লাভ করেন, তখনই তাঁর সিদ্ধি হয়।' 'ভাবেন লভ্যতে সর্বং' অর্থাৎ ভাব দ্বারা সবকিছু লাভ করা যায়।

শ্রীরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে বলেছেন, 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।' অর্থাৎ ভাব চিত্তবিক্রিয়ার প্রথম অবস্থা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'অলংকার কৌস্তভের 'সুবোধনী টিকায়' উল্লেখ করেছেন "চিত্তে নির্বিকারাত্মকে সতি-রত্যাখ্যভাবোদয়াদ্যা প্রথম বিক্রিয়া, অর্থাৎ চিত্তস্য যথাসম্ভবংতনোশ্চ।" অর্থাৎ 'নির্বিকারাত্মক চিত্তে রতিভাব উদিত হলে চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া ঘটে, তা যথাসম্ভব দেহেরও বিকার ঘটায়।' ভক্তির সঙ্গে ভাব একাত্ম। ভগবানের প্রতি বা ইষ্টের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমের প্রকাশ হল ভাব। ইষ্টের প্রতি প্রেম প্রকাশে কখনও কখনও রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি বিকার ভাব লক্ষ্য করা যায় এই যে বিকার তা কিন্তু মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, অনবরত চলতে থাকে না। ভাব বিকার আর ভাবলক্ষণ একই কথা। ভাব কখনও কখনও কিছুক্ষণ বহিরঙ্গে প্রকট থাকার পর অন্তর্লোকে বা চিত্তবৃত্তিতে বিরাজমান থাকে। ভাবের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই সমাধি। এই ভাবোপলব্ধির স্তর থেকেই ভক্তে আর ভগবানে প্রেমের আদান প্রদান শুরু হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের মধ্যে ভক্তের ভাব তাঁর সাধনার খেলায় দেখা গেছে। লীলার জন্য বিপিনতনয়ার রূপের প্রকাশ, অপূর্ব প্রকাশ! ভাবের খেলায় তাঁর খেয়ালে রাগানুগা এবং রাগাত্মিকা ভক্তির অনিবর্বচনীয়তা তাঁকে ভক্ত ও ভগবানের সাধনানুভূতি ও বিচিত্রসুন্দর লীলাভাবে বিমন্ডিত করেছে। মায়ের লীলাদি 'স্বভাবজ' ক্রিয়ার পিছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, যাকে মা খেয়াল বলেছেন। তবু বয়োগুণাদি কারণ বশতঃ চিত্তের প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাবের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর দেহে–তাকে লীলাবিলাস ইত্যাদি রূপে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। লীলা বিলাস হল একটা ভাবের খেলা। এই খেলা খেলতে গেলে কোন কারণের প্রয়োজন হয় না, কোন কারণ ছাড়া খুসীতে যেন আপনা থেকেই তার উৎপত্তি, এ যেন মায়ের আপন খুসীতে ভারতবর্ষরূপ পুষ্পে অকারণ ঘুরে বেড়ানোর অনির্বচনীয় খেলা!! স্ব-ভাব হল যার ভাব সুষ্ঠু প্রকার নেই বলে অবধারিত, তাই স্ব-ভাব।স্ব-ভাবে ভেদবৈষম্য নেই, সব নিরবয়ত্ব। ব্রহ্মের অচলত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব হল স্ব-ভাব। অদ্বৈতের বর্ণনার সাধ্য কারো নেই, কারণ ভাষাই নেই ভাষায় এলেই দ্বৈত, তাই বলতে হয় স্ব-ভাবও অনাদি। দ্বৈতপ্রবণ চিত্তের কপোলকল্পিত হল স্ব-ভাব। মা যার নাম দিয়েছেন 'খেয়াল'। ভাব অদ্বৈত। মা বলেছেন "অদ্বৈত ভাব-ভাব অদ্বৈত হইল যে মহাপূর্ণ অখন্ড প্রকাশেতে নানা সর্ব বিগ্রহগণের যেখানে যে যে ভাব, সেই সেই ভাব যেখানে যে ভাবের ঐ মহাপ্রকাশ। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব আছে, হইতে পারে, এই সবের মূলটি হইল অদ্বৈত। যেখানে যে ভাব আছে আলাদা আলাদা থাকিয়াও অবাধ প্রকাশ-'সবেতে যা সর্বাঙ্গীণ' (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, ৬ষ্ট ভাগ)।

মায়ের দেহটাই তো ভাবদেহ, জগতের কল্যাণ, শান্তি ও অভ্যুদয় উপলক্ষ করে বাঙ্গময়ী রূপে মার আবির্ভাব। তাঁর শরীরে ভাবাবেশের কারণ সম্পর্কে মা প্রকাশ করেছেন, "তোরা ভাবাবেশের লক্ষণ দেখতে চাস, তাই এ শরীরে কখনো কখনো তার প্রকাশ হইয়া পড়ে"। (মাতৃদর্শন, ভাইজী)

ভাব বিকশিত হয়ে ওঠে একটি বস্তুকে আশ্রয় করে। আসলে বস্তুত বাহ্য। যদি বাহ্য না হয়ে অন্তরের কথা হয়, তবু একই কথা। অন্তরে মূর্ত্তিধ্যান চিত্ত থেকে বাহ্যই। অবলম্বিত বস্তু ও উদ্দীপক বিশেষ পরিবেশেরই নাম বিভাব। বিভাব অব্যক্তকে ব্যক্ত করে। অগ্নিপুরাণ বলেছেন, "বিভাব্যতে হি রত্যাদির্য্যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥" অর্থাৎ 'রতি প্রভৃতি ভাব যাকে অবলম্বন করে এবং যে পরিবেশে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত হয় তারই নাম আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব।' ১৯২৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে মায়ের শাহবাগের দরবারে কীর্ত্তন হল, মা ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন। মেয়েদের সিঁদুর দেবার কালে মাটিতে ঢলে পড়লেন। মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর খাড়া হয়ে দুহাত উপরে তোলেন এবং মাথাটি একেবারে পিছনের পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে পলকবিহীন, স্থির, ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একসময় মার শরীর তালে তালে নৃত্য করতে করতে পড়ে গেল, গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। নেশার মত ঢুলুঢুলু ভাবে শরীরটা উঠে বসল আর দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। তাঁর মধুর চাহনি. মুখশ্রী এবং গদগদ ভাব দেখে অনেকে বলছিলেন, "গ্রন্থাদিতে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার ভাবাবেশের কথা পড়িয়াছি তাহাই আজ শ্রীশ্রীমায়ের অঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখিলাম" (মাতৃদর্শন, ভাইজী)। এই যে ভাব মায়ের দেহকে অবলম্বন করে সংকীর্ত্তনে প্রকাশিত হল, সেখানে বিভাব মায়ের দেহ, উদ্দীপন বিভাব সংকীর্ত্তন, ভাব হল গৌরাঙ্গ ভাব।

বিভাবের পরই আসে অনুভাবের কথা। চিত্তে ভাবৈশ্বর্য নিয়ে সংকীর্ত্তনে মাতৃ-শরীর আত্মসমাহিত থাকতে পারে নি, এ হল ভাবুক ভক্তের ভাবনা। মা ভাবের ঊর্ধ্বে, সন্তানের শিক্ষার জন্য তাঁর এ হ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলারূপীয় ক্রিয়া–'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।' সাধনার খেলার রহস্য অনির্বচনীয় বুদ্ধির দ্বারা এ রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। ভক্তের ভেতর যে অলৌকিক প্রেরণা ও সংস্কার রয়েছে, মায়ের সুন্দর ভাবের খেলায় তারই তো বহিঃ প্রকাশ। ভক্ত সাধকের ভাবে মার চিত্ত ভাবসংঘাতের বৈচিত্র্য নিয়ে দেহকে সংক্রামিত করে, তখন সর্বাঙ্গে চিত্তাবেগের নব নব তরঙ্গ অনির্বচনীয় ভাবে অভিব্যক্ত হয়–এই ভাবকে অন্তর্লীন করে রাখা যায় না, মাও তা ভুবন মঙ্গলের জন্য গুপ্ত রাখার খেয়াল করেন নি। শুধু মা নয়, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিনী শ্রীরাধাজীও মানুষী দেহ ধারণ করে আত্মসমাহিত থাকতে পারেন নি। ভাবের মহাবিশ্বে এ এক মহারহস্য।

তবে ইচ্ছে করে মা ভাব প্রকাশের বিন্দুমাত্র চেষ্ঠা করেন নি, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নই আসে না। মা স্ব-প্রকাশ, স্ব-ভাবের প্রকাশ অর্থাৎ আত্মভাবের এই স্বতর্স্ফূত প্রকাশ অন্যের গোচরীভূত হোক–এ রকম অভিপ্রায় ভাবপ্রকাশের বেলায় কারো থাকে না; তিনি দেবতা বা মানুষ যেই হোন না কেন। মা তো কোন শ্রেণীতে নেই, তিনি নিজেই ভাব, নিজেই ভাবময়ী। মায়ের ভাবের ঐশ্বর্য, তাঁর মাধুর্য ভক্তরা ভোগ করেছে, তাই স্ব-ভাবের এই পরস্বীকরণী শক্তির রূপায়নের নামই অনুভাব-যাকে অন্যে অনুভব করে। ভগবত প্রেম প্রকাশ করে ভক্তের শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় অনুভব–এ হল শ্রীরূপ গোস্বামীর বক্তব্য। নৃত্যকরা, ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া, উচ্চস্বরে গান করা, আড়মোড়া দেওয়া, মুখ থেকে লালা পড়া, উন্মাদের মত অট্টহাস্য করা ইত্যাদি অসংখ্য অনুভাব রয়েছে। তাছাড়া দেহ বিক্রিয়া থেকে দেহ বিপর্যয় পর্যন্ত সবই অনুভাবের সীমায়। মন থেকে দেহে অনুভাবের চলাচল। মার তো মন নেই বলা হয়েছে-তাহলে তাঁর শ্রীঅঙ্গে অনুভব প্রকাশিত হল কেন? অনুভাবের স্বরূপ হচ্ছে ক্রিয়া, মার ক্ষেত্রে তা 'স্বক্রিয়া।' মার দেহে মৃদু কম্পন থেকে আরম্ভ করে তান্ডব পর্যন্ত সমস্ত অনুভব বিকশিত হয়েছে।

সাত্ত্বিক ভাবগুলি আট প্রকার "তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাংস্বরভেদোহথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতা॥" অর্থাৎ 'স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, বেপথু, অশ্রু ও প্রলয়। সাত্ত্বিক ভাব গুলিকে মায়ের ভাবের খেলায় প্রকাশিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। সাত্ত্বিক ভাবে মার লীলা কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত নয়, কারণ কোন কিছুর অভাবে তো তাঁর ভাব নয়, আপনা আপনি অকারণ কারণে আনন্দে তাঁর ভাবের উৎপত্তি এবং প্রকাশ। মার বয়স তখন আর কত হবে, বড়জোর আড়াই কি তিন বছর। মোক্ষদাসুন্দরীর কোলে বসে কবিগান শুনছেন। গানটি হল এই রকম :'গিয়ে উদয় কৃষ্ণের রাজসভায়/হায় হায় উন্মাদিনী প্রায়ঃ/প্রেমের কাঙলিনী দুঃখিনী উন্মাদিনী প্রায়।' মা বাড়ি এসে কলাগাছের ঝোপের তলায় বসে আপন ভাবে গাইলেন "প্লেমেল কাঙালিনী দুঃখিনী উন্মাদিনী প্লায়।" ভাবে বিভোর, মার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে! (স্বক্রিয়স্বরসামৃত, দ্বিতীয় ভাগ)। শ্রীরাধা ভাবনার দ্বারা মায়ের চিত্ত তাঁরই খেয়ালে অভিভূত হল, তা থেকেই সাত্ত্বিকভাব উৎপন্ন হল–প্রবাহিত হল নেত্রোদ্ভব ধারা অশ্রু। মা বলেছেন, "ভাব স্বরূপ ঐ অশ্রু--ঐ যে অফুরন্ত জলধারা মুছলেও যাচ্ছে না, পিচ্‌কারীর মতও' (স্বক্রিয়স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ)। মার শরীরে সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশের প্রশ্নে মা বলেন, "আপনা আপনি-স্বমূলতঃ স্বক্রিয় নাম নামী অভিন্ন। নাম স্বরূপ যেখানে, এই লক্ষণাদি ও তৎতত্ত্ব স্বমূল ক্রিয়ায় সেখানে যেইটি হওয়ার"। (স্বক্রিয়াস্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ)

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি স্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা

দশমহাবিদ্যা

—ডা. শুকদেব সিংহ

শক্তির চূড়ান্ত রূপ 'দশমহাবিদ্যা'য়। কিন্তু এই রূপগুলি মার্কন্ডেয় চন্ডীর অন্তর্গত নয়। মার্কন্ডেয় চন্ডীতে দেবীর বিভিন্ন অসুর নিধনের কথা আছে, কিন্তু দশমহাবিদ্যা তেমন নয়। 'মহাপুরানের দশ মহাবিদ্যায় শক্তির সঙ্গে শিবের তারতম্য দেখান হয়েছে। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা শক্তির এই দশটি রূপ নিয়েই দশমহাবিদ্যা। এক বগলা ছাড়া কোন রূপেই অসুরের সন্নিবেশ নেই।

কনখলের এক সুপন্ডিত সাধু তাঁর রচিত 'দশমহাবিদ্যা' গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারের সঙ্গে দেবীর 'দশমহাবিদ্যা'র সাদৃশ্য দেখেছেন। কিন্তু এ কেমন করে মানা যায়? ভগবানের দশাবতারের মধ্যে প্রকারান্তরে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর ক্রমিক জন্ম-রহস্য। প্রথম অবতার ভগবান জলমগ্ন পৃথিবীতে মৎস্যরূপে অবস্থান করেছেন, পরবর্ত্তী কূর্মরূপে তিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠ ধারণ করে রেখেছেন। তারপর যখন জলমধ্য থেকে ভূমির উত্থান হয়েছে তখন কোমল ভূমিখন্ডে বন-জঙ্গলের হয়েছে প্রাদুর্ভাব। সেই বন-জঙ্গলে ভগবান বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়ে দন্তে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। তারপর এসেছে মানব। স্বল্পকায় মানবরূপে ভগবান হয়েছেন বামন আবতার। মানুষের জন্ম হলেও হিংস্র মানুষও জন্মেছে, তাই নৃ-সিংহ। নৃসিংহের পরে সুস্থ সবল মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, দেব-মানবেরও। রাম, পরশুরাম, প্রভৃতির নাম তাই আমরা পাই। যাই হোক এ আমাদের বক্তব্য বিষয় নয়। তাই এখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

'দশমহাবিদ্যা' কোথাও কোনরূপ পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং 'মার্কন্ডেয় চন্ডী'তে দেবীর ক্রমান্বয়ে অসুর নিধনের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্প্রসারণের কিছু ইঙ্গিত আছে। চন্ডীতে প্রথম চরিত্রে দেবী মহাকালীরূপে যোগনিদ্রাভিভূত নারায়ণকে জাগ্রত করে মধু-কৈটভকে বধ করিয়েছেন। এই মধুকৈটভের অতিরিক্ত পরিমাণ মেদ জল মধ্যে পড়ে জলের উপর ডাঙ্গা জেগেছে, তাই পৃথিবীর অন্য নাম মেদিনী। পৃথিবীতে মৃত্তিকার আবির্ভাবে বন-জঙ্গলও জন্মেছে, জন্মেছে সব বন্য জন্তু-জানোয়ার। তাদেরই অন্যতম মহিষাসুর—মহিষীর গর্ভেই তাঁর জন্ম। দেবী চন্ডীর দ্বিতীয় চরিত্র 'মহালক্ষ্মী' রূপে সেই মহিষাসুরকে বধ করেছেন। বন্য জন্তু জানোয়ারের পর এসেছে মানুষ। তাও প্রথমে তারা ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত ও হিংস্র তারাও অসুর। দেবী তৃতীয় চরিত্রে তাই 'মহাসরস্বতী' রূপে সেই শুম্ভ নিশুম্ভ, চন্ড-মুন্ড প্রভৃতিকে বধ করেছেন। এই ভাবে দেবীর প্রকাশিত রূপের সঙ্গে পৃথিবীর ক্রমিক উদ্বর্তনের একটি যোগসূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তাও অসুর-নিধন বিষয়ে।

শিব ও শক্তির তারতম্যমূলক দশমহাবিদ্যার সঙ্গে পূর্বের অসুর-নিধনের কি কোন সাদৃশ্য আছে? একেবারেই না। তাই দশমহাবিদ্যার প্রসঙ্গে ওই সব কথা অবান্তর।

এবার দশ-মহাবিদ্যার প্রসঙ্গেই আসা যাক্। শক্তি-সাধকেরা, বিশেষত তান্ত্রিকেরা, শক্তিকে সর্বোচ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান দিয়েছেন। শক্তিই সব, মূলীভূত সনাতনী। সেক্ষেত্রে শিবও কিছু ন্যূন।

দশমহাবিদ্যার গল্পটি এখানে প্রাসঙ্গিক। রাজা দক্ষ এক সময় নিজ আবাসে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। তাতে নিমন্ত্রণ সকলের, শুধু শিবের নিমন্ত্রণ নেই। সতীর আর-সব ভগ্নীরা আকাশপথে নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন দেখে দক্ষকন্যা সতীরও পিতৃগৃহের যজ্ঞে যাওয়ার ইচ্ছা হল। সতী শিব-সকাশে পিতৃগৃহে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন, সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু শিব অনড়। শেষে বিরক্ত মনে শিব বললেন–'তুমি যদি চাও, যেতে পারো, কিন্তু আমি যাবো না। বা নিয়ে যেতেও পারবো না।' শিবের এই আত্মম্ভরিতায় সতী হলেন ভয়ঙ্কর রুষ্ট ও ক্ষিপ্ত। তিনি তখন নিজরূপ প্রকাশ করে দেখাতে চাইলেন তাঁর শক্তির কাছে শিব কিছুই নয়, তিনি শবরূপে কালীরূপ শক্তির পদতলে পড়ে আছেন। শক্তি যখন শিবের মধ্যে থাকে তখন শিব শিব, কল্যাণের অধিকর্তা। কিন্তু শক্তি বাইরে বেরিয়ে এলেই শিব নিষ্ক্রিয় শবমাত্র। তারা মূর্তিতেও তাই। ষোড়শী মূর্তিতে দেবী বিষ্ণু (হরি বা সিংহ) পদ্ম (ব্রহ্মা) আর শিবের উপরে আসীন। তিনিই সকলের অধীশ্বরী। ভুবনেশ্বরীতে প্রায় একই রূপ। পার্থক্যের কথা পরে বলবো। ভৈরবীতে তিনি শ্রেষ্ঠ সাধিকা। 'ছিন্নমস্তা'য়' শক্তির ভয়ঙ্কর মূর্তি প্রকটিত। তিনি নগ্নিকা, নিজ অসিতে নিজ মুন্ড কর্তন করে সেই শোনিত ধারা ছিন্নমুন্ডে পান করছেন। অর্থাৎ শক্তি তিনি, বিলয়ে তিনি, আবার আগ্রাসেও তিনি। সেখানে প্রশ্ন শিব কোথায়?

ধূমাবতী রূপে তিনি বিধবা, অর্থাৎ শিবের মৃত্যুর পরেও তিনি আছেন। ভয়ন্করী তিনি একখানি কুলায় সব উড়িয়ে দিচ্ছেন।

বগলা ও মাতঙ্গী রূপে তিনি সকলকে বিমূঢ় করে তুলছেন, বগলামূর্তিতে অসুরের জিহ্বাকেও উৎপাটিত করেছেন। আর সর্বশেষ রূপ কমলায় তিনি স্নিগ্ধরূপে নন। এক গ্রাসে বড় ঐরাবতকে গ্রাস করছেন, পরমুহূর্তেই তাকে উগ্‌লে দিচ্ছেন, আবারও গ্রাস, আবারও উদ্‌গীরণ। সুতরাং এখন শক্তির কাছে শিব কী?

শক্তির এই সব ভয়ন্করী মূর্তি দেখে শিব হলেন কম্পানিত। তিনি সতীকে দক্ষালয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। এই হচ্ছে দশমহাবিদ্যার গল্প।

দশমহাবিদ্যায় দুটি দুটি প্রায় একই রকম রূপ রয়েছে; যেমন–কালী ও তারা, ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী। এমন দুটি রূপ-যুগলের তাৎপর্য কী? কালীতে জায়া-মূর্তি, কিন্তু তারাতে জননী-রূপ; তাই কালী যেখানে শীর্ণকটি সেখানে তারা স্ফীতোদরা। ষোড়ষী তেমনি জায়া রূপ; কিন্তু ভুবনেশ্বরী জননী। তাই ভুবনেশ্বরীর নিচে ক'টি দেব-সন্তান আসীন।

এই দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে একটি বৃত্ত চিন্তা করেছেন তান্ত্রিক সাধকেরা। তাঁদের মতে বৃত্তের সর্বোচ্চে আছেন কালী, তিনি শক্তির পরিশুদ্ধ রূপ। তারপর বাম আবর্তে পর পর তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি। এমনি ভাবে চলতে চলতে বৃত্তের সর্বোচ্চ দক্ষিণে কমলা। তারপর আবার কালী।

কালী শক্তির পরিশুদ্ধ রূপ। শক্তি যেমন ধ্বংস করে কোন কিছু, আবার অন্যদিকে সৃষ্টিও করে। তাই কালী বাম অঙ্গে ধ্বংসাত্মিকা, তাঁর বামকরে খড়্গ ও নৃ-মুন্ড। দক্ষিণ-অঙ্গে শক্তি রক্ষাকর্ত্রী, তাই হাতে বরাভয় মুদ্রা। তাঁর দুই কানে শব, গলে ঊনপঞ্চাশৎ মুন্ডের মালা। ঊনপঞ্চাশৎ অক্ষর, তাই ঊনপঞ্চাশৎ মুন্ডের মালা তিনি পরেছেন। তিনি অক্ষরাত্মিকা। দেবীর মসিকৃষ্ণ কেশদাম পিছনে আলুলায়িত। সামনে দেবী বিধু-নিন্দিত রূপে প্রকাশমানা, তাঁর রূপের পরিমাপ কেউ করতে পারেনা বলে তিনি আসীমা, অসীম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবর্ণা। দেবীর মুখ থেকে রক্ত ঝরছে অর্থাৎ তিনি রজোগুণকে গ্রাস করেছেন।

শক্তি শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। শিব ও শক্তি নিত্যমিলনে যুক্ত। শ্বেত চন্দন ও রক্ত-চন্দন ঘটের উপর স্থাপন করে শিব ও শক্তিকে সূচিত করা হয়। কিন্তু ঘন স্বন্দনের মধ্য দিয়ে শক্তি যখন বাইরে প্রকাশিত হন, তখন শিব শবরূপে পদতলে পড়ে থাকেন। শক্তিতেই শিব শিব, অর্থাৎ কল্যাণের অধিকর্তা। তা না হলে শিব নিষ্ক্রিয় শবের সামিল। এই ভাবে শক্তির পরিশুদ্ধ রূপ প্রকাশিত হয়েছে কালীতে। তারা-তে এই সমুদয় রূপের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জননীত্ব।

ছিন্নমস্তায় শক্তির আজ পর্যন্ত স্বীকৃত তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। নিউটনের দ্বিতীয় শক্তিসূত্রে রয়েছে- Energy cannot be created or destroyed, only it may be transferred to another form ছিন্নমস্তায় এ সত্যের প্রাচীনতম রূপারোপ। শক্তি নিজ মূন্ড ছেদন করে সেই রক্তই আবার পান করছেন। এর মধ্যে বীভৎসতা থাকতে পারে, কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। বগলা যে অসুরের জিহ্বা উৎপাটন করছেন, তার অর্থ অসত্য যা মিথ্যাকে নিরুদ্ধ করছেন বগলা।

আর-সব রূপেও শক্তিরূপিনী দেবীর তীব্রতম প্রকাশ আছে, কিন্তু জীব সম্পর্কে ভয় সঞ্চায়ের কোন কারণ নেই। এই ভয়-সঞ্চারের ব্যাপারটি কোন কোন পুরোহিতের স্বার্থকেন্দ্রিক প্রচার মাত্র।

(ক্রমশঃ)

☆

উৎসব—সূচী

১.	স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব	— ১৪ই এপ্রিল
২.	বাসন্তী পূজা	— ১৮ই হইতে ২২শে এপ্রিল
৩.	শ্রীশ্রীমায়ের শুভজন্মদিন -	— ৩রা মে
৪.	অক্ষয় তৃতীয়া	— ১৫ই মে
৫.	স্বামী তিব্বতানন্দ তীর্থ - (বাবা ভোলানাথের) তিরোধান তিথি	— ২০শে মে
৬.	বৈশাখী (বুদ্ধ) পূর্ণিমা	— ২৬শে মে
৭.	শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি পূজা	— ২৯শে মে (রাত্রিতে)
৮.	গঙ্গা দশহরা	— ২০শে জুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধ্যায়

—শ্রী শৈলেশ

একদা শ্রীশ্রীমায়ের সৎসঙ্গে উপস্থিত এক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– 'মা, আপনি এবং প্রায় সকল মহাপুরুষগণ-ই বলিয়া থাকেন, মনুষ্য জন্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য। মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়াই মনুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাই জিজ্ঞাসা আসে যে পথে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াটা কী?'

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন দ্বাদশটী প্রক্রিয়ার কথা। তার মধ্যে একটী ছিল 'স্বাধ্যায়'। পুনঃ জিজ্ঞাসায় শ্রীশ্রীমা প্রতিটি প্রক্রিয়ারই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন পৃথক পৃথক ভাবে। এখানে স্বাধ্যায় সম্বন্ধে মায়ের বলা বিশদ ব্যাখ্যা হইতে কিয়দ্ অংশ উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, — স্বাধ্যায় করতে হবে মনঃসংযোগ সহকারে। শাস্ত্র বা সদ্গ্রন্থ শুধু পাঠ করে গেলেই হয় না– তার অর্থ বুঝে জীবনে তার ঠিক ঠিক প্রয়োগ করতে পরলে তবেই স্বাধ্যায় সার্থক। তা না হলে তার পরিণতি কি হয়?..... তবে শোন একটি গল্প।

গল্পের নামে উপস্থিত সকলেই উৎকর্ণ হইয়া বসিল। মা আরম্ভ করিলেন —

একদা চার শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি বহির্গত হইয়াছেন তীর্থ ভ্রমণে। চলার পথে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন এক গ্রামে। তখন মধ্যাহ্নকাল, ক্ষুৎ পিপাসায় সকলেই কাতর। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সে স্থানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া লইবেন। অতএব তাঁহারা ভোজন সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন।

সেই চার পন্ডিতের মধ্যে একজন ছিলেন আয়ুর্বেদ বিশারদ। তিনি শাকাদি ক্রয়ের জন্য হাটে উপস্থিত হইলেন। শাকাদি দেখিয়া তিনি বিচার করিতে লাগিলেন–আলু বায়ু কারক সুতরাং তাহা বর্জনীয়, পিয়াজ তামস গুণ বর্দ্ধক, কুখান্ড বাত প্রধান, বার্ত্তাকু মল বর্দ্ধক ইত্যাদি। এই ভাবে তিনি বিচার করিয়া কোনোটাই গ্রহণ যোগ্য বোধ করিলেন না—অতএব তিনি রিক্তহস্তেই ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনি তর্ক শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি হাট হইতে একটি পাত্রে তৈল ক্রয় করিয়া ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলেন, এই যে তৈল এবং পাত্র ইহার মধ্যে কোনটী কোনটীর আধার–তৈলাধার পাত্র, অথবা পাত্রাধার তৈল? ভাবিয়া তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য পাত্রটীকে অধোমুখ করিলেন। তার পরিণতি যে কি হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং তিনিও রিক্ত হস্তেই প্রত্যাবৃত হইলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে পন্ডিত। তিনি একটী নারিকেল সংগ্রহের জন্য নারিকেল বৃক্ষে আরোহন করিতেছিলেন। অর্ধপথেই শুনিতে পাইলেন দূরাগত এক গর্ধবের চিৎকার ধ্বনি। ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই রাসভ ধ্বনি এই দিক হইতে শ্রুত হইল–উহা উত্তর পূর্ব কোন, অর্থাৎ নৈঋত কোণ। নৈঋত কোণ হইতে রাসভ স্বর শ্রুত হইলে কোন গতি অর্জন-দায়ক? –উর্ধঃ কিংবা অধঃ? অর্থাৎ এখন তাঁহার পক্ষে উর্ধ্বগতি অর্থাৎ বৃক্ষারোহন শুভ অথবা অধঃ গতি অর্থাৎ বৃক্ষাবতরণ মঙ্গল জনক? স্থির করিতে অসমর্থ-হইয়া তিনি বৃক্ষের মধ্যস্থলেই স্থির হইয়া রহিলেন।

এবং চতুর্থ জন এক সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি রন্ধনের নিমিত্ত একটি মৃত্তিকা-পাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল তপ্ত করিতে লাগিলেন। অচিরেই ফুটন্ত জলের পাত্র হইতে টগবগ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি একখন্ড ইন্ধন দ্বারা পাত্রে আঘাত করিতে করিতে তাহার তাল নির্ণয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাতে তিনি এতই ভাবমগ্ন হইয়া পড়িলেন যে সে আঘাতে সে পাত্র খন্ড-খন্ড হইয়া গেল। ফলে আর রন্ধন করিবার উপায়ই রহিল না। ফলে তাঁহাদিগকে সেই দিন অভুক্তই থাকিতে হইল।

গল্প শেষ করিয়া শ্রীশ্রীমা কহিলেন, লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন স্বাধ্যায় করিয়া এরূপ বিদ্যা লাভ না হয়। স্বাধ্যায়ের দ্বারা সেই জ্ঞানার্জন করিতে হয়, যাহা ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে সহায়ক এবং কার্যকর।

☆

গান

—শ্রীমতী অচঞ্চলা দেবী

আমি পাগল মনেতে বিচারশূন্য হোয়ে কেন ঘুরে বেড়াই?
কেন দীনহীন, দয়াল কাঙাল বুঝিয়া না পাই,
হৃদিরাজ্য পরে দানবেরি বাস করে ছারখার সর্ব্বধন নাশ।
কিসের কারণ, জানে নাত মন
কেন সর্ব্বক্ষণ হারাই হারাই।
শুনেছি আছেন, জীবের আপন,
করেন রক্ষা করিলে স্মরণ,
সত্য কি এ কথা, কে বলিবে তা
গেল যে জীবন, এল যে শমন।
সংশয়দানব হরিছে বিভব
অটল বিশ্বাস কোথায় পাই?
জীবনে মরণে, মনে ও প্রাণে
কেন না আমি তাঁহারে চাই?

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি চারণ

(সাত)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

আমার তো পাহাড়ের রাস্তায় বাসে বমি হবেই, কাজেই সোলন এসে খুব কাহিল লাগছে। নতুন নতুন জায়গা দেখা প্রসঙ্গে মা বলছেন, 'একদৃষ্টিতে একই সময়ে গাছ পালা পশু পক্ষী যে যেখানে যা কিছু আছে সবই এক সঙ্গে (পৃথক পৃথক নয়) দর্শন হয়ে যায়। এমন কি কার সঙ্গে দেখা হবে, কার কি প্রাপ্তি সবই এক সঙ্গে। আবার যেমন torch ফেলে দেখা। এক বা একাধিক জন্মমৃত্যু দেখা হয়ে যায়। আবার আর এক দৃষ্টিতে নূতন কিছুই নেই, সুতরাং কারও বিষয়ে নূতন কিছুই দেখার নেই।'

৭ই জুলাই ১৯৪৬ —

দিদি আজ দেরাদুন রওনা হলেন বিদ্যাপীঠের ছেলেদের আলমোড়া রওনা করবার জন্য। এবার আমি একলাই মায়ের সেবায়। মায়ের রান্না নিজেরই বুদ্ধিতে করতে হবে। তবে সেটাত যৎসামান্য। হেমাঙ্গিনী মাসীমা ও স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজীর (দুই রুগী) জন্য পথ্য তৈয়ার করতেই সময় যায়। খুব গুছিয়ে নিয়ে মায়ের মুখ ধোয়াতে পারছিনা দেখে মা হাসছেন ও মিষ্টি মিষ্টি বকছেন।

১১ই জুলাই —

দিদি আজ ফিরে এসেছেন—মা খুব ব্যাখ্যা করছেন, "রেণু খুব কাজ করেছে হাসি মুখে। রান্না, রুগীর জন্য পথ্য, তার মধ্যে সময় করে এই শরীরকে সেঁক দেওয়া, আরও কতকি। হ্যাঁ, আর গিনিও বীথুও খুব কাজ করেছে, মাছি তাড়ানো, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা, জলের ঘটি নিয়ে ছুটোছুটি," এই সব বলে খুব হাসাহাসি করলেন। আমার রান্নারও মা প্রশংসা করলেন শুনে খুব আনন্দ হল।

১৩ই জুলাই —

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে, দরবার হলে নামযজ্ঞের আয়োজন। দিল্লী party এসেছে। সিমলা থেকেও লোকজন এসেছে। ছেলেদের সিমলা পাঠানো হয়েছিল যজ্ঞের জিনিষ আনতে। রাত ১০টা বাজে তবুও ওদের ফেরবার নাম নেই। মা বার বার জিজ্ঞেস করছেন। পরে বলেছেন, "ও মা, দেখি বাবার পাঠ প্রায় শেষ হয়ে আসল তাও ওদের আসার লক্ষণ নেই। বাস্ আমি বসে বসেই চলে গেলাম রাস্তা দিয়ে। দেখি বেশী দূরে যেতে হল না—সেই গুহা পর্যন্ত (4 miles) বলছি, কি রে এত দেরী করলি যে, তাড়াতাড়ি কর।" দিদি—"কি মোটরটাকে বললে নাকি?" মা—"হ্যাঁ তাই তো দেখলাম।"

সিমলা party বলল যে ওরা ভাবছিল ওদের পৌঁছাতে সাড়ে ১১টা বেজে যাবে, কিন্তু কি করে যেন ১০টার মধ্যেই পৌঁছে গেল।

মঞ্চ তৈয়ার করতে প্রায় রাত দুটো বাজল। মঞ্চ অতি সুন্দর হয়েছে। বিরাট hall এর উপযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার লোকেরা খুব উৎসাহে কাজ করছে। বীরেনদা তো আছেনই। কোনও খুৎ থাকবে না। অধিবাসও সুন্দর হল। আমরা প্রায় রাত ৩টেয় শুতে গেলাম।

১৪ই জুলাই —

আজ ভোর বেলা থেকে অপূর্ব্ব নাম আরম্ভ হল–'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য.......'। সারাদিন একভাবে মন মাতানো কীর্তন। পাহাড়ী লোকেদের কি উৎসাহ। তাদের রাজা যেখানে মাথা ঝুঁকিয়েছেন তারাও সেখানে মন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে।

সন্ধ্যা বেলায় কীর্তন খুব জমে উঠেছে। হরিবাবাও আছেন। মায়ের মহাভাবের মত হল। মুখের অপূর্ব শোভা, মুহুর্মুহু অট্টহাসি বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজে মিশে যাচ্ছে। ভক্তের ভগবান। হয়ত হরিবাবার এই মহাভাব দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তাঁর ইষ্টদেবতা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মাকে উনি ঐ ভাবেই দেখেন। মহাভাবের কথা বইতে পড়েছেন এখন চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল। মায়ের চোখগুলি যেন জলে ভরা, ফিরে ফিরে সকলকার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। কখনও মাথা পিছনে হেলে পড়ছে ও শরীরের নানারকম ভাব হচ্ছে। দিদি পিছনেই আছেন।

মায়ের অবস্থা দেখে আমাদের সব কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মায়ের ভুল নেই–কীর্তন থেকে ফিরে এসে ঘরে বসেছেন, বলছেন, "কাল তো আরতি সাজিয়ে খুব ঘটা করে দিলি আজ কি হল?" আমি তখন তাড়াতাড়ি থালা, আটা মাখা নিয়ে মার কাছে এলাম। আমি সাপ গড়ে দিলাম যেমন মা দেখিয়েছেন, আর মা নিজেই তার প্যাঁচ সাজিয়ে দিলেন। বললেন, "সাপের মাথাটা শোভনকে বল করে দেবে।" বিন্ধ্যাচলের সেই অনন্তনাগ তৈয়ার হল। হরিবাবাকে দেখিয়ে মা এর গল্প বললেন। খুব ধূমধামের সঙ্গে নগর কীর্তন হয়ে কীর্তন সমাপ্ত হল। সত্যিই একটি যজ্ঞই বটে। নামের ধ্বনি থেমে গেলেও তার অণুরন যেন মনের মধ্যে চলতে থাকে।

পরদিন সকালে মা শুয়েই আছেন। ওঠার ভাব নেই। হরিবাবা সৎসঙ্গে এসে বসেছেন, কিন্তু মা নেই দেখে পাঠ আরম্ভ করছেন না। শরণানন্দজী জোর গলায় 'মা, মা' বলে ডাকতে লাগলেন, সাধুর 'মা' ডাকে মা কোনও রকমে উঠে বসলেন এবং ধীরে ধীরে সৎসঙ্গে এসে চৌকীর উপর বসলেন। হরিবাবা খুব বিনীত ভাবে বললেন, "আমার কাল বড় অপরাধ হয়ে গেছে–আমি মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। নামযজ্ঞের এ নিয়মাবলী আছে সেগুলি যে এত সযত্নে পালন করা হয় আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমার অধিবাসে পঞ্চগোঁসাইএর ভোগারতির সময় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।"

মা তখন এই নামযজ্ঞের বিষয় অনেক কথা বললেন।

১৭ই–১৮ই জুলাই–

কাশী থেকে পটলদা এসেছেন, পান্নালালজী আগেই এসেছেন–বেশ ভাল ভাল কথা হয়। আমি অবশ্য কমই শুনতে পাই–রান্নাঘরেই সময় কাটে। একদিন মা খেতে বসেছেন–পটলদার সঙ্গে কথা হচ্ছে মা কথায় একটু অন্যমনস্ক, তাই ফাঁক পেয়েই দিদি মার মুখে ভাতের গ্রাস দিয়ে দিচ্ছেন। মা হঠাৎ হাঁ করে দেখালেন যে খাবার শেষ না হতেই, অন্য গ্রাস দেওয়া–বলছেন, "দেখেছ, ওর এই স্বভাবটা কিছুতেই গেল না, শুধু খাওয়াবার চেষ্টা। আমি তাই মাঝে মাঝে ওকে কাজের জন্য অন্য জায়গায় পাঠিয়েদি–এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তিতে খাওয়া দাওয়া হবে।" এই সব কথায় খুব হাসাহাসি হল।

মায়ের কাছে নানা রকম হতে থাকে। এবার মার দলবলের সঙ্গে বহরমপুর থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। আমি কিছুটা তাঁর ইতিহাস মার কাছে শুনেছি। তাঁর স্ত্রী মার কাছে প্রায়ই আসতেন। একদিন তাঁর হাতে কাটা চিহ্ন দেখে মা জিজ্ঞাসা করেছেন, "কি করে লাগল?" ঐ মহিলা বললেন, "আমার স্বামী মাঝে মাঝেই মদ খেয়ে বেহুঁস মত পড়ে থাকেন। হুঁস হলে আবার ক্ষমা চান ও বলেন আর খাব না। আমি বলি আবার যদি খাও তা হলে আমি আমার গায়েই ক্ষত করে রক্ত বার করব। উনি প্রতিশ্রুতি দেন আর করব না। কিন্তু মা এই দেখ আমার সারা অঙ্গেই ক্ষতচিহ্ন। স্বামীর স্বভাব কিছুতেই বদলায় না।"

মায়ের তো কৃপা সীমাহীন। মা তাঁকে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বললেন। স্ত্রীর আগ্রহে স্বামী এলে মা তাকে দেখেই বললেন, "বাবা আমি তো এখন যাচ্ছি-তুমি যাবে আমার সঙ্গে?" ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। সোলনে সবাই চিনে গিয়েছিল ও তার পূর্ব ইতিহাসও জেনে গিয়েছিল। তাঁকে প্রথম যখন দেখি তখন রুগ্ন মত লেগেছিল। দু এক মাসেই চেহারা বেশ ভাল হয়ে গেছে। একদিন সৎসঙ্গের পর মা চৌকীর উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ঐ ভদ্রলোক সামনে নতজানু হয়ে বসলেন এবং অতি কাতরে মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করবার অনুমতি চাইলেন। মা স্মিতমুখে বসে আছেন কিছু বলছেন না। তিনি সভয়ে অতি সন্তর্পণে দুই হাত চরণের নীচে ধরলেন। ঐ অনুভবে যে তাঁর হৃদয় আবেগপূর্ণ হয়েছে বোঝা গেল।

এই সময়ে গিরীনদা ঘরে ঢুকলেন। এক নজরেই ব্যাপারটি বুঝে নিলেন। ভূপেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি, আমার আর সময় নেই। তুমি না হয় এখন থেকে আরম্ভ কর–২০ বছর পর এই সৌভাগ্য উদয় হবে কি বল?" সবাই হেসে উঠল। মাও একটু হেসে আস্তে করে চরণ তুলে নিয়ে চৌকীর উপর বসলেন।

একটি সাধু বৃন্দাবন থেকে হরিবাবার খোঁজে এসেছে। সে বিকালে পাঠের পর মাকে বলছে, "সকলে বলে যে আপনি হরিবাবাকে নিয়ে এসেছেন।"

মা–"ভাল কথা তো মিথ্যাও ভাল। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যদি কেউ হাসি তামাসা করে, তবে ভগবানের নাম তো নেওয়া হল। আচ্ছা সকলে এরকম বলে? তবে তো বৃন্দাবনে গেলে এই শরীরকে ডান্ডা মারবে।" এই বলে খুব হাসছেন। মায়ের হাসিতে সবাই হাসছে।

হরিবাবার লোকেরা বোধহয় তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। বৃন্দাবন যাবার পরিকল্পনা হচ্ছে। হরিবারা গাঁয়ের লোকেদের কথা ফেলতে পারেন না, বিশেষ করে মনোহরের। মনোহর একটি খামখেয়ালী লোক, কিন্তু হরিবাবার স্নেহভাজন। দেখতে পাই হরিবাবার যেন মায়ের বাণী "হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা," জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে গেছে। তিনি মনোহরকেও ঐ ভাবে routine এ বাঁধতে চান-কিন্তু তার অত ধৈর্য্য বা নিষ্ঠা কোথায়। হরিবাবা মনঃক্ষুন্ন হন প্রায়ই।

বৃন্দাবন যাওয়া হবে। মাকে যাবার জন্য অনুরোধ সকলের। মায়ের কিছু বলার নেই, তবে হরিবাবার আগ্রহে programme ঠিক হয়ে গেল।

২০শে জুলাই–

মা আমাকে ও বীথুকে নিয়ে দিদির সঙ্গে private একটু কথা বললেন। বীথুর অন্ততঃ তিনবছর গরমের মধ্যে থাকা নিষেধ। এখনও দেশে নামলে দু'তিন মাস গরম পাবে তাই তার সোলনে থাকাই ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বছর দুর্গা পূজা সোলনে হবে। তখন মা আবার আসবেন। তখন অবধি বীথু এখানে থাকুক–"মা বাবাকে খবর দিয়ে আসতে বলা হবে। মা বাবা যতদিন না এসে পৌঁছাবেন ততদিন আমাকেও থাকতে হবে, পরে খবর পেলে বৃন্দাবনে যাব।

আমার তো একটু মন খারাপ হল মার সঙ্গে যেতে পারব না শুনে। মা বলছেন, "কিরে অভিমান করবি নাকি বুনির মত?" আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করবি?" মা অবশ্য জানেন, ওটা আমার স্বভাব নয়, তাই কিছু না বলে একটু হাসলাম। বীথু অবশ্য কিছুই বলল না।

মা আমর রান্নার সুখ্যাতি করছেন দেখে দিদি খুব খুশী। বলছেন, "মা ওকে শুদ্ধাচারী করে নেও।" শুদ্ধাচারী মানে হয় স্বপাক, না হয় যারা শুদ্ধাচারী তাদের হাতে খাওয়া। বাইরে খাওয়া, অন্য লোকের হাতে খাওয়া একদম বন্ধ। ২২শে জুলাই থেকে শুদ্ধাচারীর পর্য্যায়ে পড়লাম।

রাত্রে সবাই মাকে ঘিরে বসে আছি। কালাচাঁদ গীতার কথা হচ্ছে–মা বলছেন "অভাব বোধ একটি শক্তি অর্থাৎ শক্তি নেই সেই শক্তির প্রকাশ (কৃষ্ণের অভাববোধ প্রসঙ্গে) রাধাকৃষ্ণ মিলনের পূর্বে কৃষ্ণ কাঁদছেন, তখন সখীরা স্থির করল একজনকে কৃষ্ণের সাথী করে দেবে–তবে আর অভাব থাকবে না–পরে রাধাকৃষ্ণ মিলন–অভাব কেটে গেল। কিন্তু কথা হল কৃষ্ণের আবার অভাব কি? না এটি হল অপ্রাকৃত লীলা। (জগতের অভাবের রূপ অন্য) যেমন বিবাহিত জীবনে অভাব ঘটলে লোকে হাহাকার করে। যদি এমন একটা যোগাযোগ হয়ে যায় যে নিজের হারানো শক্তি ফিরে পায়–যে মুহূর্তে এই শক্তি লাভ সেই মুহূর্তে অভাব মিটে গেল। জন্ম, মৃত্যু, আসা, যাওয়া, সবই মাত্র এই শক্তি লাভের অপেক্ষা।

"জাগতিক, বিবাহিত জীবনও যথাবিধি শাস্ত্রানুযায়ী পালন করতে পারলে সেই পূর্ণ শক্তি লাভ হয়। এ অতি সত্য কথা। বিবাহিত জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাই শক্তিলাভের অন্তরায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপন শক্তি লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ হাহাকার। কেউ গুরুশক্তির দ্বারা এই শক্তি লাভ করে তখন জাগতিক বিবাহের দরকার হয় না। পূর্ণ শক্তি লাভ করবার জায়গা তো চাই। এই শিব শক্তি বা যুগল–ঐ পুরুষের অধীনেই সারা জগত বা প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতির অধীশ্বরই পরম পুরুষ। জাগতিক বিবাহে বিধি নিষেধের উপেক্ষার ফলে শক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়ানো শক্তি কেন্দ্রীভূত হলেই বহির্মুখী শক্তি অন্তর্মুখী হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত জন্ম, মৃত্যু, আসা যাওয়া।"

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

চিদাম্বরমের সূক্ষ্ম শরীরী আত্মার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলতে বলতে মৌনের সময় হয়ে গেলো। মা মৌনের পর উঠে পড়লেন। আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললাম যে কাল সকালে তো মা আসতে পারবনা পরীক্ষা নিতে যেতে হবে। মা বললেন, 'পড়াচ্ছ বুঝি? সেবা করছ–'।

এবার মা সান বাঁধানো বারান্দায় গিয়ে আপন মনে এলো চুলে পায়চারী আরম্ভ করলেন। তারপর ভেতরে গিয়ে একটু কিছু গ্রহণ করেই এসে শুলেন একটা বাঁধানো বেদীর উপর। সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন মা। আগে ও লক্ষ্য করেছি, এখনও দেখলাম যে মাকে এক এক সময় কী বিরাট দেখায়, যখন হাঁটেন তখন মনে হয় যেন সূক্ষ্মদেহে হাঁটছেন, আবার যখন শুয়ে আছেন মনে হয় কী বিরাট দেহ মায়ের। মার মুখের শুভ্রতা এখন কিরকম যেন কাল রূপ ধারণ করেছিল। গান শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "মানিক বাবাকে খবর দিও–বাবা বড় ভাল গান করে।"

আমরা কিছুক্ষণ পরে চলে এলাম।

১৭ই এপ্রিল –

শুক্রবার যাওয়া হল না। মা নাকি শুনলাম রেণুমাসীমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন–"চিত্রা আসে নি?"

রাতে সেদিন আমরা গিয়ে মার সামনে বসে পড়লাম। ছবি কীর্তন করতে আরম্ভ করল ও মাকে বারবার অনুরোধ করল গাইবার জন্য। মা অসহায় শিশুটির মতন বলে উঠলেন "আমার যে আসছেনা।" ছবি হরিবোল হরিবোল বলে মার দিকে তাকাতে তাকাতে মা কে এমনি mood এ এনে ফেলল যে মা গান ধরলেন, "হরিবোল হরিবল-হরি হরি হরি বল," আর ছবির কী আনন্দ, যেন বিশ্ব জয় করেছে। কিছুক্ষণ আখর দিয়ে পরে ছবির দিকে তাকিয়ে, 'আর আসছেনা' বলে ছেড়ে দিলেন।

মোহনানন্দ মহারাজের কীর্তন গভর্নমেন্ট হাউসে হচ্ছে ১৮ই এপ্রিল তাই অরুণ ঘোষ মাকে বললেন, "আমি মাকেই একমাত্র জানি, তিনিই সব, আর কিছু কীর্তন টীর্তন বুঝিনা।" এই কথা শুনে মা বললেন, "যেখানে ভগবানের নামকীর্তন বা তাঁর গুণগান হয় তিনি সেখানে বিরাজমান। তাঁর ছেলে মেয়ে যেখানে তাঁর স্তবগান করছে তিনি তো সেইখানে আছেন। গাছের তলায় বসতে হয় মানে সবসময় সৎসঙ্গ করতে হয়। গাছের তলায় বসলে কেউ চলে যেতে বলবেনা অথচ ফলটিও পাওয়া যায়।"

একজন মাকে প্রশ্ন করলেন যে ভোলাগিরি আশ্রমে এক ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছিল যে 'আমি সেই' কিন্তু সে তো ঐশ্বরিক শক্তির কিছু পরিচয় দিলনা। মা বললেন, 'যে পেয়েছে সে জানে, পরীক্ষা দেবে কেন? এটা তো অনুভবের বিষয়। দিল্লী যেতে হলে হেঁটে যেতে পারো-মোটরে-প্লেনে। কিন্তু যিনি দিল্লীতে থাকেন তিনি শহরের সব কিছু জানেন। তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে শুনে বলবেন যে, হ্যাঁ তোমারটা ঠিক, ওরটাও ঠিক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে বিরোধের প্রশ্ন নেই। যিনি প্রকৃত আত্মদর্শন করেছেন তিনি সব বিরোধের মীমাংসা করবেন। বাবা, বুঝতে চেষ্টা করলেই মুস্কিল। একটা বোঝা নামালেই আর একটা বোঝা তুলতে হবে। কিছু করলে হবে না সম্পূর্ণ করতে হবে। যত্র জীব তত্র শিব। সন্ন্যাস নেওয়া ও সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে তফাৎ। সন্ন্যাস নেওয়া অর্থাৎ কলেজে ঢুকে ছেলেদের প্রফেসার হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু সকলে কী প্রোফেসার হতে পারে? সেইরূপ সন্ন্যাস নেওয়া আর সন্ন্যাসী হওয়ার তফাৎ আছে। বাবা তোমারাই তো সর্বত্যাগী, সেই মহাধন কে ভুলে আছ। হরে কৃষ্ণ–হরণ কর আকর্ষণ–বিষয়–বিষ হয়। সাধনা–স্বধন। সাধককে বলছি–সাধছি। ছোট্টমেয়েটাকে তোমরা কেন এত ভালোবাস জানো তিনি যে তোমাদের মধ্যে থেকে তাকে এত ভালোবাসছেন। বীজ আগে না বৃক্ষ আগে–সমগ্র সম অগ্র বীজ–গাছের প্রতি অংশ বীজ থেকেই উৎপন্ন। অহংকার? নিজেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দাও, একদিন ভাসতে ভাসতে সাগরে গিয়ে পৌঁছাবে।

মা সেদিন একটি গল্প বললেন। রাজা ও কৃষকের। রাজার চারটি প্রশ্ন কেউ উত্তর দিতে পারেন নি, শেষে একটি কৃষক তাঁর উত্তর দিল। রাজার প্রথম প্রশ্ন–'ভগবান কি খান?' কৃষক উত্তর দিল, 'অহংকার।' রাজার দ্বিতীয় প্রশ্ন–'ভগবান কোথায় থাকেন?' কৃষকের উত্তর–'সর্বত্র।' রাজার তৃতীয় প্রশ্ন–'ভগবান কখন হাসেন?' উত্তরে কৃষক বলল, 'শিশু যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন সে ভগবানের কাছে এই বন্ধন মুক্তির জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করে ও বলে, 'হে ভগবান এবার জন্ম পেলে আমি তোমায় ভুলবোনা' কিন্তু যেই ভুমিষ্ঠ হয় অমনি তার সেই জ্ঞান চলে যায়–মায়ায় আবদ্ধ হয় ও তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায় –তখন ভগবান খুব হাসেন। রাজার চতুর্থ প্রশ্ন–'ভগবান কি করেন?' কৃষকের উত্তর, 'রাজাকে ফকির করেন এবং ফকিরকে রাজা বানান।'

১৮ই এপ্রিল–

রেণুমাসীমা ও আমি পৌঁছিয়ে দেখি যে মা উপরে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। সেদিন সকালে উঠে নাকি মা হেঁটে দমদম এরোড্রম অবধি গিয়েছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে সদ্যস্নাত মা নেমে এলেন। ভিজে চুল থেকে গালের দুপাশ গড়িয়ে তখনও জল পড়ছে। ভিজে থাকা সত্ত্বেও চুল মাথার উপরে চূড়ো করে বাঁধা। মা এসে পুকুর পারে বসলেন। প্রণাম করতেই চন্দনের গন্ধ পেলাম মার পা থেকে।

পায়ের কাছে মার পাদুকা দুটি বুকে নিয়ে বসে রইলাম, মা নাগলিঙ্গ ফুল প্রত্যেককে দিলেন। তারপর জটুভাই ঢাকায় মার এলোচুলে টমটম চালাবার কথা গল্প করাতে মা হেসে জটুভাইকে বললেন, 'থাক থাক হয়েছে তোকে আর সব কথা ফাঁস করতে হইবনা।' (আমি বোধ হয় ঠিক reproduce করতে পারলুম না। তারপর অরুণ ঘোষকে কাউকে ঘুসি দেখাবার কথা হওয়াতে) বললেন, 'বাবা তুমি ঘুসি দিলে সেও তোমাকে দেবে, ওটি করোনা।'

এক ভদ্রলোক মার হাত দুটি নিয়ে দেখতে লাগলেন। মা তাঁকে 'দাদা কী দেখলে?' বলাতে বেশ অবাক লাগল। তাছাড়া সাহস আছে–ভদ্রলোকের মার হাত দেখার। মা আবার বলে উঠলেন, 'দাদা কাঁচ দিয়ে দেখবে নাকি?' একটু পরেই মা pandel এ এসে বসলেন। অরুণ ঘোষ তার বোনের সঙ্গে মার পরিচয় করে দিলে মা বলে উঠলেন, 'বাবা এরা সবাই তোমার বোন হয়।'

এরপর গীতাপাঠ হল। আমরা সুর করে করে গীতা পড়লাম। স্বয়ং মার সামনে বসে গীতা পড়তে গিয়ে মনে হল যেন শ্রীকৃষ্ণই আজ আমাদের শ্রোতা। মার চোখে মুখে সেদিন কী অপূর্ব ভাব ছিল। একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরীব ছেলে মাকে একটি কমলালেবু ও আতা দিয়েছিল। মা পরে যখন ফলটি একজনকে দিচ্ছেন তখন এক ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা ওর একটা কোঁয়া রেখে দাও নইলে ও মনে দুঃখ পাবে। তারপর দুজন মেয়ে গান করে মাকে শোনাল। একজনকে আবার মা বললেন, 'শুধু একটা গানই শোনাবে।' এদের গানের পর আমি মাকে 'মা আমি একটা গান শোনাচ্ছি বলে 'মা আমার এই বাসনা' করলাম, তারপর ছবিকে গান করতে বলাতে ছবি মাকে গান করতে বলল। মা প্রথমে as usual 'হবেনা হবেনা' বলে শেষে 'মা আমারে দয়া করে' করলেন। মার মুখে এই গানটি শুনতে যে কী ভাল লাগে। মা সেদিন খুব high pitch এ ধরেছিলেন, কিন্তু সে কী মধুর কন্ঠস্বর। মাঝে মাঝে পদ ভুলে গিয়ে অভয় ব্রহ্মচারীর দিকে চান আবার তিনি বলে দিলে করতে লাগলেন। দূরে একটা এরোপ্লেন take off করাতে খুব আওয়াজ হচ্ছে দেখে মা আবার বললেন হেসে 'বেশ বাজনা বাজছে।' তারপর 'হরিবোল হরিবোল' কী মধুর সুরেই না করলেন–মার কন্ঠে এরকম গান আর বোধহয় শোনবার ভাগ্য হবে না। মা উঠছেন দেখে আমি তাড়াতাড়ি খড়ম নিয়ে সামনে গিয়ে পরিয়ে দিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। সেদিন মার পা স্পর্শ করলাম। আশ্চর্য্য মা কিছু বললেন না। যদিও একটু পরে আরেকজনকে বললেন, 'পা ছোঁবেনা।'

মা চলে যাচ্ছেন দেখে এগিয়ে গিয়ে মাকে বললাম, 'মা আমাকে একটু আশীর্ব্বাদ কর। 'মার পায়ের কাছে প্রণাম করতে মা 'নারায়ণ-নারায়ণ' বললেন। তারপর আমি বললাম, 'মা আজ সন্ধ্যেবেলা আসতে পারবনা, গুরুদেবের ওখানে যাব।' মা বললেন, 'গুরুদেবের বাড়ী না আশ্রম?' আমি আশ্রম বলেই realize করলাম যে ভুল বলেছি। তারপর মা চলে গেলেন ঘরে।

মার ওখান থেকে ফিরেই বিড়ন স্ট্রীটে মোহনানন্দজী মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। একটা জিনিষ আজও মনে হচ্ছে যে মহারাজকে মুখে কোনদিন বলিনি যে মার ওখানে গিয়েছিলাম তবে ফিরে এসে যখন কীর্তন শুনি দেখি মহারাজ সব মাতৃসঙ্গীত করছেন। সে কী প্রাণভরা ডাক–দয়াময়ী মা–প্রেমময়ী মা ইত্যাদি আখর দিয়ে দিয়ে। অন্তর্যামী ঠাকুর, হবেই তো!

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে

—ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী

পুণ্য ভূমি কনখল। কল-কল নাদে গঙ্গা প্রবাহিতা। পাশেই দক্ষমন্দির। প্রাচীন তীর্থের অপূর্ব পবিত্রময় পরিবেশ।

এই কনখলেই মাতৃসান্নিধ্যে দ্বাত্রিংশত্তম সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আয়োজন। কিন্তু ৪০০জন ব্রতী বিদেশী ব্রতী ৪৫ জন; এবং দূর দূরান্ত হতে সমাগত বহু মাতৃ ভক্ত! এঁদের এক সঙ্গে বসে ধ্যান ধারণা করার স্থান কোথায় আশ্রমের হল ঘরে?

স্থির হল প্যান্ডেল করা হবে। হল ঘরের বাইরে যজ্ঞশালার কাছে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কিন্তু একটিই বাধা প্রাঙ্গণের মাঝখানে ডালাপালা বিস্তৃত একটি বিশাল বটগাছ অবস্থিত। মাতৃনির্দেশে তাকে উৎপাটিত করা হল। হয়তো সে মাতৃসেবার জন্য এতদিন নিযুক্ত ছিল; তার ফলস্বরূপ এখন তার মুক্তির সময় হয়েছে। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সংযমের প্যান্ডেল নির্মিত হল। প্যান্ডেলের ভিতরে উত্তর দিকে শ্রীশ্রী মা ও মহাত্মাদের বসার জন্য একটি বিরাট মঞ্চ রচিত হল। প্যান্ডেলে সহস্রাধিক লোকের বসার ব্যবস্থা। মঞ্চের পিছনে কালোপযোগী ফটো টাঙ্গানো হল। শুভ্র ও গৈরিক বস্ত্রের মিশ্রণে সূর্যের আকৃতি চিত্রিত করা হল। এবং চতুর্দিকে তার রক্তিম চ্ছটা বস্ত্রের দ্বারাই প্রদর্শিত করা হল। সূর্যকিরণের ঠিক মাঝখানে শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত স্নিগ্ধ বিশাল চিত্র সুশোভিত। ঐ চিত্রের দুইদিকে ঋষি মুনিদের নানা ধ্যান মুদ্রাযুক্ত চিত্র। সময়ানুকূল পরিবেশ অনুসারে মঞ্চ ও সভামন্ডপ। পূর্বদিন সন্ধ্যার অরুণিময় সংযম মহাব্রতের উদ্‌ঘাটন—সমারোহের প্রারম্ভ।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তাই দেখে আশ্রমের কার্যকর্তারা চিন্তান্বিত হলেন-যদি বর্ষা হয় তবে প্যান্ডেলে জল গেলে অসুবিধা হবে। তাঁরা মনে প্রাণে মায়ের চরণে প্রার্থনা জানালেন।

সন্ধ্যার সময়। সৎসঙ্গ-মন্ডপ সংযমাভিলাষী ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ওপার হতে বহু বিদেশী ভক্ত এসে সমবেত হয়েছিলেন। মঞ্চের উপর কাষায় বস্ত্রধারী কনখলের সন্ত মহন্তগণের সমাবেশ। নির্বাণী আখাড়ার মহন্ত শ্রী১০৮ গিরিধর নারায়ণ পুরীজী এবং দিব্য জীবন সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী ১০০৮ স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। কিছু পরেই সভা মন্ডপের প্রবেশদ্বারের নিকটে একটু চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল। সভা মন্ডপের প্রবেশদ্বারের নিকটের লোকদের সরবার জন্য বলা হচ্ছিল। সকলের দৃষ্টি সেদিকে, মা আসছেন। তখনই ব্রহ্মচারী ভাস্করানন্দজী (যিনি এখন সন্ন্যাসী) রাস্তা করতে করতে এলেন তাঁর পিছনে শ্রীশ্রী মা মন্ডপ আলো করে এলেন। উদাসজীর হাত ধরে মা মঞ্চে আরোহন করে নিজের শুভ্র আসনে বিরাজিতা হলেন। আসনে বসেই শ্রীশ্রীমা হাতজোড় করে উপস্থিত যতিবৃন্দকে তিন বার 'নমো নারায়ণ' বললেন এবং ভক্তদের দিকে তাকিয়ে হাতজোর করে তাঁদের শ্রর্দ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করলেন। তারপর প্যান্ডেলের চারদিকে নিরীক্ষণ করলেন, যাতে কোন ত্রুটি না থাকে। এরপর কনখল আশ্রমের ব্যবস্থাপক ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দজী (বর্তমানে সন্ন্যাসী) শ্রীশ্রীমাকে চন্দন ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করলেন এবং মার সস্নেহ আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভক্তজনের দৃষ্টি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পতিত হল যেন তাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপমাধুরীকে স্বীয় নেত্রপুটে আবদ্ধ করে চিরদিনের জন্য হৃদয়াসনে বিরাজিত করলেন। সাধক বিদ্বৎজনের শীষ মায়ের চরণে অবনত হল যেন তাঁরা আজ নিজেদের সাধনা ও আরাধনা এবং বিদ্যাবুদ্ধিকে চির আরাধ্যা বিদ্যাস্বরূপিনী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরতরে অর্পণ করে মায়ের কৃপাপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সর্বার্থসাধিকা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীমায়ের ইন্দুকুন্দসদৃশমন্দহাস্য চতুর্দিকে বিকসিত হল; সুরভিত হল; তৃপ্ত হল ভক্তজনের অন্তর, ধন্য হলেন সাধকগণ। শ্রীশ্রীমায়ের আসনে বিরাজিত হওয়ার পর স্বাগত ভাষণ হল। পূজনীয় স্বামী চিদানন্দজী শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম অর্পণ করে সংযমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বললেন এবং তিনি এই মহোৎসবে সম্মিলিত হতে পারবেন না, কারণ তাঁর এই উৎসবের নিশ্চিত তিথি আগে থেকে জানা ছিল না; তাই তাঁর বিদেশগমনের সুনিশ্চিত কার্যক্রম পূর্ব হতেই স্থির হয়ে গেছে-এই জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। অস্তাচলের রক্তিম আভায় আকাশ রঞ্জিত হয়ে উঠল। কীর্তন সমাপ্ত হল।

শ্রীশ্রীমা হেসে চিদানন্দ স্বামীজীকে বললেন–"বাবার ওখানে বেশী ভাললাগে না?"

স্বামী চিদানন্দজী–"না মা, আগে থেকে তারিখ জানা ছিলনা, তাই বিদেশের কার্যক্রম ঠিক হয়ে গেছে। এখন থেকে তারিখ জানা থাকলে এখানেই থাকার চেষ্টা করব।"

শ্রীশ্রীমা–"বাবা, মনে রেখ।" (এই রূপে শ্রীশ্রীমা কি আগামী দিনের সংযম সপ্তাহের ইঙ্গিত দিলেন?)

এরপর শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কীর্তন গাইলেন। এই কীর্তনের পদাবলী পূর্বদিন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিঃসৃত হয়েছে।

কীর্তনের পদটি এই রূপ:-

"হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান,
হে কৃপাল, হে দয়াল,
হে দয়াময়, হে দয়াল, দীনবন্ধু, দীননাথ,
দীনবন্ধু জগন্নাথ,
শুদ্ধ সত্য স্বরূপঠাকুর
ডাকছ তুমি নিরন্তর, ডাকছ তুমি, ডেকেছ তুমি,
হৃদয় জুড়ে বসবে বলে ডাকছ তুমি, ডেকেছ তুমি,
এপতিত কে ডাকছ তুমি
সংযম মহাব্রতে বসাবে বলে ডাকছ তুমি, ডেকেছ তুমি
হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান।"

এই প্রকারে কীর্তন ও ভাষণের পর সংযম মহাব্রতের উদ্‌ঘাটন–সমারোহ সম্পন্ন হল।

কার্তিকের স্নিগ্ধ প্রভাত। মঙ্গলধ্বনিতে পরিবেশ মঙ্গলময় হয়ে উঠল। ঘড়িতে সাড়ে ৫টার ঘন্টা। ব্রহ্মচারিণী পুষ্পদির গম্ভীর মধুর মর্মস্পর্শী কন্ঠে 'ভজ মা আনন্দময়ী, জপ মা আনন্দময়ী, গাহ মা আনন্দময়ী' এই নামকীর্তনের মধুর ধ্বনিতে চতুর্দিক নিনাদিত হয়ে উঠল।

সংযম সপ্তাহের প্রাতঃকালীন কার্যক্রমে উপস্থিত হওয়ার ব্যগ্রতায় সকলে তাড়াতাড়ি নিজেদের নিত্যক্রিয়া সমাপন করে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে দেওয়া নামাবলী জড়িয়ে পীতরঙ্গের রুমাল মস্তকে বেঁধে সভা মন্ডপের দিকে যেতে লাগলেন। সাড়ে সাতটায় সৎসঙ্গ আরম্ভের ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের বালক ব্রহ্মচারীরা বেদপাঠ আরম্ভ করলেন। নিজের নিজের আসনে সংযমী মাতৃচরণাভিলাষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তরা ধীর স্থির ভাবে বসেছিলেন। যথাসময় শ্রীশ্রীমা মন্ডপে পৌঁছালেন।

প্রায় পৌনে ৮টার সময় 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' বেদান্তের এই মহাবাক্যের সুর-লহরী তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। ভববারিধিতে নিমজ্জিত মানবমনকে এই তরঙ্গ শ্রীশ্রীমায়ের চরণরূপীতট-প্রান্তে এনে উপনীত করল। চঞ্চল অসহায় মন যখন অশরণ-শরণ মায়ের চরণরূপী কূল পেল, তখন স্থায়ীভাবে তাকে পাওয়ার প্রয়াসে ৮টা থেকে ৯টা ধ্যান আরম্ভ হল।

ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের বাণী:-

"ধ্যান, ঘরের কথা নিজে থেকেই মনে আসে। কেউ কেউ বলে পূজার সময় অন্য কথা মনে আসে। সদ্‌বুদ্ধি, সৎচিন্তন, ধ্যান নিজ থেকেই হয়। জপও নিজ হতে হয়। স্বয়ং জপস্বরূপ সকলের মধ্যে বিরাজিত, তার জন্য বলা হয়, এই রূপ বিগ্রহের ধ্যান কর।'

এই প্রকারে এক ঘন্টা শুদ্ধ সত্য আনন্দময় বিগ্রহের ধ্যান করা হল। ধ্যানের পর ধ্যান সমাপনের সূচনার প্রতীক রূপে গম্ভীর গুহা নিহিত মন্ত্র স্বরে নিম্নলিখিত পদ গুঞ্জিত হল—

"হে পিতঃ হে হিতঃ হে ব্রহ্মতত্ত্বম্
হে পিতঃ হে হিতঃ হে ব্রহ্মভূতম্
হে পিতঃ হে হিতঃ হে ব্রহ্মস্বরূপম্॥

ভক্তজনের মন কীর্তন ধ্বনিতে আনন্দিত হয়ে উঠল। ধ্যানের পর গীতা, চন্ডী, উপনিষদ পাঠ এবং ভাষণ আরম্ভ হল। উপনিষদ পাঠের পর পূজনীয় কৈলাস পীঠাধীশ্বর মহামন্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজী উপনিষদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীমা দীর্ঘসময় সৎসঙ্গে বসে ছিলেন। ১২টা পর্যন্ত কার্যক্রম চলল। শ্রীশ্রীমা হঠাৎ স্বয়ং সৎসঙ্গ মন্ডপের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বাইরে যজ্ঞশালার সামনে গিয়ে বসলেন। এই কার্যক্রম পূর্ব নির্দ্ধারিত ছিল না। তাই এই ভাবে অনায়াসে মাকে পেয়ে ভক্তরা উল্লসিত হয়ে উঠল। ঘন্টাধিক সময় উন্মুক্ত আকাশের নীচে শ্রীশ্রীমায়ের উন্মুক্ত দর্শন। উপবাসী মাতৃভক্তবৃন্দ আজ মায়ের দিব্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হলেন।

মধ্যাহ্নে আড়াইটার সময় আবার কার্যক্রম আরম্ভ হল। এর আগ পর্যন্ত সৎসঙ্গের বিরতিতে কীর্তন চলছিল। পৌনে তিনটা হতে "হে ভগবান হে ভগবান" কীর্তন আরম্ভ হল, যথা সময়ে শ্রীশ্রীমা বিরাজিত হলেন। ৩টা হতে ৪টা পর্যন্ত ধ্যান হল।

ধ্যানের পর গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় জ্বালাপুরের হিন্দী বিভাগাধ্যক্ষ ড০ রাকেশজী শিবপুরাণের ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর ব্যাখ্যায় মৌলিকতা পরিলক্ষিত হল। সকলেই উৎসাহিত হয়ে তাঁর ভাষণ শুনলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁর ভাষণে শেষ পর্যন্ত বসেছিলেন। এরপর উদাসীন বড় আখাড়ার মহামন্ডলেশ্বর স্বামী শ্রীব্রহ্মহরিজী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন—"এই পবিত্র ভূমিতে মাতৃ সান্নিধ্যে এই সংযম মহাব্রত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, হরিদ্বারকে 'মায়াপুর' বলা হয়। মায়াপুরে প্রবেশ না করলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়না। এই মায়াপুরী অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীমা।" বিকালে প্রায় ৬টা পর্যন্ত মহাত্মাদের ভাষণ হল। তারপর ভক্তগণ নিজ সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি করার জন্য ঘরে গেলেন। পুনরায় ৭টা হতে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত আশ্রমে সান্ধ্যকীর্তন হল। সাড়ে ৭টা হতে আবার মহাত্মাদের ভাষণ। পূজনীয় শ্রী ১০৮ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী মহামন্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রভৃতি নিজেদের বিদ্বত্তাপূর্ণ ভাষণে ভক্তজনের মনকে পরম পথের প্রাপ্তির জন্য উৎসাহিত করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারাদিন সংযমব্রত পালন এবং অমৃতবর্ষণ শ্রবনের পর মন যখন স্বভাবতঃই পবিত্র এবং স্থির হত; তখন স্নিগ্ধ মন রূপী বেদ্রীতে শরদিন্দু সদৃশ শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যমূর্তি উদ্ভাসিত হত, মাতৃরচনামৃতের আনন্দ ধারায় মানব মন স্নাত হয়ে পরম শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য আনন্দময় পরিবেশে উপনীত হত। শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী কন্ঠধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র শরীর পুলকিত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। ধন্য এই জগতবাসী আজ তাদের এই পরম সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এই প্রকারে এই আনন্দ প্রবাহ প্রতিদিন প্রবাহিত হতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

☆

নিজের ঘর

—ডা. চিত্ততোষ চক্রবর্তী

ও ঘরামী কাদের তরে
বানাস বাসের ঘর
বুঝিস নাত (এ) ঘরের ঘর
সবাই যে তোর পর॥
আপন সেজে ধরায় এসে
থাকবে ওরা মিলে মিশে
সময় হলে নেবে বিদায়
(পড়ে) থাকবে মায়ার ঘর॥
ও ঘরামী কাদের তরে ০০০০০

(২)
শ্বাসের ঘরের খড় কুটো
যতই বাধিস হবে ফুটো
নিজের ঘরের চাতালটা তুই
শক্ত করে গড়॥
ও ঘরামী কাদের তরে ০০০০০

(৩)
শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞান শক্তি
চার কোনে চার পুতে খুটি
সত্য রসে মেখে মাটি
দেয়াল তুলে ধর॥
ও ঘরামী কাদের তরে ০০০০০

(৪)
ধ্যান জপের ছাউনি দিয়ে
বিবেক বুদ্ধি জানলা দিয়ে
গড়বি যে ঘর দেখবি সেটাই
হবে নিজের ঘর॥
ও ঘরামী কাদের তরে ০০০০০

(৫)
ঋষি পন্থার পথিক হয়ে
সংসার কর সবকে নিয়ে
মা আছেন যার বুকের মাঝে
সব ঘরই তার নিজের ঘর॥
ও ঘরামী কাদের তরে ০০০০০

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-আমার মা

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

ঘুমের ঘোরেতে স্বপন দেখিনু
একদিন মাঝরাতে,
জীবনের পথে চলিতেছি আমি
মা-ও চলেছেন সাথে।
বালুকাবেলায় পড়িতেছে সেথা
পদচিহ্ন দুইসারি,
চাহিয়া দেখিয়া শিহরে পুলকে
দু'নয়নে ঝরে বারি।
জীবনপ্রান্তে পিছনে চাহিয়া
অবাক হইয়া দেখি,
(মোর) দুঃখের দিনে পায়ের চিহ্ন
শুধুমাত্র একসারি।
আমি বলি 'মাগো বলেছিলে তুমি,
'আয় তুই মোর কাছে,
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে
রব আমি তোর পাশে।'

একি দেখি মাগো মোর বিপদেতে
পদচিহ্ন একসারি,
কেন তুমি মাগো ছেড়ে দিলে মোরে
মোছালেনা আঁখিবারি?
দুঃখের দিনে ভেবেছিনু আমি
তুমি রবে মোর কাছে,
পদচিহ্ন শুধু একসারি দেখি
কেন ছিলে না গো পাশে?'
মা বলেন হেসে "ওরে বোকা ছেলে
তোকে কি ছাড়তে পারি?
ভক্তরে ছেড়ে ভগবান থাকে
এ কভু হয়েছে নাকি?
(তোর) দুখের দিনেতে আমি কাছে এসে
মুছেছি নয়ন বারি,
কোলে করে তোকে নিয়ে গেছি
তাই পদচিহ্ন একসারি।

একটি প্রচলিত কাহিনী পাঠ করে মাতৃভাবনায় ভাবিত হয়ে উপরোক্ত কবিতাটি লেখা হলো। জীবন সায়াহ্নে এসে আজ সত্যি মনে হয় আমাদের দুঃখের দিনগুলো শ্রীশ্রীমা কোলে করে পার করেছেন–না হলে হয়তো মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব হতো।

— লেখক

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১. *কনখল—*

দেবতীর্থ কনখলে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে প্রতিবছরের মত এবারও ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ মহাসমারোগহে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ই মার্চ মহাশিবরাত্রি ব্রত পূজা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২. *বারাণসী—*

বারাণসী আশ্রমে গত ১৪ই জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য পার্বণে উদয়াস্ত হরেকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যাবেলা সম্পূর্ণ আশ্রম যজ্ঞশালা পরিক্রমা করে 'জয় মা সাবিত্রী জয় মা গায়েত্রী জয় মা শিবানী জয় জয় মা। নমো নমো যজ্ঞদেবতা' এই নাম কীর্তনের পর যজ্ঞশালার সামনে বসে 'পরমপুণ্যধাম বারাণসী আশ্রম প্রণমি' এই গানের পর হরিরলুট ও কীর্তন করে কীর্তনের সমাপ্তি হয়। এইদিন পিঠা ও পায়েসের বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা কন্যাপীঠের হলঘরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। ১২ই মার্চ মহাশিবরাত্রির দিন রাত্রিতে সম্পূর্ণ আশ্রম একটি শিবালয়ের রূপ ধারণ করে। কন্যারা সারারাত ধূম কীর্তন সহ চতুঃপ্রহর সমবেত ভাবে শিব পূজা করে। সেই সময় হল ও হলের বারান্দা খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়। ছোট মেয়েরা হলের বারান্দায় বসে শিবপূজা করে । চন্ডী মন্ডপ, চন্ডী মন্ডপের বারান্দা, বুড়োশিবের কাছে, উপরে অন্নপূর্ণা মন্দিরে,অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায়, স্মৃতি মন্দিরে সর্বত্রই শিবপূজার ধূম লেগে যায়। এছাড়া আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে, দিদিমার মন্দিরে, বিপিনেশ্বর মন্দিরে সর্বত্র বিশেষ সমারোহের সঙ্গে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম বাসী ও স্থানীয় মাতৃভক্তেরা শিবপূজায় অংশ গ্রহন করে।

২৭ শে মার্চ সন্ধ্যায় দোলমঞ্চে শ্রীশ্রীনারায়ণের অধিবাস ও ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৮ শে মার্চ সকালে দোলমঞ্চে শ্রীশ্রীনারায়ণের বিশেষ পূজার পর নারায়ণকে আবার দেওয়া হয়। এদিকে আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে যথাসময়ে শ্রীশ্রীগোপালকে সিংহাসন হতে নামিয়ে মার খাটে বসানো হয়। তখন প্রতিবারের মত সকলে মন্ত্র সহ গোপালকে স্পর্শ করে আবীর দেয়। এরপর গোপালকে মন্দিরে নিয়ে অভিষেক ও মহাস্নান করানো হয়। সেই সময় কন্যাপীঠের কন্যারা বেদপাঠ ও কীর্তন করতে থাকে। গোপালকে সিংহাসনে বসিয়ে গোপালের বিশেষ ভোগ হয়।

আগামী ১৯শে এপ্রিল হতে ২২শে এপ্রিল শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় —

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে গত ৮ই মার্চ হতে ১০ই মার্চ পর্যন্ত রোটারী ক্লাব বারাণসী নর্থ এর পক্ষ হতে এবং লখনউ এর 'মঙ্গলম্' এর সহযোগে 'নিঃশুল্ক বিকলাঙ্গ এবং বধির শিবির' আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষ্যে হাসপাতালে মঙ্গলমের পক্ষ হতে বিকলাঙ্গদের wheel chair, ক্যালিপার বা জুতা, artificial লিম্ব (জয়পুরী হাত,পা) তাদের মাপ অনুযায়ী দেওয়া হয়। বধিরদের শ্রবণ যন্ত্রও দেওয়া হয়। এই সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগীদের মাপ মত তৈরী করার জন্য 'মঙ্গলম্' এর পক্ষ থেকে হাসপাতালে রীতি মত কারখানা বসে যায়। ডাক্তারদের নির্দেশ অনুসারে রোগীদের এই সমস্ত দেওয়া হয়। আগামী দিনে 'মা আনন্দময়ী গঙ্গা অ্যাম্বুলেন্স সেবা' আরম্ভ হবে। তারও রূপরেখা নির্দ্ধারিত হয়।

গত ১৬ই মার্চ 'নিঃশুল্ক চিকিৎসা সেবা' শিবিরে সেবা প্রদানের জন্য ডাক্তারদের বিশেষ উপহারের দ্বারা সম্মানিত করা হয়। হাসপাতালের কর্মচারীদেরও এই উপলক্ষ্যে পুরস্কৃত করা হয়। এই উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিত্তমন্ত্রী শ্রীহরিশচন্দ্র শ্রীবাস্তব ও বিধায়ক শ্রীশ্যামদেব রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

৩. *বৃন্দাবন—*

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১২ই মার্চ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রাত্রিতে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর মহাদেবের রুদ্রাভিষেক এবং বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভক্তরাও সমবেত ভাবে ব্যক্তিগত শিবপূজা করেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গত ২১শে মার্চ হতে ২৮শে মার্চ প্রতিদিন প্রাতে স্বামী শ্রীরুদ্রদেবানন্দ সরস্বতীজী উপনিষদ প্রবচন করেন।২৪শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ প্রখ্যাত রাসমন্ডলী দ্বারা বিকালে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮শে মার্চ উদয়াস্ত অখন্ড শ্রী হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা অভিষেক এবং জন্মতিথি পূজা ও শ্রীকৃষ্ণ ছলিয়া এবং শিবের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে সাধুসেবা হয়।

৪. *কোলকাতা—*

কোলকাতায় আগরপাড়া আশ্রমে প্রতিবারের মত এবারেও গত ২৩শে নভেম্বর হতে ৩০শে নভেম্বর ২০০১ আশ্রমের দ্বিতলে হলঘরে সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমে গীতা জয়ন্তী উদযাপিত হয় ২৩শে ডিসেম্বর হতে ২৬শে ডিসেম্বর। বাৎসরিক নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাটমন্দিরে ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবাস ও কুঞ্জভঙ্গের কীর্তন করেন। রাত্রিতে মহিলা ভক্তরা কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন। পরদিন ৩০শে ডিসেম্বর ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দজী ও বহু ভক্ত কীর্তনে যোগদান করেন। নামযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন—স্বামী তন্ময়ানন্দজী, ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী, স্বামী ভজনানন্দজী ও আরও অনেক বিশিষ্ট ভক্তরা। মধ্যাহ্নে ভোগরতির পর প্রায় ১৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বহিরাগত আশ্রমের সাধুদের উপস্থিতিতে গত ১৩ই জানুয়ারী 'আনন্দ ধ্যান পীঠে' সারাদিন ব্যাপী 'মাতৃ-অনুষ্ঠান দিবস' পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী ভাস্করানন্দজী। কাঠিয়া বাবা আশ্রমের শ্রী১০৮ বৃন্দাবন বিহারী দাসজী মহারাজ মাতৃপ্রসঙ্গ শোনান। সংযম অনুষ্ঠানের মত সকালে ও বিকালে ধ্যান সময়োপযোগী সঙ্গীত ও মাতৃপ্রসঙ্গের মাধ্যমে সাধু, ব্রহ্মচারী ও বিশিষ্ঠ ভক্তরা ব্রতীদের আনন্দ দেন। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শ্রী প্রতিভা কুমার কুন্ডু। মধ্যাহ্নে সকলে সংযমের অনুকূল 'আনন্দময়ী ব্রহ্ম খিচুড়ী' প্রসাদ গ্রহন করেন ও রাত্রিতে দুধ। আনন্দ ধ্যানপীঠের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়।

এবার আগরপাড়া আশ্রমে এক মাস ব্যাপী দীক্ষা দেন ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী। কখনও স্বামী ভাস্করানন্দজীও দীক্ষা দেন। গত ১২ই মার্চ মহাশিবরাত্রি এবং ২৯শে মার্চ দোলোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫. জামসেদপুর—

জামসেদপুরে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ১২ই মার্চ মহাশিবরাত্রি মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রাত্রিতে চতুঃপ্রহর শ্রীশ্রী শিবপূজা সমবেত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় শ্রী শিব সহস্র নাম পাঠ ও কীর্তন আদি হয়।

৬. ভীমপুরা—

শ্রীশ্রী মায়ের ভীমপুরা আশ্রমে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ও ১২ই মার্চ শ্রীশ্রী শিবরাত্রি পূজা এবং ১৫ই মার্চ হতে ২১শে মার্চ সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।

৭. রাজগীর—

ভগবান বুদ্ধের তপঃপূত-স্থল রাজগীরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ২১শে মার্চ নব নির্মিত সৎসঙ্গ ভবনের উদ্‌ঘাটন হয়। এই উপলক্ষ্যে ২০শে মার্চ হতে ২২শে মার্চ বিশেষ উৎসব আয়োজিত হয়। কীর্তন, পূজা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী, স্বামী নির্মলানন্দজী, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যাপীঠের কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী ও বহুভক্ত সমবেত হন।

২০শে মার্চ উষাকীর্তনের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সূচনা। সেদিন প্রাতে শিবমন্দিরে বিশেষ পূজা হয়। গীতা, চন্ডী পাঠের পরে মাতৃ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী। বিকালেও যথারীতি সৎসঙ্গ আয়োজিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপর যথাক্রমে ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী ও স্বামী নির্মলানন্দজী প্রবচন করেন। সান্ধ্য কীর্তন করেন গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে সন্ধ্যা আরতির পর স্তব রামায়ণ গান হয়।

২১শে মার্চ নবনির্মিত 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ ভবনে' প্রবেশের পর শ্রীশ্রী নারায়ণ বিগ্রহ এবং শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ ষোড়শোপচারে পূজা করেন ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী। বিকালে যথারীতি সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা আরতি ও কীর্তনের পর গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী প্রতিভা কুমার কুন্ডু এবং কীর্তন মন্ডলী দ্বারা নাম যজ্ঞের অধিবাস সুষ্ঠু ভাবে প্রারম্ভ হয়।

২২শে মার্চ সারাদিন নামকীর্তন, মহাপ্রভুর পূজা ও ভোগ, সাধু ও ব্রাহ্মণ সেবা, বিকালে নগর কীর্তনের পর নামযজ্ঞের সমাপন ঘটে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় রাজগীরের এই বিশেষ উৎসবটি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়েছে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। *শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী*

শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত, সৌম্যদর্শন এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী দুর্গাপুরে গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০০ সালে ৯০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে অমৃতধামে গমন করেছেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর শিষ্য শ্রী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কাছে তাঁর দীক্ষা হয়। ১৯৪ সালে সিমলায় যখন তিনি চাকরী করতেন, তখন তিনি সিমলার কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শ করেন। এরপর প্রায়ই তিনি মার দর্শন করতে যেতেন। মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত ও কীর্তনপ্রেমী দিল্লী তুষার বসুর (পরে চৌধুরী) সঙ্গে বিবাহের পর ১৯৫০ সাল থেকে নারায়ণদার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা হয়। শ্রীমতী তুষার চৌধুরী ১৯৩৮ সাল থেকে মায়ের সঙ্গ করেছেন। দুজনেই আশ্রমের নান অনুষ্ঠানের সঙ্গে বহুবছর যুক্ত ছিলেন।

নারায়ণদা বহুদিন কাশী আশ্রমের সেবা কার্যে ও আনন্দবার্তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মায়ে সম্বন্ধে একটি ইংরাজী বইও লিখেছেন— "That Compassionate Touch of MaAnandamayee" মাতৃভক্তদে তিনি অতি প্রিয় ছিলেন।

আমরা তাঁর পরলোক গত আত্মার ঊর্ধ্বগতি কামনা করি এবং পরিবার বর্গ চির সান্ত্বনা লাভ করুক মায়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

২। *শ্রী শৈলেন দে—*

গত নভেম্বর মাসে সংযমের সময় মাতৃভক্ত ও আগড়পাড়া আশ্রমের কর্মী শ্রী শৈলেন দে ৭৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করে শ্রীমায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেন। মায়ের শ্রীচরণে আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের কল্যাণ কামনা করি।

৩। *শ্রীমতী মৃণালিনী সেন—*

শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী মৃণালিনী সেন গত ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০১ সালে ব্যাঙ্গালোরে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। আমরা মায়ের চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি ও পরিবার বর্গের সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৪। *শ্রীমতী ইন্দুলেখা বর্দ্ধন—*

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত কোলকাতাবাসী শ্রীতারাপদ বর্দ্ধনের ধর্মপত্নী শ্রীমতী ইন্দুলেখা বর্দ্ধন গত ১ ডিসেম্বর, ২০০১ সনে ৮২ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। মায়ের শ্রীচরণে আমরা তাঁর পরলোকগ আত্মার শান্তি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করি।

৫। *শ্রীমতী রমা মুখার্জী—*

শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরতন ভক্ত ও গুরুপ্রিয়া দিদির নিকট আত্মীয় মাতৃ-সেবিকা স্বর্গীয়া অমলা কন্যা কোলকাতাবাসী রমাদি গত ৬ই জানুয়ারী, ২০০২ সনে সজ্ঞানে ইহধামে ত্যাগ করেন। তাঁর ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিল ৭৫ বৎসর। রমাদি বহু বৎসর নানা স্থানে মাতৃ সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন ও উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তিনি সৎসঙ্গপ্রেমী ছিলেন ও আশ্রম ও ভক্ত বাড়ীতে পূজা অনুষ্ঠানের সেবা কার্যে সাহায্য করতেন। মায়ের শ্রীচরণে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে আমরা সমবেদনা জানাই ও মায়ের চরণে তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করি।

৬। শ্রীহরপ্রসাদ বসু—

শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত স্বর্গত শান্তিঘোষের ভ্রাতা কোলকাতা বাসী শ্রীহরপ্রসাদ বসু গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সনে বৃহস্পতিবার মায়ের নাম করতে করতে সজ্ঞানে মায়ের চরণে অন্তিম আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬। যদিও বহুকাল তিনি মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন, হরপ্রসাদদা ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারীতে যোধপুর পার্কে অনুষ্ঠিত ভাগবত পারায়ণের সময় মাতৃ সান্নিধ্যে দীক্ষালাভ করেন। তিনি নিষ্টা পূর্ণ সাত্ত্বিক জীবন যাপন করতেন। তিনি সৎসঙ্গ ভাল বাসতেন। মাতৃ চরণে আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার চির শান্তি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

৭। শ্রীমতী সাবিত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় -

শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্র স্বর্গীয় শ্রীহরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী শ্রীমতী সাবিত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বারাণসী ধামে শ্রীশ্রীমায়ের হাসপাতালে ৯০ বৎসর বয়সে গত ২৩শে মার্চ, ২০০২ ব্রহ্মমূহুর্ত্তে মাতৃচরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। সাবিত্রীদি অতিশয় ধর্মপ্রাণা নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। শোনা যায় বহু পূর্বে একসিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট দীক্ষার প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি সাবিত্রীদিকে বলেন— "পারের কত্রী একজনই- তিনি হলেন মা আনন্দময়ী।" এই সূত্রে ১৯৪৮ সনে হরীশদা ও সাবিত্রীদি তাঁদের তিন পুত্র সহ কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আসেন। ১৯৫৮ সালে লখ্নৌ থাকা কালীন তাঁদের শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ হয় এবং তারপর সম্পূর্ণ পরিবার মায়ের চরণাশ্রিত হন। শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশে সাবিত্রীদি শুদ্ধাচারিণীর আদর্শপূর্ণ জীবন গ্রহণ করেন। তিনি সাধিকাতুল্য জীবন যাপন করতেন। পুরস্কার স্বরূপ শ্রীশ্রী মা একদিন বৃন্দাবন আশ্রমে তাঁকে দিয়ে রান্না করিয়ে ভোগও গ্রহণ করেন এবং সাবিত্রীদিকে বলেন, "তুমি শুদ্ধ ভাবে থাক কিনা, তাই বহু বৎসর পর এ শরীর কোনও গৃহস্থের হাতের রান্না খেলো।" সাবিত্রীদির বানান ঝাঝরা পীঠা খেয়ে শ্রীশ্রীমা বলতেন যে এর আগে সূক্ষ্মে তাঁকে এই সুস্বাদু পীঠা কেউ খাইয়ে গেছে। মা এই পীঠার নাম দেন 'অমৃত পীঠা।'

শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশে হরীশদা ও সাবিত্রিদি কাশী বাস করতেন। ১৯৬৯ সালে তাঁদের নূতন বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয় শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের অনেক মধুর লীলা দর্শন করে ভক্তরা আনন্দিত হন। ঐ বাড়ীর দ্বিতলে শ্রীশ্রী মায়ের জন্য নির্মিত ঘরে কয়েকবার মা অবস্থান করেছেন। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সাবিত্রীদির পরলেকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA" AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF THE PRESS AND REGISTRATION ACT. FORM IV (RULE 8)

1.	Title of Newspaper	:	**Ma Anandamayee Amrit Varta**
2.	Place of publication	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi-1**
3.	Periodicity of publication	:	**Quarterly**
4.	Printer's Name	:	**Panu Brahmachari**
	Whether citizen of India	:	**Yes**
	Address		**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
5.	Publisher's Name	:	**Panu Brahmachari**
	Whether citizen of India	:	**Yes**
	Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
6.	Editor	:	**Panu Brahmachari**
	Whether citizen of India	:	**Yes**
	Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-1**
7.	Name & address of the owner,	:	
	who owns the Newspaper	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd) H.O., Kankhal, Hardwar-249408**

I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

March, 1,2002

(Sd) PANU BRAHMACHARI
Publisher.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কর্ম্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কর্ম্ম করবে
তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

— শ্রী শ্রী মা

A. R. DEWANJEE & CO.

Manufacturers of Hot Pressed Commercial Plywood
Exporters & Importers
12/3 Netaji Subhas Road,
Calcutta – 700 001

Phone :
220 9739/ 220 4746 (O)/ 220 8472 (Fax.)/
477 9239 (Factory)/ 473 3157 (Resi)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :
D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :
Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:
D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

“প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।”

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা   ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা   ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

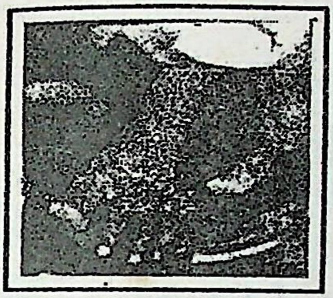

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা   ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা   ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

Khadim's

Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD.
29A, Rabindra Sarani, CAlcutta – 700 073.
Phone : 237 8220, 237 0806, 237 5226, 236 4639, 236 6063, 236 2318
Fax : 033 215 3387.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)
16. PUNE :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)
17. PURI :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
18. RAJGIR :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)
19. RANCHI :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)
20. TARAPEETH :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.
21. UTTARKASHI :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,
22. VARANASI :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-310054+311794)
23. VINDHYACHAL :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)
24. VRINDAVAN :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA :	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ माँ

मातृ शरणं

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन--३९२८२०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhaiti Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-33208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271) U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-426575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-51369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৬ জুলাই ২০০২ সংখ্যা ৩

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

★

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- ”
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- ”

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী-পত্র

১। মাতৃ-বাণী ১

২। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ৩

– শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩। শৃন্বন্ত বিশ্বে ৭

– শ্রী কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

৪। পরমতীর্থ (গান) ১২

– শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

৫। সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী ১৩

– ডাঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

৬। পূর্ণ-কাম (কবিতা) ১৭

– শ্রী শিবানন্দ

৭। মাতৃ-কথামৃত ১৯

–শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

৮। প্রণাম করে আসলাম ২২

– শ্রীমতী সঞ্চিতা সেনগুপ্ত

৯। স্মৃতি চারণ ২৩

– শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

১০। রাজগীর উৎসবের মধুময়ী স্মৃতি ২৭

– কুঃ গীতা ব্যানার্জী

১১। লেখা (কবিতা) ৩৪

– ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী

১২। শক্তি স্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা ৩৫

– ডাঃ শুকদেব সিংহ

১৩। আশ্রম সংবাদ ৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক)—এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী—শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পুনর্মুদ্রিত। প্রতি ভাগের মূল্য ৩০/- টাকা।

মাতৃবাণী—শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা—মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা—মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবাণী

গুরুর অনন্তরূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অপ্রকাশ। গুরু-ইষ্ট-মন্ত্র রূপে ঐই-ত। প্রোফেসার না হলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালাভ হয় না, তেমন গুরু না হলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না।

* * *

কৃতজ্ঞতা, স্তব স্তুতি ও অশ্রু-সিক্ত প্রার্থনাদি খুব ভাল। এদের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হলে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কল্পনায় বিশ্বাস ও সত্যের আভাস দেখা যায়।

* * *

আকুল ভাবই পূজা, অর্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবন এবং সকল চেষ্টাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল বিদ্যমান।

* * *

আমাকে সরাতে পারলে তোমাকে পাওয়া যায়। সাধন ও ভজনের লক্ষ্যই হচ্ছে অহঙ্কার চুরমার করে দেওয়া।

* * *

দেহ সংযম, বাক্ সংযম ত অনেক সময় হয়; কিন্তু মনঃ-সংযমের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার।

* * *

যদি মহাপুরুষের নিকট আস, তবে অবনতি হতেই পারে না। আগুনের নিকট যাবে আর তাপ লাগবেনা এ হতেই পারে না।

* * *

অখন্ড কৃপা হলে অখন্ড প্রকাশ। যতটা করবে ততটাই পাবে। এক হয়, কর আর পাও। এর আগে গেলে দেখা যায় আমার কর্মের ফলে এই কৃপা আসেনি।

* * *

যখন চেষ্টার মধ্যে আছ, তখন চেষ্টা করাই দরকার। কখন যে সেই সময় আসবে কেউ ত জানে না।

* * *

তোমাদের ভয়ের কিছু নাই। চেষ্টা ও শক্তি আছে বলেই বলা হয়, চেষ্টা কর, নতুবা তিনি না করালে কিছু হয় না।

* * *

সত্য কথা, সত্য ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখবে। একদিন হয়ত ঠিক ঠিক হল না। কিন্তু অভ্যাস করতে করতে পরে কঠিন বোধ হবে না; আনন্দ পাবে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা, মাতা এবং যাঁর নিকট হতেই আমরা গূঢ় বিষয় একটুও জানতে পারি তিনিই গুরু। যিনি রাস্তার খবর একটুও দেন তিনিই গুরু।

☆ ☆ ☆

তোমরা সমবেত ভাবে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। যেমন খাওয়া হয় এক সঙ্গে, সৎসঙ্গে বসা হয় একসঙ্গে, তেমনি একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিক কর্মও করা যায়।

☆ ☆ ☆

ভজন কাকে বলে? 'ভ' মানে ভগবান, যিনি আপনজন তাঁর উপলব্ধির প্রক্রিয়াই ভজন। ইহাও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। তবে সদ্ ইচ্ছা জাগরিত হলে ভগবানই তা পূরণের জন্য কৃপা করেন।

☆ ☆ ☆

যেখানে মন রাখলে শান্তি, যা দেখলে শান্তি, বা যা শুনলে শান্তি, সেই শান্তিময়ের সাড়া সর্বদা থাকলেই তবে না শান্তির আশা।

☆ ☆ ☆

যে কোনও আশ্রয়েই হোক, নানা অগ্র হতে এক অগ্র না হলে যে সমগ্র সেই এক জনের সন্ধান পাবে না।

☆ ☆ ☆

সঙ্গ করা হয় কই? কাছে এলেই কি সঙ্গ করা হয় বা ২/৪ টি কথা শুনলেই কি সঙ্গ করা হয়?

☆ ☆ ☆

'হবেনা–হবেনা' – এভাব মনে না আনা। নিশ্চয় হতে হবে। 'হবে-হবে' ভাবতে ভাবতেই হয়ে যায়। তোমরা চিন্তা করছ কেন?

☆ ☆ ☆

যারা কিছু করতে অক্ষম, যাদের ধর্ম্ম জীবনের কোনও সহায় নেই, তাদেরই আমার বিশেষ প্রয়োজন।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

দেহত্যাগের পর স্বামী অখন্ডানন্দকে মানসরোবরের তীরে দেখা গিয়াছিল কেন?

২৫শে ভাদ্র, বুধবার (ইং ১০-৯-৫২)

আজ অখন্ডানন্দ স্বামীজীর তিরোধান উৎসব। সকাল বেলা পাঠের পর স্বামীজী কি গতি লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কথা উঠিল। মা পূর্ব্বে আমাদের নিকট যে গল্প করিয়াছিলেন উহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "প্রশ্ন উঠিতে পারে যে স্বামীজিকে এশরীর কৈলাসে দেখিতে পাইল কেন? তাঁহাকে যে কৈলাসে দেখা গিয়াছিল তাহারও কারণ আছে। যখন আমরা সকলে কৈলাসে যাই সেই সময় রাস্তায় স্বামীজীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল। দুর্গম রাস্তার জন্য তাঁহার শ্বাসকষ্ট ত ছিলই তাহা ছাড়া তাঁহার হিক্কাও উঠিতেছিল। মানসরোবরের নিকট যখন আমাদের তাঁবু ফেলা হইল তখনও স্বামীজীর হিক্কা চলিতেছিল। মানসসরোবর হইতে কৈলাসের কিছুটা অংশ দেখা যায়। ঐ সময় স্বামীজীর যে ভাবটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা কতকটা এইরূপ—কৈলাসে ত আসা গেল। এখন মায়ের কোলে গণেশের মত হইয়া যদি দেহ ছুটিয়াও যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? মানসসরোবরের তীরে মায়ের কোলে গণেশের মত নিশ্চিন্ত থাকিয়া স্বামীজীর দেহত্যাগের ভাবনা উঠিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে মানসসরোবরে গণেশমূর্ত্তিতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। মানুষ যাহা কিছু চিন্তা করে তাহারই ফল থাকিয়া যায়।

১৫ই আশ্বিন, বুধবার (ইং ১-১০-৫২)

আজ দুন এক্সপ্রেসে হরিবাবা এবং অবধূতজী প্রভৃতিসহ মা কলিকাতা রওনা হইবেন। কলিকাতা হইতে পুরী হইয়া মা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাইবেন হরিবাবার আগ্রহেই এই ভ্রমণ হইতেছে।

গত ২৭শে ভাদ্র শুক্রবার (ইং ১২-৯-৫২) মা অবধূতজী সহ বিন্ধ্যাচলে গিয়াছিলেন। সেখানে ছয়দিন থাকিয়া আবার কাশীতে ফিরিয়া আসেন। কাশীতেও প্রায় ৬ দিন থাকিয়া মা এলাহাবাদ চলিয়া যান। কাশী আশ্রমের কন্যাপীঠের মেয়েরা এবং প্রায় সমস্ত ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। এলাহাবাদের ভক্তেরা এবার ঐখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন এবং ঐ উপলক্ষেই তাঁহারা মা এবং অন্যান্য ভক্তগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ এলাহাবাদে সমবেত হইয়াছিলেন। সোলনের রাজাসাহেব, টিহরীর রাজমাতা, বৃন্দাবন হইতে ভক্তগণসহ হরিবাবা, কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতে ভক্তগণ ঐখানে গিয়াছিলেন। শুনিতে পাইলাম এলাহাবাদের ভক্তগণ সেবাদ্বারা সকলকেই বিশেষভাবে আপ্যায়িত করিয়াছেন। সেবকসেবিকাদের মধ্যে শ্রীমান সুবোধ এবং শ্রীমতী বিথুর প্রশংসাই বিশেষভাবে শুনিতে পাইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদামহাশয়ের প্রকট হইয়া দুর্গাপূজা সম্বন্ধে নির্দেশ দান

শ্রীশ্রীমাকে উপলক্ষ্য করিয়া যখন যেখানে পূজা হয় তাহা সাধারণতঃ কাশীর বিশুদাদা (শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী) করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমতই হইয়া থাকে। কিন্তু এলাহাবাদের পূজা এবার বিশুদাদা না করিয়া বৃন্দাবনের মাতৃভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় করিয়াছেন। বিশুদাদা শুধু তন্ত্রধারের কাজ করিয়াছেন। কিজন্য এরূপ করা হইয়াছিল তাহার কারণ মা আজ আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। মা বলিলেন, "একদিন দেখিতে পাইলাম যে বড় একখানি উজজ্বল মেঘ ঘনীভূত হইয়া তোমাদের দাদামহাশয়ের আকার ধারণ করিল এবং এ শরীরকে বলিল, 'এবারকার দুর্গাপূজা যোগেনবাবু করুক।' আমি বলিলাম, 'কেন? বিশুইত পূজা করিতে পারে।' কি জন্য এবার বিশুকে দিয়া পূজা না করাইয়া যোগেনবাবুকে দিয়া পূজা করাইতে হইবে তাহা তোমাদের দাদামহাশয় বলিলে আমি দিদিকে (খুকুনীদিদিকে) বলিলাম যে যোগেনবাবাকে লিখিয়া জান যে তাহার দুর্গাপূজা করার অভ্যাস আছে কি না। দিদি তাহাই করিল। যোগেনবাবা উত্তরে জানাইল যে এ শরীর উপস্থিত থাকিলে সে পূজা করিয়াছে এবং দেখিয়াছি যে বিশু এবং যোগেনবাবা মিলিয়া ভালভাবেই পূজা করিয়াছে। আজ যোগেনবাবা বলিল যে সে এ পর্য্যন্ত ২১ খানা দুর্গাপূজা করিয়াছে।

আমি। মা, তুমি যদি খেয়ালবশে যোগেনদাদাকে এবার পূজা করিতে বলিতে উহার অর্থ আমরা একরূপ বুঝিয়া লইতাম। কিন্তু উহা না করিয়া তুমি দাদামহাশয়কে দাঁড় করাইয়া দিলে কেন, যিনি তোমার সহিত সর্বতোভাবে মিশিয়া গিয়াছেন?

মা (হাসিয়া)। তোমাদের দাদামহাশয়ই বা কে? তিনিই ত?

শ্রীশ্রীমায়ের সাধনের বিচিত্রতা

শ্রীশ্রীমায়ের সাধনা সম্বন্ধে আজও মায়ের সঙ্গে কথা হইল। ইতঃপূর্ব্বেও ঐ সম্বন্ধে মায়ের সহিত অনেক আলোচনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের বিন্ধ্যাচল যাওয়ার পূর্ব্বে ডাঃ পান্নালাল একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সাধন অবস্থায় মা কি ধ্যান করিতেন? উত্তরে মা বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সাধনা আর কিছুই নয়, নিজেকে লইয়া খেলা করা মাত্র। এই উত্তর শুনিয়া ডাঃ পান্নালাল সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। সেই জন্য অন্য একদিন আমি মাকে বলিয়াছিলাম, 'মা, যদিও ইহা মানিয়া লওয়া যায় যে তোমার শরীরে সাধনার যে সকল খেলা হইয়া গিয়াছে, উহা শুধু তোমার খেয়ালবশেই হইয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু এই প্রশ্ন থাকে যে ঐ সাধনার খেলাটা যখন চলিতেছিল, তখন ত তুমি একটা অজ্ঞানের আবরণ লইয়া সাধনা করিতে। তোমাকে ত ধ্যানও করিতে হইয়াছে। তুমি কি ধ্যান করিয়াছ, উহাই ডাঃ পান্নালাল সেদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।' উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "এ শরীর যাহা ধ্যান করিয়াছে বলিয়া তোমরা মনে কর, এ শরীরের উহাই ধ্যান করিয়াছে। এ শরীর কোন একটি মাত্র পথ ধরিয়া সাধন করে নাই, এ শরীরের সাধনার খেলাটা সকল পথেই হইয়াছে। ঋষিরা এ পর্য্যন্ত যে যে সাধনার ধারার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন উহার সকল গুলিই ঘুরিয়া দেখা হইয়াছে। এ শরীরে যেমন নাম সাধনার ধারা দেখা গিয়াছে, তেমনি আবার আসন ইত্যাদি হইয়া হঠযোগ প্রভৃতির ধারাও প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথের সাধনা এ শরীরের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধনা এবং একটি অবস্থা লাভ করিতে যেখানে লোকের হয়ত ২/৩ জন্ম লাগিয়া যাইতে পারে, এ শরীরের বেলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা মুহূর্তের মধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এই যখন অবস্থা তখন কি করিয়া বলা যায় যে সাধন অবস্থায় এ শরীর কি ধ্যান করিয়াছে এবং কি ধ্যান করে নাই? তাই তোমাদিগকে বলিতেছিলাম যে এ শরীর যাহা ধ্যান করিয়াছে বলিয়া তোমরা মনে কর এ শরীর তাহাই ধ্যান করিয়াছে। আর এ শরীরের যে সাধনার খেলাটা হইয়াছে উহাত এ শরীরের জন্য নয়। ইহা তোমাদের প্রয়োজনেই হইয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'আমাদের প্রয়োজনে তোমার সাধনার খেলা হইল কেমন করিয়া? 'ঐ সময় স্বামী পরমানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মায়ের শরীরে যদি সাধনার ঐ সব অবস্থা প্রকাশ না হইত তবে কি করিয়া আপনারা মায়ের কথায় আস্থা স্থাপন করিতেন ?'

মা ও বলিলেন ,' তোমারা যখন সাধনার কোন অবস্থার কথা বল তখন উহা শুনিয়া এ শরীর ও বলে যে ঐ অবস্থা এ শরীরের ভিতর দিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এ শরীর বুঝিতে পারে এবং বলিতে পারে যে ঐ গুলি কি। কেবল তাহাই নহে, কেহ যদি সাধনার কোন ধারা সম্বন্ধে কোন কথা বলে তবে ঐ ধারায় কি কি অবস্থা হয় তাহাও এ শরীর তন্ন তন্ন করিয়া বলিতে পারে। বলিতে পার যে সাধনাত অনন্ত, তবে এ শরীর সাধনার সমস্ত ধারার কথা বলিবে কি রূপে? সাধনা যে অনন্ত একথা ঠিক এবং সাধনার অনেক ধারা যে বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাও সত্য, তবে সাধন করিতে করিতে যদি চরম লক্ষ্যে পৌছান যায় তবে সেখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। যাহা ছিল, আছে এবং হইবে উহা সমস্তই ঐখানে নিত্য বর্ত্তমান। ইহা হইল একরূপ, আবার চলার পথেও সাধনার অনন্তত্ব প্রকাশিত হইতে পারে। রেলগাড়ীতে চলিতে চলিতে কোন জংশনে পৌঁছিলে, যেমন ঐখান হইতে বিভিন্ন রেলপথের পরিচয় পাওয়া যায় সেইরূপ সাধনরাজ্যেও এক স্থিতি আছে যাহা লাভ হইলে ভিন্ন ভিন্ন ধারারও পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সাধনে এমন অবস্থাও আছে যখন একপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অন্যান্য পথের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় পাওয়া যায়ও না। সেইজন্য দেখা যায় যে এক পথের সাধক অন্য পথের সাধককে চিনিতে পারে না। সাধন পথে চলিতে চলিতে বিভিন্ন ধাম এবং লোক-লোকোত্তরের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। সকলের পথই যে তোমার পথ এবং তোমার পথই যে সকলের পথ ইহা প্রকাশ হওয়াইত সাধনার চরম লক্ষ্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা কোথায়?

আমি। এমন সাধনাও আছে যাহা অভ্যাস করিতে হইলে অপরের সাহায্যের দরকার হয়, যেমন তান্ত্রিক সাধনার বামাচার। আবার অঘোর পন্থীদের সাধনাও আছে, যাহার প্রকাশ তোমার মধ্যে হইতে দেখা যায় নাই। এই সকল সাধনার অভিজ্ঞতা তুমি পাইলে কোথা হইতে?

মা। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি উহাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর আছে। তাহা ছাড়া তুমি যে সাধনার কথা বলিলে যেখানে পুরুষদেহে সাধনা করিতে হইলে স্ত্রীদেহের দরকার পড়ে, আবার স্ত্রীদেহে সাধন করিতে গেলে পুরুষদেহের দরকার পড়ে, জানিও প্রত্যেকের ভিতরেই স্ত্রীপুরুষ এই দুইটি ভাব বর্ত্তমান আছে। তাই দক্ষিণ এবং বাম অঙ্গকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই দুই মিলিয়াই এক, আবার একই দুই। কুমারী লইয়া যে সাধনার বিধি ঋষিরা দিয়া গিয়াছেন, উহা যখন ঠিক ঠিক ভাবে হয় তখন দুইজনেরই পরমস্থিতি একই সময়ে লাভ হয়। সাধারণ স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধত এখানে নাই এবং জাগতিক ভাবে ঐ সম্বন্ধের ফলাফল যাহা প্রকাশ হয় তাহাও এ পথে হইবার নয়। আবার যখন একের মধ্যেই দুই আছে, তখন বামাচার সাধনা করিতে যে স্থূলভাবে অপরের সাহায্য লইতেই হইবে এমন কথাও কিছু নয়। মদ মাংস লইয়া সাধনার ব্যাপারও তাহাই। তোমরাত দেখিতে পাও যে কেহ কেহ পাঠা বলি না দিয়া কুমড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি দেয়। বলি দেওয়ার অর্থই হইল নিজের মধ্যে যে পশুত্ব আছে উহার বলি দেওয়া। যখন লোকে পশুত্ব বলি হইয়া যায় তখনই সে পশুপতি হয়। লোকে দেবীপূজা করিতে গিয়া দেবীর নিকট নিজের পশু বলির অনুকল্পে পাঠা বলি দিয়া থাকে। আবার যাহারা পাঠাবলিকেও হিংসজনক কাজ বলিয়া মনে করে তাহারা ঐ পাঠার অনুকল্পে কুমড়া বা ক্ষীরের পাঠা বলি দিয়া থাকে। কাজেই বীরাচার সাধনায় যে মদ মাং ইত্যাদির কথা আছে উহার অর্থও অন্যরূপ হইতে পারে। একের অন্যের প্রতি আসক্তি দেখিয়া এ শরীর অনেক সময় বলে, 'তোমার রাক্ষসবৃত্তি কেন? মাংসের উপর তোমার লোভ কেন?'

এই সকল আলোচনার কিছু কিছু আজও দুপুরবেলা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত হইয়াছিল। সেই সময় গোপীবাবুও উপস্থিত ছিলেন। দুপুরবেলা গোপীবাবুর সহিত আমিও আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছিলাম। আমাদের আলোচনা প্রায় ২টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, ৩টার সময়ে মাকে রওনা হইতে হইবে, কাজেই বাধ্য হইয়া আলোচনা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। মা বলিলেন, 'সকল কথা বলা হইল না। অতি সংক্ষেপে কিছু কি বলিলাম।'

আমি। আমরা এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিব। পরে তুমি ফিরিয়া আসিলে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে।

বেলা ৩টার সময় মা স্টেশনে রওনা হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃন্বন্তু বিশ্বে ....

— *শ্রী কালী প্রসাদ রায় চৌধুরী*

মন কি?

অন্তঃকরণ বলতে মননাত্মক বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় বলে তাকেই মন বলে। পরিষ্কার করে বললে বলা যায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি বৃত্তিগুলির যা উপাদান তাই মন। আমাদের চারদিকে সংসাররূপ যে মায়াচক্র ঘুরছে এই মনই সেই মায়াচক্রের নাভি। এই মনোরূপ নাভিটিকে যদি কেউ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে রাখতে পারে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূত বিষয় সম্পর্কে মননাত্মক ক্রিয়া না করে থাকতে পারে) তবে এই সংসারের কোন কিছুই তাকে দুঃখ বা কষ্ট দিতে পারে না। বৃত্তিরূপ লতা পরিবেষ্টিত মনোবৃক্ষের দুটি বীজ, একটি প্রাণের পরিস্পন্দন, অপরটি দৃঢ় বাসনা।

দ্বে বীজ চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তি ব্রততি ধারিনঃ
এবং প্রাণ পরিস্পন্দো দ্বিতীয়ং দৃঢ় বাসনা॥

ব্যাপারটা হল যে এক অখন্ড নিত্যজ্ঞান সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রাণের স্পন্দনই তাকে জাগিয়ে তোলে ('সতী সর্ব্বগতা সম্বিৎ প্রাণস্বন্দেন বোধ্যতে।') অর্থাৎ দেহে সংজ্ঞারূপে বা চিত্তবৃত্তিরূপে প্রতীত করায় সেই সংজ্ঞালাভ থেকেই চিত্তের অনন্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়। কামারের হাপড়ের সাহায্যে যেমন ভস্মাচ্ছাদিত আগুনকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে আগুনকে উস্কে দেয় তেমনি আমাদের চিত্তরূপ অজ্ঞান, যা চিত্তের উপাদান, সেই অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত নিত্যজ্ঞান প্রাণস্পন্দনের সাহায্যে জেগে ওঠে অর্থাৎ সক্রিয় হয়ে চিত্তবৃত্তিরূপে জ্বলতে থাকে। সেই সম্বিতের শিখাস্বরূপ সংবেদনকেই চিত্ত বলে। সেই সংবেদন থেকেই দুঃখ সমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণস্পন্দিত চিত্তের উৎপত্তি। অপরটি অর্থাৎ দৃঢ়বাসনা। দৃঢ়ভাবে (অভ্যস্থ পদার্থের) নিরন্তর ভাবনা বশতঃই অতি চঞ্চল মনের উৎপত্তি হয়। সেই মনই জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতির কারণস্বরূপ হয়। তাইতো মা বলতেন, "মন ফাঁক পেলেই তার নিম্নগতি যে মৃত্যুর দিকের ক্রিয়া, সে সব সে করবেই।"

এই মন নামক বস্তুটি এতই ক্ষমতাশালী যে সাধারণ গৃহী সংসারীরাতো এর সহজ শিকার হয়ই; এমন কি জ্ঞানীদেরও এর হাত থেকে রেহাই নেই। "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।" শ্রীশ্রীচন্ডীতে মার্কেন্ডেয় ঋষি রাজা সুরথকে যেমন বলেছিলেন ('দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগনেরও চিত্তসমূহ বলপূর্ব্বক আকর্ষন করিয়া মোহাবৃত করেন।') শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পান্ডব অর্জুনকে পরিষ্কার করেই বলেছেনঃ 'ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।'

'হে কুন্তীপুত্র বিচারশীল পুরুষ যত্নবান হইলেও বিপজ্জনক ইন্দ্রিয়গন বলপূর্ব্বক তাহার মন হরণ করে।' এখানে ইন্দ্রিয় বলতে মনকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, কারণ মনের বৃত্তি না হলে বহিরিন্দ্রিয়দেরও বৃত্তি সম্ভব হয় না। এই জন্যই মন বা অন্তঃকরণ সকল ইন্দ্রিয় বিষয়ে ব্যাপ্ত। কিন্তু এই যে এতবড় ক্ষমতাশালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন তার আকারটা বুঝতে পারলে তাকে আয়ত্তে আনা অনেক সহজ হয়। ঠিক এই প্রশ্নটিই ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তাঁর গুরু বশিষ্ঠদেবকে করেছিলেন– 'মনের আকৃতিটা কেমন তা দয়া করে একবার বলুন।' জবাবে বশিষ্ঠদেব রামকে বললেন যে আকাশের যেমন 'আকাশ' এই নামটি ছাড়া কোন আকার নেই, তেমনি মনেরও 'মন' এই নামটি ছাড়া কোন আকার নেই। বাইরে অথবা অন্তরে কোথাও মনকে আকার সম্পন্ন দেখার উপায় নেই, অথচ আকাশ যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তেমনি মনও সর্বত্রই আকাশের মতো বিদ্যমান রয়েছে। আর শুধু তাই নয় এই মন থেকেই সংসার প্রবাহ উদ্ভূত হয়েছে। এই আলোচনা থেকে মনের আকার সম্পর্কে কি কিছু পাওয়া গেল? না। তাই সহজে যাতে বোঝা যায় সেজন্য বশিষ্ঠদেব বললেন, বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান সেটাই হল মনের আকার, এ ছাড়া মনের অন্য কোন আকার নেই। এক কথায় পদার্থ রূপে যা কিছু সামনে প্রকাশ পায়—নিজ দেহ, অপর ব্যাক্তি, গাছ, নদ-নদী অর্থাৎ যা কিছু ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় সেটাই মন। নানা আকার নিয়ে একমাত্র মনই জীবের সামনে স্ফূরিত হচ্ছে, মনই মৃত্যুময় জগতে গমনাগমন করে, মনই বন্ধন ও মুক্তি বোধ করে। জগৎ বলে আলাদা কিছু নেই, সবই মনের কাজ।

মন ও প্রাণ সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা :

মন ও প্রাণ কি সেই আলোচনা প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন : 'গাছ যে বড় হয়, এই যে ক্রিয়াশক্তি ইহাই ধর মন—আর যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহাই প্রাণ। প্রাণ না থাকিলে ক্রিয়ার প্রকাশ কোথায়? মন আছে তাই তোমারা খন্ড খন্ডভাবে সব দেখিতে পাইতেছ, ভোগ করিতেছ – বাসনা কামনা সব মনের রাজ্যের। স্তব্ধ মনের খেলা। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—গুরুপ্রিয়া—৪র্থ ভাগ)

মা চৈতন্যরূপী বস্তুর ক্রিয়া শক্তিকেই 'মন' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে মন চৈতন্যের ক্রিয়াশক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। শাস্ত্রও বলেন, 'মায়া সম্বলিত চৈতন্যই হইল জগতের কারণ। সেই চৈতন্যের যে স্পন্দনরূপ ক্রিয়াশক্তি সেই শক্তি মন আকারে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং চঞ্চলতা বা স্পন্দন ব্যতীত মনের কোনরূপ অস্তিত্বই নেই।' (যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তিপ্রকরণ)।

মনের এই চঞ্চলতাকে জ্ঞানীব্যক্তিরা অবিদ্যা এবং বাসনা বলে থাকেন। এখন প্রশ্ন হল 'মায়া' বস্তুটি কি?

মা বলেন, 'মায়ার অর্থ—ম্যয় আয়া, আমি আসিয়াছি।' এবং আরও বলেছেন, 'মায়ার মধ্যে থেকে মায়া কোথা থেকে আসে বোঝা কঠিন।' 'আমি আসিয়াছি' অর্থাৎ আমিত্ব বোধটিই হল মায়া। আমিত্বের জগতেই আমাদের বাস তাই তুমিত্বের (ত্বং-এর) জগতের সন্ধান বা ত্বং (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) এর সাক্ষাৎ আমরা পাই না। আমার বাড়ি, আমরা গ্রাম, আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, আমার সম্মান প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব দৃশ্যমান আর অনুভূত জগত যখন আমার, তখন সেই পরম, চরম তাঁকে কোথায় রাখা বা বসানো যায়, কারণ সবই তো জীবরূপী আমি আমার করে রেখেছি—সবইতো মায়াসম্বলিত আমার মন দখল করে আছে —ভগবান বা মায়ের স্থান কোথায়?

১৯৫৫ সনের মে মাস। মায়া প্রসঙ্গ নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সৎসঙ্গে প্রশ্ন উঠল : 'ভগবানের মায়া কখন আসিল? মায়ার সৃষ্টি কখন হইল?' শ্রীশ্রী মা বললেন : 'যতক্ষণ ভগবান ততক্ষণই মায়া।' একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন : "আমি, আমার পরিবার, বাবা, মা, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি সব বস্তুতে আপনত্ব মানিয়া রাখিয়াছে। জগৎরূপে, পরিবাররূপে, কত জনম জনম আমার আমার করিয়া আসিয়াছি। আমি অমৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা—একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি—তাঁহারইত। যদি আমার তোমার থাকেত ভগবানে লাগাও। বরফে কি আছে—জলইত। এইরূপ নিরাকার, সাকার। সাকার কি? স্বয়ংই ক্রিয়া, ক্রিয়ারহিত ক্রিয়া। আকর্ষণ, আপনার মধ্যেই আপনার আকর্ষণ। যখন হইতে ভগবান তখন হইতেই মায়া। ভগবান কখন নেই? এইজন্য মায়াও অনাদি। অন্ত কোথায়? কিসের আকর্ষণ? কাহার প্রকাশ? বিচার কর। আপন যাহা তাহার যখন প্রকাশ হইল, তবে মায়া কাহার? নিজকে পাইবার চেষ্টা করা–চাই দাসরূপে, চাই আত্মারূপে। তুমিত অমৃত, আত্মারাম। জন্ম-মৃত্যুর ভোগ কেন তবে? যেখানে কাহারো উৎপত্তিই হইল না, ওখানে কি করিয়া বদ্ধ হইলে? অমৃত, আত্মারামের প্রকাশের জন্য আবরণ হটাইবার চেষ্টা করা। নিজের মধ্যেই নিজে। যেখানে আত্মা সেখানে আমি থাকি কি করিয়া? আমার তোমার মধ্যেই আমি থাকে না? ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্ত্তনরূপে অপরিবর্ত্তন রূপে তিনি স্বয়ংই। আপনাতেই যে আপনি রহিয়াছে তাহার প্রকাশের জন্য চলা। যে না চলে সে আত্মহত্যা করিয়াছে। ভগবৎ চিন্তায় আবরণ হটাইবার চেষ্টা কর। চল, আমরপন্থী হইয়া যাও। অমৃতের পথে চলিতে চেষ্টা কর।' (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী–গুরুপ্রিয়া, দ্বাদশভাগ, পৃ. ১৪১)

এবার মায়া ব্যাপারটা কি তা একবার দেখার চেষ্টা করা যাক্। ভগবান শংরাচার্য্য মায়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন—

চিন্মাত্রঃ পরমাত্মা হ্যপশ্যদাত্মনমাত্মাতয়া।
অভবৎ সোহহং – নামা তস্মাদাসীদ ভিয়োমূলম ॥৯৫ ॥

অর্থ : পরমাত্মা শুদ্ধ চিৎ, তিনি সর্ব্বাত্মভাবে আত্মাকেই দর্শন করিলেন। তিনি 'অহং' এই নাম প্রাপ্ত হলেন সেই পরমাত্মা হইতেই ভয় মূলের (মায়ার) আবির্ভাব।" (প্রবোধ সুধাকর : মায়াসি প্রকরণম। শংকরাচার্য্য গ্রন্থাবলী। বসুমতি সাহিত্য মন্দির) অর্থাৎ "প্রবাহরূপে অনাদি জগতে অনাদিকাল হইতেই সংযুক্ত বীজভূত মনদ্বারা কৃতকর্ম্মের প্রেরণায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক বিধাতার অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই অজ্ঞানেই (যে ভাবরূপ অজ্ঞান দুধের সঙ্গে জলের মত সৃষ্টির পূর্বে ছিল) এই নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি হয়।" এই অজ্ঞানই হল 'অহং' বোধ। যেই মুহূর্তে 'অহং' নামরূপের প্রকাশ ঘটল সেই মুহূর্তে এতদিন যা ছিল অব্যক্ত, অনামী, তা এখন নামরূপ নিয়ে 'আমি' এই অহং বোধে উদ্দীপ্ত হলেন। যেই মুহূর্তে অহং বা আমি এই বোধ এল তখনই তিনি চোখ মেলে দেখলেন এবং তারপরই ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি শুরু হল। যেই মাত্র দ্বৈতবোধ এল সেই মুহূর্তে সৃষ্ট বস্তুতে 'আমার' বোধ হল এবং আমি আত্মস্বরূপ ভুলে দ্বৈতজগতের দৃশ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। এই কারণেই মা মায়াকে 'ম্যয় আয়া' বলিয়াছেন। নরেশ বাবুরও এক প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন, "মায়া কি না ম্যয় আয়া অর্থাৎ আমি আসিয়াছি। অর্থ হইল কি না যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণই মায়া। ঐ 'আমি কে বাদ দিলেই অদ্বৈতানুভূতি। তখন আর মায়া নেই।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী–গুরুপ্রিয়া–পঞ্চম ভাগ-পৃং ১৮৩)

তন্ত্রে ও বেদান্তে মায়ার স্থান :

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে বেদান্তের 'মায়া' আর তন্ত্রের মহামায়া,যোগমায়া (গীতাতে যোগমায়া শব্দটি আছে),যোগনিদ্রা ইত্যাদি সমানার্থক না হলেও বিরোধ নেই। "বেদান্তের মায়ার পরমার্থিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তা নাই। ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু তন্ত্রে মহামায়া ত্রিকালাবাধিত-সত্তারূপিনী ব্রহ্মময়ী। অবশ্য বেদান্তে ও তন্ত্রে কোন বিরোধ নাই। প্রথমটি সিদ্ধান্তশাস্ত্র, দ্বিতীয়টি সাধনশাস্ত্র। শাক্তমতে এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদি সিদ্ধ মায়ার আবরণে ধর্ম ও ধর্মিরূপে প্রতিভাসিত হন। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণ বহুভাবে বর্ণিত। এই ঈক্ষণই ব্রহ্মের জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া।

"ভগবানের অনন্ত শক্তি চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে প্রধানতঃ বিভক্ত। ইহার মধ্যে চিৎ ও আনন্দ তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও প্রমাতা-প্রমেয়ের সম্বন্ধনিবন্ধন ইচ্ছাদিরূপে নিত্য সমবেত হইয়া বিরাজ করে। মূল শক্তি যে চিৎ শক্তি তাহা বলাই বাহুল্য।" (শক্তির জাগরণ. গোপীনাথ কবিরাজ)

'এই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াই ব্রহ্ম ধর্ম। ধর্ম স্বরূপতঃ ধর্মী হইতে অভিন্ন। অগ্নি ও তাহার উত্তাপকে যেমন পৃথক করা যায় না ধর্ম ও ধর্মীকে তদ্রূপ স্বতন্ত্র করা যায় না। ('শ্রীশ্রীচন্ডীর ভূমিকা' স্বামী জগদীশ্বরানন্দ) মা ঠিক এই কথাটি বলেছেন,'বরফে কি আছে-জলইত।এই রূপ নিরাকার সাকার। সাকার কি? স্বয়ংই ক্রিয়া, ক্রিয়া রহিত ক্রিয়া।'যেমন আগুন জ্বললেই সেখানে উত্তাপ সৃষ্টি হবেই তার জন্য নতুন কোন ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। স্বয়ং অগুনই এখানে উত্তাপরূপ ক্রিয়ায় প্রকাশিত অর্থাৎ এটা আগুনের ধর্ম বা সহজাত গুণ। এখানে ধর্ম আগুন, ধর্মী উত্তাপ অভিন্ন। অর্থাৎ উত্তাপহীন আগুন হয় না, আবার আগুনহীন উত্তাপ হয় না। তেমনি জলের ঘনত্বই বরফ, আবার বরফের তরলত্বই জল। জল থেকে ঘনত্ব বাদ দিলে বরফ হয় না, তেমনি বরফ থেকে তরলতা বা দ্রবণত্ব বাদ দিলে আর জল হয় না। একেই মা 'স্বয়ংই ক্রিয়া, ক্রিয়া রহিত ক্রিয়া' বলেছেন। শাস্ত্র বলেন— 'শরীর ক্রিয়ামাত্রকেই কর্ত্তৃত্ব বলে না। কেননা, যে ক্রিয়ায় বুদ্ধিসংযুক্ত হয় না, তাহাতে 'আমি করিলাম' এরূপ বোধ জন্মে না। সুতরাং অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিকে কর্ত্তৃত্ব বলে— উহারই অপর নাম বাসনা।' (যোগবাশিষ্ট রামায়ণ-স্থিতি প্রকরণ)

'গতিহীন ও গতিশীল সর্প যেমন একই,নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মও তদ্রূপ এক। স্বচ্ছ স্ফটিকে লাল জবাফুলের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন উহা লাল দেখায়, তদ্রূপ ধর্মের কর্ত্তৃত্বাদি গুণের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় ধর্মীকে কর্তৃত্বাদি বিশিষ্ট রূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মরূপ ধর্মীর ধর্ম্ম জড় নহে, জীব নহে। পরন্তু উহা চিতি বা চৈতন্য। শাক্ত সিদ্ধান্ত মতে চিৎশক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেন, বেদান্ত মতে মায়াশক্তি—কবলিত ব্রহ্মই জগৎ প্রসব করেন। তন্ত্রবলে—'ত্বযৈ তৎ সৃজ্যতে জগৎ' ..... 'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বোৎপত্তিহেতুঃ' অর্থাৎ চিৎশক্তিই স্বতন্ত্র রূপে জগৎসৃষ্টির কারণ আর বেদান্তমতে "আত্মৈবায়ং তথা ভাতি মায়াযোগাৎ প্রপঞ্চবৎ। প্রপঞ্চস্য বিনাশেন স্বাত্মনাশো ন হি ক্বচিৎ॥১৩॥" অর্থাৎ দেহাদিরূপ উপাধি বর্জিত এই আত্মা মায়াযোগেই সেই রূপ জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হয়েন; কিন্তু প্রপঞ্চ বিনাশে স্বকীয় আত্মার কোন বিনাশ হয় না।১৩। (অদ্বৈতানুভূতি—শংকরাচার্য্য গ্রন্থমালা, বসুমতি সাহিত্যমন্দির)।

গীতাতেও ভগবান বলেছেন— "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" অর্থাৎ 'নিজ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান (সহায়) করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজ মায়াদ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়া অবতীর্ন হই।' এই বিষয়ে উভয় সিদ্ধান্তে মূলতঃ ভেদ নাই। উভয় মতের পার্থক্য যে বেদান্তমতে ব্রহ্ম ধর্ম মায়িক। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন ও 'স্বপ্নবদেযোত্থিতা মায়া' মানে স্বপ্নবৎ এই মায়ার আবির্ভাব। কিন্তু শাক্তমতে ধর্মী ও ধর্ম, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, এক; ধর্ম চিদ্রূপা পরমার্থিক। শাক্ত সিদ্ধান্তের সারতত্ত্ব এই যে মহাশক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা—ধর্ম জগৎ কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া চিদ্রূপিনী, সদ্রূপিনী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী এবং এই জগৎ ব্রহ্ম শক্তির পরিণাম।" (শ্রীশ্রীচন্ডীর ভূমিকা–জগদীশ্বরানন্দ)

যাক এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মাত্র মায়ের কথা হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল তাই করা হল।

এক ও অদ্বিতীয় আত্মাকে বহুরূপে, বহু নামের আড়ালে ঢেকে দিয়ে এই মায়াশক্তিই জীবের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটায় এবং জীব যে পরমাত্মাই এই বোধকে আবরিত করে তাকে দৃশ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে সংসার যাতনা ভোগ করায়। অথচ বস্তুর প্রকাশের পূর্বেও অর্থ্যাৎ অখিল জগৎ প্রকাশের পূর্বেও আত্মা ভাসমান থাকেন এবং তিনি অগ্রে প্রতিভাত হইলেই একমাত্র সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত হয়। সরল পঞ্চদশীকার বলেন, কেউ নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ না করে জগৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে না যেমন জলকে না দেখে জলের ঢেউকে কেউ দেখতে পায় না। যখন আমরা কোন বস্তু দেখি তখন ঐ বস্তুর বিশেষ পরিচয়ের পূর্বে একটা সামান্য জ্ঞান ভাসে অর্থাৎ 'একটা কিছু আছে' 'একটা কিছু জ্ঞানে ভাসছে', এই রকম সৎ ও চিৎরূপ ব্রহ্মের বা আত্মার ভান হয়; কিন্তু পরমুহূর্তেই অজ্ঞান উৎপন্ন নামরূপ দ্বারা ঐ ব্রহ্মস্বরূপটি ঢেকে যায়। তখন আমরা ঔ বস্তুকে ঘট, পট ইত্যাদি বিশেষ নামে চিহ্নিত করি। অজ্ঞান বা মায়াদ্বারা উৎপন্ন ঐ নাম ও রূপের প্রতি জীবের আর্কষণ এত বেশি যে প্রথমে সৎবস্তুকে দর্শন করেও সে তাঁকে খেয়াল করে না। মায়া বা অজ্ঞানশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে মোহিত করে একই ব্রহ্মকে নানা আকারে জগদরূপে প্রদর্শন করাচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে যে মুহূর্তে আত্মার অহংবোধের প্রকাশ ঘটল সেই মুহূর্তে সৃষ্টবস্তুতে 'আমার' 'আমার' ভাবটিরও উদয় হল এবং দ্বৈত জগতের দৃশ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সংসার-চক্রে ঘুরপাক খাওয়া শুরু হল– নামরূপ সংস্কার দৃঢ় এবং জনম ধরে একই আবর্তে পড়ে দুঃখযন্ত্রণা ইত্যাদি ভোগ চলতে লাগল। শ্রীশ্রীমা তাইতো বলেছেন, "আমি, আমার পরিবার, বাবা, মা, ঘরবাড়ি ইত্যদি সব বস্তু আপনত্ব মানিয়া। জগৎরূপে, পরিবাররূপে কত জনম জনম আমার, আমার করিয়া আসিয়াছ।" আসলে এক ও অদ্বিতীয় আত্মা ব্রহ্মই স্বসৃস্ট অজ্ঞানে আবরিত হয়ে এই 'আমিত্ব' বা 'আমার' লীলায় মত্ত। সন্তানের দুঃখে অধরা জননীর তাই আমাদের প্রতি উপদেশ, "অমৃত আত্মারামের প্রকাশের জন্য আবরণ হটাইবার চেষ্টা করা। নিজের মধ্যেই নিজে। যেখানে আত্মা সেখানে আমি থাকি কি করিয়া? আমার তোমার মধ্যেই আমি থাকে না? ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্তনরূপে আপরিবর্তনরূপে তিনি স্বয়ংই। আপনাতেই আপনি রহিয়াছে, তাহার প্রকাশের জন্য চল। ভগবৎ চিন্তায় আবরণ হটাইবার চেষ্টা কর।"

জাগতিক ও পরমার্থিক সমস্ত রকম উপদ্রবের মূল এই মন। কারণ প্রাণের স্পন্দন শুরু হলেই নব নব বাসনার উৎপতি হয়। আর মন উৎপন্ন হয়েই মা'য়ের ভাষায় তার 'নিম্নমুখী গতি' সে করবেই অর্থাৎ বিষয়ের দিকে সে ছুটবেই। এই মনকে স্ববশে এনে অন্তর্মুখী করতে না পারা পর্যন্ত অসহায় হয়ে গুরু বশিষ্ঠদেবকে বলেছেন,

"সংসাররূপ মহারণ্যে শরীর রূপে বটতরু জন্মিয়াছে, অপার দুঃখরূপ ঘুনে ইহার সর্বাঙ্গ জর্জরিত এবং চিত্তরূপী মর্কট ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাছাড়া অহংকাররূপ শকুনি, তৃষ্ণা (বিষয় তৃষ্ণা) রূপ সর্প, ক্রোধরূপী বায়স ও ইন্দ্রিয়রূপী পক্ষীগণও এই শরীরবৃক্ষে বাস করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বাসনারূপী নানাবিধ জটাশ্রেণী এই বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টনপূর্বক অবস্থান করিতেছে বলিয়া এই বটবৃক্ষকে উচ্ছিন্ন করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।" (যোগবাশিষ্ঠ–বৈরাগ্য প্রকরণ)।" আর শ্রীমদ্ভগবদগীতায় 'ধ্যানযোগ' অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাধন্য সখা অর্জুনকেতো স্পষ্ট করেই বললেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথিবলবদ্ দৃঢ়ম।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥৬/৩৪॥

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভ জন্মায় এবং বলবান ও দৃঢ়, সেই হেতু আমি বায়ুর নিরোধের মত তাহার নিরোধ দুষ্কর মনে করি।" যেখানে ভগবান রামচন্দ্র ও কৃষ্ণসখা অর্জুন পর্যন্ত মন নিগ্রহ করা কাজটিকে 'অসম্ভব ব্যাপার' ও 'দুষ্কর' বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে আমাদের দুর্বল আসহায় সংসারবন্ধনে আবদ্ধ জীবের উপায়?

কেন? আমাদের মা আছেন—ভয় কী?

(ক্রমশঃ)

☆

পরমতীর্থ

(গান)

— চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

সুর : মিশ্র বেহাগ, তাল : ষষ্ঠী

মাগো তুমি পরমগুরু, পরমতীর্থ মোর।
তোমায় পেয়ে ধন্য আমি জীবন হোলো ভোর॥
তোমার বাণী তোমার ধর্ম তোমার লীলা তোমার কর্ম।
চলার পথে দেয় প্রেরণা দেয় গো হৃদে জোর॥
তুমি এসে হৃদয় মাঝে, জাগাও চেতন আমার প্রাণে।
অবোধ আমি বুঝতে নারি ঘুচাও মনের ঘোর॥
দাও গো প্রাণে শুদ্ধাভক্তি ওগো মাতা পরমাশক্তি।
কৃপা করে তরাও মাগো জীবনতরী মোর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

মা যাবেন কৈলাসে।

যাত্রা শুরু সন ১৩৪৪ সালের ৩১শে জৈষ্ঠ অর্থাৎ ইংরাজী ১৩ই জুন রবিবার ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। সকাল আটটায় মায়ের যাত্রা শুরু আলমোড়ার নন্দা দেবীর মন্দির থেকে। কৈলাস থেকে ফেরেন ১৩৪৪ সালের ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট ১৯৩৭। যাত্রার সমাপ্তি-লগ্নে আলমোড়াতে ভাইজীর মহাপ্রয়াণ ১৮ই আগষ্ট, বুধবার, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে। এই দীর্ঘ দুর্গম যাত্রাপথে মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন শুধু সাধারণ মানুষই নন, এই পথে তাঁর দর্শনে ধন্য হয়েছেন সাধু-মহাত্মাগণ, এমন কি সুক্ষ্মদেহধারীরাও মায়ের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন মায়ের দৃষ্টিপথে। কৈলাস-যাত্রার বিশদ বর্ণনা দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী তাঁর দিনলিপির আধারে রচিত 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে করেছেন। এ ছাড়া শ্রীনীহার রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (দাসুদা নামেই ভক্তমন্ডলীর কাছে সর্বাধিক পরিচিত) তাঁর 'আনন্দময়ীর কৈলাস দর্শন' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। মায়ের এই যাত্রা পথে গারবিয়াং-এ 'কয়েকজন সাধুও মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তার মধ্যে পূর্ব পরিচিতও কেহ কেহ আছেন',[১] রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জ্ঞানান্দও এসেছেন। তিনি ইতিপূর্বে তিনবার কৈলাস গিয়েছেন। এখানে আর একজন সাধুর উল্লেখ করেছেন গুরুপ্রিয়া দিদি। তিনি লিখেছেন, 'দেরাদুনের এক পরিচিত ব্রহ্মচারী (নাম ভারতী), ধারচুলায় আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এখানে আসিয়া ঠান্ডায় তাহার বুক ব্যথা ও জ্বর হইয়া পড়িয়াছে।[২] এই প্রসঙ্গে এই যাত্রার অন্যতম কনিষ্ঠসঙ্গী দাসুদা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,-'কৈলাসযাত্রী এক ব্রহ্মচারী রাস্তায় বীরচূলাতে (মুদ্রা প্রসাদে ধারচূলা, বীরচূলাতে পরিণতিলাভ করেছে সম্ভবতঃ) আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। বেশ স্বাস্থবান ও সুপুরুষ, নাম 'ভারতী'। এখানে সেই ব্রহ্মচারী অসুস্থ অবস্থায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। রাস্তায় ঠান্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছিল।[৩] ব্রহ্মচারী প্রসঙ্গটির পুনর্বার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দেরাদুনের পরিচিত লোকটি (ভারতী) সেও আমাদের সঙ্গে গিয়াছে। তাহার সঙ্গে কিছুই নাই;এই অবস্থায় একা চলা অসম্ভব।'[৪] দাসুদা ভারতীপ্রসঙ্গে একটু বিস্তার করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাকলাকোটের কথায় তিনি লিখেছেন,- -'এখানে ভারতী ব্রহ্মচারীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তিনি দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া অপর এক দলের সঙ্গে কালাপানি পর্যন্ত আসিয়া 'দলছুট' হইয়া পড়িয়াছেন, সাথে মাল সামগ্রী বিশেষ কিছুই নাই। এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গ লওয়া ছাড়া তাহার আর কোন উপায় ছিল না। মা শুনিয়া খুসী হইলেন।'[৫]

---

১. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পঞ্চম ভাগ (১৩৫৫, বেনারস) পৃ: ২৯
২. তদেব, পৃ: ৩১
৩. আনন্দময়ীর কৈলাস-দর্শন, (১৪০৬ কলকাতা) পৃ: ৫২
৪। শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী, পঞ্চম ভাগ, (১৩৫৫ বেনারস) পৃ: ৩৯
৫। আনন্দময়ীর কৈলাস দর্শন (১৪০৬, কলকাতা) পৃ: ৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখান থেকেই ব্রহ্মচারী ভারতী মায়ের কৃপাচ্ছায়ায় কৈলাসের সঙ্গী হলেন। ফেরার পথেও তিনি যে সক্রিয় সঙ্গী হিসেবে ছিলেন তা জানা যায়। ভাইজীর অসুস্থতার কারণে মালপত্র সমেত একটি অগ্রীম দল ভোলানাথের নির্দেশমত পাঠানো হয়েছিল ২১শে শ্রাবণ শুক্রবার ৬ই আগষ্ট, আলমোড়ার উদ্দেশে।[৬] এই দলে ছিলেন দাসুদাদা, ব্রহ্মচারী, টুনু এবং ১৫ জন কুলী। যাত্রার সমাপ্তি কাল পর্যন্ত ব্রহ্মচারী ভারতী, যে ছিলেন তা জানা যায়। এই ভারতী ব্রহ্মচারীর অতিরিক্ত পরিচয় সহজলভ্য নয়। 'সাধু সান্নিধ্যে সাধু মনীষী' গ্রন্থের লেখক এক স্বামী যোগানন্দ ভারতীর সঙ্গে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের মিলন প্রসঙ্গটি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন। কৈলাসযাত্রার সঙ্গী ব্রহ্মচারী ভারতীই এই মহাত্মা কি না তা নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না। তবে সম্ভাবনার কথাও একেবারে অগ্রহণীয় নয়। বিশষতঃ লেখক যখন উল্লেখ করেছেন,– 'একবার তিনি যখন হিমালয়ের দুর্গম ক্ষেত্রে বহু উচ্চস্তরে ভ্রমণ করছিলেন তখন আনন্দময়ী মাও মৌনীবাবার সাথে কিছুদিন পরিভ্রমণ করেন।'[৭] এই ভ্রমণ কৈলাস–ভ্রমণ হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। তবে কে কার সঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন তা কৈলাস ভ্রমণের বিবরণেই সুনিশ্চিত হয়েছে।

"আনন্দময়ী মা এলেন স্বামী যোগানন্দ ভারতীর (মৌনী বাবা) নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুরের আশ্রমে। ভারতের সাধু সমাজ যাঁকে 'জীবন্ত দুর্গা' বলে অভিহিত করেছেন, সেই মহেশ্বরী–স্বরূপা আনন্দময়ী মাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মৌনীবাবা।

উভয়ে নিবিড় নিগূঢ় অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্ন হলেন। দিনের পর দিন মহানন্দে কাটতে লাগলো।

গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত এই শান্ত মনোরম নির্জন আশ্রমটি স্বভাবতঃ নির্জনতা প্রিয় আনন্দময়ী মার খুব ভাল লাগলো। তিনি ঠিক করলেন কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করবেন। মৌনীবাবাও সানন্দে রাজি হলেন। ইতিপূর্বে এই প্রাচীন মায়াপুর আশ্রমে মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর সুযোগ্য শিষ্য সিদ্ধপুরুষ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীও এসে কিছুদিন অতিবাহিত করেছেন। নানা সৎসঙ্গ আলোচনা করে সাধনতত্ত্বের ভাব বিনিময় করে তিনি ও মৌনীবাবা অশেষ আনন্দ লাভ করেছেন। উভয়েই বৈষ্ণব ভাবসাধনায় মগ্ন।

মৌনীবাবা বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান ভারত বিখ্যাত সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার সুযোগ্য শিষ্য। তাঁর সন্ন্যাস নাম–যোগানন্দ ভারতী। সিদ্ধিলাভের পর ঐশী নির্দেশে তিনি নবদ্বীপে এসে মায়াপুরে আশ্রম স্থাপন করেন।

আনন্দময়ী মা মৌনীবাবা আশ্রমে পরম আনন্দে প্রতিটি দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। নানা সৎপ্রসঙ্গের মাঝে মাঝেই আনন্দময়ী মা প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে যান। মৌনীবাবার শিষ্য ভক্তগণ সবিস্ময়ে তা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত বিখ্যাত মহাশক্তিধর মহাপুরুষ রামদাস কাঠিয়াবাবার সুযোগ্য শিষ্য সিদ্ধ মহাপুরুয স্বামী যোগনন্দ ভারতী ও তথা মৌনীবাবাও অখন্ড বার বছর সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সেজন্য তিনি নবদ্বীপে মৌনীবাবা নামে প্রসিদ্ধ হন। পরবর্তীকালে তিনি দীর্ঘকাল মৌন থাকেন।

* * *

যা হোক, আনন্দময়ী মা'র একটি অলৌকিক শক্তি মৌনীবাবা একাধিক বার দেখে মুগ্ধ হন। আনন্দ

৬। তদেব, পৃ. ১৪৩ এবং পৃ: ৯০
শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী, পঞ্চম ভাগ (১৩৫৫ বেনারস) পৃ: ৯০

৭। সাধু সান্নিধ্য/সাধু মনীষী–বিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৪০৩, কলকাতা) পৃ: ১৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা সাধারণত চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন। কখনো তিনি আপন মনে স্তব পাঠ করেন। সেই অপূর্ব আশ্চর্য স্তব কোন শাস্ত্রে নেই। কোথাও নেই। দেব দুর্লভ সেই দিব্য স্তব। শোনামাত্র দেহ মন প্রাণ দিব্য আনন্দে ভরে যায়। আপনা থেকেই আনন্দময়ী মা'র ভাগবতী দেহ থেকে এই দিব্য স্তব, মন্ত্র প্রভৃতি অনর্গল ধারায় কন্ঠ দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। এসব দর্শন করা ও শ্রবণ করা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

* * *

আনন্দময়ী মা দীর্ঘ পনের দিন মৌনীবাবার আশ্রমে মহানন্দে অতিবাহিত করলেন। আনন্দময়ী মা'র ভক্তগণ ও মৌনীবাবার শিষ্য ভক্তগণ এই পনেরদিন পরম আনন্দে ও বহু আলৌকিক দিব্য দর্শনে ধন্য হয়ে মহানন্দে অতিবাহিত করলেন নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুর আশ্রমে।

মৌনীবাবা সদাজাগ্রত রাধামাধবের উপাসনায় সিদ্ধ। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য লীলার নিত্য নিকেতন এই নবদ্বীপে তাই তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের নবকলেবর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান তথা আবির্ভাব ক্ষেত্র প্রসঙ্গে মৌনীবাবা বলেন যে, বর্তমানে যেখানে নবদ্বীপ স্টেশন রয়েছে, মহাপ্রভুর সময়ে (পাঁচ শতাধিক বর্ষ পূর্বে) সেখান দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে যেত। নবদ্বীপ সেই গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার ধারা পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে এই পারেই (বর্তমান গঙ্গার পশ্চিম কূলে) আসল নবদ্বীপ। এই পারেই চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল।

বর্তমানে ওপারে (গঙ্গার পূর্ব তীরে) যাকে মায়াপুর বলে তা আসলে মিঞাপুর। লোকমুখে কালক্রমে মায়াপুর নামে পরিচিতি হয়েছে। তাই এপারেই আসল নবদ্বীপ।

* * *

মহাসাধক মৌনীবাবাও তাঁর সুদীর্ঘ সাধন জীবনে বহু ভারত–বিখ্যাত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতী, ঢাকার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তারাপীঠের শ্রীশ্রী বামাক্ষ্যাপা ও মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা, গোরক্ষপুরের গম্ভীরানন্দজী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া তিনি পদব্রজে সারা ভারতবর্ষ ও তিব্বত ভ্রমণকালে আরো বহু প্রাচীন মহাত্মার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। একবার তিনি যখন হিমালয়ের দুর্গম ক্ষেত্রে বহু উচ্চ স্তরে ভ্রমণ করছিলেন তখন আনন্দময়ী মাও মৌনীবাবার সাথে কিছুদিন পরিভ্রমণ করেন। মৌনীবাবার দিব্য দেহ যোগসিদ্ধ দেহ রূপে সুচিহ্নিত। গোখরা সাপের দংশন, মারাত্মক বসন্ত রোগ প্রভৃতি কিছুই তাঁর যোগ ও ভক্তি মতি ও সিদ্ধ দেহকে নাশ করতে পারেনি।

* * *

মৌনীবাবা তথা যোগানন্দ ভারতীর অজস্র অলৌকিক লীলা সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর ওপর নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুরের অধিবাসীগণ প্রত্যক্ষ করেছেন পরম আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে।

তাছাড়া তাঁর অজস্র শিষ্য ভক্তবৃন্দও দেশে বিদেশে তাঁর বহু করুণাঘন অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন।

শতাধিক বছরের প্রাচীন মহাত্মা যোগানন্দ ভারতীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য কি বিপুল পরিমানে বিরাজমান তা ভাগবতীতনু শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অজানা নয়।

যাহোক, দীর্ঘ পনের দিন আনন্দময়ী মা মৌনীবাবার নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুরের আশ্রমে মহানন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থান করে এবার বিদায় গ্রহণ করলেন।

মৌনীবাবা তাঁর শিষ্য ভক্তগণ সহ ভারত বিখ্যাত এই সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা আনন্দময়ীমাকে সশ্র চিত্তে বিদায় জানালেন। দীর্ঘ পনের দিনের এই আনন্দময়ী স্মৃতি সবার অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে উঠলে

☆ ☆ ☆

যোগানন্দ ভারতী ও কৈলাসভ্রমণের সঙ্গী ব্রহ্মচারী ভারতী যদি অভিন্ন না হন তা হলেও ক্ষতি নেই যোগানন্দ ভারতী নবদ্বীপের অন্যতম মহাত্মা রূপে পরিচিত ছিলেন। নবদ্বীপে মা গিয়েছিলেন ১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে। গুরুপ্রিয়াদির গ্রন্থে এবং অমূল্যকুমার দত্তগুপ্তের গ্রন্থে নবদ্বীর-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভা বর্ণিত হয়েছে। নবদ্বীপের সেবাদাসী এবং বংশীদাস বাবাজীর কথা বর্ণনা করেছেন তাঁরা। শ্রদ্ধেয় দত্ত তাঁর গ্রন্থে 'নবদ্বীপে সাতদিন' প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।[৮] মা নবদ্বীপে ১৯৩৬ এর ডিসেম্ব শেষে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় গিয়েছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১ জুন মা কৈলাস যাত্রা করেন এবং ফেরেন ১০ই আগষ্ট। অতএব কৈলাসযাত্রার পূর্ব্বেই মা নবদ্বীপ ভ্র করেছিলেন। কৈলাস-সঙ্গী ব্রহ্মচারী ভারতীর সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়ের কোন প্রসঙ্গই কিন্তু পাওয়া যায় ন সেজন্য ব্রহ্মচারী ভারতী এবং যোগানন্দ ভারতী অভিন্ন নন, এ ধারণাই পুষ্টি লাভ করে। যোগান ভারতীর মায়াপুরের আশ্রমে মা গিয়েছিলেন এবং সেই আশ্রমে দীর্ঘ পনেরো দিন কাটিয়েছিলেন, এ বিবরণ গুরুপ্রিয়া দিদির গ্রন্থে আদৌ নাই। অধ্যাপক দত্তগুপ্তর প্রকাশিত দুইখন্ডেও নাই। অভয় ডায়েরীতেও এ প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।[৯] তবে শোষোক্ত গ্রন্থ দ্বয়ে আংশিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হ মাত্র। গুরুপ্রিয়া দিদির গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সেই কারণে শ্রীযুক্ত কি কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থের বিবরণের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়, যতদিন পর্যন্ত নূতন তথ্য এই বিবরণের সাক্ষ্যরূপে না পাওয়া যায়।

☆

৮। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খন্ড) ২য় সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ১-১৫৮
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (তৃতীয় ভাগ) ৩য় সংস্করাণ ১৩৯৭

৯। শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে অভয়জীর ডায়েরী — শ্রীঅভয় (১৯৯৯, কলকাতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ–কাম

—শ্রী শিবানন্দ

ভক্ত জ্যোতিষ রায়
অন্বেষে ফিরে সাধু, মহাজন
দর্শন বাসনায়।
কত না তাহার সাধ জাগে মনে,
যদি দেখা মিলে প্রকৃত–রতনে
উজাড় করিয়া দিবে তাঁর পায়ে
নিজ প্রাণ–মন–কায়।

এ বাসনা বহি' বিগত হয়েছে
কত নিশি কত দিন,–
ফিরেছেন কত মঠ মন্দিরে
আশা–নিরাশায় আলোক–আঁধারে
মেলেনি কোথাও মনের মানুষ
সব মেকি, সার–হীন!

সহসা একদা পশিল শ্রবণে;–
শাহ্‌বাগ উদ্যানে
সদ্য আগতা কে এক যোগিনী
বাঁধিয়াছে ডেরা, পরমা রূপিনী,
ভক্ত-হৃদয় শত নরনারী
ধায় তাঁর দর্শনে।

লভি সংবাদ চিত্ত তাহার
উঠিল আকুল' ব্যাকুলি'।
ভাবিয়া চলেন নীরব ভাবনা,–
হেথা কি পূরিবে মনস্কামনা,
অথবা শুধু-ই ব্যর্থ আশায়
হইবে জলাঞ্জলি!

এ জীবনে হায়! হেরিলাম কত
সাধু কত সন্ন্যাসী,
কোথাও মেলেনি কোন একজনা
পূরাতে মনের নিভৃত কামনা,–
সবাই ভুলায় বাক্য ছটায়,
সকল-ই মিথ্যাভাষী।

কত নিশিদিন আকুল আশায়
হায় উন্মাদ সম,–
তুচ্ছ করেছি জীবন মরণ
বারেক ইষ্টে মাগি দর্শন
কিন্তু বিফল, কেহ মেলে নাই
পূরাতে কামনা মম।

আগামী ১৯শে আগষ্ট, ঝুলন দ্বাদশী পরমশ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় জ্যোতিশ চন্দ্র রায়, ভাইজীর পুণ্য তিরোধান তিথি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্ যাহা গেছে, বিফল অতীত
বৃথা সে রোমন্থন,
বারেক এরে-ও করিয়া পরখ
মিটাই মনের সন্দেহ, সখ
জাগিল চিত্তে। তুরঙ্গ সম
উদ্দাম ধায় মন।

সেদিন রজনী হয় নাই শেষ
নির্জন জন-পথ,
চলেছে জ্যোতিষ, চিত্ত উতল,
শোণিত প্রবাহে বহিছে অনল,
চিত্তে বহিছে ঝটিকা প্রবল
পূরিবে কি মনোরথ!

আসিয়া দাঁড়াল যোগিনীর দ্বারে
সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ,
তখনো প্রভাত মেলেনি নয়ন,
বিহগ কন্ঠে জাগেনি কূজন,
শংকিত-ভীত তারকা উর্ধ্বে
অপলক নিস্তব্ধ!

সহসা মুক্ত, রুদ্ধ দুয়ার
জ্যোতিষ নেহারে চমকি, —
কক্ষের মাঝে পালংকোপরি
তাহার-ই ইষ্ট দশভুজাধারী
রয়েছে আসীন,-কক্ষ-মাঝার
দিব্য প্রভায় আলোকি'!

পশিল কর্ণে যেগিনী পুকারে,
'ওরে আয়, ওরে আয়,
আরো যদি কিছু থাকে শংকার
নিঃশেষে শেষ কর এইবার
অবিশ্বাসের ভীরু সংশয়
উৎখাত কর্ তায়!

ধাইল জ্যোতিষ উন্মাদ সম
দু'নয়নে বহে লোর,
ছুটিয়া পড়িল চরণ উপরি
চিৎকারি কহে কন্ঠ বিদারী
'পেয়েছি, পেয়েছি'--সব সংশয়
নিঃশেষ আজি মোর,
জীবনে এসেছে আলোর বন্যা
(আমার) রাত্রি হয়েছে ভোর।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

সাধনার খেলায় হরিনাম নিয়ে তখন মা ভাবের খেলা খেলছেন। হরকুমার একদিন বলেন–'মা তোমার তুলসী তলায় হরির লুট দাও।' ভোলানাথকে মা কীর্ত্তনের কথা বললেন। যথাসময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হল। মধুবাবুর অসুস্থ স্ত্রী ও মা একটি খাটে বসে আছেন। দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁরা কীর্ত্তন দেখছেন, শুনছেন। হঠাৎ বাড়িটা আলোতে ভরে ওঠে। 'মায়ের শরীর ঐ আলোর সঙ্গে মিশে কেমন একভাবে হয়ে যায়।' একসময়ে মার শরীর খাট থেকে মাটিতে পড়লো। হাতের শাঁখা ভেঙ্গে গেল। চোখে জল দিয়ে তাঁকে উঠানো হল। মায়ের শরীর কম্পিত হতে লাগলো, তিনি রোমাঞ্চিত হলেন। আনন্দে শিহরিত হয়ে কখনও হাসি, কখনও কান্না প্রকাশ করতে লাগলেন। নয়ন-নলিন হতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হয়ে কমলবয়ান ভাসিয়ে দিল। দিব্যকান্তি জড়িত দেহে আনন্দধারা প্রবাহিত হতে লাগল। পরে ঐ ভাব অবস্থায় স্থির নিশ্চল ভাবে বসে রইলেন দীর্ঘ সময়। বার বার তিনি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, চোখমুখ রক্তাভ হয়ে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ পর 'আধ আধ ভাষায় কিছু বলতে চাইলেন মা। কিন্তু তখন কথা বন্ধ বন্ধ ভাব। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ)

এই তুলসী তলায় কীর্ত্তনে মার শরীরে একযোগে কয়েকটি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হল। মার দেহে কম্পন ছিল, পুলকে দেহটি ভাব কদম্বের রূপ নিয়েছিল। আনন্দের শিহরণই আসলে রোমাঞ্চ নামীয় সাত্ত্বিকভাব। 'আধ আধ ভাষায়' কথা জানাতে গেলেন মা, কিন্তু কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল–এ হল স্বরবিকৃতির নমুনা যাকে বলে 'স্বরভঙ্গ' সাত্ত্বিক ভাব। 'মায়ের চোখমুখ রক্তাভ হয়ে যায়–এই স্থলে 'বৈবর্ণ্য নামক সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হল। পরে মা স্থির নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন'–এখানে মার শ্রীঅঙ্গে 'স্তম্ভ' সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ঘটল। 'প্রলয়' তো প্রথমেই দেখা গেল, যখন মা খাট থেকে পড়লেন। মায়ের শরীরে প্রথমে 'প্রলয়', তাকে অনুসরণ করে 'কম্পন' বা 'বেপথু', তারপর 'রোমাঞ্চ' বা আনন্দিত শিহরণ প্রকাশ পেল। একযোগে এই যে তিনটি সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ হল, সে অবস্থার নাম 'ধূমায়িতা'। 'ধূমায়িতা' অবস্থায় মা আপন ভাব গোপন রাখেন নি। উক্ত তিনটি ভাবের সঙ্গে 'অশ্রু' এবং 'স্তম্ভ' যখন গোপন না থেকে স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করল, তখনকার অবস্থার নাম 'দীপ্তা'। একযোগে প্রলয়, কম্পন, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্তম্ভ এবং স্বরভঙ্গ এবং বৈবর্ণ্য এক অলৌকিক প্রেমের উৎকৃষ্ট পর্যায়ে উপনীত হল–এই অবস্থার নাম 'উদ্দীপ্তা'। এই 'উদ্দীপ্তা' মার শরীরকে অবলম্বন করে চরম অবস্থায় পৌঁছাল অর্থাৎ 'সুদীপ্তা' অবস্থায় উপনীত হল। সাত্ত্বিক ভাবগুলির পরিপূর্ণতম প্রকাশ মার শরীরে রূপায়িত হল, এই অবস্থাই ভাবের চরম অবস্থা।

কিছুদিন পরই গগন সাধুর কীর্ত্তন হল জয়শংকর বাবুর বৈঠক-খানায়, মা কীর্ত্তনের স্থান থেকে দূরে পেছনের চৌকিতে বসে ছিলেন। মার শরীর তখন আনন্দে পুলকিত হচ্ছিল, এক সময় তাঁর 'প্রলয়' হল অর্থাৎ মূর্চ্ছা গেলেন। তারপর 'স্তম্ভন' অবস্থা শরীর প্রাপ্ত হল। বিদ্যাকূটে কলেরা লাগায় বাড়ি বাড়ি কীর্ত্তন হচ্ছিল, তখন মাখনের কল্যাণে মোক্ষদা সুন্দরী কীর্ত্তন দিলেন। সে কীর্ত্তন বাড়ি এলে মার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং নামের সঙ্গে সঙ্গে শরীর তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, ৩য় ভাগ)। সেই সময় 'একদিন অনেক রাত্রে বহুদূরে খোলকরতালের ধ্বনি ও নাম শুনিলাম';–মা স্বয়ং ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলেছেন, 'শরীরের পূর্ববৎ অবস্থাদি হইল। রাত্রি শেষ হইতে শরীরটা ধীরে ধীরে শান্ত হইল। ইতিমধ্যে একবার বাহিরে যাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শরীরের ভারের জন্য উত্তর দিতে পারি নাই' (মায়ের কথা—ভাইজী)। আট পাড়া এবং বাজিতপুরে কীর্ত্তনে মার শরীরে সাত্ত্বিক ভাব বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ভূদেববাবুর বাসায় ও ভাবে 'দর্ দর্ করিয়া জলের ধারা' চোখ থেকে প্রকাশিত হল। তারপর শাহবাগের কীর্ত্তনে নানা সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হয়েছিল। পৌষ সংক্রান্তির দিন কীর্তন খুব জমে উঠেছিল। বসা অবস্থাতেই মা মাটিতে পড়ে গেলেন, অবশেষে ঢেউয়ের মত মেজের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে দুপায়ের গোড়ালির ঈষৎ ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি, ক্রমে মাথাটি পিঠে লো... কোলে পড়ল, দীর্ঘ কেশরাশিও খুলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কেবল দুপায়ের দুবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর রেখে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে শূণ্যে চলার মত চলতে লাগলেন। পরে একস্থানে চোখ বুজে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন কোথায় রইল তাঁর 'অবগুন্ঠন'—অপূর্ব শ্রী, মুখমন্ডল জ্যোতিপূর্ণ, আয়তলোচন 'সজল রক্তিমাভ' চোখ। এই ভাবে বসে 'আধ আঁধ ভাষা ভাবে' শব্দ সৃষ্টি হল, অস্ফুট স্বরে বলতে চাইলেন কিছু, কিন্তু স্বরবিকৃত হল। একসময় উচ্চারিত হল—'হরে মুরারে মধু কৈটভারে।' সমস্ত দিন 'ভাব বিভোর' ছিলেন মা। সর্বাঙ্গে তাঁর 'রোমাঞ্চ পুলক ভরা, শিশুর মত কখনও অকারণ হাসি, চোখে অবিরল জলধারা' (স্বক্রিয় স্বরসামৃত ৫ম ভাগ)। এই কীর্ত্তনে ভক্তবৃন্দ মার দেহে প্রলয়, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ও অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রত্যক্ষ করলেন। এখানে পাঁচটি সাত্ত্বিকভাব একযোগে প্রকাশিত হল, তাই এই অবস্থাকে 'সুদীপ্তা' বলে অভিহিত করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ হল সাত্ত্বিক ভাবের শেষ অবস্থা। এই পঞ্চভাবের সঙ্গে শোভা, কান্তি, মাধুর্য, বিলাস, হাসি ও উদ্ভাস ইত্যাদি অনুভব স্বাভাবিক ভাবেই মার অঙ্গে অনুকূল ভাবে প্রকাশিত হল। কর ভাবে ভঙ্গিতে, আকারে ইংগিতে, বেশবাসের বিস্রস্ততায় কত অনুভাব যে সেদিন কীর্ত্তনে ভক্তবৃন্দ অনুভব করছিলেন, তা অবর্ণনীয়।

মা বলেছেন, 'জগত ভাবময়, সৃষ্ট বস্তু সকলই ভাবের মূর্তি।' লোকশিক্ষার জন্য হরিনামের ভাবের খেলা। জন্মমাত্র অদ্ভুত ভাবের বিকাশ মায়ের দেহে,—মা বলছেন, "খড়ের চাল দিয়ে নিমগাছ ও আমগাছের ডাল পাতা দেখিতে ছিলাম।" নিজে থেকেই ছোট্টমেয়ে রূপে তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিতেন। মায়ের তখন পাঁচবছর বয়স, বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা বাবা হরি কি? বাবা বললেন—হরি ভগবানের নাম। এ শরীর বলিল -আচ্ছা। তাঁর নাম করিলে কী হয়? বাবা বলিলেন—তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। এ শরীর বলিল—তিনি আসিয়া কি করেন" (মায়ের কথা, ভাইজী)। মা নিজেই হরি—নারায়ণ। পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সেই 'পূর্ণব্রহ্ম নরায়ণ' মা বাবার আহ্লাদী ছোট্টমেয়ে হয়ে বলছেন, 'বাবা হরিকে ডাকিলে কি হয়?' তারপর তো দেখা গেল হরিনামের খেয়ালে ভাবতরঙ্গে নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দিলেন। হরিনাম করতে গিয়ে তাঁর দিনে রাত্রে নানা প্রকার সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ হত। জগত—কল্যাণে মার অনুভবের কথা স্বয়ং বহুজনের কাছে বলেছেন। হরিনাম জপের সময় একটা ভাব মায়ের শরীরে প্রকাশ পেত, এক সময় এমন অবস্থা উপস্থিত হত—'যে কোন বুলি শব্দটাও হরি' এই ভাব। অর্থাৎ এই যে 'হরিবোল' এই বুলি শব্দটাও হরি। সর্বাঙ্গে যেন কি গভীর স্পন্দিত, কিরূপটা—আনন্দ বলিলেও বলা যায় না। আর উহা উছল, শিহরণের গড়ন ও অস্বাভাবিক, কম্পনও—বর্ণন কিসে? ব্যক্ত হয় না সর্বাঙ্গের রূপটি বলা যায় না —আপনি হওয়া তো। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ)' নাম নিয়ে বসলে হরিনাম আপনা থেকেই স্ব... উচ্চারিত হত। কোন চেষ্টার বালাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবের উদয়। অষ্টগ্রামে একদিন নাম করছেন, শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোমাঞ্চিত হল, আপনা থেকে মার পদ্মাসন হল। হরি নাম শুনেই দেহে বন্যা নামত নূতন নূতন অনুভবের। হরিদর্শন নয়. হরি নামেই চিত্তজাগরণ, এ যেন ভক্তরূপী মায়ের চিৎপদ্মের পরিপূর্ণতম উন্মীলন। দিবারাত্রি নামের ভাবঘোর লেগে থাকত তাঁর। অষ্টগ্রামে কীর্ত্তনের পর মা গেলেন ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিরে, যাওয়ার পর 'বৈবর্ণ্য' সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হল–ফলে মার শরীর কখনও নীলাভ, পীতাভ ও শ্বেতাভ প্রদর্শিত হল। মা একে ভাবের খেলাই বলেছেন– 'ভগবান যখন যেরূপে খেলেন' (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ)।

তারপর তো দেখা গেল যে কোন ধর্মস্থানে, মন্দিরে, কোন মূর্তির সংস্পর্শে এলেই মার ভাবাবেশ হত। আবার দেখা যেত যে 'আপনা আপনিই' শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। তাই মার ভাবের প্রকাশকে ভাষা দেওয়া অসাধ্য ব্যাপার। ভক্তের ভাবনায় মার শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিকশিত হত সত্যি, কিন্তু মার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র যে ভাব তাঁর মধ্যে ছিল, তার কোন রূপান্তর ঘটেনি। মা বলেছেন, "শরীরটাকে যেক্ষণে তোমাদের মনে করা, তখনও যেমনটি, এখনও তেমনটি। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, চর্তুথ ভাগ)

ভক্ত সেজে ভাবের খেলায় মার চিত্তে তাঁরই খেয়ালে ভাবোচ্ছাস উঠত,–এ কথা মা বহুবার বলেছেন। বৈদিক সূক্তাদি তাঁর ভাবদেহ থেকে নির্গত হত। সূক্ত প্রকাশের সময়ে শরীরে 'অশ্রু' এবং পরে 'স্তম্ভ' নামে সাত্বিক দুটি ভাবের আত্ম প্রকাশ ঘটত, তার সঙ্গে হাসি–কান্নার সুমধুর অনুভাবও প্রত্যক্ষ হত। ঋষিরূপে মা সূক্তের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে উচ্চারণ করেছেন যে তিনি 'মহাভাবময়' (মাতৃদর্শন, ভাইজী)

মায়ের ভক্তভাবে পূজা আসলে অন্তর্যাগ বা মানস পূজা; ভাবের-পূজা। ভাবের প্রকাশাত্মা মা ভাবের ডুবুরি হয়ে সমগ্র বিশ্বে নব নব রস ও রূপের অঞ্জলি দান করেছেন, করজোরে ভক্তভাবে পূজার অভিনয় করে অসীম জীবন পথকে প্রতি মুহূর্তে ভক্তসন্তান কি করে সার্থক করতে পারে তারই সুমধুর আচরণ করেছেন। অখন্ড ভাবে আত্মনিবেদনের ভাব মা পূজায় বুঝিয়ে দিলেন। সন্তানকে শিক্ষা দিতেই তিনি পূজায় আত্মসমর্পণের ভাবটা রূপায়িত করলেন স্বীয় শরীরকে অবলম্বন করে। ভক্ত সন্তানের ভিতর যে অলৌকিক প্রেরণা ও সংস্কার ছিল–আনন্দ-স্বরূপিনী মা ভক্তের অভিনয়ের মাধ্যমে সেটাই প্রকাশ করলেন। মায়ের মধ্যে যে পূজার ভাবটা সন্তান অনুভব করেছে তা তো অপরাজেয় সুন্দরের অখন্ড স্বপ্ন–যা মানব সন্তান আদি কাল থেকে অনুসরণ করে আসছে–এই তো সনাতন ধর্মভাব।

মা পরিপূর্ণ বলেই তাঁর মধ্যে বহু ভাবের সমাবেশ। স্বাভাবিক ভাবের সঙ্গে অস্বাভাবিক ভাবও তাঁর শরীরকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। বধূভাব থেকে আরম্ভ করে সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ভাব, শিশুভাব, কেমন কেমন ভাব, শান্তভাব, স্থিরভাব, অসুরদলনীভাব, মহাকালী–কালীভাব, মহালক্ষ্মীভাব, মহাসরস্বতীভাব, ব্রহ্মবিদ্যাভাব, মহাযোগিনীভাব, ছিন্নমস্তাভাব, অতিভোজনভাব, কন্যাভাব, মাতৃভাব, দেবীভাব, যোগীভাব, দেবভাব, নারায়ণভাব এবং মধুরভাব সহ আরও অনন্তভাব তাঁর দেহকুসুমে রঙের মত রসব্যঞ্জনায় নব নব রঙে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্ব্বাত্মক আনন্দঘনভাবে ভক্ত সন্তান উপলব্ধি করেছে আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, অন্তর্লোকিক সুর, অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা আর আধ্যাত্মিক পুলক। এতো প্রাচ্য ভাবের মন্দাকিনী ধারা, যা প্রবাহিত হয়েছে প্রতিটি সন্তানের হৃদয়-যমুনায়। মা বিশ্ব–ব্রহ্মান্ডে ভাবের জাল রচনা করেছেন ঊর্ণনাভের মত, আর এই ভাবের জালে স্বচ্ছন্দে তিনি বিহার করেছেন–ছেলেধরা মা হয়ে তাঁর দিব্যসৌন্দর্য জালে সন্তানদের আকর্ষণ করেছেন অর্থাৎ ভাবগুলি রূপময় হয়ে সন্ন্যাসী থেকে গৃহী পর্যন্ত সব রকম ভাবুক সন্তানদের বশ করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করে আসলাম শ্রীমায়ের জন্মস্থান খেওড়ায়

—শ্রীমতী সঞ্চিতা সেনগুপ্ত

মায়ের জন্মস্থান দেখার পর নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা মনে পরছে–"ধন্য আমি, ধন্য আমি।"

এত সুন্দর স্থান কোথাও আছে কিনা জানি না। উদয়তীর্থ খেওড়া পুস্তকে ব্রঃ গীতাদি এক জায়গায় মায়ের মুখের কথা লিখেছেন–'খেওড়া গ্রাম জঙ্গলে ভরা। এর ভেতরেও যেন কি সুন্দর এক প্রভাব দেখা যেত। ওখানকার পরিবেশেই যেন এক পবিত্র মনোমুগ্ধকর ভাব ছিল, দরিদ্রতা যেন গায়েই লাগতনা।' কথাটি খুব সত্যি। তবে এখন ত আর জঙ্গল নেই। "সাজানো একটি বাগান।"

কিন্তু মায়ের এই বাগানের বর্ণনা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। মা এক জায়গায় বলেছেন- "গোলাপ ফুলটি কেমন? না সুন্দর, এই সুন্দরতার ভাব বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না।" এবং আরো বলেছেন, "রসগোল্লা যে খেয়েছে সে বুঝবে তার স্বাদ মিষ্টতা–কিন্তু প্রকাশ করা যায় না।"

মায়ের নামে বিদ্যালয়, মায়ের চলার মাঠ, মায়ের পুকুর, পুকুরের জন্য বাতাসের হাল্কা ঝিরঝিরে ঢেউ, জন্মস্থানের পবিত্রতা, বাড়ীঘর রাস্তা সব যেন নেশার ঘোরে দেখে এসেছি। কিন্তু কিছু প্রকাশ করতে পারছিনা। মায়ের গ্রামের রূপালী মাটি দেখে, দূর্ব্বা গাছ, বাঁশঝার সব দেখে অভিভূত হয়ে গেছি। স্বয়ং বিশ্বজননী যে গ্রামে জন্ম নিয়েছিল সে ত এমনি হবেই।

তবু বলবো মা যদি কৃপা করেন সবি সম্ভব। মা, কৈলাশ যেতে যেতে রাবণের তৈয়ারী 'রাক্ষস তালাব' দেখে বলেছিলেন–"সম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব সম্ভব।"

বাংলা দেশের খেওড়া গ্রাম,
ধন্য মাটি ধন্য নাম।
খেওড়া গ্রামের জল,
যেন অমৃত ফল।
খেওড়া গ্রামের মাটি,
যেন মধুভরা সোনার বাটি।
খেওড়া গ্রামের হাওয়া,
যেন সকল তীর্থে যাওয়া।
আর খেওড়া গ্রামের আকাশ,
যেথায় বিশ্বজননীর প্রকাশ।
চলো সবে মিলে যাই খেওড়া গ্রামে,
সদাই থাকবে আনন্দ প্রাণে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি চারণ

(আট)

—শ্রীমতী রেনুকা মুখার্জী

সোলন–১৯শে জুলাই, ১৯৪৬—

আমি দিদির সঙ্গে সঙ্গে রান্নার কাজ শিখছি। ধোকার ডালনা আরম্ভ করে দিদি অন্য কাজে চলে গেলেন। আমি ভয়ে ভয়ে শেষ করলুম। সাহস করে ওই পদ আর হরিবাবাকে পাঠালাম না। মা রান্নাঘরে ঢুকে তরকারির চেহারা দেখেই বললেন, "একটু নুন কম বটে, কিন্তু খেতে ভালই। বাবাকে পাঠালে, বাবা খুব খেত।"

মেয়েদের মধ্যে বিল্লোজী ও আমি আছি। বৃন্দাবন যাবার লোক ঠিক হচ্ছে। মা বিল্লোজীকে সঙ্গে নেবেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, কিছু বলেছেন না। দিদি বলছেন, "মা, ওর অবস্থা ত' কাহিল।" মা বলছেন, "কাহিল হবার কি আছে, সব অবস্থা হাসিমুখে নেবে। তুই ও কি বুনির মত রাগ করে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করবি?" মা ত জানেন, আমি ওসব কিছু করবনা, তাই প্রতিবাদ না করে একটু হেসে চুপ করে রইলাম।

২০শে জুলাই —

আজ সকাল থেকেই রান্নাবান্নার জোর লাগিয়ে দিয়েছি। এমনকি মার পায়ের সেঁক সাড়ে আটটায় না দিয়ে ৯টায় দিতে গেছি। মা ১০টায় সৎসঙ্গে বসলে আবার রান্না। মা খেতে বসে সব রান্নার প্রশংসা করলেন। পাশের ঘরে পটলদা ও শোভনদাকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছি, কোন সময়ে ব্র্যাঙ্কাজী ও মানিকবেন ঘরে ঢুকেছে টের পাইনি। আমার খুব মন খারাপ হল যে দিদিকে ওই সব রান্না দিতে পারলাম না। দিদি ও জগদম্বাদির জন্য আবার রান্না করলাম। মাকে মৌরীর জল খাওয়াতে গিয়ে শুনছি মা বলছেন, "বেচারা নিজের মনে বসে বসে অনেক কিছু রেঁধেছে, দিদিকে দিতে পারল না বলে খুব দুঃখ হয়েছে।"

এখানে লোকজন কম থাকাতে রাজবাড়ীর লোকদের সঙ্গে জানাশোনা হল। রাণী রোজ বিকালে মার কাছে আসেন। তখন বাজার থেকে club house পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে উঁচু পরদা দিয়ে ঘিরে দেয়। বোধ হয় tennis court এর নীল পর্দা গুলি। রাণী মোটর থেকে নেমে ওই ঘেরার মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসেন। কোনও পুরুষের তখন প্রবেশ নিষেধ। কেবল দেবীরামভাই (রাজার Private Secretary) কখনও সঙ্গে থাকেন। মা সেই সময় প্রশস্ত tennis court এ পায়চারি করেন। রাণী সঙ্গে সঙ্গে বহুরকম আলাপ করতে করতে হাঁটেন। আমরা একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। রাণী খুবই সৌখীন। নানা রকম বেশ ভূষা করে মার কাছে আসেন। তবে খুবই ভক্তিমতী ও মায়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। রাজা রাণী এরকম যোগ্য পাত্র না হলে কি মা এই দলবল নিয়ে এতদিন এখানে থাকতেন। কারুর অসুবিধা হবার আগেই মা নিজেকে গুটিয়ে নেন দেখতে পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১শে জুলাই—

উষা কীর্তনের পর মা আবার একটু শুয়ে পড়েন, আজ বসেই রইলেন। প্রবুদ্ধানন্দ স্বামীজী রায়পু রওনা হবেন—তাই অপেক্ষা করছেন। আমি সুযোগ দেখে মুখ ধুইয়ে দিলাম। হাঁটুর সেঁকও অনেকক্ষ দেওয়া গেল।

স্বামীজী রওনা হলে মা শুলেন। ঘরে ঝাঁট আর দিয়ে উঠতে পারিনি। মা বলছেন, "এ শরীরটা যখ সংসারে ছিল, তখন অন্ধকার থাকতে ঘরে ঝাঁট পড়ত। এখন ত বাসি পাট উঠতে ৮টা বেজে যায়। এ থেকে গাছতলায় থাকাই ভাল—এ সবের বালাই নেই।" মার অনুযোগ ঠিক। আমি সবটা তাল রেখে করতে পারছি না। একটাতে মন দিইত অন্যটা রয়ে যায়। যা হোক মা রান্নার খুব প্রশংসা করলেন, বললে "খুকুনি, কোনও কোনওটা তোর থেকেও স্বাদ হয়েছে।" দিদি খুব খুশী। বলছেন, "মা এবার ও শুদ্ধাচারী করে নাও।" মা—"আগে সবাইকার হাতে ওর খাওয়া ত' বন্ধ হ'ক। স্বপাক কিম্বা তুমি রেঁ খাওয়াবে। দিদি—বেশ ত' কালথেকেই হোক।"

২২শে জুলাই—

আজ থেকে শুদ্ধাচারী নিয়ম পালন করব। রাত্রে শোবার সময় মা বলছেন, "কাল বেশী বেশী ক রাঁধবে। মতিরানী আর তার বোন এখানে খাবে।" রাত্তিরে কোনও সময়ে বিল্লোজী বাথরুমে সাপ দেখতে পেয়ে চাকরদের ডেকেছে। তারা এসে সাপটি মেরে ফেলেছে। সকালে মা বলছেন, "কদিন ধরে কেবল সাপের খেয়াল হলে তাকে অবসর মত আসতেই হয়। না এসে উপায় নেই। সীতাপুরের হরিণটা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আবার রাত্রে শোবার সময় দেখা গেল খুকুনির বিছানায় শুয়ে আছে। ওর বিছ ঠিক আমার বিছানার সামনে ত'। ২৪ ঘন্টা হবার পর আমার খেয়াল হ'ল ওটা আর থাকবে না। আম মুখ থেকে বের হয়েছিল, "রমতা যোগী।" আমি হঠাৎ সকলকার মধ্যে থেকে উঠে এসে ঘরে শু পড়লাম। কখনও কিন্তু ওই সময় শুই না। হঠাৎ হরিণটা কোথা থেকে ঘুরে এসে ঠিক সমানে দাঁড়ালো— সোজাসুজী আমার দিকে দৃষ্টি। তারপর tent থেকে বার হয়ে একেবারে gate দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এই সব আকর্ষণের কথায় মা বলছেন—"কোনও করুণ শব্দে যেমন কারু উদাস ভাব এসে প তেমনি বাইরের বাজনার সঙ্গে কুকুরের ভিতরের স্পন্দনের কোনও সংযোগ থাকে, তাই তারা ঐরূপ করুণ শব্দ করে ওঠে। অনেক সময় কারু ভাবনা করলে দেখ যে হঠাৎ উপস্থিত হল। এটা যোগজ ধার একটা দিক। এই যোগজ ধারার সঙ্গে সাপ ইত্যাদির গতির সংযোগ হতেই তারা এসে উপস্থিত হ আবার যোগজ ক্রিয়ার ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়েও সাপকে আসতে দেখা যায়।"

যৌগিক ক্রিয়ার কথা বলতে বলতে মা একটি পুরানো কথা বললেন। মা প্রভুদত্তজীর সঙ্গে করপাত্রীজী যজ্ঞস্থলে গিয়েছিলেন। ভয়ানক ভীড়, কল্পনাতীত। মাকে আগলে নিয়ে যাবার বিফল চেষ্টা—কে কোথ ছিটকে পড়ল—মা একটি বাঁশের গায়ে ধাক্কা খেলেন। তারপরই শরীর কিরকম হয়ে গেল। মা বলছে "মাথা নুইয়ে এঁকে বেঁকে ঐ ভীড়ের মধ্য দিয়েই কেমন করে একেবারে যজ্ঞবেদীর উপর উপস্থিত হলাম অর্থাৎ শরীর লঘু না হলে ও তির্যকগতি অবলম্বন না করলে এটা হতে পারত না—এইটাই আমরা বুঝলা আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি কেননা আমি নিজেই মায়ের এই রকমটা আগে দুবার দেখেছি।

একবার মা, দিদি, বুনিদি, সাধনদা ও আমি travel করছি। মোরাদাবাদে গাড়ী বদল করতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিনিষ। বড় বড় trunk ভর্তি জিনিষ আশ্রমের জন্য দিদি নিয়েছেন। বুনিদি ও আমার দায়িত্ব জিনিষগুলি III class এ তোলা। দিদি মাকে একটু আরাম দেবার জন্য সেবার II class (পুরান কালের—এখনকার Ist class এর মত) এ টিকিট কেটেছেন। সেই সময় সাধারণতঃ মা সকলের সঙ্গে III class এই travel করতেন। গাড়ী আসতে বুনিদি ও আমি কুলীদের সাহায্যে মালপত্র কোনও রকমে উঠিয়ে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি। প্রবেশ দ্বার বাক্সতে ঠেসে গেল। দিদি গেছেন মার compartment দেখতে ও মার জিনিষ ঠিক করতে। গাড়ি প্রায় যখন ছাড়ে ছাড়ে তখন দেখি মা আমাদের compartment এর সামনে। মা হাত বাড়ালেন আমি বাক্সর ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে মার হাত ধরলাম। মা কিরকম যেন ক্ষিপ্রগতিতে উঠে এলেন। ওই পাহাড় প্রমাণ জিনিষের ওপর দিয়ে মাকে টেনে তোলার সাধ্য আমার ছিল না। মা নিজেই যেন হাল্কা হয়ে উঠে এলেন। তখন বুঝিনি। সাধনদা দিদিকে খবর দেবেন বলে দৌড়ে চলে গেলেন। মা আমাদের কাছে আসতে আমাদের কি আনন্দ। মা জিনিষগুলিকে গোছ করিয়ে রাখলেন। দুই সীটের মধ্যে বাক্স পেতে বিছানা করা হল। তিনজনের শোবার জায়গা হল। যখন গুছিয়ে বসেছি তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করছি, "আচ্ছা, মা তুমি কি করে উঠে এলে? দরজা ত অর্দ্ধেকের ওপর জাম ছিল?" মা, একটু হেসে বললেন, "কখনও কখনও শরীরটা ওরকম হয়ে যায়।"

আর একবার কোলকাতায় একজনের বাড়ীর মধ্যে ভীড়ের চাপে একটা দুর্ঘটনা হবার উপক্রম হয়েছিল। সেই সময় মাকে হঠাৎ দেখা যায় একদম বাড়ীর বাইরে। মা যে ভাবে লোকের চাপের মধ্য থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে এলেন, তা বিশেষ যৌগিকক্রিয়া শক্তি ছাড়া হয় না। সেই সময় বোঝা যায় না। পরে চিন্তা করে অবাক লাগে।

২৩শে জুলাই—

আজ সকাল থেকে রান্নার ধূম লাগিয়েছি; আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও প্রবল বেগে নৃত্য লাগিয়েছে। মাকে সেঁক দিতে গেলে মা বলছেন, "আজ আর বেশীক্ষণ নয়—রাঁধবে ত—।"মুখও ধোওয়াতে দিলেন না। গিনির হাতে খড়ি হল। বীথু এই সব সেবার কাজে বেশী এগোয় না। মায়ের শরীর স্পর্শ করতে বেশ ভয় পায়। গিনিও তাই, তবে বীথুর থেকে ভাল পারে।

হরিবাবার পাঠ শেষ হতেই মাকে ডেকে ভোগে বসানো হল। মা রান্নার খুব সুখ্যাতি করলেন—দিদির মতই হয়েছে। পরে সকলে প্রসাদ পেতে বসলেন, মতিরানী, বুলবুলদি, Blancaji, মানিকবেন, পটলদা, পান্নালালজী। মা সবাইকার মুখ দিয়েই রান্নার সুখ্যাতি করালেন। দিদির কায়দা, কৌশল নাকি আমি শিখেছি।

মা কাল চলে যাবেন—মনটা খারাপ লাগছে। তবে আশা যে মা বাবা এসে গেলে, বীথুকে তাঁদের কাছে রেখে আমি আবার মার কাছে যেতে পারব। মার খেয়াল যে বীথু আপাততঃ সোলনেই থাকবে। মা দূর্গা পূজার সময়ে আবার আসবেন তখন দেখা হবে। মা, বাবা ও বাবু গরমটা সোলনেই কাটাবেন। মায়ের আদেশ, বাবা মেনে নিয়েছেন।

সারাদিন জিনিষপত্র গুছাতেই কাটল। সন্ধ্যাবেলা শোভনদা খুব জমিয়ে সান্ধ্য কীর্তন করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪শে জুলাই—

বৃষ্টি আর ঝড়ে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে মা, হরিবাবা, শরণানন্দজী ও দিদি আর ঘনশ্যামকে নিয়ে রওনা হলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে। আমাকে ডেকে কাজের নানা রকম কথা বলে দিলেন। দলবল এখন রইল, বিকালে যাবে।

বিকালে দলবল রওনা হবার সময় খবর এল যে মা কালকাতেই রয়ে গেছেন। Landslide হবার দরুন রওনা হতে পারেননি। আমি তখন তাড়াতাড়ি মা ও সাধুদের জন্য কিছু কিছু রান্না করে সঙ্গে দিলাম। রাত্রি ১০টায় bus driver এর হাতে দিদির চিঠি পেলুম। লিখেছেন যে খাবার পাঠিয়ে খুব ভাল করেছি বাবা, মা এসে গেলে আমি যেন বৃন্দাবনে চলে আসি। এই অনুমতির সঙ্গে নাকি মা দিদিকে ঠাট্টা করেছেন -'তোর মনস্কামনা সিদ্ধি হল–এখন আনন্দ কর।' এই চিঠি পেয়ে আমিও খুশী। সারাদিন মন খারাপ ছিল, এখন চিঠি পেয়ে হাসছি দেখে বীথুও গিরীনদা হাসতে লাগলো।

২৭শ জুলাই—

আমরা সকালে club house খালি করে দিয়ে একটি guest house এ উঠেছি। সুন্দর বড় বাড়ি সাজানো গুছানো–সব রকম সুবিধা রয়েছে। আমি সকলের জন্য রান্না করছি ও সময় পেলে কাপড় জামা কেচে নিচ্ছি। নিজের কাপড় কাচাটা সবসময়ই সংক্ষেপে সারি বলে বেশ নোংরা হয়ে যায়। মা ভালবাসেন না। প্রায়ই কাপড় অপরিষ্কার থাকে বলে টুকে দেন। এ বিষয়ে বুনিদি ওস্তাদ। যতই কাজ করুক কাপড় পাটপাট পরিষ্কার ঝকঝকে থাকে। মা আবার তাকে "ফুলবিবি" বলে টুকে দেন। মা নিজের কাপড় সাধারণ ভাবে পরিষ্কার রাখা পছন্দ করেন বলে মনে হয়। একবার কেউ খুব সুন্দর কেচে, নীল দিয়ে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। মা দেখেই একটু থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, "জ্যোতিষ কখনও এরকম কাপড় আমাকে পরতে দিত না। সাধারণ ভাবে সাবান কাচা পরিষ্কার থাকত। সাধুদের সঙ্গে ওঠা বসাতো।" আমরা কিছু গন্ডগোল করলেই দেখি মার ভাইজীর কথা মনে পড়ে যায়, কি করা।

রাজা সাহেবের লোকেরা খুব খাতির করছে। সকাল বিকাল 'কি চাই' জিজ্ঞাসা করে। রামসিং আমার জিনিষের list শুনে বলল, "দিদি, তোমারা কি হাওয়া খেয়ে আছ-এতগুলি লোক, আর এই সামান্য list!" আমি জানি ওরা কেউ পয়সা নেবে না, তাই যতদুর সম্ভব অল্প জিনিষ আনাচ্ছি। Blancaji ও বীথু বেড়াতে গিয়ে কিছু কুমড়োর শাক নিয়ে এসেছে। পরদিন Blancaji বেড়াতে গিয়ে আরও সব নধর লতাপাতা দেখাচ্ছেন। তখন বোঝালাম যে সব সবুজ পাতাই যে খাওয়া যায় তা নয়।

২৮শে জুলাই—

মা, বাবা বাবুকে নিয়ে এসে পৌঁছালেন। রামসিং কয়েকটি রাড়ী ঠিক করে রেখেছে। বাবা ও আমি তার সঙ্গে দেখতে গেলাম। বাবা এসেছেন দেখে গিরীনদা মার কাছে রওনা হয়ে গেলেন। মায়ের সব দিকে খেয়াল আছে। বুঝলাম গিরীনদাকে আমাদের guardian করে রেখে গিয়েছিলেন।

দেবীরামজীর ঠিক করা বাড়ী (শেরবালী কোঠী) বাবার পছন্দ হল। বেশ বড় gate বাজারের কাছে এবং রাজপ্রাসাদ থেকেও দূরে নয়। আমি বাড়ী বদল করে সব গুছিয়ে দিলাম। রাণীর সঙ্গে দেখা করে, Blanca-র সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলাম।

(ক্রমশ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজগীর উৎসবের মধুময়ী স্মৃতি

—কুমারী গীতা ব্যানার্জী

ভগবান বুদ্ধের তপঃপূত স্থল এই রাজগীর। তাঁর পূত চরণচিহ্ন অঙ্কিত এই রাজগীর। ধন্য এই রাজগীরের পবিত্রভূমি, যেখানে ভগবান বুদ্ধ স্বীয় ভক্ত শিষ্য সহ সৎসঙ্গে অতিবাহিত করেছেন জীবনের অমূল্য সময়। জৈন তীর্থঙ্করদেরও বাসভূমি ছিল এই রাজগীর। ভগবান বুদ্ধের করুণাই সাকার মূর্তি ধারণ করে বর্তমান যুগে বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পূতপাদস্পর্শে ধন্য এই রাজগীর।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সর্বপ্রথম রাজগীরে আসেন। শ্রীশ্রীমা পাটনায় ছিলেন এক ভক্তবাড়ীতে। শ্রদ্ধেয় মুক্তিবাবা মাকে প্রার্থনা করে বললেন, "চলো মা বুদ্ধের নগর রাজগীর ঘুরে আসি।" শ্রীশ্রীমা এলেন রাজগীরে ভক্তবৃন্দ সহ। উষ্ণকুন্ডে স্নান করলেন। সর্বপ্রথম মা রাজগীরে উষ্ণকুন্ডের কাছে একটি ধর্মশালাতে ছিলেন। পরে শ্রীমতী রামেশ্বরীদেবীর প্রার্থনায় মা মহাবীর ধর্মশালায় কিছুদিন বাস করেন। মাতৃ সান্নিধ্যে সৎসঙ্গ লাভ করে রাজগীরবাসী ধন্য হল। শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব লাবণ্যমন্ডিত মুখ-মন্ডলে ভগবান বুদ্ধের করুণার জ্যোতির্ময়ী আভা দর্শন করে ভক্তগণ পুলকিত হন। শ্রীশ্রী মায়ের অমৃতবাণী শ্রবণে হন উল্লসিত।

শ্রদ্ধেয় মুক্তিবাবার আগ্রহে এবং ভক্তগণের সহযোগিতায় রাজগীরে মায়ের আশ্রমও নির্মিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হল এই রাজগীর আশ্রম।

এই রাজগীর আশ্রমেরই বিরাট প্রাঙ্গণে ১৯৯০ সনে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই শুভ সময়ে মাতৃপ্রেরণায় ভক্তহৃদয়ে জেগে ওঠে এই আকাঙ্ক্ষা–এই দুর্গাপূজাস্থলে একটি সৎসঙ্গ ভবন নির্মিত হোক। শ্রীশ্রীমায়ের অসীম করুণায় ভক্তগণের সেই শুভ আকাঙ্ক্ষা আজ সাকারে পরিণত হয়েছে।

সেই সৎসঙ্গ ভবনের উদঘাটন মহা সমারোহে গত ২১শে মার্চ সুসম্পন্ন হল। এই উপলক্ষ্যে ২০শে মার্চ হতে ২২শে মার্চ পর্যন্ত রাজগীর আশ্রমে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। আয়োজক ছিলেন পাটনাবাসী ভক্তবৃন্দ। এই উৎসবে পাটনা, রাঁচী, কোলকাতা হতে বহু ভক্ত সমবেত হন। আশ্রমের ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধেয় নির্বাণানন্দজী, স্বামী নির্মলানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ব্রহ্মচারী পানুদা এবং কন্যাপীঠের কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে এই উৎসবে যোগদান করেন।

১৯শে মার্চ, ২০০২ বিক্রমশিলা এক্সপ্রেসে আমরা রাজগীর রওনা হলাম। প্রায় ৭টার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়ল। দুপুরে ১:৩০ মিনিটে বখতিয়ারপুর পৌছাল। স্টেশনে মাতৃভক্ত শ্রীজয়নারাণ সহায়জী ধর্মপত্নী ও পুত্রী সহ উপস্থিত ছিলেন। রাজগীরের শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রী ভুবনেশ্বরজীও এসেছিলেন। তাঁরা গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন।

বখতিয়ারপুর হতে শ্রীশ্রীমাও অনেকবার রাজগীর যান। বখতিয়ারপুর হতে রাজগীর প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূর। আমরা রাস্তার দুধারের দৃশ্য দেখতে–দেখতে অগ্রসর হলাম। রাজগীর একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর। ভগবান বুদ্ধের সমকালীন রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু তারও বহু পূর্বের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে রাজা জরাসন্ধের বাসভূমি ছিল এই রাজগীর। বহু রাজার গৃহ ছিল এই রাজগীরে, তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একে 'রাজগৃহ' বলা হত। এর অপভ্রংশ রূপ হল এই 'রাজগীর' নাম। রাস্তার এক ধারে হাজার হাজার বছরের পুরাতন শৈলখন্ডে নির্মিত পর্বতশ্রেণী, অপরদিকে শ্যামশ্রী মন্ডিত ঘরবাড়ী, দোকানপশার দেখা যাচ্ছিল। রাস্তা ও বেশ পরিষ্কার। যেন প্রাচীন ও অর্বাচীনে সহ-অস্তিত্ব রক্ষার এক সুদীর্ঘ প্রতিযোগিতা। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের তপঃপ্রভাবের এমনই বৈশিষ্ট্য যে প্রায় আড়াই হাজারেরও অধিক পুরাতন সে যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে আজও সমভাবে দেশী বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষিত করছে এই রাজগীর। প্রাচীনতম বিশিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্র নালন্দা অবস্থিত ছিল এই রাজগীরে। যার ধ্বংসাবশেষ আজ পর্যটকদের কাছে একটি প্রধান দর্শনীয় স্থল রূপে পরিগণিত হয়েছে। পাশেই নবনির্মিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। রাজগীরে আজও একটি ধ্যানগম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজগীরের খাজা প্রসিদ্ধ। রাস্তার দুধারে অনেক খাজার দোকান দেখা গেল। আশ্রমের নিকটে বাজারে "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ ভবন উদ্‌ঘাটন মহোৎসব" লিখিত তোরণদ্বার দেখা গেল। আমরা প্রায় আড়াইটার সময় আশ্রমে পৌঁছালাম।

রাজগীর আশ্রমের পরিবেশ খুবই সুন্দর। মায়ের আশ্রমের বৈশিষ্ট্যই হল এই শ্রীশ্রীমায়ের পূত পাদস্পর্শে ধন্য এই সমস্ত আশ্রমের পবিত্র ভূমি স্বতঃই সাধককে প্রেরিত করে সাধনার দিকে।

মাতৃভক্ত শ্রীমতী রমা সক্সেনার মনে স্বীয় প্রয়াত পতির স্মৃতিতে মাতৃ প্রেরণায় একটি এখানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভ বাসনা জাগে। স্বামী পরমানন্দজীর তত্ত্বাবধানে কয়েক বছরের মধ্যেই এখানে মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিবরাত্রির দিন তিনটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে। রমাজীর স্বামী শ্রীরামবাবু সক্সেনার নামে একটি শিবলিঙ্গ 'শ্রী রামেশ্বর' নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দ্বিতীয়টি শ্রী সুবিমল দত্ত (আই০সি০এস০, ভারতের তৎকালীন বিদেশ সচিব) নিজের একমাত্র পুত্র, যাঁর কিছুদিন পূর্বে রাশিয়াতে মৃত্যু হয়-তার স্মৃতিতে 'শ্রী সুজিতেশ্বর' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, আর তৃতীয়টি দেরাদুনের পুরাতন মাতৃভক্ত শ্রীমতী হংসাদেবীর পতির স্মৃতিতে 'শ্রীরূপেশ্বর' নামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই রূপে এই মন্দিরে তিনটি শিবলিঙ্গ বর্তমান।

এই শিবলিঙ্গদেরও একটি পৃথক ইতিহাস আছে। শ্রীশ্রীমা তখন বৃন্দাবনে। রাজগীর আশ্রমে প্রতিষ্ঠার জন্য এই তিন নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ মার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মা বৃন্দাবনের পন্ডিতদের ডেকে এই তিন শিবলিঙ্গ দেখালেন। কিন্তু বৃন্দাবনের পন্ডিতরা এই তিন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার অযোগ্য ঘোষণা করলেন। তখন মা তাঁদের কাছে বিধান চাইলেন যে এই শিবলিঙ্গদের কি করা হবে? তাঁরা বিধান দিলেন যে এখানে গঙ্গা ত নেই, কাজেই শিবদের যমুনাতেই বিসর্জিত করা হোক। ভক্তরা তাঁদের কথা মত শিব যমুনার জলে বিসর্জিত করলেন, আর এদিকে মার এমন সর্দি হল যে মা আর বিছানা থেকে ওঠেন না। শিব জলের মধ্যে রয়েছেন, তাই ঠান্ডা লেগে মায়ের সর্দি হয়েছে। মার বারে বারেই শিবলিঙ্গদের খেয়াল হতে লাগল। বৃন্দাবনের পন্ডিতদের ডেকে বললেন, "এই তিনটি শিবলিঙ্গ জাগ্রত চৈতন্যময়। এই নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য আনা হয়েছিল। এরাই রাজগীরে প্রতিষ্ঠিত হবেন।" মাতৃ নির্দেশে ভক্তরা যমুনার জল থেকে শিব আনতে গেলেন। কি আশ্চর্য, তাঁরা যমুনার জলে ঠিক যেখানে তিনটি শিবলিঙ্গকে বিসর্জিত করেছিলেন ঠিক সেখানেই শিবলিঙ্গদের পাওয়া গেল। শিবলিঙ্গদের জল থেকে ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই মার সর্দি সেরে গেল। প্রতিষ্ঠার জন্য শিবলিঙ্গদের এনে প্যাক করে কাশী আশ্রমে পাঠানো হল। সেখান থেকে রাজগীর আনা হল। শ্রীশ্রীমা বললেন, "শিবের সঙ্গে গঙ্গার স্বাভাবিক সম্বন্ধ, কিন্তু এই তিনটি শিবলিঙ্গ বৃন্দাবনে এলেন। যমুনার জলে রইলেন। তাই এঁদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পরিচয় পাওয়া গেল। শিব পরম বৈষ্ণব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবের এই লীলা।" এই শিবমন্দিরে মায়ের উপস্থিতিতে পরে ঝুলন, জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শোপচারে কৃষ্ণপূজাও হয়েছে। সম্ভবতঃ শিব মন্দিরে কৃষ্ণ পূজা এই রাজগীর আশ্রমেই প্রথম সম্পন্ন হয়েছে। পরম বৈষ্ণব শিবের এই অভিনব লীলা।

এই শিবলিঙ্গ ছাড়া এখানে পার্বতী, গণেশ ও বৃষের মূর্তিও রয়েছে। শ্রীশ্রী মা, বাবা ভোলানাথ ও দিদিমার ছবিও স্থাপিত রয়েছে। মন্দিরের ভাব খুবই সুন্দর। আমরা শিব মন্দিরে প্রণাম করলাম। শিব মন্দিরের দিকে পিছনেই নবনির্মিত সৎসঙ্গভবন এখনও বন্ধ রয়েছে। আগামী ২১শে মার্চ এর উদ্‌ঘাটন হবে। এই উপলক্ষ্যেই আমরা সকলে এখানে সমবেত হয়েছি।

শিব মন্দিরের বিপরীত দিকে অবস্থিত ভবনের দ্বিতলে শ্রীশ্রীমায়ের ঘর খুবই সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে। এই মায়ের ঘরের উদ্‌ঘাটন হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। নীচে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও অফিস ঘর ইত্যাদি। এই ভবনের বাইরে একদিকে একটি কুয়া রয়েছে। মাতৃনির্দেশেই এই বিশেষ স্থানে এই কূপ খনন আরম্ভ হয়েছিল। প্রথমে অন্যত্র খনন আরম্ভ হয়েছিল এবং নীচে মৌর্যযুগের কিছু প্রাচীর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়েছিল। তখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের নির্দেশে সেখানে খননকার্য বন্ধ করতে হয়। পরে মার নির্দিষ্ট স্থলেই খনন করা হয় এবং নীচে বহু পুরাতন একটি কূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ওই কূপে পূর্ব হতেই নির্মল আনন্দ মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। ভক্তরা এই কূপ দেখে আনন্দে নেচে ওঠেন এবং ওই বিশিষ্ট স্থলে কূপখননের মাতৃ নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারেন।

আশ্রমে ফুলের বাগানের সঙ্গে কয়েকটি কলাগাছ একদিকে দেখা গেল, যাতে অনেক কলা হয়ে রয়েছে। ওই গাছের কাঁচা ও পাকা কলা নৈবেদ্য ও ভোগের রান্নায় উৎসবের সময় ব্যবহৃত হয়। টোমাটো ও বেগুনের গাছও দেখা গেল। গাছে অনেক টোমাটো ও বেগুন হয়ে রয়েছে। গাছের বেগুনও ভোগের রান্নায় দেওয়া হয়েছিল। রাজগীর আশ্রমের জমিতে বেগুন গাছের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা তো সর্বজন বিদিত। তখন আশ্রম নির্মিত হচ্ছিল, মজদুরদের অসাবধানতায় ছোট ছোট বেগুন গাছের উপর মাটি স্তূপীকৃত ভাবে ফেলা হয়। বেগুনগাছরা মাকে গিয়ে বলল, "মা আমাদের বাচাও।" মা তৎক্ষণাৎ এসে মাটি সরাতে বললেন। যদিও স্বামী পরমানন্দজী বললেন যে এতদিনে বেগুনগাছ আর একটিও জীবিত নেই, কিন্তু মাটি সরিয়ে দেখা গেল যে সমস্ত গাছই বেঁচে আছে। তখন মা তাদের জন্য আগের থেকেই ঠিক করে রাখা মাটির গামলাতে গাছগুলি লাগাতে বললেন। শ্রীশ্রীমা বললেন, "এতদিন সাধুরা জল দিয়েছে (তখন উপেন মহারাজের দায়িত্ব ছিল) সব্জী দিক আর না দিক প্রাণে তো বাঁচবে।" এমনই মায়ের করুণা এই বেগুন গাছদের প্রতি।

মাতৃভবন ও শিব মন্দিরের মাঝে অতিথি ভবন অবস্থিত। এই অতিথি ভবনেরও উদ্‌ঘাটন শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে হয়েছিল ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ সালে। এখানে সরস্বতী পূজাও হয়েছিল। আমরা এই অতিথিভবনেই রইলাম। শ্রী সহায়জী, পাটনার শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ, শুক্লাদি, গৌরীদি প্রভৃতি চতুর্দিকের কাজ করছেন। আশ্রমের ব্রহ্মচারী গোলোকানন্দজীকেও দেখা গেল। শ্রী সহায়জী আমাদের জন্য অনেক ফল নিয়ে এলেন। বিকালে গাছের তলায় বাগানে রান্না খুবই ভাল লাগছিল। আগামী কাল অর্থাৎ ২০শে মার্চ উৎসবের আরম্ভ। কাল প্রাতে বিশেষ শিব পূজা হবে। ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী সকলের আগে এখানে পৌঁছেছেন। তিনিই পূজা করবেন। আমরা পূজার জোগাড় আরম্ভ করলাম। সান্ধ্য কীর্তন হল। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজনানন্দজীর (পুষ্পদির) ক্যাসেটে মধুর কন্ঠের গান, স্তব, কীর্তন আদি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

২০শে মার্চ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মঙ্গলময় ক্ষণে উষা-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উৎসবের সূচনা দিকে দিকে প্রসারিত হল। প্রকৃতি দেবীও যেন নিজের সৌন্দর্য ভান্ডার মেলে দিয়েছেন মাতৃ আরাধনায়। চারদিকের সুন্দর পরিবেশে মন প্রফুল্লিত হয়ে উঠল। প্রাতে প্রায় ৮টার সময় শিবের পূজা আরম্ভ হল। পূজারীর আসনে নির্বাণদা বসেছিলেন। মাইকে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের স্তবগান, গীতা চন্ডীপাঠ ইত্যাদি শোনা যেতে লাগল। পাটনাবাসী মাতৃভক্তগণও মধুরকন্ঠে দেবাদিদেব মহাদেবকে সঙ্গীতাঞ্জলি অর্পণ করলেন। আজ কোলকাতা থেকে স্বামী নির্মলানন্দজী, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রতিভা কুমার কুন্ডু প্রভৃতি ক... ভক্ত এলেন।

কন্যাপীঠের কিছু ব্রহ্মচারিণী প্রথম রাজগীরে এসেছে। তাই শিবমন্দিরে পূজা সমাপনের পর ভোগের রান্না করে ভোগসাজিয়ে রেখে কন্যাপীঠের কন্যাদের কয়েকটি প্রধান দর্শনীয় স্থল দর্শনের জন্য পাঠানো হল। আমরা সর্বপ্রথম 'রত্নগিরি' পাহাড়ে চড়লাম ট্রলি (Ropeway) তে। এই পাহাড়ের চূড়ায় 'বিশ্বশান্তি স্তূপ' নামে ভগবান বুদ্ধের একটি বিরাট স্তূপ নির্মিত রয়েছে। এই স্তূপের চারদিকে ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রার বিরাট চারটি স্বর্ণ প্রতিমা স্থাপিত রয়েছে। এখানে দর্শন করে আমরা বৌদ্ধ মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের স্বচ্ছতা দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। এত বিরাট মন্দির কিন্তু কোথাও একটি তৃণ পর্যন্ত নজরে পড়লনা। ও... মন্দিরে একটি লামা বসেছিলেন, আরেক জন প্রসাদ দিচ্ছিলেন। মন্দিরে সবথেকে ওপরে লেখা রয়েছে -

"নাম ম্যো হোরেঙ্গ গেঁ ক্যো" অর্থাৎ প্রণাম জানাই সদ্ধর্ম পুত্তরীকসূত্রকে।

এক জায়গায় লেখা রয়েছে দেখলাম—এই রত্নগিরি পাহাড়ে যখন শাক্যমুনি বুদ্ধ তপস্যা করছিলেন সেই সময়ে এই পাহাড়ের উপর সপ্তরত্নে নির্মিত একটি স্তূপ আকাশে সহসা আবির্ভূত হল। তার ভিতরে প্রভূত রত্ন বুদ্ধ বসেছিলেন। তিনি শাক্যমুনি বুদ্ধকে বললেন, "হে ভগবান, হে শাক্য মুনি, ধন্য আপনি আপনি এই সদ্ধর্মপুন্ডরীক নামে ধর্মপর্যায়ের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। হে ভগবান, হে সুগত, আপনার এই বাণী অখন্ড সত্য রূপে গৃহীত হবে।" তখন সেই সপ্তরত্ন স্তূপে শাক্যমুনি বুদ্ধ আসন গ্রহণ করলেন। আকাশে ভগবান বুদ্ধের সামনে স্তূপ প্রকট হয়েছিল, তাই সর্বত্র বৌদ্ধ স্তূপের প্রচলন। এই মন্দিরেও আমরা দেখলাম বেদীতে সবার উর্ধ্বে একটি ছোট স্বর্ণময় স্তূপ নির্মিত রয়েছে। তার ডানদিকে শাক্যমুনিবুদ্ধ ও বাঁদিকে প্রভূত রত্ন বুদ্ধের স্বর্ণময়ী প্রতিমা বিদ্যমান রয়েছে। তার নীচে ভগবান বুদ্ধের চার পার্ষদের মূর্তি ও সবার নীচে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার মূর্তি রয়েছে। আমরা প্রণাম করে বাইরে পরিক্রমায় এলাম। সেখান থেকে দূরে নীচের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। চতুষ্কোণ আকারের খেত, ঘর বাড়ী, রাস্তা, গাছ পালা, স... ছবির মত মনে হচ্ছিল। একদিকে রত্নগিরি পাহাড়ে পায়ে ওঠার রাস্তা দেখলাম। অনেকে ট্রলিতে না চড়ে পায়ে হেঁটে ওঠে। শোনা গেল ওই দিকে একটি গুহা আছে, সেখানে ভগবান বুদ্ধ তপস্যা করেছেন। এদি... শ্রীলঙ্কা থেকে অনেক যাত্রী এসেছিলেন। আমরা প্রসাদ নিয়ে 'ট্রলি' তে নীচে নেমে এলাম। শুনলাম এই... ভারতের সর্বপ্রাচীন ropeway।

এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথচক্রের চিহ্ন দর্শন করতে গেলাম। হাজার হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সহ জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান, সেই সময়ের তাঁর রথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকার চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে। সেই জায়গা প্রণাম করে আমরা জরাসন্ধের 'সোনভান্ডার' দেখতে গেলাম।

জরাসন্ধের 'সোনভান্ডার' প্রাচীন শৈলখন্ডে নির্মিত একটি বিরাট গুহা। তার দেওয়ালের গায়ে একদিকে একটি দরজার চিহ্ন রয়েছে। শুনলাম এর ভিতরের গুহাতে জরাসন্ধ ২০৮০০ রাজাদের বন্দী করে রেখে ছিলেন। এখানে জরাসন্ধের বহু ধন সম্পত্তিও রাখা ছিল। গাইডের মুখে শুনলাম যে সময়ে সময়ে মুসলমান ও ইংরেজরা ডায়নামাইট দিয়ে এই দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। খরোষ্ঠী অথবা আরোও কোন প্রাচীন লিপিতে সাংকেতিক ভাবে ওই দরজা খোলার প্রক্রিয়া লেখা রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওই লিপি কেউ পড়তে পারেনি। দেওয়ালে একদিকে ভগবানবুদ্ধ ও জৈনতীর্থঙ্করদের ছোট ছোট মূর্তি খোদিত আছে। 'সোন' অর্থাৎ সুরঙ্গ। অনেকগুলি সুরঙ্গের এখানে সমাবেশ ছিল, তাই একে 'সোনভান্ডার' বলা হয়।

'সোনভান্ডার' থেকে আমরা জৈনদের দর্শনীয় স্থল 'বীরায়তন' দেখতে গেলাম। সমস্ত জৈনতীর্থঙ্গদের সম্পূর্ণ জীবনী ছোট ছোট মাটির পুতুলের মাধ্যমে, ঘরবাড়ী, পাহাড়, নদী ইত্যাদি সাজিয়ে প্রদর্শিত করা হয়েছে। কাচের ভিতরের এই উৎকৃষ্ট কলাকৃতি দর্শকদের মুগ্ধ করে। ছোট ছোট রাজপ্রাসাদের সুন্দর অলঙ্করণ, পাহাড় নদী ইত্যদির মনোরম দৃশ্য, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও নিপুণতার পরিচয় দেয়। এই সংগ্রহালয়ের বাইরের সুরম্য পুষ্পোদ্যানটি সহজেই দর্শকদের আকৃষ্ট করে। শেষে আমরা একটি জাপানী বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করে আশ্রমে ফিরে এলাম। আশ্রমে তখন ভক্তরা মধ্যাহ্ন প্রসাদ পেতে বসেছেন। চতুর্দিকে আনন্দময় পরিবেশ।

বিকালে ঠিক ৪টায় সৎসঙ্গ আরম্ভ হল। রাজগীরের স্থানীয় ভক্ত মহিলারা এসেছেন। মাতৃভক্তরাও আছেন। সর্বপ্রথম কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর প্রবচন দেয়। প্রথমে সৎসঙ্গভবনের উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে সৎসঙ্গের মহিমা, শ্রীশ্রীমায়ের এ সম্বন্ধে অবদান, মাতৃসান্নিধ্যে সাধু সমাজের আগমন ও তাঁদের দ্বারা অমৃতবর্ষণ, শ্রীশ্রীমায়ের সংযম সপ্তাহের মাধ্যমে সৎসঙ্গের সুলভতা প্রদান ইত্যাদির উপর বলে কর্মযোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে শেষে বলে, "একবার শ্রীহরিবাবা মায়ের সঙ্গে রাজগীর আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি এখানে এসেই বলেন, 'সৎসঙ্গের জন্য এ অতি উত্তম স্থান' তাঁর বাণীই হয়তো সকলের অলক্ষ্যে সক্রিয় রূপে প্রেরণা দিয়েছেন, এই সৎসঙ্গ ভবনের রূপায়নের জন্য। শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও এখানে এসেছিলেন, মায়ের সঙ্গে সৎসঙ্গ ত করেছিলেন। এই নবনির্মিত সৎসঙ্গভবনে সৎসঙ্গর অমিয়ধারা অক্ষুন্নভাবে প্রবাহিত হোক মাতৃচরণে এই প্রার্থনা জানিয়ে ব্রহ্মচারিণী গীতা প্রবচন শেষ করে।

এরপর শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্মলানন্দজী শ্রীমদভাগবতের উপর সুন্দর ভাষণ দেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর দামোদর লীলার ভূমিকায় মা যশোদার প্রশংসা করে বলেন যে প্রেমই এই জগতে সার বস্তু। যার দ্বারা চির মুক্ত ভগবানও ভক্তের কাছে বদ্ধ হন, বশীভূত হন ভক্তের প্রেম ডোরে। স্বামী নির্মলানন্দজীর ভাষণের পর গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর কন্ঠের ভজন শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হন। আজ শিবমন্দিরের পিছনের মন্ডপে সৎসঙ্গ আয়োজিত হয়েছিল। শিব মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর স্তব, রামায়ণ ও সান্ধ্যকীর্তন হল।

আগামী কালের বিশেষ উৎসবের আয়োজন হতে লাগল। মায়ের বিরাট ছবি সাজিয়ে রাখা হল। কাঠের সুন্দর বড় সিংহাসনটিকে সাজিয়ে রাখা হল। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী পানুদা, স্বামী অচ্যুতানন্দজী প্রভৃতি সকলে সব কাজ নিরীক্ষণ করছিলেন যাতে কোন ত্রুটি না থাকে। নীলিমাদিরও সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবকাজই তিনি নিপুণতার সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন। মঙ্গল কলশ, কলা গাছ ইত্যাদি স্থাপিত করা হল। সৎস... ভবন ও শিবমন্দির বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জায় আলোকিত করা হল। আমপাতার বন্দনবার, ফুলের মা... ও পতাকা দিয়ে সব সাজানো হল। চারদিকে গোবরজল ছিটানো হল। একটি জলপূর্ণ কলশকে সিন্দুর দি... অঙ্কিত করে আম্রপল্লব দিয়ে রাখা হল। কাল এই ঘট নিয়ে প্রবেশ হবে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের শুভক্ষণে ২১শে মার্চ মাইকে উষাকীর্তন ধ্বনিতে হল আর দিকে দিকে উদ্‌ঘোষিত হ... উৎসবের উদ্‌ঘোষ। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় সুপ্রভাতের অমৃতক্ষণে সৎসঙ্গ ভবনের উদ্‌ঘাটন হ... সর্বপ্রথম আম্রপল্লবযুক্ত সিন্দূর চর্চিত মঙ্গল ঘট সহ কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতা, শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্র... হাতে নিয়ে ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী, মায়ের বিরাট ছবি নিয়ে ব্রহ্মচারী অভিজিৎ, স্বামী নির্মলানন্দজী... কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিনীরা হাতে চামর, গঙ্গাজল, ধুনা নিয়ে, শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর ইত্যাদি বাজনা সহ মাতৃভক্ত... মায়ের জয় দিয়ে মাতৃনাম কীর্তন করতে করতে সৎসঙ্গ ভবনে প্রবেশ করলেন। ছবিদির সঙ্গে মাতৃভক্ত... উদ্দাম কীর্তন করতে থাকেন। সৎসঙ্গ ভবনের গর্ভগৃহে বেদীর উপর মঙ্গলকলশ স্থাপিত করা হল। স্বা... অচ্যুতানন্দজী ও অন্যান্য ভক্তরা মায়ের সিংহাসন এনে বেদীর উপর রাখলেন। শ্রীশ্রীমাকে সিংহাস... বিরাজিত করা হল। শ্রীশ্রী নারায়ণের বিগ্রহ রাখা হল। মাকে শাড়ী ও স্বর্ণালংকারে সাজানো হল। মন্দিরে... অর্পূব শোভা দর্শন করে ভক্তদের মনোময়ূর নেচে উঠল। সকলের শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের অনু... হল। অনেকেই বললেন, "মনে হচ্ছে দুর্গাপূজা হচ্ছে।" মন্দিরের একদিকে ভোগঘর ও অপরদিকে নৈবেদ্য... নির্মিত হয়েছে। মার্বেল পাথরের এই বিরাট সৎসঙ্গভবন সত্যিই দর্শনীয় বস্তু। নূতন ভোগঘরে ভোগরা... আরম্ভ হল। নৈবেদ্য ঘরে নৈবেদ্য ইত্যাদি পূজার আয়োজন হতে লাগল। নির্বাণদা পূজার আসনে বসলেন... শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রী নারায়ণের যোড়শোপচারে পূজা সুরু হল। কীর্তন হতে থাকল। গীতা, চন্ডী পাঠ হল।

পূজা সমাপ্তির পর ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ভোগ ও আরতির পর ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বিকাল ৪টার সময় নবনির্মিত সৎসঙ্গ ভবনে প্রথম সৎসঙ্গ আরম্ভ হল। সর্বপ্রথম কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতা মাতৃ-প্রসঙ্গ আলোচনা করে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার... উপসংহার করল। তারপর স্বামী নির্মলানন্দজী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর দামোদর লীলার অর্পূব সুন্দর ব্যা... করলেন। ছবিদির ভজনের পর শ্রীশ্রীমায়ের আরতি, স্তব রামায়ণ ও সান্ধ্য কীর্তন সম্পন্ন হল।

এদিকে সৎসঙ্গ ভবনের ঠিক মাঝখানে নামযজ্ঞের মঞ্চ তৈরী করা হল। কোলকাতার মাতৃভ... শ্রীপ্রতিভা কুমার কুন্ডু ও তাঁর সহযোগীরা এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় রাত্রি ৮টার সময় নামযজ্ঞে... অধিবাস গান আরম্ভ হল। ছবিদির প্রাণমাতানো কীর্তনে সকলেই আনন্দিত হলেন। সারারাত মহিলাদে... কীর্তনের পর পুরুষ ভক্তরা নাম ধরলেন। মহিলা ভক্তরা উষাকীর্তনের পর যে যার কাজে লেগে গেলেন।

আমরা ২২শে মার্চ প্রাতে উষ্ণকুন্ডে স্নান করে ভগবান বুদ্ধের লীলা স্থলী 'বেণুবন' দর্শন করে এলাম... ভোগের রান্না ও মালসা ভোগের ব্যবস্থা হতে লাগল। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা হল। সুন্দর করে মাল... ভোগ সাজিয়ে শ্রীশ্রীমা, মহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দের ভোগ দেওয়া হল। মন্দিরে খুব সুন্দর সাজানো হয়েছি... মধুর কীর্তনের মধ্যে নির্বাণদা ভোগ দিলেন। সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পর ভক্তরা প্রসাদ পেলেন।

সারাদিন মধুর নাম কীর্তন শ্রবণে সকলের তনুমন আনন্দে নেচে উঠল। বিকালে নগর কীর্তনের প... কীর্তন সমাপনের সময় শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী নির্বাণান্দজী, স্বামী নির্মলানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, রাজ... আশ্রমের বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মচারী কুট্টিদাও উপস্থিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি ভক্তবালককে নিত্যানন্দ প্রভু সাজিয়ে দধিভান্ড ভঞ্জন করানো হল। মহন্ত বিদায় ও হরিলুটের পর কীর্তনের সমাপ্তি হল। ছবিদির মধুর কীর্তনে সকলে জ্যোতির্লোকের স্বর্গীয় সুরসুধার আনন্দধায় স্নাত হলেন। ভক্তদের প্রসাদ ও মায়ের বই বিতরণ করা হল।

এইরূপে শ্রীশ্রীমায়ের অসীম করুণায় রাজগীর উৎসব অতি সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হল। শ্রীশ্রীমায়ের রাজগীর ও পাটনাবাসী মাতৃভক্তগণ অবশ্যই অভিনন্দনীয়। তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র করুণা ধারা তাঁদের উপর বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা জানাই মায়ের চরণে।

এদিন রাত্রিতে রাজগীরের স্থানীয় মাতৃভক্ত শ্রী বৈদ্যনাথ প্রসাদজী সমাগত প্রায় ২০০ মাতৃভক্তদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রিত করে আপ্যায়িত করেন। সেদিন রাত্রিতে সকলে সেখানেই আহার করেন।

২৩শে মার্চ প্রাতে আমরা মোটরে রাচী রওনা হলাম। দীর্ঘ রাস্তায় ঝাড়খন্ডের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য–শ্যামশ্রী মন্ডিত পর্বতশ্রেণী ও অপরদিকে সবুজ বনানী দেখতে দেখতে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থল 'কোডারমা' র চিরশ্যামল বনাঞ্চল পার করে সুন্দর স্বচ্ছ রাস্থা দিয়ে প্রায় দুপুর একটার সময় আমরা ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচী এসে পৌঁছালাম।

রাঁচী আশ্রমের মা কালী মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে সুন্দর অষ্টধাতুর মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। কালী মন্দিরের পিছনে তিনটি ছোট মন্দিরে শ্রী গোপাল, শিব ও শ্রীরাম, সীতা, লক্ষণ ও হনুমানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিকালে মন্দির খোলার পর মা কালী ও অন্যান্য মন্দির দর্শন করলাম। সন্ধ্যা আরতি ও কীর্তন হল।

রাঁচীতে একদিন থেকে ২৫শে মার্চ 'রঙ্গভরী' একাদশীর দিন প্রাতে সব মন্দিরে আবীর দিয়ে পূজা করে দুপুরে প্রায় দুটোর সময় মধুময় উৎসবের মধুময়ী স্মৃতি সহ কাশী রওনা হলাম।

☆

আগামী উৎসব-সূচী

১। গুরু পূর্ণিমা	.. ২৪শে জুলাই
২। শ্রীশ্রী স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি	.. ১৫ই আগষ্ট
৩। শ্রী স্বামী মৌনানন্দ পর্বত (ভাইজীর) তিরোধান তিথি	.. ১৯শে আগষ্ট
৪। ঝুলন পূর্ণিমা	.. ২২শে আগষ্ট
৫। জন্মাষ্টমী উৎসব	.. ৩০শে আগষ্ট
৬। শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির তিরোধান তিথি	.. ১৩ই সেপ্টেম্বর
৭। বারাণসী ধামে ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব	.. ১৩ই-২০শে সেপ্টেম্বর
৮। শ্রী স্বামী অখন্ডানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি	.. ২৮শে সেপ্টেম্বর

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখা

—ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

(১)
মাগো তোমায় কথা লিখি বলে
সবাই বলে লেখা ভাল
জানেনাত ওরা সবাই
কেমন করে লেখা হল।

(২)
সুরে সুরে কথা গুলে
মর্মে ছোঁয়া লাগে যখন
লেখা গুলো আমায় দিয়ে
কে লেখাল ভাবি তখন।

(৩)
মাগো তোমার অপার লীলা
লেখার মাঝে ফুটিয়ে তুলি
সে জ্ঞান আমি পাব কোথায়
না দাও যদি ভাবনা গুলি।

(৪)
ভাবের ঘরে ভাবনাটি মা
প্রাণের মাঝে আসে যখন
কাগজ কলম নিয়ে বসি
তুমি আমায় লেখাও তখন।

(৫)
তোমার কৃপা মনে পড়ে
দু নয়নে অশ্রু ঝরে
শরীরটি মা থাকে হেথায়
মনটা তুমি নাওযে কেড়ে।

(৬)
জগৎ তখন আমার কাছে
মনে হয় হারিয়ে গেছে
অপূর্ব এক তৃপ্তি নিয়ে
থাকি মাগো তোমার কাছে।

(৭)
খেয়াল করে ভাবটুকু মা
প্রাণে আমার জাগিয়ে রাখ।
পাইলে তোমায় লেখার ছলে
তাই লেখার ভাবটা ধরিয়ে রাখ।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিস্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা

দুর্গা-প্রতিমায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর অবস্থান

—ড. শুকদেব সিংহ

'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় দুর্গার রূপ বর্ণনা করেছেন— "রত্নমন্ডিত দশ ভুজ—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে ফলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।" (আমার দুর্গোৎসব কমলাকান্তের দপ্তর, একাদশ সংখ্যা।).

চন্ডীতে বাক্ যে বলেছেন 'অহংরাষ্ট্রী' সেই বাক্য শিরোধার্য করে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীদুর্গার দেশজননী রূপে চিন্তা করেছেন।

আরও এক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীদুর্গাকে দেশ জননী রূপে বর্ণনা করেছেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মচারী মায়ের তিনটি মূর্তি গুহামধ্যে তিন প্রকোষ্ঠে দেখিয়েছেন। প্রথমে জগদ্ধাত্রী, মা যা ছিলেন। দ্বিতীয় কালী। অন্ধকার সমাচ্ছনা কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী। শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন। তৃতীয়ে দেবী দশভুজা দুর্গা। মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা অয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা। (বঙ্গিম রচনাবলী-২য় খন্ড, পৃ ৬৭৭)

এই যে দেশজননী রূপে শ্রীদুর্গাকে বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তা করেছেন এর মধ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশের মাধ্যমে দেশের সৌভাগ্য, বিদ্যা, সৌর্য ও সিদ্ধি সূচিত হয়েছে।

বাঙ্গালী কিন্তু দুর্গাকে ঘরের মেয়ে রূপেই কল্পনা করেছে। তাই দুর্গার সঙ্গে এসেছেন কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পুত্রদ্বয় কার্ত্তিক ও গণেশ। কিন্তু প্রশ্ন, মায়ের সঙ্গে এঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন কেন? তাও যদি 'রণং দেহি' ভঙ্গি থাকতো?

তারপর দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন লক্ষ্মী, সরস্বতী শ্রীদুর্গার যে মেয়ে তা কোন শাস্ত্র গ্রন্থে আছে? একমাত্র কার্ত্তিকেয় বা কার্তিক শ্রীদুর্গার পুত্র, তারকাসুরকে নিধন করার মধ্যে দেবতারাই হর-পার্বতীর মিলন ঘটিয়ে কার্ত্তিকের জন্ম সম্ভব করে তোলেন। গণেশ দুর্গার গাত্রমলে-তৈরী এক পুতুল, শিব কৃপা করে তাঁর প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁর কেন যে হস্তিবদন সে সম্বন্ধে দুটি মত আছে, কিন্তু এখানে তা অবান্তর।

লক্ষ্মী-সরস্বতী বিষয়েই আসছি। কোনো হিন্দু শাস্ত্রেই তাঁদের শ্রীদুর্গার কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়নি। বৈদিক কালে এক সরস্বতীর পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি সিংহ বাহিনী, রীতিমতো রণরঙ্গিনী। তবু শ্রীদুর্গার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মী তার পেচক বাহন থেকে প্রমাণ করছেন তিনি মূলত অনার্য দেবী। গণেশের মতোই তিনি অ... সাধনে তৎপর ছিলেন। পরে তাঁকে সমৃদ্ধির দেবীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখনও কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা... সময়ে বাড়ির ভিতরে যখন লক্ষ্মী দেবীর পূজা হয়, তখন বাড়ির বাইরে হয় অ-লক্ষ্মীর পূজা। সুতরাং ... লক্ষ্মীকে দুটি রূপে চিন্তা করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে দেবী দুর্গার সম্পর্ক?

যদি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গে শ্রীদুর্গার কোন সম্পর্কই না থাকে, তবে তাঁরা দুর্গা প্রতিমায় স্থান পেলে... কেন? এ কি বাঙ্গালীর অতিরিক্ত ঘরোয়া চিন্তা, তাও যদি হয়, তবু মহিষাসুরের সঙ্গে দেবী যখন প্রকা... যুদ্ধে লিপ্ত, তখন এঁরা কেউ বীণা নিয়ে, কেউবা পদ্মফুলের বৃন্ত ধরে এসে দাঁড়ালেন কেন? এ সবের উ... বাঙ্গালীর উচ্ছ্বাসপ্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে এ চিন্তা কি অশাস্ত্রীয়? না, তাও নয়। আস... শ্রীদুর্গা-প্রতিমায় দুর্গার দু-পাশে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁরা দেবীর কন্যা নন, দেবী স্বয়ং। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী... দেবীর তিনটি চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। প্রথম চরিত্রে তিনি মহাকালী, প্রতিমায় দেবী দুর্গা স্বয়ং। দ্বিতী... চরিত্রে তিনি মহালক্ষ্মী, আর তৃতীয় চরিত্রে তিনি মহাসরস্বতী। দেবীর এই তিনটি চরিত্র বা রূপই ভ... মহাকালী রূপে তিনি মধু-কৈটভের নিধনের কারণ হন। মহালক্ষ্মী রূপে তিনি সাঙ্গ-পাঙ্গ সহ মহিষাসুরকে বধ করেন। আরও মহাসরস্বতী রূপে তিনি চন্ড-মুন্ড, রক্তবীজ, চামুর-চিক্ষুর এবং শেষ পর্যন্ত শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেন।

চন্ডীতে ব্যক্ত দেবীর এই ত্রি-রূপই পাশাপাশি ধরা হয়েছে প্রতিমায়। তাই শ্রীদুর্গার পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এরা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, কাশীর লক্ষ্মীকুন্ডের ধারে যে প্রতিমা আছে তা বলাই বাহু... চন্ডীর তিনটি চরিত্র বা রূপ। কিন্তু আমরা 'মহা' কথাটি উহ্য রেখে বলি লক্ষ্মীকুন্ড বা লক্ষ্মী প্রতিমা। এ... হচ্ছে দুর্গা প্রতিমায় লক্ষ্মী সরস্বতী অবস্থানের তাৎপর্য।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১/ কনখল

আনন্দ সুধা-বর্ষিত, ভক্ত-জন-অর্চিত, নানা সুগন্ধিত পুষ্পে আরাধিত, ধূপদীপ সুশোভিত-আলোকিত দিন এই ১৯শে বৈশাখ। এদিন সেই ব্রাহ্মবেলার অমৃতক্ষণে আত্মস্বরূপিনী চিরআনন্দের খনি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আবির্ভূতা হয়েছিলেন এই ধূলার ধরণীতে। মায়ের আগমন আনন্দধারায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন পৃথিবীর সকল মানব। তাই শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবসে দেশে বিদেশে ভক্ত-মনপ্রাণে আনন্দের সাড়া দেখা যায় প্রতিবছর।

কনখলে মায়ের আশ্রমে ৩রা মে হতে ২৯শে মে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১০৭তম জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ৩রা মে রাত্রিতে শুভ জন্মদিনের বিশেষ পূজা এবং ৩রা মে হতে ২৯শে মে শ্রীশ্রী শতচন্ডী পাঠ, পূজা ও হোম সম্পন্ন হয়। বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি পূজা ১৯শে মে হয়। স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা অর্পণ করা হয়। সমাগত মহাত্মা বৃন্দ এবং সুধীগণের প্রবচন রাখা হয়। মঃমঃ স্বামী বিদ্যানন্দজী, মঃমঃ স্বামী দেবানন্দজী, মঃমঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, মঃমঃ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী ভাষণ দেন। ১০৮ কুমারী পূজা, বটুক পূজা ও ভোজন ২৬শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সুসম্পন্ন হয়। দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণও করা হয়। এছাড়া অন্যান্য ধার্মিক কার্যক্রমও অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে মে শেষ রাত্রে শুভজন্ম তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে মে সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের অধিবাস এবং ৩১শে মে সন্ধ্যায় নামযজ্ঞ সমাপনের সঙ্গে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

২/ মা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সরী, কনখল —

কনখল স্থিত মা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সরীতে আয়োজিত হেপাটাইটিস-বী টীকাকরণ শিবিরে প্রায় ৩১০৬ জন লোককে গত ৫ই এপ্রিল টীকা লাগানো হয়। ডা. জে. এস. পাঠক, ডা. সঞ্জয় শাহ, ডা. সমর চৌধুরী, ডা. পী. কে. দাস, ডা. সুধীর আগরওয়াল, ডা. কে. এস. গম্ভীর, ডা. নীলু ঘোষ এবং ডা. সৎপাল তোমরের তত্ত্বাবধানে এই টীকাকরণ শিবির আয়োজিত হয়েছিল।

যাদের গত ৫ই এপ্রিল টীকা দেওয়া হয়, তাদেরই আবার নিয়মানুসারে একমাস পরে ৬ই মে টীকা লাগানো হয়। আবার ৬ই অক্টোবর 3rd round এ এদেরই টীকা লাগানো হবে। এইভাবে হেপাটাইটিস-বী টীকাকরণের Course সম্পূর্ণ হবে। ৬ই মে যারা টীকা লাগায় তাদের জন্য গরম বেশী পড়ায় সরবতেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই টীকাকরণ শিবিরের উদঘাটনের জন্য বাইরের কাউকেই আমন্ত্রিত করা হয়নি। এই ভাব ছিল-শ্রীশ্রীমাই এই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত সেবাকার্যের উদ্‌ঘাটন করছেন। মায়ের ছবিতে মাল্যার্পণ করে দীপ প্রজ্বলিত করা হয়েছিল।

যে সব ডাক্তারেরা নিষ্কামভাবে সেবা করেছিলেন, তাঁদের সকলকে মায়ের প্রসাদী বস্ত্র, তোয়ালে এবং প্রসাদ দেওয়া হয়। অন্যান্য সকলকে ও প্রসাদ দেওয়া হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে ১৯শে এপ্রিল হতে ২২শে এপ্রিল শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০শে এপ্রিল শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কোলকাতা, রাঁচী প্রভৃতি স্থান হতে বহুভক্তের সমাগম হয়। চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষ্যে গত ১৩ই এপ্রিল প্রতিপদতিথি হতে স্মৃতিমন্দিরে ও মাতৃমন্দিরে চন্ডীর ঘট স্থাপিত করে চন্ডী পাঠ আরম্ভ হয় ও চন্ডীর পূজা হয়।

১৪ই এপ্রিল দিদিমার পূজা ও সাধু ভান্ডারা হয়।

এদিকে চন্ডী মন্ডপের সামনে প্যান্ডেলে প্রতিপদ হতে ষষ্ঠী পর্যন্ত সকালে ও বিকালে রামচরিত মানসের বিশেষ ব্যাখ্যা হত। বক্তা ছিলেন মাতৃভক্ত শ্রী অশোকভাই কুলকর্ণী। সপ্তমী হতে দশমী পর্যন্ত শুধু বিকালে ব্যাখ্যা হয়। শ্রী অশোকভাই শ্রী তুলসী দাসজীর জীবনীর সরস ব্যাখ্যা করে শ্রীরামচরিত মানসের বালকান্ডের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। দশমীর দিন বিকালে শ্রীরাম কথার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামজীও শ্রীহনুমাজীর সুন্দর ফটো সাজানো হয়েছিল। শ্রীরামকথার কাছে বারাণসীর তীর্থদেবতা শ্রীসঙ্কটমোচনের মূর্তিও রাখা হত।

এবারে মা বাসন্তী প্রতিমার একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হল। বছরে বছরে মায়ের পূজা হয়ে আসছে এই চন্ডীমন্ডপের বেদীতে। মা বাসন্তী যে জাগ্রত হয়ে এই পূজা গ্রহণ করেন তারই একটু ঝলক দেখিয়ে গেলেন এবারে মা বাসন্তী পূজার সময়ে। প্রতিমা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেন দেবী ষোড়শী স্বয়ং এসেছিলেন। সকলেরই প্রাণে মা একটু সাড়া জাগিয়ে গেলেন।

পূজার মধ্যে ভজন, কীর্তন, ঢাকের বাজনায় আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মাতৃভক্তগণের প্রাণমাতানো কীর্তনে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রম হতে ভক্তরা এসে খুব সুন্দর ভজন কীর্তনে সকলকে আনন্দিত করেন। মহাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার বিশেষ পূজা ও ভোগ হয়।

রামনবমীর দিন ঠিক দুপুর ১২টায় শঙ্খধ্বনি সহ শ্রীরামের পূজা আরম্ভ হয়। শ্রীরামনামের মধুর কীর্তনের মধ্যে শ্রীরামের পূজা সম্পন্ন হয়। বারাণসীর কমিশনার শ্রীমনোজ কুমারজীও উপস্থিত ছিলেন।

রামনবমীর দিন বিকালে শ্রীবালানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ শিষ্য ও শ্রী মোহনানন্দ মহারাজের গুরুভাই শ্রীভূতনাথ বাবা ও বর্তমান মহন্ত দেবী দর্শন করতে আসেন। শ্রীভূতনাথ বাবা দেবী দর্শনে এসে বললেন মেয়ের বিয়েতে কি বাপকে নিমন্ত্রণ করা হয়? তেমনই মায়ের আশ্রমে আসার জন্য কি আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে? মায়ের সঙ্গে তাঁর ১৯৪০ সন হতে অতি পুরাতন সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করে বললেন যে কি ভাবে তিনি স্বপ্নে মার কাছ হতে প্রসাদ পান এবং শ্রীশ্রীমা কৃপা করে বহু বছর পরে তাঁর সেই স্বপ্ন হরিদ্বারে পূর্ণ করেন, তখন শ্রী মোহনানন্দ মহারাজও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কাশী আশ্রমেও তিনি বহুবার মার প্রসাদ পেয়েছেন। তিনি বললেন যে এই আশ্রমে ঝাড়ু দিয়ে থাকাও সৌভাগ্যের কথা।

ষষ্ঠী হতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাশীর মহারাজকুমারীরা এসেছেন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাশীর মহারাজাও সন্ধ্যায় এসে আরতি দর্শন করেন। দশমীর দিন সকালে দেবীর বিসর্জনের সময় কাশীর মহারাজা ও মহারাজকুমারীরা আসেন এবং ভক্তিনম্রচিত্তে দেবীর পূজা ও বিসর্জন দর্শন করেন।

দশমীর দিন ঠিক দুপুর ১২টায় দেবীর বরণ হয়। বিকালে বজরাতে দেবীর প্রতিমা নিয়ে ঢাক কাঁসর বাজিয়ে ধুনুচীর নৃত্যের মধ্যে মাতৃভক্তগণ সম্পূর্ণ কাশীর ঘাট ঘুরে এসে আশ্রমের সামনে পূত জাহ্নবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী প্রতিমার বিসর্জন দেন। বিকালে শ্রীরামকথা সমাপনের পর সান্ধ্যকীর্তন ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে প্রসাদ গ্রহণের সঙ্গে বিজয়ামিলনীর সমাপন হয়। এই রূপে উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

৩রা মে মায়ের শুভ জন্ম দিবসে আনন্দ জ্যোতি মন্দিরে চন্ডীর ঘট স্থাপন করে চন্ডী পাঠ আরম্ভ হয়। এদিন ভোর ৩টায় সুসজিত মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজারীর আসনে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য উপবিষ্টা ছিলেন। সময়ানুযায়ী ভজন, কীর্তন চলছিল। পূজার পর সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ফলপ্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন হতে অর্থাৎ ৪ঠা মে হতে মাতৃমন্দিরে উষাকীর্তন, প্রাতে বেদপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, গীতা চন্ডী পাঠ, মধ্যাহ্নভোগ, বিকালে পাঠ, সন্ধ্যারতি ও সান্ধ্যকীর্তন কন্যাপীঠের কন্যারাই যথারীতি সম্পন্ন করে। চন্ডীমন্ডপে প্রতিদিন উদয়াস্ত জপ চলে।

১৫ই মে অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য পর্বে প্রাতে জলপূর্ণ ঘটদানের পর শ্রীশ্রী মা, গোপালজী, গিরিজী, যোগমায়া ও শিবের ষোড়শাপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সব মন্দিরে পৃথক-পৃথক কীর্তন হয়। এদিন বিশেষ সাধুভান্ডারা বস্ত্র ও দক্ষিণাসহ সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ ভোজন হয়।

.২০শে মে বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে বাবা ভোলানাথের তিরোধান উৎসব উপলক্ষ্যে মাতৃমন্দিরে বাবা ভোলানাথের ষোড়শোপচারে বিশেষপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শেষের দিকে জন্মোৎসব বেশ জমে ওঠে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী কুমারী অঞ্জুচন্দেল মধুর সেতার বাজিয়ে চারদিন সকলকে মুগ্ধ করেন। কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা কুমারী মহুয়া বোসও সুন্দর সেতার বাজায়। তিথি পূজার পূর্বদিন ভজন সন্ধ্যা বিশেষ ভাবে আয়োজিত হয়। ভজন সম্রাট শ্রী আশিস্ চ্যাটার্জী বেহালা বাজিয়ে ভজন কীর্তনে সকলকে মাতিয়ে দেন।

২৯শে মে ভোর ৩টায় ব্রাহ্ম মূহুর্তের পুণ্যময় লগ্নে মায়ের আবির্ভাব ক্ষণে সুন্দর পবিত্র পরিবেশে ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য শ্রীশ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা আরম্ভ করেন। মন্দির অপূর্ব সুন্দর সাজানো হয়েছিল। পূজার পর কুমারী পূজা ও হোম হয়।

পরদিন ৩০শে মে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ভোগ ও আরতির পর স্থানীয় মাতৃভক্তগণ ও মায়ের হাসপাতালের ডাক্তার এবং অভ্যাগতেরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই রূপে ভান্ডারার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত ২০শে জুন গঙ্গাদশহরার দিন সুন্দর ভাবে গঙ্গাপূজা হয়েছে।

৪। আগরতলা—

৩রা মে হতে ৩০শে মে শ্রীশ্রী মায়ের ১০৭তম শুভ জয়ন্তী মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মায়ের শুভ আবির্ভাব দিবসে ৩রা মে সকাল ৯টা থেকে মা আনন্দময়ী মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় আশ্রমে নূতন হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন হয়। বিকালে নাট মন্দিরে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন ২৯শে মে সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরে বিশেষ সন্ধ্যারতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমাকে আবাহন করা হয়। রাত্রি ১২টা থেকে আশ্রমের নাটমন্দিরে বিশেষ সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান এবং রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। পরদিন উদয়াস্ত নামকীর্ত্তন এবং মধ্যাহ্নে কয়েকশত ভক্তদের মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় আরতি ও কীর্তনের সাথে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। আগরপাড়া —

শ্রীশ্রীমায়ের আগরপাড়া আশ্রমে ১৪ই এপ্রিল, ২০০২ চৈত্র সংক্রান্তির দিন স্বামী মুক্তানন্দ গিরি (দিদিমার) সন্ন্যাস উৎসব ভাল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩রা মে হতে ২৯শে মে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উপলক্ষ্যে ৩রা মে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব দিবসে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগারতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, শ্রীশ্রী চন্ডী পূজা ও হোম, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সমাগত বিশিষ্ট মহাত্মাবৃন্দের ও বিদ্বৎজনের দ্বারা প্রবচন, স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা মে হতে ২৯শে মে পর্যন্ত অখন্ড জপ সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত পালিত হয়।

গত ২০শে মে বৈশাখ শুক্ল অষ্টমীতে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি-মহোৎসব এবং ২৬শে বুদ্ধ পূর্ণিমাতে আনন্দ ধ্যানপীঠে শ্রীশ্রী মায়ের মর্মর মূর্তিতে বিশেষ পূজা ও আরতি হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথিতে ২৯শে মে উদয়াস্ত হরিনাম সংকীর্তন ও অখন্ড মা নাম জপ, মধ্যাহ্নে পূজা ও আরতি, সন্ধ্যায় আরতির পর সন্ধ্যা কীর্তন, মাতৃগীতি আলেখ্যও এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মা কথা, ভক্তি মূলক গান ও মাতৃনাম গান ভোর ৩টা পর্যন্ত চলতে থাকে। ভোর ৩টাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, বটুক পূজা এবং হোমের পর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ফল প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিন মাতৃ পূজা সমবেত গীতা চন্ডী পাঠ, ভক্তিমূলক গান, ভজন ও সৎসঙ্গ প্রভৃতি প্রাতঃকাল হতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চলতে থাকে। মধ্যাহ্নে ভোগারতি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৬। জামশেদপুর—

জামশেদপুরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৪ই এপ্রিল শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা মে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মদিবসে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, আরতি, নামকীর্তন প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন হয় এবং ১৫ই মে প্রাতে অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও তদনুরূপ কীর্তন প্রভৃতি মাতৃভক্তগণের দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। ২০শে মে বৈশাখী শুক্লা অষ্ঠমী তিথিতে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে মে বিকালে এবং ২৯শে মে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উদযাপন উপলক্ষ্যে বিকালে ডাঃ বীরেশ্বর গাঙ্গুলী মাতৃকথা শোনান। সান্ধ্য নামকীর্তনের পর সারারাত্রি অধিবাস পূজা, কীর্তন প্রভৃতি চলতে থাকে। ভোর ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ তিথিপূজা আরম্ভ হয়। ৩০শে মে অখন্ড 'জয়মা' নাম কীর্তন হয়। প্রাতে হোম, পুষ্পাঞ্জলি ও ভোগারতি এবং দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণ সেবার পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে অখন্ড নাম কীর্তনের সমাপনের পর সান্ধ্যকীর্তন, আরতি ও প্রণাম মন্ত্র দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি হয়।

৭। তারাপীঠ—

গত ২৬শে থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারাপীঠ আশ্রমে মাঘী পূর্ণিমা উৎসব সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত হয়। কোলকাতা, বর্দ্ধমান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত তারাপীঠের আশ্রমের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ২৬শে প্রাতে ব্রাহ্মণ পন্ডিত দিয়ে রুদ্রীপাঠ হয় শিবমন্দিরে। বিকালে মাতৃমন্দিরে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্মর মূর্তিতে অধিবাস হয়। ২৭শে প্রাতে তারামায়ের মন্দিরে ও বামদেবের মন্দিরে আশ্রম থেকে বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। সকালে মাতৃভক্ত পুরুষ ও মহিলারা মা তারা ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তারপর নাট মন্দিরে সকাল ১০টা থেকে ১২টা সমবেত ভাবে গীতা ও চন্ডীপাঠ, গান ও কীর্তন হয়। সন্ধ্যায় শ্রী বামেশ্বর গাঙ্গুলী রামায়ণী কথা বলেন ও পরে দূরদর্শন শিল্পী শ্রীমতী শম্পা কুন্ডু সংগীত পরিবেশন করেন। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তনে ভক্তদের আনন্দ দেন। স্বামী নির্মলানন্দজী এই কয়দিন ভক্তদের তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভাষণে আনন্দ পরিবেশন করেন। শেষের দিন স্বামী নির্মলানন্দজী পরিচালিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠানটি সংযমে মাতৃসৎসঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভক্তরা বিশেষ আনন্দ পান। রোজই অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। আশ্রম পরিচালন কমিটির ব্যবস্থায় উৎসব ভালভাবেই উদযাপিত হয়েছিল।

৮। পুণা—

গত ২৯শে মে ও ৩০শে মে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, পুণাতে প্রাতঃ স্মরণীয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের ১০৭তম শুভ জন্মমহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৯শে মে রাত্রি ৭টা হতে ৩টা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন ও মায়ের বিডিয়ো ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়। ভোর ৩টা হতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা এবং পুষ্পাঞ্জলি হয়। ৩০শে মে প্রাতে কুমারী পূজা, হোম এবং মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৯। ভীমপুরা—

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপায় এবং শ্রীশ্রী হনুমানজী মহারাজের আশীর্বাদে মায়ের অশ্রমে গত ২১সে এপ্রিল রামনবমীর দিন শ্রীপদ্মকান্তভাই ত্রিবেদীজীর সহযোগিতায় শ্রীশ্রী বিষ্ণুযাগের পূর্ণাহুতি সম্পন্ন হয়। শ্রী হনুমান জয়ন্তীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে এপ্রিল। আশ্রমে নির্মিত মারুতিস্কন্ধ ভূমি স্খলন প্রতিরোধক প্রাচীরের কার্যপূর্তি উপলক্ষ্যে হনুমান জয়ন্তীর পূণ্যদিবসে মারুতি যজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল। পূজ্য স্বামী ভাস্করানন্দজী এই অনুষ্ঠান সমূহে উপস্থিত ছিলেন।

১০। রাঁচী—

শ্রীশ্রীমায়ের রাঁচী আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৭তম শুভ জন্মোৎসব ৩রা মে হতে ৩০শে মে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩রা মে রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, অখন্ড জপ ও চন্ডীপাঠ হয়। স্থানীয় মন্দিরেও বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৯শে মে রাত্রি ৩টা হতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান হয়। ৩০শে প্রাতে গীতাচন্ডী পাঠ, সৎসঙ্গ, প্রবচন ও কীর্তন এবং মধ্যাহ্ন ভোগ আরতির পর মহাপ্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা সম্পন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক–সংবাদ

১। শ্রী ফিরোজ কামা–

শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন পুণাবাসী পার্শীভক্ত শ্রী ফিরোজ কামা গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০১ স শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। শ্রী কামাজী পুণা আশ্রমের সেক্রেটারী দীর্ঘদিন ছিলেন। তি সরকারী ডিফেন্স বিভাগের উচ্চ পদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা, অনুশাসনপ্রিয় ও কা নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রী কামাজী ১৯৬১ সন থেকে পুণা আশ্রমে দোল পূর্ণিমার দি নামসংকীর্তন আরম্ভ করান। কামাজী ও তাঁর ধর্মপত্নী দুজনেই আশ্রমের সেবার কাজে রত ছিলেন। এক ছোট লাল গাড়ী করে হাতে দুধের ক্যান নিয়ে মিসেস কামার প্রতিদিন আশ্রমে আসার দৃশ্য অনেকে স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মিসেস কামা ১৯৮৫ সনে মাতৃ চরণে লীন হয়েছেন। তারপরেও শ্রী কামাজী অশ্রমের সেক্রেটারী রূপে বহুবছর সেবা করে গিয়েছেন। আমরা মাতৃ চরণে তাঁর বিদেহী আত্মা চির শান্তি ও পরিবারবর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

২। রাজমাতা কাশিমবাজার-শ্রীমতী নীলিমা দেবী—

শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাধন্যা প্রখ্যাত নামা কাশিমবাজারের মহারাজা স্বর্গীয় মনীন্দ্র নন্দীর ধর্মপ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০০2 কোলকাতায় মহাপ্রয়াণ করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর বহু পুরা সম্বন্ধ। মহারাজা কাশিমবাজার-এর ব্যবস্থাপনায় ১৯৫০ সনে অক্টোবরে বহরমপুরে সৈদাবাদ রাজবাড়ী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য উপস্থিতিতে শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজম কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রমে মায়ের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। একবার এ একমাস কাল হরিদ্বার ও দেরাদুন আশ্রমে রাজমাতা শ্রীশ্রীমায়ের দুলর্ভ সান্নিধ্যে বাস করেন। শ্রীশ্রীমা সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট আত্মিক সম্বন্ধ ছিল।

মাতৃগতপ্রাণা রাজমাত পরমা নিষ্ঠাবতী সাধিকার জীবন যাপন করে অন্তিমে শ্রীশ্রী মাতৃচরণে চিরশা লাভ করেন। মাতৃচরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

৩। শ্রীমতী শান্তিসুধা চৌধুরী–

শ্রীমতী শান্তিসুধা চৌধুরী গত ১৬ই মার্চ মাতৃচরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। তিনি শ্রীশ্রী আনন্দ সংঘের আজীবন সদস্যা ছিলেন। গত ১৯৭৪ সনে কোলকাতায় যোধপুর পার্কে ভাগবত সপ্তাহের স দীক্ষালাভ করেন। আমরা পরলোকগত আত্মার উর্ধ্বগতি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

৪। শ্রীমতী বীণা দত্ত —

শ্রীশ্রীমায়ের বহু পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী বীণা দত্ত গত ২০শে মার্চ বুধবার ভোরে সজ্ঞানে কোলকা দেহত্যাগ করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী গোপাল চন্দ্র দত্তের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বীণাদেবী ৫০এর দশকে শ্রীশ্রীমার নিকট-সান্নিধ্যে আসেন এবং ৬২/৬৩ সালে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মাতৃসান্নিধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর সংযম সপ্তাহে যোগদান করতেন। একমাত্র কন্যা জোনাকীর অকাল মৃত্যুতেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি, বরং "জয়মা" ডাকে দ্বিগুন উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

নিজে ছিলেন সুগায়িকা, পিয়ানো বাজানোয় ছিলেন পরদর্শী। ক্লান্তিহীন ভাবে হারমোনিয়াম বাজাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। ছোট্ট করতালেও তুলতেন ভারী মিষ্টি সুর। শ্রীশ্রীমার প্রতিটি আশ্রম ছাড়া দেশের সর্ব তীর্থক্ষেত্র ঘুরেছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন সদা হাস্যময়ী, অন্যদিকে ছিলেন দৃঢ়চেতা, স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা। বহুজন-হিতক কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

সদা হাস্যময়ী সকলের প্রিয় "বীণাদি" খুব সহজেই সকলকে আপন করে নিতেন এবং ছিলেন পরম পরোপকারী। তাঁর কর্মক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ ও দৃষ্টান্ত মূলক। প্রচন্ড শীত, প্রখর গ্রীষ্ম বা প্রবল বর্ষা কোন কিছুই তাঁকে কাবু করতে পারেনি কখনও। "কোন বাঁধাই বাঁধা নয়" ছিল তাঁর জীবনের এগিয়ে চলার মন্ত্র। তাই ছোট্ট শরীরেও গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে বীণাদির সারারাত কীর্তন সকলের স্মৃতিতেই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শেষ মুহূর্তেও তিনি স্বতন্ত্রা, কাউকে কষ্ট দিয়ে নয়, কোন চাহিদা নিয়ে নয়, কোন অভিযোগ নিয়ে নয়, একেবারে নিঃশব্দে, শুধু "জয় মা" ডাকে চিরশান্তির সন্ধানে আত্মীয়স্বজন ও অগণিত বন্ধুবান্ধব এবং গুরুভাই বোনেদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁকে যাঁরা চিনেছিলেন, জেনেছিলেন, তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতিটি চিন্তার মধ্যে যে তিনি আছেন এবং থাকবেন এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি ও পরিবারজনের সান্ত্বনা কামনা করি।

৫। স্বামী অন্তরাত্মানন্দজী—

গত ২৪শে মার্চ স্বামী অন্তরাত্মানন্দজী কোলকাতায় ৮৩ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেছেন। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল শ্রী কানুগুহ রায়। তিনি ১৯৫৭ সনে মাতৃসান্নিধ্যে আসেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সুযোগ পেলেই মাতৃসঙ্গ করতেন ও মাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকতেন। ১৯৮৩ সনে কানুদা নির্বাণী আখাড়ার মহন্তজী শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নেন এবং দেরাদুনে কল্যাণ বনে বসবাস করে সাধনভজনে দিন কাটাতেন। পরবর্তী কালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কোলকাতায় চলে যান এবং ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতিতে আগরপাড়া আশ্রমে গত ৮ই এপ্রিল সাধুদের ষোড়শ ভান্ডারা দেওয়া হয়।

৬। শ্রীমতী চিত্রা পোদ্দার—

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা শ্রীমতী চিত্রা পোদ্দার গত ৩০শে মার্চ শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহময় চরণে লীন হন। গত ১৯৮১ সালে নভেম্বর মাসে পাটনাতে শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজীর উপস্থিতিতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা প্রাপ্ত হন। উভয়েই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের আজীবন সদস্য। তিনি সারাজীবন নিঃস্বার্থভাবে সকলের সেবা করে গেছেন এবং মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আমরা মাতৃচরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। শ্রী উমাশঙ্কর শ্রীবাস্তবজী–

বারাণসী আশ্রমের একনিষ্ঠ সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রী শ্রীবাস্তবজী গত ১৬ই মে ভোর ৫টায় মা আনন্দময়ী হাসপাতালে ৯২ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরতরে লীন হয়েছেন।একান্ত নিরভিমানী সেবাপরায়ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অদ্ভূত নিষ্ঠা ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন তিনি। দীর্ঘ ২৫ বৎসরের অধিক সময় যে ভাবে তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও আশ্রমের সেবা করে গিয়েছেন তার তুলনা হয়না। বারাণসী আশ্রমের ইতিহাসে সেবকদের মধ্যে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তাঁর পরিবার বর্গকে শ্রীশ্রীমা শান্তি প্রদান করুণ এই প্রার্থনা। তিনি যে তাঁর বাঞ্ছিত ধাম অক্ষয় প্রাপ্ত হবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৮। শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী —

ঢাকা বাসী অতিপুরাতন ভক্ত শ্রীমতী হেমনলিনী ভট্টাচার্য্য গত ২১শে মে, ২০০২ সনে কোলকাতায় ৮০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। আশ্রমবাসী সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর অত্যন্ত মধুর সম্বন্ধ। মা শ্রীচরণে তাঁর আত্মার উর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি। পরিবারের সকলকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

৯। শ্রী শশিশেখর কবিরাজ —

মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ পন্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একমাত্র বংশধর (স্বর্গীয় পুত্রের পুত্র) শ্রী শশিশেখর কবিরাজ গত ১৬ই জুন, ২০০২ কেদারনাথ–বদ্রীনাথ যাত্রাপথে হরিদ্বারে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগ আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি বারাণসীতে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের সিগরা স্থিত বাস ভবনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। একান্ত সরল প্রকৃতি এবং বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা-বিমুখ ব্যাক্তি ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর মাত্র।

তাঁর পরলোকগত আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করি এবং মাতৃ চরণে প্রার্থনা জানাই তাঁর একমাত্র পুত্র ও কন্যাদ্বয় যেন ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি লাভ করে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"যখন যে কাজ করবে, কায়মনোবাক্যে
সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে।
তাহলেই কর্ম্মে আসবে পূর্ণতা।"

— শ্রী শ্রী মা

D. WREN GROUP OF COMPANIES

Head Office :
D. Wren Industries (P) Ltd.
25, Swallow Lane,
Calcutta – 700 001.

Factory :
Dum Dum & Baroda,

Baroda City Office:
D. Wren International Limited,
Alkapuri, Baroda – 390 007.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কর্ম্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কর্ম্ম করবে
তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

— শ্রী শ্রী মা

A. R. DEWANJEE & CO.

Manufacturers of Hot Pressed Commercial Plywood

Exporters & Importers

12/3 Netaji Subhas Road,

Calcutta – 700 001

Phone :

220 9739/ 220 4746 (O)/ 220 8472 (Fax.)/
477 9239 (Factory)/ 473 3157 (Resi)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

---

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

“প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।”

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

Khadim's

Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD.
29A, Rabindra Sarani, CAlcutta – 700 073.
Phone : 237 8220, 237 0806, 237 5226, 236 4639, 236 6063, 236 2318
Fax : 033 215 3387.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* Branch Ashrams *

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,
P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193.
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-310054+311794)
23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

श्री श्री आनन्दमयी संघ
ॐ माँ
मातृ शरणं

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन-३१२८२०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-6 OCTOBER, 2002 NO. 4

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P. O. Kamarhaiti Calcutta-700058 (Tel : 5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-33208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271) U.P. (Phone: 684271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005. Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O.Kankhal. Hardwar-249408, (Tel : 0133-426575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir. P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-51369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৬ অক্টোবর ২০০২ সংখ্যা ৪

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- ”
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- ”

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী-পত্র

১. মাত�ৃ বাণী

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — ১

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত — ৩

৩. শৃন্বন্তু বিশ্বে

— শ্রী কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী — ৬

৪. সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

— ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী — ৯

৫. শক্তি—স্বরূপ, শক্তিরূপ: শ্রীদূর্গা

— ডঃ শুকদেব সিংহ — ১৩

৬. বিধির বিধান

— শ্রী শিবানন্দ — ১৬

৭. মাকে মনে পড়ে

— স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ — ১৮

৮. ভাইজীর নবম বাণী

— শ্রীজয় মুখার্জী — ২১

৯. মাতৃ—স্বরূপামৃত

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য — ২৬

১০. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—লীলা কথা

— ডঃ বীথিকা মুখার্জী — ৩১

১১. কাশী মাহাত্ম্য (কবিতা)

— শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র — ৩৩

১২. আনন্দময়ী স্মৃতি

— কুমারী চিত্রা ঘোষ — ৩৪

১৩. সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে — ৩৭

— ব্রঃ গীতা ব্যানার্জী

১৪. শ্রদ্ধাঞ্জলি—স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি

১৫. আশ্রম সংবাদ — ৪১

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্য প্রকাশন

শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ একত্রে সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের নানা অপ্রকাশিত কথা ও অমূল্য বাণীর সংকলন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। সিদ্ধেশ্বরীর প্রাচীন সাধুদের নানা অলৌকিক কথা, ভাইজীর পরম গতি, দাদামহাশয়ের 'সূক্ষ্ম দেহের' প্রসঙ্গ, বাবা ভোলানাথ সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইতে নানা অজ্ঞাত কথার বর্ণনা ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত শ্রীশ্রীমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। ভক্তদের নিকট ইহা অমূল্য সম্পদ। সুন্দর বাঁধাই, প্রায় চার শত পাতার বই। মূল্য ৭০/- টাকা মাত্র। প্রায় সকল আশ্রমেই উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

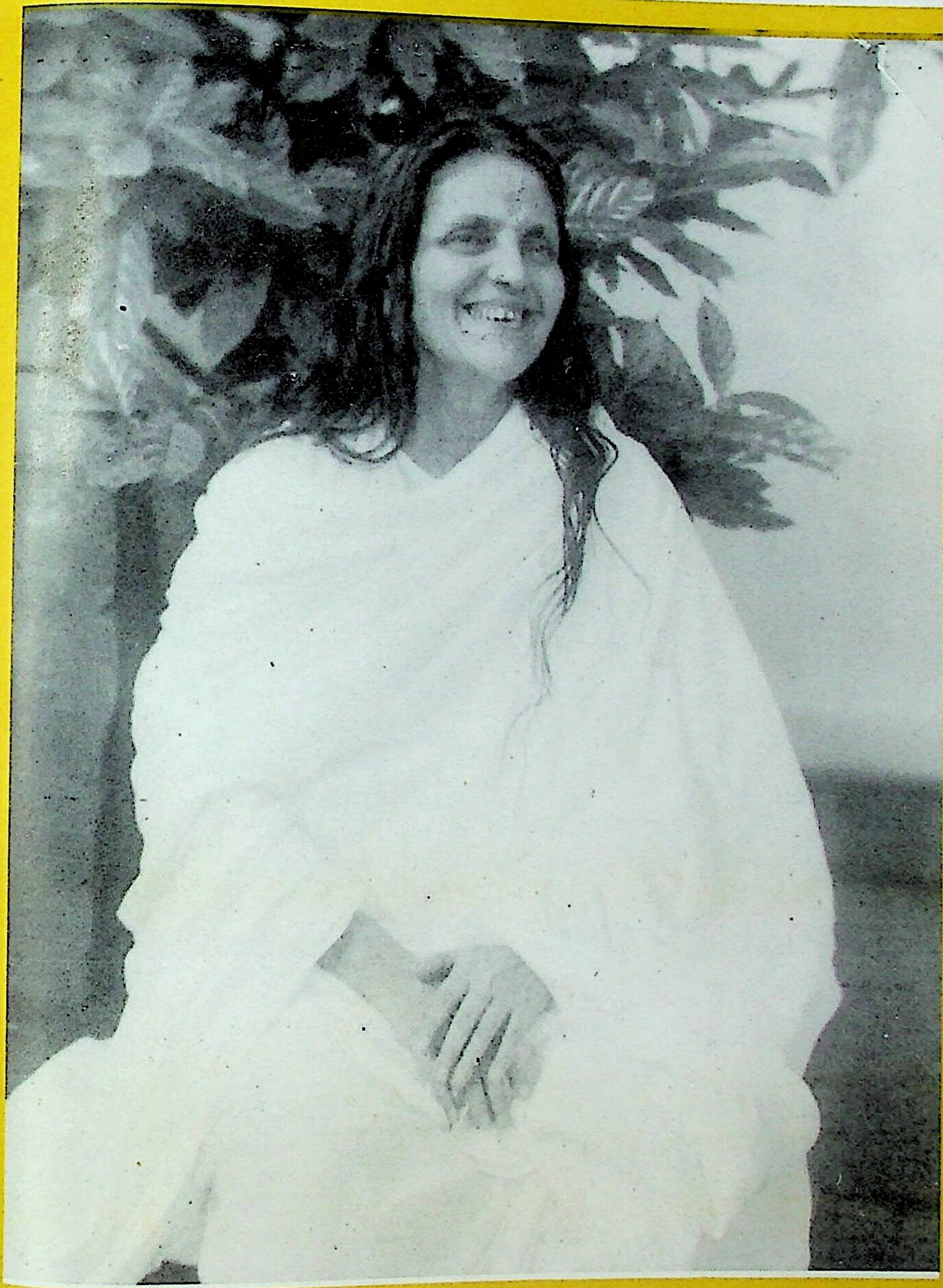

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবাণী

মাতার পরিচয় যেমন স্নেহ মমতায়, পত্নীর পরিচয় যেমন প্রেম ও অনুরাগে, বন্ধুর পরিচয় যেমন প্রীতি ও আত্মীয়তায়, তেমনি ধার্মিকের পরিচয় ধর্মাচরণে। "ধর্ম মানি" কেবল এ কথাতে কোন লাভ নেই, ভাবে ও কাজে ধর্মের অনুসরণ করতে হবে।

★ ★ ★

সকল বিষয়ে একটি কেন্দ্র ঠিক রাখা চাই। তা' না হলে কোনও ভাবই জমে উঠতে পারে না। যার চিত্ত যত কেন্দ্রস্থ হচ্ছে সে তত সরল, শান্ত, সুস্থ ও প্রেমময় হয়ে বিরাটের আভাস পাবে।

★ ★ ★

অক্ষর, মূর্তি, ছবি, চিহ্ন বা যে কোন শুদ্ধ বস্তুকে অনন্তের প্রতীক স্থির করে সুখে দুঃখে চিন্তার ধারা অবিশ্রান্ত ভাবে লাগিয়ে রাখ, তা হলে মন বার বার এধার ওধার গেলেও সেখানে এসে আবার বিশ্রাম নেবে এবং ক্রমে ক্রমে ভাব জাগ্রত হয়ে হৃদয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

★ ★ ★

সন্ন্যাসী বলে তাকে, যা'র সদা শূন্যে বাস; যে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে, আর নিত্য অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছে মাত্র। তাঁর নামে যার সব শূন্যে ভেসে গেছে, সেই সন্ন্যাসী।

★ ★ ★

ব'সে ব'সে অন্ধকারে কেবল কি হাতড়াচ্ছিস? আলোর সন্ধান কর; আলোর সন্ধান কর। কেরোসিনের ল্যাম্পে বা বিদ্যুতের বাতিতে কতদিন আর আলো করে রাখতে পারবি? তেল ফুরিয়ে গেলে বা সুইচ খারাপ হয়ে গেলে বাতি নিবে যাবেই যাবে। এমন আলো দিয়ে সংসারটাকে আলোকিত কর যেটি আর কখনও নিববে না। সে আলো কি জানিস? ভগবৎ- নিষ্ঠা;ভগবৎ- প্রেম। ঘরে ঘরে এ আলোর সন্ধান জুড়ে দে, দেখিস সকলেরই ভিতর বাহির আলোকিত হয়ে যাবে।

★ ★ ★

প্রত্যেকের জীবনে সংযম আবশ্যক। প্রথমতঃ শরীরের প্রতি যথাসাধ্য শাসন দৃষ্টিতে সংযম অভ্যাস করতে হয়। নিয়মাদির দ্বারা শরীর তৈরী হতে থাকলে মনে সংযমের ক্রমোদয় হয়। তখন শরীর ও মন পরস্পর সংযোগে সংযম সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শরীর ও মন সংযত হলে আপনা থেকেই আত্মানুসন্ধানের আগ্রহ জাগে।

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ, একটা কিছু কর। হাতে একটা জপের মালা রাখ, আর যদি না পারিস অন্ততঃ পক্ষে তোদের ঘড়ীর টিকটিকের মত নাম করে যা। এতে বিধিনিয়ম কিছুই নেই; যত বেশী পারবি, যার যে নাম ভাল লাগে, সে নামে তাঁকে ডাকবি।

★ ★ ★

'স্মরণ করে রাখ', 'স্মরণ করে রাখ'। ভগবানের নাম সর্বদা স্মরণ করতে করতে এই সংসার কারাগারের দিন কেটে যাবে। যে যেখানে আছে তাদেরও ডেকে নিবি।

★ ★ ★

যার কর্মের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নেই তাকে ঈশ্বরের নাম করতে অকাতরে মিনতি কর; যে তাঁকে যে কোন বিশুদ্ধভাবে পেতে চেষ্টা করছে তাকে সেই ভাবে আলিঙ্গন কর; আর যে তাঁর মহিমা জানতে পেরেছে তার সঙ্গ লাভে নিজের জীবন কৃতার্থ কর।

★ ★ ★

যেদিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই দেখা যায় যে একটি অখন্ড সত্তার নিত্যতা সর্বত্র প্রকাশিত রয়েছে। অথচ সে সত্তাটিকে সহজে ধরা যায় না। এর কারণ কি? তিনি সকলের ভিতর ওতপ্রোত হয়ে আছেন।

★ ★ ★

যেরূপ রাজশক্তির দ্বারা রাজার পরিচয় হয়, অথবা তাপের দ্বারা অগ্নির পরিচয় হয়, সেরূপ ব্যক্ত, জগৎ সেই অব্যক্তের পরিচয় দেয়। সৃষ্ট বস্তুর বিশ্লেষণ করতে করতে দেখা যায়, যা অবশিষ্ট থাকে তা সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, এবং এ তিনি-বা চেতনা বলে অভিহিত হয়।

★

আবশ্যক সূচনা

সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাদের জানানো হচ্ছে যে বর্ত্তমান অক্টোবর সংখ্যাই এই বছরের শেষ সংখ্যা। তাই আগামী ২০০৩ সনের চাঁদা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অবশ্যই পাঠাবেন এই অনুরোধ। নতুবা জানুয়ারী সংখ্যা পাঠাতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
কার্য্যকারী সম্পাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যাবর্ত্তন

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার(ইং ২৭/১/৫৩)

দাক্ষিণাত্য এবং দ্বারকা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রায় ৪ মাস পরে মা গতকল্য বিন্ধ্যাচল পৌঁছিয়া আজ সন্ধ্যা ৭টার সময় কাশী আসিয়াছেন। আগামীকল্যই আবার বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া যাইবেন।

হরিবাবা প্রভৃতি বিন্ধ্যাচলেই আছেন। মুক্তিবাবা, দেবীজী প্রভৃতিকে দেখিবার জন্যই এই অল্পসময়ের জন্য মায়ের কাশীতে আগমন।

আশ্রমে পৌঁছিয়া মা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়া খোঁজ নিলেন। পরে মাকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। মায়ের শয়নের খাটখানা ফুলের মালা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। মা এবং দিদিমাকে ঐ খাটের উপর বসাইয়া কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীগণ ভজন গান সহ আরতি করিল। এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি কন্যাপীঠের মেয়েরা এমন সুন্দর ভাব ও নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকে যাহাতে দর্শকদিগের প্রাণেও সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়।ইহাদের এই সকল আরতি হইয়া গেলে মা শ্রীমতী বুবাকে মৌনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গান করিতে বলিলেন। সেও খুব সুন্দর গান করিল।

মৌনের পর মাকে ভোগের জন্য ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। মায়ের ভোগ হইলে আমরা প্রসাদ পাইলাম এবং মায়ের পুনঃ দর্শনের আশায় আমরা আশ্রমেই বসিয়া রহিলাম।

দক্ষিণ ভ্রমণের বিবরণ

রাত্রি প্রায় ১০॥টার সময় মা কন্যাপীঠের নীচের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় এইবার দক্ষিণ ভ্রমণের কথা উঠিল। মা বলিলেন,'এই এতদিন যে ভ্রমণ করা হইল ইহার মধ্যে বোম্বাইতেই মাত্র ১৫ দিন থাকা হইয়াছিল। তাহা না হইলে অধিকাংশ জায়গাতেই ২।১ দিনের বেশী থাকা হয় নাই। আর রেলগাড়ীতেও যাতায়াত খুব কম হইয়াছে।মোটর গাড়ীতেই বেশী বেড়ান হইয়াছে। আর মজাও এমন যে, ঐ দিকে স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গিয়াছে। মদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ত হিন্দী বুঝেই না, তাহা ছাড়া ঐ সকল দিকে বিভিন্ন স্থানেও একে অন্যের ভাষা বুঝে না।”

'অরবিন্দের এবং রমণমহর্ষির আশ্রমেও যাওয়া হইয়াছিল'। ঐদিকের বেড়াইবার বন্দোবস্ত রমণমহর্ষির এক শিষ্যা (মিসেস তালেয়ার খাঁ) করিয়াছিল। তাহার সেবার ভাবটাও বেশ সুন্দর। সে আমাকে বলিয়াছিল, “মা সেবা করিতে গিয়া গুরুর সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখাই আমি একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমার নিজের কি ভালো লাগে, বা না লাগে, উহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। সকলের সেবা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য, এই সেবার ফলে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু হইবার তাহাত আপনিই হইবে। যদি তাহা না হয় তবে আমি মনে করিব যে আমার সেবাই দোষত্রুটিপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।” আর বাস্তবিক পক্ষে সে এমনভাবে নানাস্থানে বন্দোবস্ত করিয়াছিল যাহা দেখিয়া হরিবাবাও খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিল। আমরা যেখানে গিয়াছি সেইখানেই আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এমনকি সৎসঙ্গের স্থানগুলিও সুন্দররূপে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ এমনও বলিয়াছে যে অনবরত ভ্রমণের মধ্যে সকলস্থানেই যে এরূপ সুবন্দোবস্ত ইহা রাজাদের পক্ষেও সকল সময় করা সম্ভব নয়। তালেয়ার খাঁ এবং কান্তিভাই মুন্‌সা–এই দুইজনেই এই সকল বন্দোবস্ত করিয়াছে। কান্তিভাই ত তাহার কাইজার মোটরখানা আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলই, তাহা ছাড়া অন্যান্য বন্দোবস্তও সে কিছু কিছু করিয়াছিল।

রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মা এই সকল কথা বলিলেন, শেষে খুকুনীদিদি মাকে শয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

১৪ই মাঘ, বুধবার(ইং ২৮/১/৫৩)

আজ বেলা ১০টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে মা খুকুনীদিদি সহ শ্রীযুক্ত কুমার(ভট্টাচার্য্য) বাবুকে দেখিতে রওনা হইলেন। কুমারবাবু খুব অসুস্থ ছিলেন। মা কাশীতে থাকিলে কুমারবাবু সর্ব্বদাই আশ্রমে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ভাগবত পাঠ ইত্যাদিতে তাঁহার খুব অনুরাগ। অনেকদিন হইতেই তিনি রক্তের চাপে (Blood pressure) ভুগিতেছিলেন। আজ ৩।৪ দিন যাবৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। শুনিতে পাইলাম যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ অবস্থা একবার হইয়াছিল। চিকিৎসা এবং স্থানপরিবর্ত্তনের গুণে সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পাইয়া যান।এবারকার আক্রমণটা একটু উগ্র। গতকল্য রাত্রিতে কুমারবাবুর স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিয়া কুমারবাবুর অবস্থার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাই আজ মা কুমারবাবুকে দেখিতে গেলেন।

মা যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন তখন বেলা প্রায় ১২ টা।মা কুমারবাবুর অবস্থা বলিতে গিয়া বলিলেন, ‘দেখিলাম অবস্থা ভাল নয়। কথা বলিতে পারে না। আমি যখন বলিলাম, ‘বাবা,এখন আসি।’ তখন সে শুধু চোখের পলক ফেলিয়াই সম্মতি জানাইল। লোক কথা বলিতে না পারিলেও কোন না কোন উপায়ে ভাব প্রকাশ করিতে পারে।’ অবস্থা যে ভাল নয় তাহা মা কয়েকবারই বলিলেন। মায়ের রকম দেখিয়া মনে হইল যে কুমারবাবু এবার আর রক্ষা পাইবেন না।

ইহার পরই মা আহার করিতে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।আহারাদির পর আবার আশ্রমে গেলাম, কিন্তু বেলা ৪ টার পূর্ব্বে আর মায়ের সাক্ষাৎ হইল না। বিন্ধ্যাচলে রওনা হইবার কিছু পূর্ব্বে মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। এদিকে আমার কলেজের সময় হইয়াছে দেখিয়া আমি মাকে দূর হইতেই প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া যখন কলেজে রওনা দিয়াছি তখন রাস্তায় আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে মায়ের মোটরগাড়ী বিন্ধ্যাচলের দিকে রওনা দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মা গাড়ী থামাইলে আমি কাছে গেলে মা বলিলেন, ‘সংযম সপ্তাহের সময় দুই একদিনের জন্য বিন্ধ্যাচল ঘুরিয়া আসিলেও পার। চাকুরি ত পাইয়াছ, না হয় কিছু টাকা খরচ হইলই।’ মায়ের কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। মাও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। দেখিলাম এবার আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্ধ্যাচল না যাইয়া উপায় নাই। গতকল্য রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে খুকুনীদিদি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি বিন্ধ্যাচল যাইব কিনা, তখন আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম। সেইজন্য বোধ হয় মা নিজ হইতে আমাকে যাইতে বলিয়া গেলেন।

বিন্ধ্যাচলে গমন

মা এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ৪ দিন পর আমি দুইদিনের ছুটি লইয়া বিন্ধ্যাচল গেলাম। বাসে না গিয়া আমরা মোগলসরাই হইতে ট্রেণ ধরিলাম। যখন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা ৫টা। মা তখনও হরিবাবার সৎসঙ্গে বসিয়াছিলেন। পরমানন্দ স্বামীজী আমাকে ডাকবাংলায় থাকিতে বলিলেন। আমার স্ত্রী ও মেয়েরা পিতৃমন্দিরে স্থান পাইল। আমার সঙ্গে নৃপেশ(গুহ) বাবুও ছিলেন। আমরা দুইজনে ডাকবাংলায় গিয়া আমাদের বাসস্থান দেখিয়া আসিলাম। এইবার মায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাকে প্রণাম করিলে মা হাসিয়া বলিলেন, 'যখন এখানে আসিয়াছ, তখন কিছু শীত ভোগ করিয়া যাও।' কাশী হইতে বিন্ধ্যাচলে শীত একটু বেশী দেখিলাম। পাহাড়ের উপর হাওয়ার জন্য শীত বেশ একটু কন্‌কনে।

গতবার সংযম সপ্তাহে যে সকল কর্ম্মসূচী ছিল এবারও তাহাই চলিতেছে। অধিকন্তু এবার দেবীভাগবত নবাহ চলিতেছে। এইজন্যই বোধ হয় এবারকার অনুষ্ঠান সপ্তাহব্যাপী না হইয়া নয় দিন হইয়াছে। মনে হইল যে সোলনের রাজাসাহেবের ইচ্ছায়ই এই দেবীভাগবত পাঠ চলিতেছে। আশ্রমে লোকসংখ্যা নেহাৎ কম দেখিলাম না,প্রায়৭০।৮০ জন হইবে। প্রত্যহই লোকজন আসিতেছে।অবশ্য কেহ কেহ ২।১ দিন থাকিয়া চলিয়াও যাইতেছে। ডাকবাংলাটি দুই সপ্তাহের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে। আরও একটি বড়বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'ভজনালয়' ত আছেই। আশ্রম এবং এই সমস্ত বাড়ীঘর লোকদ্বারা পূর্ণ। পাহাড়ের উপর আশ্রম বলিয়া এখানে জলকষ্ট ত আছেই, তাহাছাড়া এতগুলি লোকের আহারাদির বন্দোবস্ত করাও এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু দেখিলাম যে মা উপস্থিত থাকিলে কিছুরই যেন অভাব থাকে না। প্রত্যেক আবাসস্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলসঞ্চয় করিয়া রাখা হইতেছে। আহারাদির বন্দোবস্ত যেন যন্ত্রের মত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

সৎসঙ্গ ইত্যাদি 'ভজনালয়েই' হইতেছে। রাত্রিবেলা মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এবং মহানিশার ধ্যান মাতৃমন্দিরে হইতেছে। অধিকাংশ সময়ই জপ, ধ্যান, পাঠ ইত্যাদিতে কাটিয়া যাইতেছে। মায়ের সঙ্গে কথাবলার অবসর খুবই কম। রাত্রি ৯॥ টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত মায়ের সঙ্গে আলাপাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। এসময় মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে মা তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। ডাঃ পান্নালালই অধিকাংশ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আমি যে দুইদিন বিন্ধ্যাচলে ছিলাম উহার মধ্যে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। তাহা ছাড়া সময়ের সঙ্কীর্ণতা হেতু কোন আলোচনাই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃন্বন্ত বিশ্বে........

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রী কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

–মনকে নিরোধ করার উপায়?

আমাদের "হতাশ হইবার কিছুই নাই।" শ্রীশ্রীমা বলেছেন। "মনও তিনি" চঞ্চলতাও তিনি। মন যেমন চঞ্চল আবার সাধকও। দেখনা সে শুধু আনন্দ চাহিতেছে; তাহা না পাইয়াই সে ছুটাছুটি করিতেছে। আবার সে যে অখন্ড আনন্দের স্বাদ জানে তার প্রমাণ সে অখন্ড আনন্দই চাহিতেছে। কতভাবে সে খন্ড আনন্দ পাইতেছে কিন্তু তাহাতে তাহাকে বাধিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সে তৃপ্ত হইতেছে না। সে চায় অখন্ড আনন্দ।

নাল্পে সুখমস্তি যদ্বৈ ভূমা তৎসুখম্। তবেই দেখ সে মহাসাধকও বটে। 'এতবড় অভয়বানী শুনে মন সম্পর্কে আর কোন ভয় জাগে না' বরং বড় আপন বলে আপ্যায়নের বাসনা জাগে। তাকে নিম্নমুখী না করে আদর করে ঊর্ধ্বমুখী আসনে বসিয়ে পরম আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করার স্বাদ জাগে। কিভাবে দেখাতে হবে সেই আত্মীয়তা? সে যা চায় তাই দাও। কী চায় সে? পূর্ণ আনন্দ। তবেই কিন্তু সে স্থির হবে, কারণ মহাসাধকের স্বভাবই স্থিরতা। 'পূর্ণ আনন্দ' কিসে পাবে সে? কেন 'শুদ্ধভোজনে' অর্থাৎ ধ্যান, জপ, নামকীর্তন, সদ্গ্রন্থপাঠ সৎসঙ্গ ইত্যাদিই হল মনের শুদ্ধভোজন। মা বলেছেন,"চঞ্চলতা যেমন তার(মনের)স্বভাব স্থিরতাও তার স্বভাব।" আর মনতো তার মাকে অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দকে চাইছে। তাই দেখ না তাহাকে সাংসারিক যতই সুখ ভোগ দাও তবু সে তৃপ্ত হয় না। আবার কোথায় কোথায় ছুটে যায়। চঞ্চলতা যে তার থাকবেই। সে যে তাঁকে পাওয়ার জন্যই চঞ্চল হয়ে বসে আছে। তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না- তাঁকে পেলেই শান্ত হয়ে যাবে। তাই মা বলেছেন, "মন কে শুদ্ধ ভোজন দাও তার দিকে বেশি সময় মন দিলে সকলের মধ্যে ভগবৎ বুদ্ধির আশা। চিত্তদর্পণ নির্মল হলে ভগবান স্বয়ংপ্রকাশ।" মনকে এই শুদ্ধভোজন দেওয়াটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। মা বলতেন, "অভ্যাসে সব হইয়া যায়। যেমন আজ, এই শিশুরা অবোধ অজ্ঞান, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করিতে করিতে ইহারাও একদিন জ্ঞানবান হইয়া যাইবে। তবেই প্রমাণ হইল যে চেষ্টা করিলে এই চঞ্চল মনের অজ্ঞানতাও দূর করা যায়। যেমন ভিতরে অজ্ঞানের পর্দ্দা আছে, তেমনি জ্ঞানের দরজাও আছে। ইচ্ছা না করিলেও তোমরা নিত্য নিয়মিতভাবে কতকটা সময় তাঁহাকে দিও। আজ যেমন শিশুদের জোর করিয়া পড়িতে বসাইতে হয়, কিন্তু ক্রমশঃ সে যতই শিক্ষালাভ করিবে ততই সে নিজেই পড়া ফেলিয়া উঠিতে চাহিবে না। পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তাহাকে আর বলিয়া বসাইতে হয় না। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার আজ তোমরা অজ্ঞানের মধ্যে থাকিলেও নিত্য নিয়মিত চেষ্টার ফলে একদিন জ্ঞানবান হইতেই পারিবে।'
(শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী- গুরুপ্রিয়া- ৪র্থ ভাগ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র কথা থেকে বোঝা গেল গুরুবাক্যে অবিচল বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিত সাধনভজন করলে চিত্তদর্পণ নির্মল হলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত হবেন। আর সেই চিত্তদর্পণটিকে নির্মল করতেই সাধনভজনকে অভ্যাসে পরিণত করে মনস্থির করতে হবে।

নিত্য-নিয়মিত অভ্যাস কেন প্রয়োজন?

জনৈক ভক্তের 'মন স্থির হয় না' কথায় শ্রীশ্রীমা বললেন, "কি করিয়া হইবে? যাহা খারাপ জিনিষ খাইয়াছ তাহার বদহজম হইবেই তো। ডাক্তারেরা কি করেন জান? প্রথমে দাস্তের ওষুধ দেয় তারপর পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে শেষে আবার ওষুধ দিতে আরম্ভ করে। তোমরাও তাই করিতে থাক। আবার একবারে বেশি ওষুধ ঠিক নয়। সেই রকম একদিন খুব নাম করিলে-এমন করিলে যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে। আবার কয়দিন নাম করিবার ইচ্ছাই করিল না। ইহা ঠিক নয়। সবই ধীরে ধীরে নিয়মমত করা দরকার, তাহাতে সুফল পাওয়া যায়। একদিনে ঐরূপ করিলে অবসাদ, নাস্তিকতা এসব আসিবার ভয় থাকে।"

এবার দেখা যাক প্রিয়সখা অর্জুনের মনোনিগ্রহের ক্ষেত্রে 'বায়োরিব সুদুষ্করম্' বলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? পরবর্তী শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫

–হে মহাবাহো, চঞ্চল মনকে যে নিরোধ করা অসম্ভব ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে।

"অভ্যাসদ্বারা জীবভাবের লয় নষ্ট হয় এবং বৈরাগ্যদ্বারা বিক্ষেপ নষ্ট হয়।বৃত্তিশূন্য মনই শুদ্ধ আর তাহার ব্রহ্মাকারে অবস্থানই নির্বিকল্প সমাধি।" –শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা -স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে মন নিগ্রহ বা মনের বিষয়শূন্যতা বা মনস্থির করতে উপদেশ দিয়েছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও তাঁর যোগশাস্ত্রে রাগ দ্বেষাদি পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ করতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করতে বলেছেন।

'অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ' ॥সমাধিপাদ

অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

প্রচন্ড বেগবান নদীস্রোতকে বাঁধ দিয়ে যেমন জলাধার তৈরী করে পরে তা থেকে ছোট ছোট নালা তৈরী করে চাষের জমিতে প্রয়োজনীয় জলসেচ করা যায়, তেমনি বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীকে বেঁধে তার বিষয়মুখী (মায়ের কথায় 'মৃত্যুমুখী') প্রবাহকে অভ্যাসদ্বারা ভগবৎমুখী প্রবাহে পরিণত করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে চিত্তবৃত্তিরূপ যে নদী তার স্বভাবই হল যে সে রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংসাররূপ সাগরের দিকেই দ্রুতবেগে ছুটে চলে। যোগীগণ রূপ রসাদি বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তিপ্রবাহ তাকে বৈরাগ্যের দ্বারা ভেঙ্গে দেন এবং বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্য বিচার নিরন্তর অভ্যাস করে সেই চিত্তবৃত্তিরূপ নদীপ্রবাহকে অন্তর্মুখ করে দেন। সাধারণতঃ লয় প্রাপ্ত হওয়া এবং বিক্ষিপ্ত হওয়া চিত্তের স্বভাব। তন্মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া স্বভাবটি বৈরাগ্যের দ্বারা বিনষ্ট হলে যদি সেই সঙ্গে অভ্যাস না থাকে তবে নিদ্রাই এসে থাকে। সেইজন্য লয় বা নিদ্রার নিবৃত্তির জন্য বিবেকভ্যাস (নিত্যানিত্য বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান হল বিবেক) ও বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস, এই দুইপ্রকার নিরোধই একসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হয় বলে জ্ঞানীরা বলে থাকেন। এই যে অভ্যাস-এটি কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর ও আদর পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হতে হবে তবেই চিত্তের দৃঢ়ভূমি বা স্থিরত্ব লাভ হয়।

'স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য সৎকার সেবিতা দৃঢ়ভূমি।' (সমাধিপাদ ১৪)

বৈরাগ্য বলতে আমরা কি বুঝি? বেদান্ত শাস্ত্র বলেন—

'ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ
নৈস্পৃহত্বং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ তদ্ বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে'(২৩) সর্ব্ব বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ। আচার্য্য শঙ্করাচার্য

অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভোগ্যবস্তুই অনিত্য এই রূপ জ্ঞান হওয়ায় যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছবুদ্ধি তাহাই বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হয়। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেছেন যে এই নিস্পৃহতা বা তুচ্ছত্ব বোধ কিরূপ হওয়া চাই? 'কাকস্যবিষ্ঠাবদসহ্যবুদ্ধি' অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুতে কাকের বিষ্ঠার মত যে অসহনীয়তা বোধ তাকেই তীব্র বৈরাগ্য বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

মা বলেন-"বৈরাগ্য কাকে বলে? জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে যেন বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে; যেন shock লাগছে! তখন অন্তর বাহির জাগ্রত হয়ে উঠবে। কিন্ত বৈরাগ্যে জাগতিক বস্তর উপর বিরক্তি বা উপেক্ষা থাকবে না, গ্রহণ হবে না, শরীর নেয় না। বিরক্তি বা ক্রোধ আসবে না। যখন বৈরাগ্য দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে তখন ক্রমশঃ কি হবে? জগৎ কি, এই প্রশ্ন আসবে। জগতের মিথ্যাত্ব বোধটা প্রত্যক্ষ প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। জগতের প্রত্যেকটা জিনিষ যেন আগুন-ছোঁয়া যায় না। কোন সময় ইহাও জাগে।" (অমর বাণী-৩৩পৃঃ)

বৈরাগ্য বলতে সাধারণতঃ বিতৃষ্ণা বা নিস্পৃহতা ও অনাসক্তি বুঝায়। যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্যকে দু প্রকার বলা হয়েছে—অপর ও পর বৈরাগ্য। ইহলোকের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু এমনকি 'বেদোক্ত নন্দন কাননাদি দিব্য' ভোগ্য বস্তু সমূহে স্পৃহাশূন্যতা বা ভোগেচ্ছা পরিত্যাগকেই 'অপর বৈরাগ্য' বলে আর 'গুণত্রয়ের প্রতি অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহাকে 'পর বৈরাগ্য' বলে এবং মোক্ষবিৎ পন্ডিতগণ তাহাকে মুক্তির হেতুভূত সাক্ষাৎকার বলিয়া থাকেন। এই পর বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে যোগীর অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি সকল প্রকার ক্লেশ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল প্রকার কর্ম্মের সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'পরবৈরাগ্য অবস্থায় যোগীর মনে হয় 'আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সব করিয়াছি, যাহা লাভ করিবার ছিল তাহা লাভ করিয়াছি, কিছুই বাকি নাই।" (জীবনমুক্তি বিবেক- পৃঃ৩০৫)

মা তাই বলেছেন, "যতই বৈরাগ্য প্রজ্বলিত হবে ভোগের রস মরে যাবে, মৃত্যুর মৃত্যুই হয়, কালের জিনিষ কিনা? এখন যে কালের অতীত দিকে যাচ্ছ, তাই তোমার সংসারী সুখ বোধ জ্বালিয়ে দিচ্ছে।' অর্থাৎ যোগী বা সাধক ধীরে ধীরে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা অপর বৈরাগ্য থেকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা পরবৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শাস্ত্র বলেন, 'অপর বৈরাগ্য অষ্টাঙ্গ যোগের প্রবর্ত্তক বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন কিন্তু ইহারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন, তাহার অন্তরঙ্গ সাধন–পরবৈরাগ্য।' অপর বৈরাগ্য তমোগুণরহিত অত্যল্প রজোগুণ বিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম। কিন্তু পর বৈরাগ্যে কোন গুণই থাকে না।

মা এই অবস্থাকেই বলেছেন, "তারপর যখন বৈরাগ্যের উপরও বৈরাগ্য আসবে তখন বৈরাগ্য অবৈরাগ্যের প্রশ্ন নাই–যা-তা।"

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

বাঙালীর জীবনসাধনায় নবযুগের সূচনা ঘটেছিল নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মন্দিরায়। পৌরাণিক কালের তীর্থভূমি কালিতীর্থ কালীঘাটে। নবদ্বীপ, নবযুগের তীর্থভূমি। তারপর দৃশ্যান্তর ঘটেছে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য তপোবনে। বিংশ শতকে যিনি নিরন্তর অমৃতবর্ষণ করেছেন, তিনি মা আনন্দময়ী। কাশীধামের মতই নবদ্বীপধাম ও সিদ্ধমহাত্মাদের অবস্থানে নবতর মহিমায় সুচিহ্নিত। বলা বাহুল্য, এ সবই শ্রীচৈতন্যের প্রেমঘনমূর্তির চরণ-রেণু-আকর্ষণ।

মা এসেছেন নবদ্বীপে।

১৩৪৩ সনের(১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের) ২০শে পৌষ। রয়েছেন হেতমপুরের রাজধর্মশালায়। মাঝে মাঝেই সুরধুনীতে নৌকায় বেড়ান। মায়ের কাছে এসেছেন আদ্যাপীঠের বিমলা-মা, নির্মলা-মা, আনন্দ ভাই, হেম ভাই প্রভৃতি।

নবদ্বীপে মা প্রথম গিয়েছিলেন ললিতা সখীর কাছে ১৭ই পৌষ শুক্রবার। ললিতা সখীর সঙ্গে মিলন-প্রসঙ্গটি এবং বিশেষতঃ ললিতা সখীর পরিচয়টি মনীষী অমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত বড় সরস ভাবে বর্ণনা করেছেন।

ললিতা সখী ও শ্রীশ্রীমা

'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা সকলকে লইয়া ধর্মশালা হইতে বাহির হইলেন। ধর্মশালার অনতিদূরেই 'সমাজ বাড়ী'। মা সমাজ বাড়ীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেই ডান দিকে একটি সুবৃহৎ নাটমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নাটমন্দিরে বসিয়া একজন পন্ডিত পাঠ করিতেছিলেন। অল্পসংখ্যক শ্রোতা তথায় বসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা নাটমন্দিরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে নাটমন্দির ডানদিকে রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি যে একটি পশ্চিমদেশীয় স্থূলকায়া স্ত্রীলোক আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমি মনে করিলাম ইনিই বুঝি এই মন্দিরের সত্বাধিকারিণী। স্ত্রীলোকটি মাকে প্রণাম করিয়া আমাদিগকে একটি দালানের বারান্দায় লইয়া গেলেন এবং সকলকে বসিবার আসন দিলেন। আমি স্ত্রীলোকটির খুব নিকটেই বসিলাম। তখন তাঁহার মুখ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইল। ঐ মুখ দেখিয়া এবং গলার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এতক্ষণ যাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিতেছিলাম তিনি স্ত্রীলোক নহেন, পুরুষই সখীবেশে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিতেছেন। তখন হঠাৎ ললিতা সখীর কথা মনে হইল এবং বুঝিলাম যে আমরা ললিতা সখীর কুঞ্জে আসিয়াছি।

আমরা সকলে উপবেশন করিলে ললিতা সখী শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, 'মা, তোমার উপর আমি অভিমান করিয়াছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ সকালে কে যেন আসিয়া বলিল যে, তুমি নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়াছ। তুমি আমার সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া গেলে শুনিয়া বড় অভিমান হইল। আমি অভিমান করিয়া বসিয়া রহিলাম। তোমার কথা আর কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম না।

মা। তুমি অভিমান করিয়াছ বলিয়াই ত আমি আসিয়াছি। (শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ৪৭)

মায়ের সঙ্গে ললিতা সখীর এই অন্তরঙ্গ কথোপকথনে একটি নিগূঢ় তথ্যের প্রকাশ ঘটলো। মায়ের সঙ্গে ললিতা সখীর এই সাক্ষাৎকার প্রথম নয়। তা হলে মা ইতিপূর্বে নবদ্বীপে এসেছিলেন তা মনে করা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে যোগানন্দ ভারতীর প্রসঙ্গ স্মরণ করা যায়। যাই হোক, ললিতা সখীর সঙ্গে আলাপের সূত্রটি মা স্বয়ংই সুরু করলেন। সমাগত ভক্তদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তা নিবেদন করবার জন্য বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ললিতা মনীষী বিনম্রতার সঙ্গে জানালেন,-'মা, আমি কি বলব? আমি তো মায়ের পড়া পাখী। তুমি যাহা শিখাইয়াছ, তাহাই কেবল পড়িতে পারি।' এরপর আলোচনার ধারা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন অমূল্য কুমার। পরমশ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদি 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে(পৃঃ১৩৬-৭) সংহতরূপে ঘটনাটির রূপ-সংক্ষেপে দিয়েছেন।

প্রাণকুমারবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-'জীবের উপায় কি?' সখীমা উত্তর দিলেন, 'সকলেরই কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। পুত্রের একরকম কর্তব্য। তবে কতগুলি আছে, যাহা সকলেরই কর্তব্য। একটি ছোট ছেলে তোমার কাছে আসিলে যদি জিজ্ঞাসা কর, তুমি কোথায় থাক, কেন আসিয়াছ, সে তাহার উত্তর দিতে পারিবে। কিন্তু আমরা এমন অজ্ঞ, যে এই খবরটুকুও আমাদের কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে পারিব না। তাই মনে হয়, প্রথম কর্তব্য এই যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কেন আসিয়াছ, জানিতে চেষ্টা করা। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই সব।' তাঁর উত্তরে সকলেই খুব আনন্দ পাইলেন। সকলে আনন্দ প্রকাশ করায় সখীমা অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, -'ইহাতে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। যে বাজায়, বাহাদুরী তাঁরই।' মা হাসিয়া বলিলেন, 'তার ভাল না হইলে শব্দ ভাল বাহির হয় না। কাজেই তারটিও ভাল।' সখী মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'তার ছেঁড়া হইলেও যিনি বাজান, তিনি জোড়া দিয়াও ভাল শব্দ বাহির করিয়া নেন।' এই সব নানা কথা নিয়া আনন্দ চলিতে লাগিল। শেষে সখীমা বলিলেন, 'মা, আমি শুনেছিলাম, মা চলে গিয়েছেন। শুনে আমার বড়ই অভিমান হয়েছিল। ভাবছিলাম, আমি একটা অধম মেয়ে, এইখানে পড়ে আছি, তাই মা একবার না দেখেই চলে গেলেন। তারপর খবর পেলাম, মা যাননি।" মা-ও হাসিয়া বলিলেন, "মাকে না দেখে কি মেয়ে চলে যেতে পারে?"

এই সব কথাবার্তার পর স্থানাভাবের জন্য মা ও সখীমাকে নিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়াও নানা কথা হইল। বেবীদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রদ্ধা কিসে হয়?" সখী-মা বলিলেন, "গুরুবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধার উপায়।" বেবীদিদি বলিলেন, "বিশ্বাসই যে হয় না, তার উপায় কি?" সখীমা বলিলেন, "বিশ্বাস আসিবার জন্যই সাধনা করিতে হয়। বিশ্বাস নাই এ কথা বলিতে পার না। দেখ, পিতা মাতা এক অপরিচিত যুবকের হাতে তোমাকে সঁপিয়া দিল। বলিয়া দিল, তুমি আজ হইতে উহারই হইলে, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি পিতামাতা সকলকে ছাড়িয়া সেই যুবকের সহিত চলিয়া গেলে; একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় করিয়া লইলে; ইহা কি কম বিশ্বাসের কথা? পিতার বাক্যে বিশ্বাস করিয়াই ত অপরিচিত যুবককে আপনার করিয়া লইলে? একমাত্র স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তিতেই মুক্তি, আর কিছুরই দরকার হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কিন্তু আমরা একটু দোষ করিয়া ফেলি। দোষ এই যে, আমরা স্বামীর নিকট কিছু চাহিয়া বসিয়া থাকি।" এই বলিয়া একটি পতিব্রতার গল্প করিতে লাগিলেন।

স্বামীর কামনা চরিতার্থতার জন্য রূপোপজীবিনীর সেবা করে অবশেষে লক্ষ্মী-নারায়ণের দিব্য-দর্শন পরিসমাপ্তি। এই প্রসঙ্গে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধাবিঘ্নের কথা স্বভাবতই আসে। ললিতা সখী তার সমাধান করেছেন সহজভাবে। "বাধাবিঘ্ন হবেই; কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম সমস্তই বহির্মুখ। এই ইন্দ্রিয়গণই পদে পদে বাধা দিতে চেষ্টা করে। যে পর্যন্ত না তাহারা অন্তর্মুখ হয় সে পর্যন্ত বাধা দিবেই। কিন্তু আমাদের চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তবে সাহায্যও পাওয়া যায়। ভগবানই আমাদিগকে সহায়তা করেন— অন্তর্যামীরূপে এবং গুরুরূপে।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, পৃঃ৪১) অধ্যাপক অমূল্য কুমারের কথায়, "আজ সমস্ত দিনটাই যেন কি একটা দিব্যভাবের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।"

১৭ই পৌষ শুক্রবার মা যাবেন বৈষ্ণবী মাতাজীর মঠে, যিনি সেবা দাসী নামে শ্রদ্ধেয়া। মাতাজী পূর্বদিন আমাদের মাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছেন তাঁর মঠে। সকালে একটি স্ত্রীলোককে পাঠিয়েছেন মাকে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর সঙ্গে নৌকায় করে বড়ালঘাটে গিয়ে নামলেন। সঙ্গে বহুলোক। মঠে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেবাদাসী মাতাজী মাকে জড়িয়ে ধরে গোবিন্দ মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। এর পর সেবাদাসী মাতাজীর পরিচয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমূল্য কুমারের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।

মা এবং সেবাদাসীর সম্মুখেই খুকুনীদিদি আমাকে বৈষ্ণবীর পরিচয় দিতে লাগিলেন। মা হাসিয়া হাসিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। দিদি সেবাদাসীকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহার বাড়ী ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহকুমার মধ্যে। ইনি ২২ বৎসর যাবৎ কিছুই আহার করেন না। ২২ বৎসর পূর্বে একদিন গোবিন্দজী ইহার নিকট নিজকে প্রকট করিয়া বলেন, আজ হইতে তোমার সমস্ত বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তোমার সকল ভার আমি গ্রহণ করিলাম।" সেই হইতে ইনি কিছুই আহার করেন না বা মলমূত্র ত্যাগ করেন না। এমন কি, গোবিন্দজীর চরণামৃত ইনি মস্তকে ধারণ করেন, কিন্তু মুখে দেন না। ইনি গোবিন্দজীর সহিত আলাপ করেন, এবং তাঁহার আদেশ ব্যতীত কখনও আশ্রম হইতে বাহির হন না।"

খুকুনীদিদির কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, কেন নবদ্বীপবাসীরা ইহাকে চেনেন না। ইনি আশ্রম হইতে কদাচিৎ বাহির হ'ন বলিয়া লোকে ইহার খোঁজ রাখে না।

দিদি বলিতে লাগিলেন, "গতকল্য গোবিন্দজী ইহাকে বলিয়াছেন, 'যে দেহে গোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন সেই দেহ নবদ্বীপে উপস্থিত; তুমি নিজে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস।' এইজন্য গতকল্য সন্ধ্যার সময় ইনি আমাদের ধর্মশালায় গিয়া মাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। এখানে আসিয়াও মা ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মা, গোবিন্দজী তোমাকে কি বলিয়াছেন?'

ইনি বলিয়াছেন, "যে দেহে গোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন তাহা নবদ্বীপে উপস্থিত, আমি যেন নিজে যাইয়া তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ২য় ভাগ, পৃঃ ১২১-২)

নবদ্বীপে সেবাদাসী বৈষ্ণবীমাতার সঙ্গে মায়ের এই মিলন প্রসঙ্গে এই সিদ্ধমাতাজীর মাতৃপূজার এই অভিনব বিবরণে মায়েরই অপরূপলীলার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে মাত্র।

বৈষ্ণবীমাতা তথা সেবীদাসীমাতাজীর মঠ থেকে বেরিয়ে মা চললেন আর এক সিদ্ধ মহাত্মার কাছে। জননী জগদীশ্বরীর করুণা বিতরণের আর এক পর্ব। শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রিয়াদিদি বংশীদাসবাবাজীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে (পৃঃ১৪৭-৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাদাসী মাতাজীর নিকট হইতে বাহিরে আসিয়াই মা বংশীদাস বাবাজীর কাছে চলিলেন। নিকটেই তিনি একটি ঘরে থাকেন। অনেকেই বলিতে লাগিল, এখন গেলে বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইবে না। তিনি দরজা বন্ধ করিয়াই বেশী সময় থাকেন। সকালে গেলে দেখা হয়। কিন্তু আমরা চলিলাম বেলা বারটায়। মা বলিলেন, "চল ত। দেখা না হউক, অন্ততঃ স্থানটা ত দেখিয়া আসা হইবে?" এই বলিয়া মা সেইদিকে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই চলিলাম।

গিয়া শুনি, কিছু সময় হইল তিনি দরজা বন্ধ করিয়াছেন, এখন আর দরজা খুলিবেন না। মা কিছু বলিলেন না, দরজার সামনেই হাঁটিতে লাগিলেন। বোধ হয় এক মিনিটও হয় নাই এমন সময়ে বংশীদাস বাবাজী হঠাৎ দরজা খুলিয়া দিলেন। স্থানীয় লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আজ পর্য্যন্ত আমরা কেহই বাবাজীকে এত অল্প সময়ের মধ্যে দরজা খুলিতে দেখি নাই।" মা গিয়া জানলার কাছে দাঁড়াইলেন; আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলাম। সাধুটি কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। ঘরে রাধাকৃষ্ণের ও বালগোপালের বিগ্রহ আছে। সাধুটি সেই দিকেই চাহিয়া আছেন। তারপর তামাক ধরাইয়া দেবতাদের কাছে ধরিলেন এবং একটু পরেই নিজে তামাক খাইতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা আস্তে আস্তে একটু নাম কর।" ভক্তেরা যেই মা'র আদেশে নাম আরম্ভ করিয়াছেন, অমনি সাধুটি মুখ ফিরাইয়া মা'র দিকে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ আবার মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

মা দাঁড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন না। সকলে বলিতেছেন, "আমরা বাবার কথা শুনিলাম না।" মা বলিতেছেন, "চুপ করিয়া বসিয়া থাক। কথা শুনিতে হইলে চুপ করিয়া কান পাতিয়া থাকিতে হয়।" সত্যিই একটু পরেই সাধুটি আপন মনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"হরি, হরি!" মা অমনি বলিলেন, "এখন চল, বাবা ত আসল কথাই বলিয়া দিলেন, "হরি, হরি!" আর কি বলিবেন?" এই বলিয়াই মা সকলকে নিয়া রওনা হইলেন।

নবদ্বীপ-পর্বে, ললিতাসখী, সেবাদাসী বৈষ্ণবীমাতা এবং বংশীদাসবাবার কথা মাতৃ-কৃপায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যেখানেই সিদ্ধ মহাত্মা, সেখানেই মায়ের করুণাময় প্রকট-মহিমা। ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রান্তে মায়ের এই লীলার প্রকাশ ঘটেছে অনন্তধারায় এক অনন্ত-চেতনার দিব্যানুভবে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি-স্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা

মাধুর্যের উৎসার

—ড. শুকদেব সিংহ

শক্তি ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মের মধ্যে যখন সবকিছু বিধৃত, তখন ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই-ই তাঁর মধ্যে আছে। আমরা এ পর্যন্ত শক্তির ঐশ্বর্যের কথাই বলেছি, কিন্তু মাধুর্য অনালোচিত রয়ে গেছে। এখন মাধুর্যের কথা বল্‌বো।

মার্কন্ডেয় চন্ডীতে মধ্যম চরিত্রে দেবী অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী। পদ্মের ওপরে বসে আছেন তিনি, অঙ্গে প্রবালের আভা, আর আঠারোখানি হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, কুঠার, গদা-শর, বজ্র, অসি, এমনি আরো কত সব অস্ত্র। এই মহালক্ষ্মীদেবীই মহিষাসুরকে বধ করেছেন।

লক্ষ্মীতন্ত্রে রয়েছে—

মহালক্ষ্মীরহং শক্র পুনঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
হিতায় সর্বদেবানাং জাতা মহিষমর্দিনী॥

বাংলা অর্থ—হে ইন্দ্র, আমি মহালক্ষ্মী স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে সব দেবতার মঙ্গলের জন্য আবার মহিষাসুর-মর্দিনী হয়েছি।

দেবীর মহিষাসুর-নিধনের ইতিবৃত্তান্ত মার্কন্ডেয়-চন্ডীতে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু মহিষাসুর কে, তার জন্ম বৃত্তান্ত কেমন, কোথাও বলা হয়নি। সুতরাং সে অসুর এই মাত্র আমরা জানি।

'বরাহ পুরাণে' রয়েছে দৈত্য বিপ্রচিত্তির মেয়ে মাহিষ্মতী সিন্ধুদ্বীপ নামে তপস্যারত এক ঋষিকে মহিষীর বেশে ভয় দেখায়। তাতে রুষ্ট হয়ে ঋষি অভিশাপ দেন–'মহিষীই হও'। মহিষীতে রূপান্তরিত এই মাহিষ্মতীর গর্ভেই জন্ম হয় মহিষাসুরের। 'মার্কন্ডেয় চন্ডী'তে বিপ্রচিত্তি শব্দটির উল্লেখ আছে। অনুমান হয় সেক্ষেত্রেও মহিষাসুরকে নিছক অসুরই কল্পনা করা হয়েছে।

দেবী ভাগবতে মহিষাসুরের বৃত্তান্ত একটু অন্যরকম মনুর দুই ছেলে রম্ভ ও করম্ভ অমরত্ব লাভের জন্যে জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল। ইন্দ্র কুমীর হয়ে এসে করম্ভকে বধ করেন। রম্ভ তাতে খুবই দুঃখ পায়। সে দুশ্চর তপশ্চর্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে অমরত্বের বর আদায় করে। তবে সর্ত থাকে এই যে, রম্ভকে সংযত দেহ ও মন নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। রম্ভ তাতেই রাজী হয়ে যায়। কিন্তু পথে আসে বিঘ্ন। এক মহিষীকে চরতে দেখে রম্ভ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে তাকে বিয়ে করে। যখন রম্ভ ও তার মহিষী স্ত্রী ঘরের পানে অগ্রসর হয়, তখন অন্য অসুরের দ্বারা তারা হয় আক্রান্ত। মহিষীর প্রাণ রক্ষা করতে রম্ভ প্রাণ দেয়। রম্ভের পত্নী মহিষীর গর্ভেই জন্ম হয় মহিষাসুরের। মহিষাসুর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে লাভ করে সর্তাধীন অমরত্ব। তা হলে 'দেবী ভাগবতে'ও মহিষাসুর এক অসুর ভিন্ন কিছু নয়।

কিন্তু 'কালিকা পুরাণে' আমরা পাই অন্য কথা, অন্য বৃত্তান্ত। কালিকা পুরাণের ৬০তম অধ্যায়ে রয়েছে–রম্ভাসুরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তিনকল্পে তার উরসে মহিষাসুর রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম কল্পে দেবী অষ্টাদশভুজা উগ্রচন্ডা রূপে (মহালক্ষ্মী রূপে?), দ্বিতীয় কল্পে ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চন্ডীর অষ্টভুজা মহাসরস্বতী রূপে?) আর তৃতীয় কল্পে দশভুজা দুর্গারূপে মহিষাসুরকে সংহার করেছেন।

মহাদেব দেবীর কাছে এককালে বর চেয়েছেন—

হরির্হরিস্বরূপেণ ন ত্বাং বোঢুং ক্ষমোহধুনা।
মমায়ং মহিষঃ কায়স্তব বোঢ়া ভবিষ্যতি॥
ইতিপূর্বং মহাদেবো দেবীং প্রার্থিতবান্ পুরা।
তেন দেবী মহাদেবং জগ্রাহ মহিষাসুরং॥

অর্থাৎ, ভগবান হরি সিংহরূপে (একা) তোমাকে বহন করতে অক্ষম, এখন আমার এই মহিষ-শরীর বাহক হবে। পূর্বে মহাদেব এইভাবে দেবীর কাছে প্রর্থনা করেছিলেন, সেইজন্য দেবী মহাদেবকে মহিষাসুর রূপে গ্রহণ করেছেন। এই 'কালিকাপুরাণে' তা হলে আমরা বিস্ময়কর বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। বিষয়টি এই মহিষাসুর শিব স্বয়ং। 'কালী বিলাস তন্ত্রে' 'কালিকাপুরাণের' এই পরিকল্পনার সমর্থন মেলে। সেখানে সিংহের ধ্যানে রয়েছে—

সিংহ স্তং হরিরূপোহসি স্বয়ং বিষ্ণু র্ন সংশয়ঃ
পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি অতস্ত্বাং পূজয়াম্যহম্॥

অর্থাৎ, হে সিংহ, তুমি সিংহরূপী বিষ্ণু, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পার্বতীর বাহন তোমাকে তাই আমি পূজা করছি।

আর মহিষাসুরের ধ্যানে?

মহিষস্ত্বং মহাবীরঃ শিবরূপঃ সদা শিবঃ।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ক্ষমস্ব মহিষাসুর॥

হে মহাবীর মহিষ, তুমি সর্বদা মঙ্গলরূপী শিব। তাই আমি তোমাকে পূজা করছি। মহিষাসুর, আমাকে ক্ষমা কর।

বাস্তবিক, মহিষাসুরকে নিছক অসুর ভেবে আমরা কত ভুল, কত অন্যায় করি। তাই আজ তাঁকে শিব জানতে পারায় আমাদের সকলের অন্তরেই ক্ষমাপ্রার্থনা সোচ্চার হয়ে উঠ্ছে।

শেষপর্যন্ত অর্থ দাঁড়ালো—মহিষাসুরমর্দিনী দেবী আপাত দৃষ্টিতে মহিষাসুরকে বধ করলেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি মহিষাসুররূপী শিবের কাঁধে পা রেখে শিব ও শক্তির মিলনকে করলেন সুস্পষ্ট। সুতরাং এক্ষেত্রে শক্তির ক্ষেত্রেও মাধুর্যের উৎসার। তিনটি দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মহিষমর্দিনী দেবীর ক্ষেত্রে বিষ্ণু সিংহরূপে তাঁকে বহন করছেন। ব্রহ্মা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, সিংহের উপরে নিজেকে মেলে দিয়েছেন, তার উপরে দেবী আসীনা। সুতরাং এঁরা দু-জনেই আদ্যাশক্তি দেবীর স্পর্শ পাচ্ছেন। তাই কখনো শিব দুঃখিত চিত্তে বলেছেন, হে দেবী, তুমি আমার স্ত্রী বলে প্রকাশ্যে তোমার স্পর্শ পাচ্ছিনা। তুমি আমাকে অসুর হতে দাও। অসুর-বধ-চ্ছলে তুমি আমার কাঁধে পা রেখে অসুরকে হনন করবে। তা হলেই আমার সংযোগ থাকবে তোমার সঙ্গে। এই শক্তি ও শিবের গূঢ় মিলন রহস্য—যাতে মাধুর্যই প্রকাশিত হয়েছে মহিষমর্দিনীরূপে।

'মার্কন্ডেয় চন্ডীর' অন্য বহু স্থলেই দেবীর মাধুর্যময়ী রূপ ধরা পড়েছে। ত্রি-জগতের মহা-অনিষ্টকারী অসুরদের ক্ষেত্রে দেবী যখন ভয়ংকরী ও ভীষণা তখনও তাঁর উদ্দেশ্য পুণ্যব্রত শরণাগত সকলের হিতসাধন। তাই দেবীর ভীষণ মূর্ত্তির আড়ালে রয়েছে শুভংকরী সত্তা। তা ছাড়াও, দেবীর রূপবর্ণনা 'মার্কন্ডেয় চন্ডীর'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে-ওখানে যা রয়েছে তা পরম মাধুর্যের আস্বাদ দেয়।

শ্রীশ্রীচন্ডিকার ধ্যানে রয়েছে, মহাদেবী 'বন্ধুক কুসুমাভাসা' অর্থাৎ বাঁধুলী ফুলের বর্ণযুক্তা, 'স্ফুরচ্চন্দ্রকলা রত্ন-মুকুটা', অর্থ-উদীয়মান চন্দ্রের কলা যাঁর মুকুটে রত্নরূপে বিরাজিত, 'পীনোন্নতঘটস্তনা'-উন্নত ঘটসম স্তনযুক্তা। এ সবে দেবীর মাধুর্যই বিকিরিত। কালীরূপে দেবী 'রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদাম্বুজা' অর্থাৎ রত্নখচিত নূপুর তাঁর পাদপদ্মে শোভিত, 'কাঞ্চী-রত্নদুকুল-হারললিতা-মেখলা, রত্নখচিত বস্ত্র ও হারশোভিতা; 'উৎবক্ত্রশীনস্তনী' অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখ স্তনযুক্তা; আরও 'আবদ্ধ-অমৃতরশ্মি-রত্ন-মুকুটা' অর্থাৎ অমৃতনিষ্যন্দী রশ্মিমন্ডিত রত্ন-সমাকীর্ণ মুকুটধারিণী। তা হলে কালীরূপেও তো মধুমর্ম স্নিগ্ধ চিন্তার প্রসার।

বগলা রূপেও দেবী সুধা-সমুদ্রের মধ্যে মণিমন্ডপস্থ রত্নবেদীর উপরে সিংহাসনে সমাসীনা, উত্তমপীতবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিহিতা, স্বর্নালংকার ও মাল্যে বিভূষিতা-এ তো পদে পদে মাধুর্য।

'অর্গলাস্তোত্রে' দেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে-

দেবী ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েহম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

বাংলায় অর্থ দাঁড়াচ্ছে-হে দেবী, ভক্তজনের হৃদয়ে অপার আনন্দের উদয়কারিণি অম্বিকে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও আর আমার শত্রুকে বিনাশ কর। হে দেবী, আমার মনোবৃত্তির অনুকূল আবরণকারিণী সুন্দরী পত্নী বা ভরণীয়া ভক্তি দাও। হে দেবী, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও ইত্যাদি।

মার্কন্ডেয় চন্ডীর ১ম অধ্যায়ে যোগনিদ্রা রূপা মহামায়াকে জাগ্রত করার জন্য স্তবে বলা হয়েছে-তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি স্বত-উৎসারিত অধর্মবিমুখতা, তুমি অধ্যবসায়রূপা বুদ্ধি আর লোকনিন্দাভয়, বৃদ্ধি ও সন্তোষ। তুমি শান্তি (ইন্দ্রিয় সংযম) ও ক্ষমা (পরমহিষ্ণুতা)।

এখানেও দেবীর স্বরূপ বর্ণনার সুর ললিতে।

সুতরাং দেবী চন্ডীকে সভয় ভক্তি দিলে আমরা তাঁর সদ্য রূপটিকেই সর্বস্ব বলে ভুল করবো, বরং তাঁকে পরমমাধুর্যময়ী মনে করলে সাম্প্রতিক দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত আবিল জীবনেও পাবো এক অবিচল ভরসা। আমাদের শিয়রে পরম মমতাময়ী মা জেগে আছেন জান্‌লে কোন্‌ সন্তানই না নিশ্চিন্ত হতে পারে?

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধির বিধান

—শ্রী শিবানন্দ

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম বৃন্দাবন। সে দিন মা বসে আছেন আশ্রমের সৎসঙ্গের আসরে। সৎসঙ্গ চলছে। কথা প্রসঙ্গে মা বললেন–"যা হবার তাই ত হয়। বিধির বিধান – বড়ই বলবান'।

বলে-ই বললেন, 'বুঝেছ? তবে শোন একটি গল্প'।

মায়ের মুখের গল্প–সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। মা আরম্ভ করলেন—

শিব থাকেন কৈলাসে, থাকেন পার্বতীও। শিব, মহাদেব–দেবতাদেরও দেবতা। তাই স্বর্গের যত দেবদেবী-গণ সর্বদাই আসেন কৈলাসে মহাদেবের আদেশ-নির্দেশ শুনতে। সেখানে আসেন অনেক বিশিষ্ট মুনি-ঋষিগণ-ও। সৎসঙ্গ চলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই। পার্বতী দেখেন সমবেত দেব-ঋষিগণ সৎসঙ্গে এসে বড়-ই কষ্ট অনুভব করেন-কখনো বর্ষার বৃষ্টি ধারায়, কখনো গ্রীষ্মের সূর্য্যতাপে, আবার কখনো বা শীতের তুষার পাতে। পার্বতী প্রতিদিন-ই তা লক্ষ্য করেন আর অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেন আর ভাবেন আহা! এদের কত কষ্ট হয়! এদের জন্য একটী সৎসঙ্গ ভবন নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। রোজই ভাবেন, শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি শিবঠাকুরের কাছে মনোকষ্টের কথা নিবেদন করে বললেন–তোমার এই সৎসঙ্গের জন্য একটা ভবন বিশেষ প্রয়োজন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সমাগত দেব-ঋষিদের কত কষ্ট সহ্য করতে হয় তোমার এখানে এসে।

কিন্তু শিব তো আপন ভোলা–ভোলানাথ। পার্বতীর কথা শুনে তিনি ভাবলেন, উন্মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত-পরিবেশে-ই তো সৎসঙ্গের শোভা। সুতরাং পার্বতীর কথা তাঁর মনঃপূত হোলো না। তাই সরাসরি দেবীর ইচ্ছায় বাধা না দিয়ে তিনি বললেন,–'দেবী, সৎসঙ্গ ভবন তৈরী করলেই-ত হল না তার রক্ষণাবেক্ষণ, তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভার-ও তো নিতে হবে। তা কে নেবে? তাই এ সব দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি?

পার্বতী কিন্তু সে কথা শুনলেন না। তাঁর তো মাতৃ-হৃদয়! সুতরাং তিনি তাঁর পরিকল্পনা মত একটি সুশোভন সৎসঙ্গ ভবন নির্মাণ করালেন। তারপর একদিন আয়োজন করলেন তার শুভ উদ্‌ঘাটনের। উদ্‌ঘাটনের সময় দেবলোকের পুরোহিত পুঁথি-পত্তর দেখে বললেন,–'আহা! দেবী, এ ভবনের নির্মান কার্য্য অতীব অশুভ সময়ে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং এ ভবন শীঘ্রই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

এ কথা শুনে পার্বতী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ভাবলেন–'এখন কি করা।'

অনন্যোপায় হয়ে তিনি শিবঠাকুরেরই শরণাপন্ন হলেন। এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অগ্নিদেবকে অনুরোধ করে বলেন যেন তার এই সুদৃশ্য ভবনটিকে ভস্মীভূত না করেন।

পার্বতীর কথা শুনে শিব ভাবলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিধানেই অগ্নিদেবকে এ গৃহ ভস্মীভুত করতে হবে। এটা বিধিরই বিধান। সুতরাং তিনি কি ভাবে অগ্নিদেবকে শাস্ত্রবিধান বহির্ভূত কার্য্য করতে বলবেন। আর অগ্নিদেবই তাঁর এই অন্যায় অনুরোধ মানতে স্বীকৃত হবেন কেন?

শিব পার্বতীর নিকট সে কথা প্রকাশ করতেই পার্বতী বললেন–কি! অগ্নিদেবের এত-ই দম্ভ যে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার অনুরোধ-ও প্রত্যাখ্যান করবেন! তিনি অগ্নিদেবের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন– 'দেখ, অগ্নিদেব যদি তোমার অনুরোধ রাখতে সম্মত না হন, তবে আমি স্বহস্তেই এ গৃহে অগ্নি সংযোগ করব। তবুও তার ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করব না। তাই তোমার নিকট আমার অনুরোধ যে যদি অগ্নিদেব বিধির-বিধানের দোহাই দিয়ে তোমার অনুরোধে স্বীকৃত না হন, তবে তুমি তোমার হাতের ডমরু বাজিয়ে আমাকে সংকেত করবে, তখন আমি সেই ডমরু-সংকেত শ্রবণ মাত্র-ই এ ভবনে অগ্নি সংযোগ করে দেব, সেও ভাল হবে। তবু আমি অগ্নিদেবের এরূপ ঔদ্ধত্য সহ্য করব না।

শিবঠাকুর যথাসময়ে অগ্নিদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে পার্বতীর অনুরোধ তাঁকে জানালেন। এবং অগ্নিদেবও দেবাদিদেব শিবের সে অনুরোধে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃতি জানিয়ে বললেন,–'প্রভু, আপনার আদেশ-অনুরোধ কি আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আপনিই তো বিধাতা!' আর বাবা ভোলানাথ অগ্নিদেবের কথা শুনে অতিমাত্রায় প্রসন্ন হলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,–'অগ্নিদেব, তুমি আজ আমাকে বড়ই প্রসন্ন করলে। পার্বতীও তোমার এই কথা শুনে কত যে প্রসন্ন হবেন বুঝতেই পারছ। তাই আমি তোমাকে একটি বর দিতে চাই। তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত যে কোন বর চাও।

অগ্নিদেব-ও শিবের কথায় আনন্দে অধীর হলেন এবং বললেন, 'প্রভূ, আমার প্রতি আপনার যখন এতই করুণা, আমার বহুদিনের একটা আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ করেন .....।

শিব বললেন,–'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার যে কোন ইচ্ছা আজ আমি পূর্ণ করতে প্রস্তুত।

তখন অগ্নিদেব করজোড়ে বললেন–'প্রভু, আপনার নটরাজ নৃত্যের কত প্রশংসা আমি সর্বত্রই শুনি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন দিনওতা দর্শন করতে পারি নি। তাই যদি একবার আমাকে তা দর্শন করান।

অগ্নিদেবের কথায় বাবা ভোলানাথ সঙ্গে সঙ্গে-ই প্রস্তুত এবং অনতিবিলম্বে-ই তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর নটরাজ-নৃত্য! আর সেই নৃত্যের তালে তালে তাঁর হস্তস্থিত ডমরু বাজাতে লাগলেন।

ওদিকে কৈলাসে পার্বতীদেবী তাঁর পূর্ব নির্দেশ অনুসারে সেই ডমরু ধ্বনি শ্রবণ মাত্রই তাঁর সাধের সৌধে অগ্নি সংযোগ করলেন। দেখতে দেখতে সেই সৎসঙ্গ ভবন ভস্মস্তূপে পরিণত হল।

এদিকে তাঁর নৃত্য শেষ করেই শিবঠাকুর পার্বতীকে সেই শুভ স্বীকৃতি-সংবাদ দেবার জন্য দ্রুত গতিতে কৈলাসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, পার্বতীর সেই সাধের সৌধের স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ভস্ম রাশি।

গল্প শেষ হল। গল্প শেষ করে মা বললেন,–দেখলে তো, যা হবার তাই হয়। বিধির বিধান বড় বলবান।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে মনে পড়ে

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

॥শুনাও যদি শুনবো বাণী॥

১৯৭৪। পুণা আশ্রমে ছিলাম চার-পাঁচ দিন। বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া সুযোগ পেলেই চলে যেতাম মায়ের ঘরে। সে সকালেই হউক, দুপুরেই হউক, অথবা বিকাল, সন্ধ্যা বা রাত্রিতে। মা তাঁর বিছানায় শোওয়া অথবা বসা বা অর্দ্ধ-শায়িত, আমি বসা মায়ের ঠিক সামনে। মেঝের কার্পেটে। আমার ভাবটা- 'শুনাও যদি শুনবো বাণী', 'অনেক কথাই যাও যে বলে কোন কথাই না বলে।' অথবা 'দেখব শুধু মুখখানি।' কখনো কথা হয়, কখনো বা নীরব। কখনো বা চেয়ে থাকি দুহো দুহা মুখপানে। মায়ের সেবিকারা অথবা অন্যরা পছন্দ না করলেও বলতে পারেন না কিছু। কারণ আমার মনোভাবটা ছেড়ে দিলেও মার মনোভাবটা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন। কখনো কখনো গুরুপ্রিয়াদিও এসে কাছে বসেন। আলোচনায় যোগ দেন। কোনো ধর্মীয় আলোচনা নয়, নয় কোনো তত্ত্ব কথাও। আলোচ্য বিষয় নিতান্তই ঘরোয়া কথা। প্রাত্যহিক জীবের ভালো মন্দ কথা। আজ ভাবলে অবাক্ লাগে এবং নিজের দুর্ভাগ্য বলেও মনে হয়। কেন এমন হলো? না বললেন মা, না জিজ্ঞাসা করলাম আমি। শুধু বেনারসে একদিন প্রাক্-সন্ধ্যায় চলে আসছি বলে যাওয়ার ব্যাবস্থা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন-'সন্ধ্যাদি হয়ে গেছে তো?' আর এটাই প্রথম এবং এটাই শেষ। এখন এই আক্ষেপটাই সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝেই মনে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু কেন? হয়তো আমার অযোগ্যতা, হয়তো বা আমারই দীনতা। তাই মাঝে মাঝেই প্রার্থনা করি-'ক্ষমো হে মম দীনতা।'

॥ক্ষেত্রপাত্র বিধিয়তে॥

১৯৭৬। রবিবার। কনখল আশ্রম। অশোকাষ্টমিতে শ্রীশ্রীনরেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রমের ভাবধারায় সমবেত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা সম্পন্ন হলো নবনির্মিত শংকরাচার্য মন্দিরে। রামনবমীর অপরাহ্ন বেলায় মাতৃ-প্রতিমা বিসর্জিত হলো গঙ্গায়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো শান্তি-আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ও শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী উভয়েই অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত। ভক্তদের প্রসাদ দেবার পালা। শ্রীশ্রীমার ইচ্ছা প্রসাদ দিন শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ নিজ হাতে। কিন্তু শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ শারীরিক কারণে বিশ্রাম কক্ষে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও সুস্থ নন। কয়েকজনকে দিয়ে পাশে দন্ডায়মান আমাকে বললেন-'আমার হয়ে তুমি দাও'। মোর নামে মোর হয়ে। ভক্তজন সারিবদ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করছেন। তাঁদের হাতে প্রসাদ তুলে দিচ্ছি। একটা করে বড় সন্দেশ। এরই মধ্যে অন্য পাশে শ্রীশ্রীমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন এমন একজনকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীমা বললেন-এ উমুক। আগে একে দাও। দুটো দাও। আমি তাই করলাম। পরে সারিবদ্ধ অগ্রায়মান ভক্তদের হাতে দিতে আরম্ভ করলাম। তারই মধ্যে শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে আসা অন্য লোকদেরও দিচ্ছি। দুটো করেই দিচ্ছি। শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করলেন-'কি করে বুঝছ এবং কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ঠিক ঠিক দিচ্ছ?' আমার বিনীত উত্তর-অধিকারটুকু দিয়েছেন বলেই হচ্ছে।

অনেক দিন কেটে গেছে। আজ চলার পথে আমাকেও এ পথেরই অনুসরণ করতে হয়। জানি এ নিয়ে অনেকেই ভাবেন। ভাববার অবকাশও আছে। তবু সেদিনের সে স্মৃতিটুকুই আমাকে বারবার এ পথের করতে অনুপ্রেরণা জাগায়। কারণ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো কিছুর মাপকাঠি এক নয়। দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে বিবিধ। বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতেই হয়। নতুবা সেটাই হয় বিধিহীন। কারণ একজনের জন্য যা করা হচ্ছে, অন্যের জন্যও সর্বত্র, সর্বতক্ষেত্রে সেটাই করতে হবে এটা কখনোই সমীচীন নয়। শাস্ত্র বিহিতও নয়। শাস্ত্রের উক্তি ক্ষেত্রপাত্র বিধিয়তে। মহাজনরাও বলেন-মানীকে মান দিলে নিজের মানই বাড়ে।

॥বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন॥

১৯৭৭। শীতের এক সকালে কলকাতা থেকে বেনারস আশ্রমে এসেছি। সন্ধ্যায় ফিরে যাবো। আসা শ্রীশ্রীমায়ের অভিপ্রায় অনুরূপে। শীঘ্রই তিনি দেওঘর যাবেন। সঙ্গে যাবেন স্বামী অখন্ডানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্যরা। তাঁদের যথাযথ ব্যবস্থাদির জন্য। আসার পর সকালে গোপাল মন্দিরে বসে শ্রীশ্রীমার সাথে প্রয়োজনীয় কথা হলো। বিকালে আসার আগে কন্যাপীঠের নিচের ঘরে শ্রীশ্রীমার সাথে মিলিত হয়েছি। ঘরে বিশেষ কেউই নেই। একথা সেকথা হচ্ছে। বাইরে বেশ কিছু লোক চলাফেরা করছে। শ্রীশ্রীমার দর্শনার্থী। সামনের খোলা দরজা দিয়ে শ্রীশ্রীমা তাঁদের দেখতে পাচ্ছেন। একজন সেবক এসে শ্রীশ্রীমাকে তাঁদের অভিপ্রায়ের কথাও জানালেন। শ্রীশ্রীমা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-'এ শরীরটা এদের জানে না। চিনেও না। তবু এরা কোথা থেকে যে আসে।' শ্রীশ্রীমার কথা শেষ হতে না হতেই বললাম-'বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?' শ্রীশ্রীমা কিছু বললেন না। তাঁর জানা কথাই। তবু-তাঁর চোখ মুখের আভাসে ঈঙ্গিতে মনে হলো কথাটা তিনি যেন নূতন করে অনুধাবন করছেন।

শ্রীশ্রীমার সমস্ত জীবনটাই তো তাই। কোথায় জন্মেছিলেন। কোন অজানা অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমে তিনি যখন নির্মলা হতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমাতে রূপান্তরিত হলেন, সে সৌরভ কি লুকিয়ে থাকলো? দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সেই সৌরভেই তো আমরা ছুটে এসেছি, আপনারাও ছুটে এসেছেন। আগামী দিনেও আরো অনেকে আসবেন।

॥স্মরণময়ী মা॥

১৯৭৭। মার্চ মাস। দেওঘর। শ্রীশ্রীমা এসেছেন। তিনি একদিন শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রম সংলগ্ন নর্মদা আশ্রমেও গেলেন। স্বর্গীয় প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়কে দেখতে। তিনি কিছুটা প্রতিবন্দী। চলাফেরা করতে পারেন না। দোতালার একটা ছোট্ট ঘরে থাকেন। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। শ্রীশ্রীমা কষ্ট করেই অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে সে ঘরে গেলেন। গৌরগোপালবাবুকে দেখলেন। প্রসাদাদি দিলেন। তারপর নিচে নেমে যথাস্থানে যেতে যেতে গাড়িতে বসে বললেন-'একসময় শরীরটা এদের সাথে ছিল। যেতে পারে না, তাই দেখতে আসা।'

দৃষ্টান্তটি শ্রীশ্রীমার ফেলে আসা স্মৃতিকে, পুরানোকে ধরে রাখার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্য মনে।' উপরে উঠলে নিচের কথা ভুলে যাওয়াটাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিক। পুরানোকে, ফেলে আসা দিনের সুহৃদকে, বন্ধুকে, মনে না রাখাটাই স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীমা যদি সেদিন গৌরগোপালবাবুর কাছে না যেতেন কিইবা ক্ষতি ছিল? কিছুই না। কিন্তু মা তো মা'ই। তিনি আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এতো শুধু একটা ঘটনা। আমি তাঁর জীবনের এমন অনেক অনেক ঘটনাকেই জানি এবং দেখেছিও, যেগুলো আমার মনে বারবার অনুপ্রেরণা জাগায় ফেলে আসা দিনের সুহৃদকে, বন্ধুকে, শুভাকাঙ্খীকে ভুলে না যাবার। পথে যেতে যেতে কেউ পিছিয়ে পড়তেই পারে। আমরাও পারি। কিন্তু পথের সাথীকে, পথের বন্ধুকে যেন ভুলে না যাই এই হলো প্রার্থনা শ্রীশ্রীমার কাছে।

॥সত্যানুসরণ॥

১৯৭৭। মার্চ মাস। দেওঘর। শ্রীশ্রীমা একদিন অপরাহ্ন বেলায় একটু ঘুরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গাড়ি চলেছে নির্জন পথ ধরে। কিছুটা এগিয়ে দেখা গেল পথপার্শ্বে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির চালক। গাড়ি ও গাড়ির চালক উভয়ই আমার পরিচিত। ঐ গাড়ি করে স্বামী অখন্ডানন্দজী বের হয়েছেন। কিন্তু স্বামী অখন্ডানন্দজী ও তাঁর সেবকদের দেখতে পেলাম না। হয়তো একটু দূরেই কোথাও হবেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন। পাছে স্বামী অখন্ডানন্দজীর নির্জনতার ব্যাঘাত হয়। আমি স্বামী অখন্ডানন্দজীর গাড়ির চালককে ডেকে বললাম—আমরা যে এদিকে এসেছিলাম এবং ফিরে যাচ্ছি সেকথা যেন সে স্বামী অখন্ডানন্দজীকে না বলে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই শ্রীশ্রীমা বললেন—'জিজ্ঞাসা করলে বলো, নতুবা নয়।'

অনেক কালের কথা। কিন্তু কথাটা আজো আমার কানে বাজে। আর মনে? সে তো গেঁথেই আছে। তার আবেশে মন ভরেও আছে। আমরা অকারণ কতো মিথ্যার আশ্রয় নেই। সত্যকে অকারণ ঢাকি মিথ্যার আবরণে। অথচ কতো সহজেই না সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। এটা তারই একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত।

॥সংকোচের বিহ্বলতা॥

প্রিয়জন অসুস্থ হলে সে সংবাদে যেমন বারবার তাঁর কাছে যেতে হয়, তাঁর খোঁজ নিতে হয়, শ্রীশ্রীমার জীবনের শেষ প্রান্তে আমারও তাই হয়ে দাঁড়ালো। সেই খোঁজ নেবার মধ্যে মিশে ছিল অন্তরের টান, আর সেই সাথে সাথে ছিল কর্তব্যের ছোঁওয়া। এমনি এক পরিস্থিতিতে কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে হরিদ্বার এসেছি। উঠেছি জয়পুরিয়া গেস্ট-হাউসে। একটু পরেই শ্রীশ্রীমার খোঁজ নিতে গেলাম কনখল আশ্রমে। শ্রীশ্রীমা তখন থাকেন রাস্তার পাশে বর্তমান অন্ন-সত্রের ঠিক উপরের ঘরে। তাঁর খোঁজ-খবর নিলাম। শ্রীশ্রীমাতৃ দর্শনে, শ্রীশ্রীমাতৃ-স্নেহে হৃদয় হলো পূর্ণ। কিন্তু যখন শুনলেন এবারো আশ্রমে উঠিনি, আশ্রমে থাকছিনা, শ্রীশ্রীমার মুখখানি ও শ্রীশ্রীমার কথাগুলো অভিমানে ভরে গেলো। বললেন—'এই শরীরটাকে এখনো আপন করে নিতে পারলে না।' সঙ্গী অমলদাকে বললেন—'এখনই যাও। জিনিস পত্র নিয়ে এসো। এখানেই থাকবে।' কথাগুলো শুনে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুই বলতে পারিনি। সেবার আশ্রমেই থাকলাম। শ্রীশ্রীমার আদর যত্নের সীমা ছিল না। সীমা ছিলনা আতিথেয়তার আর আন্তরিকতার। তবু কি সংকোচ কাটলো? 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।'

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইজীর নবম বাণী

—জয় মুখার্জী

"তাঁহার নিকট আসিতে হইলে, তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য চিত্ত দর্পণের মত স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। যে যত ক্ষুধিত, পিপাসিত, শ্রদ্ধাশীল ও শরণাগত হইতে পারে, সে ততই তাঁহার অমৃত-স্পর্শে তৃপ্তি লাভ করিবে।"

ভাইজীর এক একটি বাণী তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতির এক একটি স্বচ্ছ উজজ্বল মুক্তা বিন্দু। তা আপন মহিমায় স্বচ্ছতার দিব্য জ্যোতি নিয়ে স্ফুরিত হয়ে আছে। আত্ম অনুভূতি যাঁর ইহ জীবনের চরম লক্ষ্য, আর তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে যে সাধক প্রস্তুত, সেখানে 'সত্য স্বরূপ' তাঁর সমস্ত আবরণ অপাবৃত করে প্রকাশিত হন ই। নচিকেতার মত যে সাধক মৃত্যুকে ভয় করে না, মৃত্যুর অধীশ্বরের সামনে অবিচলিত স্বরে যে সাধক আত্মার স্বরূপ জানবার জন্য নির্ভীক ভাবে আকুতি জানাতে পারেন, যে সাধক এই জগতের ও পরলোকের সমস্ত ভোগকে তুচ্ছ করে বলতে পারেন "তবৈব বাহাস্ তব নৃত্যগীতে" (কঠ/১/২৬) থাক আপনার বিপুল ঐশ্বর্যের দান, থাক আপনার লোকালোকের দিব্য ভোগ, সবই ত কালের দ্বারা স্পৃষ্ট, আজ যা পাব কালে তা হারিয়ে যাবেই, তাই আমি অনন্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকেই জানতে চাই, উপলব্ধি করতে চাই, এমন সাধকের কাছেই আত্মউপলব্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়।

ভাইজীর ঐ সময়ের রূপটি আমরা দেখেছি যে তিনি ইহ ও অমূর্ত সমস্ত ভোগৈষণা ত্যাগের জন্য পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। সত্য উপলব্ধির জন্য যে কোন মূল্য দিতে তৈরী। কারণ ব্রহ্মময়ী মা স্বয়ং তাঁর বোধিতে চিরকালের চরম শ্রেয়ের রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাইজী চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তখন পূর্ণ সচেতন।

জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টি ও ভগবানের সৎ-চিৎ-আনন্দময় স্বরূপের উপর পূর্ণ প্রতীতি এলে বৈরাগ্যও স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। গাছের ফলটি পাকলে তার সহজ গতি বৈরাগ্য ও মুক্তি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। ভাইজীর হৃদয় তখন নিরন্তর মাতৃধ্যানে, আত্মধ্যানে মগ্ন। আবার তাঁর অহো সৌভাগ্য যে তাঁর ইষ্টই চৈতন্যময়ী, পরমানন্দময়ী মূর্তিতে প্রকটিতা হয়ে তাঁকে হাত ধরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সুতরাং নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদনের জন্য ভাইজী তখন সদা উন্মুখ। ভাইজীর সাধক হৃদয়ের আন্তরিকতা সাধকের সাধ্যমত পূর্ণ, তাই বাকি যতটুকুই প্রয়োজন তা ভগবানই পূর্ণ করতে উৎসুক হলেন। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলে। কি অপূর্ব সুন্দর অবস্থা তখন ভাইজীর। কিন্তু এ অবস্থা ত তাঁর এক দিনে হয় নি। এক জন্মেও হয়নি। তাইত মা বলেছিলেন—"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুত্রে এ শরীরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ।' রমনা আশ্রমে মা যে কুঁড়ে ঘরটিতে থাকতেন ভাইজী আপন বুদ্ধিতে ঐ স্থানটির নির্দেশ করেছিলেন। মা বলেছিলেন ঐ ছিল ভাইজীর জন্মান্তরের সাধন ক্ষেত্র ও সমাধিস্থান। ঐখানে আগে যে সব সন্ন্যাসীরা ছিলেন ভাইজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

কর্মক্লান্ত জীব যেমন ক্লান্তি অপনোদনের জন্য দিনের শেষে রাত্রে শান্তিময় নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় চায়, তেমনি জন্মজন্মান্তর শান্তি ও আনন্দের খোঁজে অনন্ত আবিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে জীব সমাধির বিশ্রাম খোঁজে। শ্রীমায়ের কথায় "সব কিছুর সমাধান"—এর স্থিতি পেতে চায়। "আপন ঘরে"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে—বিশ্রাম পেতে চায়। মা সকলকে বলেন–'এখন যেখানে আছ এটা ত শ্বাসের ঘর। যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ এখানে থাকতে দেবে। তারপর? তাই 'আপন ঘরে ফেরার খোঁজ কর।' ভাইজীর অন্তর আপন ঘরের সন্ধান পেয়েছে। যিনি চিরকালের একান্ত আপন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, সেই পরম সুহৃদ পিতা মাতা আজ হাত ধরে তাঁকে আপন ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য উন্মুখ। ভাইজীর অন্তর আজ কৃতজ্ঞতায় বিগলিত। তাঁর বারবার সাধ জাগে জীবনের শেষ কটা দিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পরমানন্দময়ীর সঙ্গ লাভের, তাঁর সেবা করার ও তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে–ধন্য হওয়ার। নিজেকে হারাতে পারলেই ত তিনি হৃদয়ে পূর্ণ ভাবে ফুটে ওঠেন। এ ভাবের অবস্থায়ও সাধকের হৃদয়ে সঙ্কোচ জাগে। মনে প্রশ্ন ওঠে যে সংসারের ধারার মধ্যে দিয়ে ত আসা হয়েছে। মনে সাধারণ অসাধারণ কত ভাবই ত বয়ে গেছে। তার স্মৃতি কখনও কখনও চিত্তে সামান্যতম ভাবে হলেও ভেসে ওঠে। তাই আমাদের ভাবায় যে আমাদের কি যোগ্যতা আছে-পরম পবিত্র দিব্য ঐ ভগবতী তনুর কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করার, তাঁর চরণ ছোঁয়ার? ভাইজী নিজের ও আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে যেমন সচেতন আবার তিনি করুণাময়ী মায়ের হৃদয়ের কথাও জানেন। মায়ের কাছে যে তিনি শুনেছেন যে—"শিশু হাগে মোতে আবার ঐ অবস্থায় মা মা বলে হাত বাড়ায়। সে অবুঝ বলে মা সর্বদা হাসি মুখে তাকে কোলে নিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেন।" মা আরও বলেন – "এরূপ আত্মহারা একান্ত সাধনার অন্য কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই" (সদ্‌বাণী)। ভাইজী জানেন সংসারে কর্তা সেজে কত বুদ্ধির গেরোতে আমরা জড়িয়ে গেছি, ঐ ভাবে সহজ শিশু হয়ে নির্বিচারে মার কাছে যাওয়ার জন্য কিছুতেই হাত বাড়াতে পারিনা, সঙ্কোচ ক্রিয়া করে। তার মধ্যেই ভাইজী দেখলেন যে আমাদের হৃদয়ে আন্তরিক আকুলতা জাগলে, আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন মা নিঃসঙ্কোচে কোলে স্থান দিচ্ছেন, আবার পাটোয়ারী বুদ্ধির ঢেউ তুললে মা ও আমাদের মাঝে কোথা থেকে একটা অদৃশ্য আড়াল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। মা বলেন - 'আমি ত ইচ্ছা করে কিছু করিনা, তোদের ভাবেই তোরা যেমনটা করিয়ে নেবার করিয়ে নিস।' তাই ভাইজী বললেন মায়ের কাছে আসতে হলে তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করার ইচ্ছা হলে অন্তত সেই সময়ের জন্য চিত্ত দর্পণের মত স্বচ্ছ ও শিশুর মত নির্বিচার হওয়া আবশ্যাক। ভাইজী এই বাণীতে আরও একটি সুন্দর কথা বললেন। বললেন যে তাঁর অমৃত স্পর্শে জীবন ধন্য করতে হলে প্রকৃত ভাবে অমৃতের জন্যে ক্ষুধিত, পিপাসিত ও গুরু ইষ্টের চরণে শরণাগত হতে হবে। আধারকে অমৃত গ্রহণের যোগ্য করে তুলতে হবে।

বেদে একটি মন্ত্র আছে, "অতপ্ত তনূর্ন তদামো অশ্নুতে।" যে পাত্রটি আগুনে জ্বালিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়নি এমন কাঁচা পাত্রে সোম রাখা যায়না। কাঁচা আধারে সোম ঢাললে পাত্রটি ত নষ্ট হয়ে যায়ই, সোমের দানও বৃথা যায়। ভগবান জানেন কোন পাত্রটি তাপে তপস্যায় শুদ্ধ পবিত্র হয়েছে। তিনি তাতেই অমৃত প্রদান করেন।

আমাদের ভাইজীর বাইরের দিক থেকে বৈদ্য বংশে জন্ম। কিন্তু প্রথম মাতৃদর্শনের পরই মা বললেন 'দেখলাম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রে এ শরীরের সঙ্গে যোগ আছে।' পরে শ্রীগীতায় দ্বাপরে বলা বাণীকে মা নতুন করে কলির মানুষের কাছে মূর্ত ভাবে তুলে ধরলেন ভাইজীকে পৈতা পরিয়ে ও ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি দিয়ে। দ্বাপরে শ্রীগীতায় ভগবান বলেছিলেন–'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।' গুণ ও কর্মের সূত্রেই বিভিন্ন বর্ণের অধিকার প্রাপ্তির কথা ভগবান বলেছিলেন। মা তার বাস্তব রূপায়ণ দেখালেন আমাদের ভাইজীকে পৈতা দিয়ে ও ব্রাহ্মণ বলে সকলের কাছে মান্যতা ও পরিচিতি দিয়ে। সত্যনিষ্ঠ ঋষিতুল্য ভাইজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সকলের কাছে প্রণম্য। শ্রীমাকে তিনি যেমন ভাবে তাঁর অনুভবে পেয়েছিলেন, বুদ্ধির অগম্য সেই পরম তত্ত্বকে তিনি যথাসাধ্য তাঁর বাণীর মধ্যে ধরে রাখার প্রয়াস করেছেন আমাদের সুখের দিকে, মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁর বাণীর মননে ও নিদিধ্যাসনে আমরা মাতৃস্বরূপের সামান্য থেকে সামান্যতম আভাস পেয়ে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হচ্ছি।

লীলা পুষ্টির জন্য ভগবান প্রথম দর্শনের দিনই ভক্তের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর স্বরূপ উন্মোচন করেন নি। ভক্ত ভগবানের মধ্যে এখানে ভক্তের দিক থেকে আকুতি, কৃপা প্রার্থনা ও নিরন্তর একাগ্র সাধনার একটা ক্রমোত্তরণের লীলা বিলাস হয়েছে। শুরুতে ভাইজী যখন শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করেন যে তাঁর পারমার্থিক জীবনে উন্নতির কোন আশা কি আছে? মা বলেন–"ক্ষুধা ত এখনও জাগে নাই।" ভাইজীর দৃষ্টিকে মা তাঁর সহজ স্নেহপূর্ণ বাণী দিয়ে অন্তরাবৃত্ত করলেন। বাইরের দিক থেকে ত ভাইজীর জগৎকে অনেক ভাবে দেখা হয়েছে, অনেক জানা হয়েছে। বিদ্বান, বিচক্ষণ, সমর্থ পুরুষ বলে সকলের মাঝে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু নিজের ভিতরের 'আমি' টা কোথায়, কি ভাবে আছে, সত্যই সে কী চাইছে ও কতটা তীব্র আকুতির সঙ্গে তা চাইছে তা ঠিক ঠিক ভাবে তখনও দেখা হয়নি, বোঝাও যায়নি। মায়ের কথায় এইবার ভাইজী ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিলেন। সত্যকে, চরম পরমকে উপলব্ধির জন্য ধর্ম, অর্থ ও সংসার এ ত্রিবর্গ সাধনের পর মোক্ষের সাধনায় তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও গুহাহিত হয়ে গেলেন। বীজ বাইরের খোলামেলায় পড়ে থাকলে অঙ্কুরিত হয় না। তাকে মাটির মধ্যে একান্তে অন্ধকারে নিঃসঙ্গ হয়ে ফুটে ওঠার জন্যে বিস্ফারিত হবার জন্য সাধনা করতে হয়। ঐ ত তার তপস্যা। তার ঐ তীব্র তপস্যায় অন্তরে স্পন্দন জাগে। নিদ্রিত শক্তি জেগে ওঠে। মা বলেন – অঙ্কুর অত কোমল তবু সে – ই ত মাটিকে ঠেলে আলোর বুকে, আকাশের মাঝে ফুটে ওঠে, বিস্ফারিত হয় ভূমার সঙ্গে মেলার জন্য। বৃক্ষ ফুলে ফলে ভরে ওঠে। সেই ফল আবার যখন পাকে বৃন্তের আঁট কেমন ভাবে যেন ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যায়। নিয়তির অমোঘ বিধানে তার অটুট বন্ধনের সংস্কারে ভাঁটা পড়তে থাকে। নির্দিষ্ট ক্ষণে তার অন্তরংগ বিবিক্ততার ভাব রূপ পায় বহিরঙ্গে বৃন্ত থেকে খসে গিয়ে। ভাইজীরও দেখি শ্রীমায়ের ঐ কথার পরে তাঁর সংসারের অবলম্বন ছেড়ে নিরালম্ব জীবনের সাধনার শুরু হয়ে যায়। নিরালম্ব জীবনের অর্থ সমস্ত অবলম্বন শূন্য তা নয়, যিনি সমস্ত অবলম্বনের অবলম্বন শুধু তাঁকে অবলম্বন করে চলা। তাঁর নিরালম্ব অন্তরাবৃত্ত সাধনার অন্তে ক্ষুদ্রতার সব আড়াল ভেঙ্গে বৃহতের সঙ্গে তাঁর সব 'আমি ও আমার' জ্বলে গলে এক হয়ে গিয়েছিল। বাইরের দিক থেকে সংসার ত্যাগ ত হলই আবার অন্তরের জন্ম জন্মান্তরের যত আদি সংস্কার-লজ্জা, ভয়, ভোগ পূরণের জন্য পুনরাগমনের অভিলাষ-সব দূর হয়ে গিয়েছিল, তাই কৈলাসের পথে মানস সরোবরে স্নানের পরে পৈতা ও বস্ত্র ত্যাগ করে দিগম্বর হয়ে ভোলানাথজীকে তিনি বলেন, 'অনুমতি দিন-যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাই।' তখন ভাইজী-'মা-আত্মার' সর্বময় রূপটি সম্পূর্ণ ভাবে অনুভবে পেয়েছিলেন। তাই বহিরঙ্গ ভাবে মায়ের সঙ্গ ছেড়ে যেতেও তাঁর হৃদয়ে কোন সঙ্কোচ নেই। যাঁর 'পাশ ফেরার জায়গা নেই,' তাঁর থেকে বিছিন্ন হবারও কোন সম্ভাবনা নেই-এ অনুভবে ভাইজীর হৃদয় তখন পূর্ণ। তাইত তাঁর শেষের দিনে তাঁর মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই—'মা ও আমি এক, আমরা সকলে এক, এক ছাড়া দুই নাই।"

আগেও বলেছিলাম এই উত্তরণ প্রবাহের মাঝে অনেক সুখ, দুঃখ ও আনন্দময় ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। ভাইজী—আমাদের জ্যোতিষ দাদার, "তুমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যখন মা-দিব্য জ্যোতির্ময়ী রূপে ভাইজীকে দর্শন দিয়েছিলেন, ভাইজীর হৃদয়ে মা যখন ভাইজীর নিত্য আরাধিতা ইষ্ট মূর্তির স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার করে বসেছেন, তারপরেও ভাইজীর প্রাক্তন বুদ্ধির সংস্কার থেকে খেয়াল হয়েছিল যে মা সত্যই কে? আচ্ছা ভৃগু গণনায় ত সব নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়। তাহলে মায়ের জন্মকুন্ডলী দিয়ে প্রশ্ন রাখা যাক যে জাতক পূর্ব জন্মে কে ছিলেন? পুরীর এক ভৃগু জ্যোতিষকে ঐ জন্মকুন্ডলী তিনি পাঠান, তিনি মায়ের জন্মকুন্ডলী দেখে ভৃগুগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন তার সংক্ষেপে বর্ণনা এরূপ--জাতকের লগ্ন ও গ্রহ সংস্থান বর্ণনা করে শাতাতপমুনি, ভৃগুমহর্ষিকে প্রশ্ন করিলেন,–"এই জাতকের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলুন। ভৃগু মুনি বলিলেনঃ-

অথ পার্ব্বতীং প্রতি শ্রী শিব উবাচ–

ওঁ বসুচন্দ্রকলানাথে চাষ্টাসংখ্যা শুভে শকে।
ঊনবিংশে বৈশাখস্য বারে দেবগুরোরপি॥
চতুরধিকপঞ্চশদ্দণ্ডে চৈব শুভক্ষণে।
মীনলগ্নে শুভে জাতা গ্রহা উচ্চাব রোহিনঃ॥
ভবিষ্যন্তি চ সর্ব্বে বৈ তবজন্ম প্রতীক্ষয়া।
বহু ভোগান্ সুভুঞ্জীয় লোকে শিক্ষাং প্রচারয়॥
দর্শয়োদ্ধার-পন্থানং কৃতীন্ সর্ব্বাংশ্চ তারয়েঃ।
শিষ্যোপশিষ্য-প্রমুখান্ শিক্ষাং দেহি নিজেচ্ছয়া॥
ধরায়াং ভ্রমণং কৃত্বা, শোধয়িত্বা যথাসুখং।
কালক্ষেপো ন কর্ত্তব্যং পুনরাগমনং কুরু॥
অথ দেবী উবাচ শিবং প্রতি–

ওঁ বারাণস্যাঃ পূর্ব্বভাগে জনিষ্যামি নিজেচ্ছয়া।
লোকান্ সুশিক্ষয়ন্ সর্ব্বান্ অপ্রাপ্নুয়ামবৈমুদা॥
অথ ভৃগুমুনিরুবাচ–

ওঁ নারদেন মহর্ষিণা কৈলাসে প্রার্থিতা সতী।
অটন্তং সঞ্জাতা গৌরী শাতাতপ কলাবিহ॥

এই জাতকের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে ঋষি শাতাতপ ভৃগুমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বলিতে লাগিলেন, 'হে শাতাতপ! কৈলাসে মহর্ষি নারদ যাইয়া গৌরীদেবী সকাশে প্রার্থনা করাতে দেবী কলির এই সময় ভ্রমণোচ্ছলে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মিলেন। এই বিষয়ে মহেশ্বর শিব দেবী পার্বতীকে এইরূপ বলিলেন-১৮১৮ শকে, বৃহস্পতিবারে ১৯শে বৈশাখ রাত্রি ৫৪ দন্ডগত হইলে শুভ মীনলগ্নে, গ্রহগণ উচ্চস্থান হইতে নামিয়া আসিলে যখন সকল সিদ্ধলোক তোমার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া থাকিবে সেই সময় তুমি জন্ম লইও। বহুলোকে তোমাকে পূজাভোগাদি দিবে, জনসমাজে সৎ-শিক্ষা প্রচার করিবে। সকলকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিও। সুকৃতিশালী যত লোক দেখিবে, তাহাদের পরিত্রাণ করাইয়া দিও। নিজ রুচি অনুসারে শিষ্য-উপশিষ্য প্রমুখ সৎশিক্ষা দান করিও। দেশের যেখানে যেমন শিক্ষা দিলে জনগণের সংশোধন হইবে ইচ্ছানুযায়ী তাহার ব্যবস্থ করিও। এই ভাবে পৃথিবীতে বেড়াইয়া পুনরায় চলিয়া আসিও, বৃথা সময় নষ্ট করিও না।'

শিবের এইরূপ মর্ত্য-প্রজার উপর কৃপাবর্ষণের অভিলাষ হইয়াছে দেখিয়া দেবী বলিলেন- 'কাশীধামের পূর্বভাগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঞ্চলে যাইয়া উদয় হইব। যেমন রুচি ও খেয়াল জাগিবে সেই অনুপাতে পৃথিবীর লোক সকলকে সুশিক্ষা দিব এবং তদনন্তর এখানে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে আপ্যায়িত করিব।' (আনন্দবার্তা-অক্টোবর ১৯৭০,পৃঃ২০০)। ভাইজী যখন এই ভৃগু গণনা পেয়েছিলেন তখন ঢাকার বাইরে শ্রীমায়ের কথা বিশেষ কেউ জানতেন না। ভাইজী অন্তরের অন্তঃস্থলে শ্রীমায়ের সম্বন্ধে যে ভাব পোষণ করতেন তা আরও দৃঢ় ভূমি পেয়েছিল।

ভাইজী ছিলেন সত্যই এক অমৃত পথের যাত্রী। সুতরাং চলার পথে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে স্ফুরিত প্রতিটি ইঙ্গিত, প্রতিটি বাণী 'ক্ষুধা তো এখনও জাগে নাই' ভাইজীর জীবনে এনে দিয়েছিল এক বড় দোলা। অন্তরাবৃত্ত হয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে ক্ষুধার্ত যেমন করে খাদ্য চায়, তৃষ্ণার্ত যেমন করে জলের অন্বেষণ করে, কই তেমন করে ত ভগবানের জন্য প্রাণ আকুপাকু করেনি। পেতে হবেই, কিন্তু না পেলে যে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব এমন অনুভব ত আগে কখনও হয়নি। এইবার ভাইজীর জীবনে তা হয়েছে। তাই তিনি বললেন তাঁর অমৃত স্পর্শে তৃপ্ত হতে গেলে প্রকৃত ক্ষুধার্ত, পিপাসিত হতে হবে, আর হতে হবে শ্রদ্ধাশীল, গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে অটল বিশ্বাস। এটাই যে চলার পথের ভিত্। শাস্ত্রে বলেছে—'আদৌ শ্রদ্ধা'। মাটি খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে যদিও এখন তা দেখা যাচ্ছে না, এই কথার উপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এলেই তবে মাটি খোঁড়ার কাজে পরিশ্রম করা যায়। দুধের মধ্যে মাখন লুকিয়ে আছে, আর তা প্রাপ্তির এক সাধনার ধারা আছে, এটা কেউ জানিয়ে না দিলে জানব কেমন করে? আর যিনি বলেছেন তারঁ কথায় শ্রদ্ধা না থাকলে মন্থন করবই বা কেন? শ্রদ্ধা-সৃষ্টির প্রতি অঙ্গে তাঁর করুণার প্রকাশ দর্শন করে শ্রদ্ধায় বিগলিত হওয়া।

শিশু জন্মাবার আগেই তার গ্রহণের উপযোগী খাদ্যের জোগান তিনি মায়ের কাছে দিয়ে রেখেছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তিনি স্বয়ং পরিব্যাপ্ত প্রাণ সাগর হয়ে রয়েছেন। নিদ্রার সময় যখন সবাই আমরা অচেতন, তখনও তিনি জাগ্রত থেকে আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শরীরের প্রতিটি কোষকে সজীব রাখার জন্য তিনি অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভিতরের বায়ু ও রক্ত সঞ্চালনকে প্রবাহিত রেখেছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারাকে গতিমান রেখেছেন যেন জীব নিদ্রা থেকে উঠে 'কর্মদায়িনে' সূর্যদেবকে সঙ্গে পায়। তাঁর বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, অবসর নেই। আমাদের ভাব ভাবনার, জানা না জানার অপেক্ষা না রেখেই নিদ্রায়, জাগরণে, দিনে রাত্রে তাঁর অজস্র করুণার ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবাহিত। এ সত্য বোধ এলে জীব শরণাগত হবেই। ভাইজী বললেন, তাঁর শরণাগত হও। কেঁদে কেঁদে বল, হে প্রভু, তুমি বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশিত হও, যাতে অন্তরের আবিলতা কেটে গিয়ে তোমার সত্য রূপ আমি দর্শন করতে পারি, অনুভব করতে পারি।

আমাদের অবস্থা ত অদ্ভুত। বেদে ঋষিরা বলেছেন- 'অপাং মধ্যে তস্থিবাংস তৃষ্ণাদিজরিতাম্ (ঋ ৭/৮৯/৪)। জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা তৃষ্ণার্ত। সৎ চিৎ আনন্দময় সত্তারই এক অংশে প্রকাশিত। 'একাংশেন স্থিতোজগৎ' শ্রীগীতা) বিশ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা নিরানন্দময়। এ কি অদ্ভুত অবস্থা, নিরবিচ্ছন্ন আনন্দময় সত্যস্বরূপের বুকে অবস্থান করেও তাঁর আনন্দময় অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারছি না আমরা। তাই শরণাগত হয়ে সমবেত ভাবে প্রার্থনা করি—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি।' অসৎ হতে তুমি মোদের সৎ পথে লও। অন্ধকার হতে তুমি আলোক দেখাও, মৃত্যুর পথ হতে অমৃতত্বে লও, আমা ময় হয়ে তুমি প্রকাশিত হও। যাতে তোমার অমৃত স্পর্শে আমরা ধন্য হই, কৃতাকৃতার্থ হই।

জয় মা

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ- স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

কোন কোন অলঙ্কারশাস্ত্রকার বলেন যে ভাবগুলি লৌকিক, ভাবের সত্তা থেকে পৃথক। কিন্তু অন্যদল বলেন যে ভাব অলৌকিক, রসের সঙ্গে ভাব একাত্ম আর রসের উদ্বোধক হ'ল 'স্থায়ী ভাব'। আলংকারিক শাস্ত্রকারগণ বলেন রস–'ব্রহ্ম স্বাদসহোদর', অন্যপক্ষ বলেন–'ব্রহ্মস্বাদ স্বয়ং'। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন–'এষা কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাব ভক্তি রসো ভবেৎ' অর্থাৎ ভক্তিরসের স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি। ভক্তিটা কি? অনুরাগ যার মূল সেই ভক্তি। ভক্তি ভাব অলৌকিক। শ্রীজীব গোস্বামী তাই বলেছেন; 'অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তি প্রাণনীয়ত্বম' অর্থাৎ যদিও ভগবান নিজেই প্রীতি স্বরূপ, তাহলেও ভক্তির দ্বারাও প্রাণনীয় হয়ে থাকেন। ভক্তি দিব্যভাব, ভগবৎ কৃপালভ্য। ভাব সাধনার কেন্দ্র বিন্দুতে মা, তাঁরই অলৌকিক ভাবলীলায় দিব্য ভক্তিভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মায়ের সর্বোত্তম নরলীলায় সর্বোত্তম প্রকাশ 'মহাভাব' স্বরূপিনী শ্রীরাধাজী রূপে। মায়ের অপরূপ লীলায় 'মহাভাব' অসংখ্যবার আত্মপ্রকাশ করেছে। মহাভাব বর্ণনা করা অসাধ্য ব্যাপার। কারণ মহাভাবেই তো 'ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং'–এর অনুভব হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরম সিদ্ধি তো 'ব্রহ্মানন্দ' ভাবে। তন্ত্রে মহাভাব বলতে বীর ও দিব্য ও ভয় ভাবকে বুঝাচ্ছে। জন্ম মাত্র মানুষ মানুষভাব নিয়ে আসে না, সাধনা করে মানুষভাব বা মানব প্রকৃতি মানুষকে লাভ করতে হয়। মনুষ্যত্বের সাধনা দ্বারা বামল-ভাব অর্জিত হলে সাম্যভাবে পৌঁছে মানুষ, তখন মনের দ্বন্দ্ব মিটে যায়–আর তা মিটে গেলেই সাম্য ভাবে উত্তরণ করে মানুষ। দিব্য ভাবে আর সাম্যভাবে কোন পার্থক্য নেই। দিব্যভাব অদ্বৈত, এই ভাবে দ্বৈতের কোন স্থান নেই। এই অবস্থায় উপাস্য ইষ্ট দেবতার সত্তায় আত্ম সত্তা ডুবিয়ে দেওয়া হয়, ফলে নির্মল আনন্দ প্রকাশিত হয়।শুধু তাই নয়, দিব্য ভাবে বিশ্বভূবন দেবতায় পরিণত হয়, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ ভাবনা উপলব্ধি হয়। দেবতা স্বভাবই দিব্য ভাব, এই ভাবেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। মায়ের সাধনার খেলায় দেখা গেছে যে তাঁর শরীরকে অবলম্বন করে মহাভাবের মহাভাবলীলা। "যুক্তিমূলং মহাভাবং যুক্তিমুখং হি সাধনং। যুক্তি ক্রমেণ কালেন সিদ্ধোভবতি সাধকঃ॥" (রুদ্রযামল তন্ত্র) অর্থাৎ 'ব্রহ্মভাব তথা মহাভাবের মূল যুক্তি–সাধনার মূলও যুক্তি। এই যুক্তির ক্রম ধরে সাধক যথাকালে সিদ্ধিলাভ করেন।' যুক্তি হল যোগ। সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপন–ব্যক্তি, সমাজ, পশু, পাখী, উদ্ভিদ, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা এবং অব্যক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের ভাবকেই মহাভাব বলেছেন তন্ত্র।

একদিন দু'দিন নয়, মাতৃদেহে মহাভাবের প্রকাশ ভক্তের দৃষ্টিতে বহুবার ধরা পড়েছে। "একবার জগদীশ বাবুর বাড়িতে মায়ের আগমনে দিবারাত্রি কীর্ত্তন হইল। মা তো অন্য এক ঘরে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ কি এক ভাব যেন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন, মাই শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। "দৃষ্টি ভঙ্গি, মুদ্রা, বসার গড়ন, সেই কেমনই সে ভাব। ...... সেখানেই কাহারও ধ্যানজ ভাবদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ, ঐ ভাবেই যুগলটি।" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, পঞ্চম ভাগ)। শক্তি ও শক্তিমানের তাদাত্ম্য রয়েছে বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বা উমামহেশ্বরের একাত্মতা। এই যে প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাজীর দ্বিধা রূপাশ্রয় মহাভাবে যার মধ্যে প্রকাশিত হল–একেই বলা হয় লীলা, মহাভাবের মহালীলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপদ কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন শুনছেন মা। কীর্ত্তনে বর্ণনা করা হচ্ছে শ্রীরাধার রূপানুরাগ। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, শ্রী রাধাজী ভাবে ব্যাকুল হয়ে আয়না দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছেন, হাতের গহনা পায়ে, গলার হার কোমরে, কোমরের গহনা গলায় পড়ছেন–শরীর জ্ঞান নেই। মা এই পদকীর্ত্তন শুনে গুরুপ্রিয়া দিদিকে বলেছেন, "এই শরীরটার অবস্থা যে ঠিক এ রূপই হইয়া যাইত সেই কথা খেয়াল হইতেছে। কীর্ত্তনের সময় যদি কোন কাজ করিতে যাইতাম তবে সব এলোমেলো হইয়া যাইত। সমস্ত শরীর যেন এলাইয়া পড়িত। — হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিত। ঘটির কাজ থালা দিয়া, থালার কাজ ঘটি দিয়া করিতে গিয়াছি।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, অষ্টম ভাগ)।

ভীমপুরা আশ্রমে মা একবার আপন মনে গুন গুন করে গান গাইছিলেন। গানটির প্রথম লাইন হল "কুন্দ ফুলের মালা কানু পড়েছে গলে।" ভাস্করানন্দ স্বামী এই গানের 'টেপ' করছিলেন। মাকে টেপ চালিয়ে গান শোনানো হল। নির্বাণানন্দ ব্রহ্মচারী তখন মাকে বলেছিলেন–"মা এটা কি তোমার রাধা ভাব হয়েছিল? সেই একবার বৃন্দাবনে তুমি দেখেছিলে 'ছলিয়া'–কে? (মাতৃলীলা দর্শন, পৃঃ১৮৩) ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন যে, "এটা ঠিক সে জিনিষ না।" পূর্বেই বলা হয়েছে যে সন্তানের ভাবই মায়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়–মা তো কোন ভাবেই নেই। তাছাড়া মা তো ধরা দেবার মেয়ে নয়, তাই ব্রহ্মচারীজীর কথার উত্তরে ধরা দিলেন না, অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে তিনি রাধাভাবের ব্যাখ্যা করলেন, ব্রহ্মানন্দের 'আনন্দ'কে তাঁর অদ্বিতীয় ভাষায় প্রকাশ করলেন। (মাতৃলীলা দর্শন, পৃঃ ১৮৪)। তবে নির্বাণানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বক্তব্য যে মায়ের স্বরূপ প্রকাশের বা উপলব্ধির পথে আলোকবর্ত্তিকা তা অস্বীকার করা যাবে না, মা যতই তাঁর স্বরূপকে আবৃত করে রাখুন না কেন। মায়ের রাধাভাব ভক্ত সন্তানগণ অনেকেই অনুভব করেছিলেন। 'আনন্দরাধা' নামে বৃন্দাবনের শ্রীরাধাজীও মায়ের প্রতীক স্বরূপ, যা শ্রীমতী ভবানী দেবী মাকে দান করেন, মাও সাদরে তা গ্রহণ করেন। রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়াও মাকে মালা চন্দনাদিতে ভূষিত করে পূজা করেন। রাজমাতা সিন্ধিয়ার কাছে মা রাধা রূপে ভাব দৃষ্টিতে প্রতিভাত, শুধু তাই নয়, তিনি এ কথাও বলেছিলেন–"মা, তুমিই আমার ছলিয়া" (আনন্দময়ী মা, গঙ্গাসমীরণ)। তাই এভাবে এখানে দেখা গেল যে ভক্তের কাছে মা স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ–রাধায়িত কৃষ্ণ, কৃষ্ণায়িত রাধা।

মা তখন সিমলার কালীবাড়ীতে। একদিন কীর্ত্তনানন্দে 'বিভোর হয়ে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে কীর্ত্তন করতে লাগলেন মা।' মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীজীর ভাব তখন মার শরীরে ভক্তগণ প্রকাশ হতে দেখলেন। (পরম যোগিণী আনন্দময়ী মা)। দেরাদুন আশ্রমেও 'মা আনন্দময়ী মাধবের বিরহে শ্রী বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীরাধাজীর মূর্তি ধারণ করলেন। ভাবময়ী মায়ের সে ভাব ওঁকারনাথ সীতারামদাসজীও কীর্ত্তনে তখন নয়নগোচর করেন। তাছাড়া অগণিত ভক্তবৃন্দকে তো সেই মহাভাব মুগ্ধ এবং অভিভূত করে তুলেছিল (পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা)। আসলে মায়ের রাধাভাবের প্রকাশ ভক্তদের ভাবে মা বর্ণনা করেন। মা তাঁর মায়ের কোলে বসে কবিগান শুনে ভাবে বিভোর হন। বাড়ি এসে একা বিরলে বসে মা চোখের জলে ভেসেছিলেন, তা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। আনন্দ হল আত্মার স্বরূপ। আত্মার পরতন্ত্রতা দুর হলে আনন্দের পরিপূর্ণতম প্রকাশ ঘটে। আনন্দ সত্ত্বগুণান্বিত এবং স্বচ্ছ। অপ্রাকৃত কৃষ্ণরতির পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণ প্রেমে। মহাভাবের লক্ষণ আনন্দময়, আনন্দ তার স্বমূল-প্রকাশ ও আনন্দ। অন্তরে বাইরে দিব্যানন্দের জ্যোতিঃ।

শ্রীরাধা উজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবময়ী, যেহেতু তিনি হ্লাদিনীশক্তির সারাংশ। শ্রীরাধাজীর মধ্যে রয়েছে মধুরতা, উজ্জ্বলমৃদুমধুর হাস্য, চারু সৌভাগ্যের মাঢ্যতা, গন্ধে মাধবেরও উন্মাদনা বিধানরতা, অন্যদিকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা, রম্য বাক্পটুতা এবং নম্রপান্ডিত্য। তাঁর মানবীক গুণগুলি হল বিনয়, করুণা, বৈদগ্ধ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্‌চাতুর্য, লজ্‌জা, সুমর্য্যাদাসম্পন্নতা, গাম্ভীর্য সুবিলাসিতা মহাভাবের অতিশয় কঠোর পরমব্যগ্রতা। এসব দিব্য ও মহামানবিক গুণাবলী নিয়ে প্রেমের চরমভাব প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরাধাজীর মধ্যে, যাকে বলা হয়েছে মহাভাব। শ্রীরূপগোস্বামী বলেন যে ভগবৎ প্রেমে যখন উজ্‌জল হয়ে উঠেন শ্রীরাধারানীজী তখনই মহাভাবময়ী তিনি। মায়ের এবং শ্রীরাধাজীর গুণাবলী বা ভাবের দিক থেকে কোন ভেদ নেই ভক্তদৃষ্টিতে। মাকে ভাবময়ী বা মহাভাবময়ী বলতে মাতৃসন্তান উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তাই মা ও রাধাকে যে সব ভক্তগণ একাত্মক ভাবেন তাঁদের ভাবকে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। ভাবুক ভক্ত ভাবেন রাধাভাবে মা রাধাই। মহাভাব ব্রজগোপীদেরই একমাত্র ভাব--এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্‌জ্বল নীলমণিতে লিখেছেন, "অনুরাগ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ মুকুন্দমহিষী বৃন্দেরপ্যসারতিদুর্লভঃ। ব্রজদেবৌক সংবেদ্যো-মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥" অর্থাৎ 'অনুরাগের প্রকাশ যখন ঘটে আপনা থেকে বাইরের কোন কারণের উপর নির্ভর না করে, তখন অনুরাগবতীদের সেই রতি ভাব আখ্যা গ্রহণ করে। এই ভাব কৃষ্ণ মহিষীদের পক্ষেও অতিদূর্লভ।'

মহাভাব প্রেমের চরম পরিপক্ক অবস্থা। আর ব্রজাঙ্গনাদের প্রেমের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ শ্রীরাধাজীতে। প্রেমের পরিপক্ক অবস্থা মহাভাব সামর্থ্য রতিতেই সম্ভব। সামর্থ্য রতি প্রৌঢ়া হলে মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়–"ইহৈব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেৎ" (উজজলনীল মনি)। এই মহাভাবের উদ্বোধক কোন কারণ নেই, কারণ এ হল স্বভাবজ। স্বভাবজ কি? না যা বাইরের হেতুর অপেক্ষা করে না তাই স্বভাবজ। "বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোহর্থঃ প্রকীর্তিতঃ" (উজজলনীলমনি)।

গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেম আপনা থেকে উদবুদ্ধ হয়–একেই বলে 'স্বরূপভাব'। শ্রীরাধার মহাভাব অজন্য এবং স্বতঃসিদ্ধ–কৃষ্ণ যদি অশ্রুত থাকেন বা অদৃশ্য থাকেন, তাহলেও অতিদ্রুত ভাবে রতি জাগ্রত হয়ে উঠে। মায়ের বেলায়ও তাই হয়েছে। তিন বছর বয়সে মা জাগতিক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে জানতেন না, হরিকে চিন্‌তেন না, হরি বললে কি হয় তাও বুঝতেন না–তবু সেই বয়সে বিরলে একাকিনী বসে মহাভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণের জন্য অশ্রুপাত করেছেন—স্ব-ভাব বশতঃই মায়ের এই লীলা! মহাভাবে লৌকিকভাবের স্পর্শ থাকে না, কোন উৎকন্ঠা থাকে না। কৃষ্ণভাবে বা রাধাভাবে মার কোন উৎকন্ঠা ছিল না। মা আত্মারাম, সর্বেশ্বরেশ্বরী হ্লাদিনীশক্তি, মধুররস মাতে চরম উৎকর্ষ পেয়েছে–মা সত্য সংকল্প। মা অনাদি, অনাদির আদি–রাধাকৃষ্ণভাবও তাই। ভগবানের সর্ব শক্তির সর্বপ্রধান হল এই হ্লাদিনীশক্তি। স্বরূপশক্তির পর্যায় অন্তরঙ্গ শক্তি, চিৎশক্তি বা বিষ্ণুশক্তি--'বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা' (বিষ্ণুপুরাণ)। পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে ভক্তভাবে মা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তিনি একাধারে শক্তি ও শক্তিমান। তাই রাধাছাড়া কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নেই। আর রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনুই তো মা, ভক্তভাবের ভাবসাগরে। হ্লাদিনী শক্তিতে ভগবানের আনন্দাত্মক রূপ। আত্মমাধুর্যের আস্বাদনে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। হ্লাদিনীর সার হল প্রেম। এই প্রেমের সার মহাভাব, আর মহাভাবেরই মূর্তিময়ী রূপ শ্রীরাধাস্বরূপিনী মা, যিনি মাতৃভক্তের লীলাস্বাদ পূরণের জন্য আবির্ভূতা। পূর্বেই বলা হয়েছে সে সমর্থারতির ঘনীভূত রূপ মহাভাব। আসলে রতির গাঢ়তা থেকে জন্ম নেয় প্রেম। প্রেম গাঢ় হলে স্নেহ, স্নেহ থেকে মান, মান থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে রাগ, রাগ থেকে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে, ভাব, আর ভাবেরই পূর্ণতম পরিণতিতম রূপ—মহাভাব।

মহাভাব 'শ্রী' ও সৌন্দর্যে 'অমৃতস্বরূপ'। মহাভাবের প্রথম অবস্থার নাম 'রূঢ় মহাভাব'–দ্বিতীয় অবস্থার নাম 'অধিরূঢ় মহাভাব'। অধিরূঢ় মহাভাবের দুটি অবস্থা—মোদন ও মোহন। সাত্ত্বিক ভাবগুলির উদ্দীপ্ত প্রকাশে 'মোদন মহাভাব' আর মহাভাবের পর বিচ্ছেদ অবস্থার নাম 'মোহন মহাভাব'। মোহনে 'দিব্যোন্মাদ অবস্থা আসে। অধিরূঢ় মহাভাবের অন্তিম অবস্থায় 'মোদন মহাভাব'। মোদনেই হ্লাদিনীস্বরূপিনী মায়ের ভাবের পূর্ণতম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ। সব অনুভাবেরই একত্রে প্রকাশ এখানে। মোদনে সুখদুঃখ একাকার–চেতন ও অবচেতন ভেদহীন হয়ে যায়–মূলতঃ এই মোদন মহাভাবের নিত্য প্রকাশ মায়ের মধ্যে। "রাজতে হ্লাদিনী সারো রাধায়ামেব যঃ সদা"। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে এই মহাভাব কেবল দিব্যোন্মাদ ও বিরহোন্মাদ পর্যায়ে দেখা গেছে। মার মধ্যে মহাভাব নিত্য স্বপ্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে মহাভাব অনির্ণেয়, সর্বজনদুর্লভ এবং অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ, তাই লেখায় আর কতটুকু মহাভাবের বর্ণনা করা যায়?

ভক্তের ভাবনায় মার শরীর অবলম্বন করে দেবীত্ব, ঋষিত্ব, দেবত্ব, মুনিত্ব, যোগীত্ব, আচার্যত্ব প্রতিভাত হয়েছে। নানা রঙের ভাবে মাকে ভাবা হয়েছে। কারণ মা হলেন ভাবের সদ্‌বস্তু, মানুষের কল্পনা যত সুন্দর হতে পারে, তারইত সুন্দরতম প্রকাশ মার লীলার মধ্য দিয়ে। অসীমতার নাম মা হলেও, তাঁকে ভাবুকের ভাবে মূর্ত্ত হতে হয় অনন্ত রূপে-অনন্তভাবঘন শুদ্ধ রূপে। ব্রহ্মচারী ভাবে মার বর্ণনা করেছেন স্বক্রিয়স্বরসামৃত–এইভাবে "জটা খুলিতে না পারায় চুল কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। সেই সমকালীন যেমনটা।..... আকস্মিক ত্রিলোক নারায়ণের ছেলে আসিয়া এই ফটো নিয়াছিল। লম্বায়মান বসার গড়ন ও দেখা গেল ব্রহ্মচারী ভাবধারা, শরীর বড়"। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, ৩য়ভাগ) মায়ের ব্রহ্মচারী ভাবধারা যে জটা কাটবার পর হয়েছিল তা নয়–এই ভাবের একটি লীলাকথা বলা যেতে পারে।

"মা গেছেন কুশারী মহাশয়ের বাসায়, মাকে স্নান করাচ্ছেন গুরুপ্রিয়দিদি। গলার হারটি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে, এক লহর করে মায়ের গলায় দিয়ে দিতেই তা পৈতার মত হয়ে গেল; মা তা হাত দিয়ে মেপে পৈতার মত দেখেই বলে উঠলেন–'খুকুনী এই দেখ, এটা একেবারে পৈতার মাপে ঠিক ঠিক হইয়াছে'। এই বলে মায়ের খেয়ালে এটা পৈতা হয়েই রইল, কাঁধের উপর পৈতা করে রাখলেন। পরে তিনি কুশারী মহাশয়ের স্ত্রীকে বললেন–'দেখুন আপনি আমাকে পৈতা দিন'। এই বলে হারটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি তাই করলেন। তখন মা বললেন—'আমি এখন ব্রহ্মচারী। আমাকে ব্রত ভিক্ষা দিবেন না?' তখন তিনি মার আঁচলে কয়েকটি হরিতকী ও দশটি টাকা বেঁধে দিলেন। মা বললেন–'এখন পাঁচজনে আমাকে গায়ত্রী শুনাও'। তখন সে বাড়ির ছেলেরা এলো, কিন্তু কারো গলায় পৈতা দেখা গেল না। সেই সময় সবাই বলাবলি করতে লাগল যে 'মা এই জন্যই জানিয়া শুনিয়া এই খেলা আরম্ভ করলেন'। শেষে গুরুপ্রিয়াদিদির বাবা, ভোলানাথ এবং আরো তিনজনে গায়ত্রী শুনালেন। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী)

খন্ড খন্ড ভাবরূপ মিলিত হয়েই অখন্ড ভাবরূপ। আবার অখন্ড ভাবরূপ মালার মত হয়েই মণিরূপে মালায় একটি একটি করে রয়েছে। এক ভাবরূপের অনন্তরূপ, তাতে রয়েছে অখন্ড আনন্দ। অখন্ড আনন্দ মালার মত হয়েছে এক একটা অভিপ্রকাশ যেন এক একটা মনি-সূত্রে এই ভাবমণিগুলিকে গেঁথে নিয়ে মাকে ধরার চেষ্টা করেছেন মাতৃভক্তবৃন্দ। তাঁকে ধরা না গেলেও তাঁর আভাস পাওয়া যাচ্ছে ভাবসাগরে নিমগ্ন হয়ে--তাতেই ভক্তসন্তান পাগল হয়ে গিয়েছেন–নব নব ভাবরূপে মাকে ভালবেসে তাঁর লীলা দেখে শুনে নিজেকে ধন্যমনে করছেন। মা তো নিজেকে বিশ্বের অজস্র ভাবখন্ডে বিভক্ত করে দিয়ে ভাললাগার আধার হয়ে রয়েছেন--সন্তানের ভালবাসার কাঙ্গাল হয়েছেন, আপনজন হতে চেয়েছেন, হৃদয়বাসিনী হতে ইচ্ছে করেছেন। এ ভালবাসা হল অনন্ত-সত্তারূপিনী মার অপ্রাকৃত ভালবাসা, নিজেকে তাই খন্ড খন্ড ভাবরূপে বিভক্ত করে তিনি নিজেকেই যেন ভালবাসছেন। তাঁর এবারকার নরলীলায়-এ রকম ভাবতে ভাবুক ভক্তের ভালও লাগে। ভক্ত যে ভাবে তাও তো মারই অপার করুণায় ব্রহ্মচারী ভাবের ছবিটি মারই ইচ্ছায় গুরুপ্রিয়া দিদি দর্শন করেন এবং এই ছবি থেকেই গুরুপ্রিয়া দিদির ব্রহ্মচারীভাব জাগ্রত হয়। (আনন্দ বার্তা, ৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারীভাব এখানে মার খন্ড রূপের প্রকাশ, ভক্তের ভাললাগার সদ্‌বস্তু। এই খন্ড রূপে বা যে কোন খন্ড রূপে মা আছেন সত্যি, তবে তাতে তিনি রেখায়িত হয়ে থাকেন, সীমার মধ্যে আটকা পড়ে যান। তখন সীমার মধ্যে আটকে পড়া মাকে, জীবন্ত মানবী ব্রহ্মচারী রূপে পেয়ে ধরে ফেলেছি বলে ভাবলে কি হয়? ধরা পড়েন কি মা? না, তাঁকে মোটেই ধরা যায় না, কাছে গেলে তিনি অগ্রগামিনী হয়ে থাকেন আর ধরা দিচ্ছেন দিচ্ছেন ভাব দেখান কিন্তু স্বরূপ প্রকাশ করেন না। কেন এমনটা হয়? আসলে এটাই মায়ের ভাবরূপলীলা–মায়ের নরলীলা, ভক্তসন্তানের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা-এই খেলায় মায়ের ভারী আনন্দ। স্বরূপ প্রকাশ করলে আর তো লীলা নেই- -ভাবরূপেই লীলা।

ভারতে ভাববার বিষয় চিন্তাক্ষেত্রে দুটি—এক হচ্ছে আত্মবাদ, অন্যটি অনাত্মবাদ বা বস্তুবাদ। বৈদিক ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধর্ধমের প্রবল বিরোধী ধর্ম। বৈদিক ধর্ম অনেকটা গৃহস্থের ধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম বেশীর ভাগই সন্ন্যাসের ধর্ম। বৈদিক ধর্ম বিশ্বপ্রপঞ্চকে এক অনির্ব্বচনীয় অদ্বৈত আত্মতত্ত্বে আনয়ন করেছে এবং নিখিল বিশ্বকে এক অপূর্ব ব্রহ্মবস্তুতে পর্য্যবসিত করেছে। এই ব্রহ্মবস্তু হচ্ছেন সদ্‌বস্তু-এই জন্য এই পরমার্থবস্তুকে বলা হচ্ছে 'তজ্জ্বালান'-যা হতে জগত জাত, যাতে অবস্থিত এবং যাতে লয় হয়। বৌদ্ধধর্মে অনাত্মবাদ বা 'নিঃসত্ত্বনিজ্জিবতা' কল্পনা করেছে বিশ্বের কেন্দ্রমূল থেকে প্রবাহিত অমোঘ নিয়মধারায় সমস্ত গ্রথিত। অদ্বৈত তত্ত্ব বস্তু জগতের সাথে খাতির রাখার কোন দুর্ব্বল প্রচেষ্টা করে নি, তবে বৌদ্ধর্ধমে তার বিপরীতটাই প্রথম অবস্থায় দেখা গেছে। সর্বান্তঃকরণে আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করে বস্তুগত বিশ্বকে পরমার্থ মনে করেছে। এই দুটি ভাবধারার অপূর্ব সঙ্গম ভক্তসন্তানগণ অনুভব করেছেন মার ভাবলীলায়।

ভক্তিবাদের অসীম রসসঞ্চারে অদ্বৈতবাদের আকাশস্পর্শী দুর্গকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নব কলেবর প্রদান করা হয়েছিল। ভক্তিবাদের সৌন্দর্য সাগরে বুদ্ধদেব অবতার হলেন। হীনযান ভেঙ্গে গেল মহাযানের আলোড়নে-মহাযানে দেবলোক সৃষ্টি করল। দেবতা রূপে এলেন অবলোকিতেশ্বর, তারা আরো অনেক। কালক্রমে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব ও শক্তির সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেন।

বাজিতপুরে মার দেহকে অবলম্বন করে ভক্তি ও রসতত্ত্বের সৌন্দর্যসাগরে যে প্রকাশ ঘটেছিল, তাতে ভাক্তিবাদের অসীম রস সঞ্চারে বুদ্ধাবতারের ভাবাদি ভক্তমনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। সাধনার খেলার সময় বাবা ভোলানাথ মায়ের অঙ্গভঙ্গিতে, আসনে, মুদ্রায় বুদ্ধের ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরই ভাবদৃষ্টিতে। স্বক্রিয় স্বরসামৃত বলছেন, "সারনাথে যখন অখন্ডানন্দজী মাকে নিয়ে গেলেন, দেখাইলেন বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাদি। মায়ের অনেক কিছুই ভোলানাথের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। সারনাথে এই মুদ্রার দিক মা ও ভোলানাথ দেখিলেন। বলিলেন, এই সবই ঐ সময়ে বাজিতপুরে কি সুন্দর প্রকাশ, মায়েতে। বুদ্ধের সব মুদ্রা সব জায়গায় মাকে কেহ দেখায় নাই, যখন যেখানে যে দেখাইত। একবার মা রাজগীরে ছিলেন, বুদ্ধমতের দুইজন সাধু মার নিকট আসিয়া ছিলেন, ভাষণও দিয়াছিলেন কি সুন্দর। কত আদরে মাকে ডাকিয়া নিয়া বসাইয়া ফল ইত্যাদি কত কিছু দিলেন। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সব দেখাইলেনও। পরে একটি জায়গায় মাকে একলা নিয়া, একটি মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি, সেইটি দেখাইলেন–ঐ মায়েতেও কোন সময়ে সেই"। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ১৭৭)

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী–লীলা কথা

(ড০ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

—ড. বীথিকা মুখার্জী

শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যলীলা ও তার পটভূমিকা

বিংশ শতাব্দী যখন সমাপ্তির মুখে, সেই সন্ধিক্ষণে যদি শতকের প্রারম্ভিক বর্ষগুলির দিকে ফিরে তাকাই মনে হবে সেদিনের অবিভক্ত বঙ্গভূমিতে সে সময় ছিল ঝড়ের পূর্বেকার থমথমে আবহাওয়া। শীঘ্রই রাজনৈতিক উত্থান পতনের প্রবল ঝঞ্ঝা বঙ্গদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাবার অপেক্ষায় ছিল। যথাকালে সেই ঝড়ের তান্ডবে পরম্পরাগত জীবনের শিকড়গুলি উৎপাটিত হল এবং সৈনিক শাসন পর্বে নিত্যনূতন আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নিরাপত্তার অভাবে বিভ্রান্ত হতে লাগল হতচকিত, ভীত, নিরুপায় মানুষ। শ্রীশ্রীমায়ের পরিবার বর্গের কাছে, তাঁর বহু ভক্তজনের পরিবার বর্গের কাছে, এই সব কিছু এবং আরো অনেক কিছুই দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব সময়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে তখনও শান্তির সুষমা বিরাজ করছিল।

গ্রামগুলি ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিপূর্ণ। ক্ষেতভরা সোনার ধান, শ্যামল শষ্য শোভিত চারণভূমি, মধ্যে-মধ্যে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষগুলিতে নানাবর্ণের সুগন্ধ পুষ্পরাজি। আম্রকুঞ্জ এবং অন্যান্য বহুবিধ ফলের বৃক্ষসকল যে যার ফলন সময়ে নিজ-নিজ সম্ভার বিতরণ করবে। ভূমির মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া অজস্র স্রোতোধারায় স্বচ্ছ আকাশের গাঢ় নীলিমা প্রতিবিম্বিত হত। আদিগন্তবিস্তৃত মাঠ, ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি এবং সৌহার্দপূর্ণ প্রতিবেশিগণ–বাংলার মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে এতেই অভ্যস্ত ছিল।

বঙ্গের যে প্রান্তে শ্রীমায়ের আবির্ভাব হয়, যে-সকল স্থনে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়, তা এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রাম মায়ের জন্মস্থান এবং এখানেই তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলি কাটে, যদিও তিনি মাঝেমধ্যে তাঁর মাতামহের গ্রাম সুলতানপুরে ও পিতার আদিনিবাস বিদ্যাকূটেও যাতায়াত ও বসবাস করেন। সুলতানপুর ও বিদ্যাকূট উভয়ই বিশাল, বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল।

এখানে শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃমাতৃকুলের বংশতালিকা কিয়দংশে দেওয়া হল–

সুলতানপুর (জেলা আগরতলা)
শ্রীরমাকান্ত ভট্টাচার্য
শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী
|
শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবী
অন্যনাম–বিধুমুখী দেবী (কন্যা)

বিদ্যাকূট (জেলা ত্রিপুরা)
শ্রী ত্রিলোচন ভট্টাচার্য
শ্রীমতী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী
(পিত্রালয় খেওড়া)
|
শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য (পুত্র)

শ্রীমতী নির্মলা সুন্দরী দেবী
(কালান্তরে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নামে খ্যাত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেকালের ব্রাহ্মণ পরিবার সকল ত্যাগ তিতিক্ষাপূর্ণ সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতেন, যার ফলে তাঁরা সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন। শ্রী রমাকান্ত ভট্টাচার্য, তাঁর ভ্রাতা ও পুত্রগণ সুপন্ডিত এবং ত্যাগবৈরাগ্য সম্পন্ন হওয়ায় সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। এই পরিবারের প্রধানগণ আগরতলার রাজসভার সভাপতি রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁদের কুটীর জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই বিভিন্ন ব্যাপারে একত্র সমাবেশের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহির্বাটী প্রায় সর্বদাই বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে আগত প্রচুর অতিথি সমাগমে পরিপূর্ণ থাকত। কেউ আসতেন বৈষয়িক পরামর্শ চাইতে, কেউ বা আসতেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়ে, কেউ ছোট-বড় সমস্যার সমাধান খুঁজতে আসতেন, আবার কেউ কেবলমাত্র বন্ধুত্বের সুবাদে জমায়েত হতেন।

প্রশস্ত কুটীর খানি বাগান ও বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। বাগানগুলি পার করলে দেখা যেত দুটি পুষ্করিণী ও প্রচুর ফলের গাছ। ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ফুল যা কিছু সংগ্রহ হত, তার অগ্রভাগ ভগবানের পূজায় নিবেদিত হত। গৃহদেবতার নিত্যপূজা দৈনিক জীবনচর্যার সর্বপ্রধান অঙ্গ ছিল। সারা বছর বারো মাসে তের পার্বণ যথাযোগ্য ধুমধাম সহ অনুষ্ঠিত হত। আশ্বিনের দুর্গাপূজা তার মধ্যে ছিল সবার অগ্রগণ্য। বাঙ্গালিগণের জীবনে দুর্গাপূজা নতুন করে জাগিয়ে তোলে এই বিশ্বাস যে একটি বছর প্রতীক্ষার পর দেবী দুর্গা তাঁর পতিগৃহ কৈলাস থেকে তিন দিনের জন্য 'বাপের বাড়ি' আসেন—এই পৃথিবীর মাটীতে। সমস্ত বাংলা এই মধুময় পর্বের প্রস্তুতিতে মেতে ওঠে। গীতবাদ্য, পত্রপুষ্প, ধূপদীপ, মিষ্টান্নাদি, নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে প্রতিটি পরিবার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই মহোৎসবে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়।

সুলতানপুরে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজার প্রস্তুতি পর্ব বহুপূর্বেই আরম্ভ হয়ে যেত। শস্যের ভান্ডারগুলি প্রচুর শস্যে ভরে ফেলা হত। বাড়ির মেয়েরা চিনি নারকেলের নানা রকম মিষ্টি গড়তে বসতেন। ধূপের গন্ধে আমোদিত বাতাস ও আগমনী গানের মধুর ঝংকার জানিয়ে দিত মায়ের আসতে আর দেরী নেই।

পূজার তিনদিন শ্রী রমাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসগৃহ সমস্ত প্রতিবেশিগণের জন্য মাতৃপূজা—ন্দিরে পরিণত হত। প্রভূত পরিমাণে ভোগ প্রসাদ নিবেদিত হত। অনাহূত, রবাহূত সকলের জন্য ছিল অবারিত দ্বার এবং প্রসাদ বিতরণের ঢালাও ব্যাবস্থা। নিমন্ত্রণ পাঠাবার প্রয়োজন ছিলনা, পূজার আনন্দে যোগদান করায় ও প্রসাদ গ্রহণে সকলের সমান অধিকার ছিল।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা নতুন নতুন জামা কাপড়ে সুসজ্জিত হয়ে আনন্দ করত। যারা একটু বড়, তারা বাগান থেকে নানান ফুল তুলে এনে মালা গাঁথতে বসত। শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ঘষে রাখা হত। এমনি অগণিত ভাবে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলেই সানন্দে মাতৃআরাধনার কাজে জুটে যেতেন। মা যখন ছোট বেলায় পূজাপার্বণে সুলতানপুরে যেতেন তখন এই সবই তাঁর দৃষ্টিগোচর হত। ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি উৎসবই ধর্মকর্মের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু কোন কোন স্থানে পালাপার্বণের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দুটি যে সাধারণের চেয়ে কিছু ভিন্ন গাম্ভীর্যের সুরে বাজে। শ্রীশ্রীমা বলতেন, তাঁর দাদামশায়ের বাড়িতে দুর্গাপূজায় এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি হত, মনে হত যে ভক্তের ডাকে মা দূর্গা সত্যসত্যই সাড়া দিয়েছেন।

শুধু যে দুর্গাপূজা ধূমধাম সহকারে পালিত হত তাই নয়; অন্যান্য ধার্মিক পর্ব, যেমন মহাশিবরাত্রি, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্রীরামনবমী ইত্যাদিও যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। সন্দেহ নাই—এ ধরণের ধার্মিক জীবনযাত্রা শুধুমাত্র বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। এই সুপ্রাচীন দেশের অন্যান্য প্রান্তেও অবশ্যই এমন গ্রামাঞ্চল বর্ত্তমান ছিল, যেখানকার পরিবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচীন ভারতের তপোবনকে মনে করিয়ে দিত, যেখানে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত হত উপনিষদের এই বাণীর দ্বারা–

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধ, কস্যস্বিদ্ধনম্॥

'ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে। এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উত্তমরূপে ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা (ধনের) আকাঙ্খা করিওনা। (কারণ) ধন আবার কাহার?" (স্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত অনুবাদ)

(ক্রমশঃ)

☆

কাশী-মাহাত্ম্য

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

পূতধাম বারাণসী সবে দেয় স্থান;
জনে জনে শুদ্ধ হয় করে গঙ্গা স্নান।
শিবের অক্ষয় ত্রিশূল নিত্য হেথা রাজে;
মা অন্নপূর্ণার অন্নভোগ প্রতিদিন সাজে।
জ্ঞান-গুণী কতজন কাশীধামে এসে;
হয়েছেন থিতু হেথা বাবা-ভালবেসে।
শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গোস্বামী বিজয়;
মা আনন্দময়ীর সেবাকর্ম হেথায় অক্ষয়।
তাঁর হাসপাতাল, কন্যাপীঠ, সেবা-দীন-জনে;
সবারেই আশ্রয় দেন দীন দুঃখীগণে।
কাশীতে মায়ের স্থান পুন্যগঙ্গার সলিল;
করিছে পবিত্র সবে যার তুলনা অমিল।
বিশুদ্ধানন্দ, প্রণবানন্দ মহাপ্রাণ গণ;
গোপীনাথ কবিরাজ, যোগী শ্যামাচরণ।
এঁদের বিভূতি আজো কাশীধামে স্থির;
তাঁদের স্মরিয়া সবে নোয়ায় স্ব-শির।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

(উৎকন্ঠেশ্বর যাত্রা)

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯, বুধবার—

উৎকন্ঠেশ্বর আমেদাবাদ থেকে ৩৫ মাইল দূরে নিঃসঙ্কুল গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। উঠের পিঠের কুঁজের মতন মহাদেবের মূর্তি বলে জায়গাটির নাম উঠকন্ঠেশ্বর বা উৎকন্ঠেশ্বর। এখানেই নাকি জাবাল মুনির তপস্যা ক্ষেত্র। উৎকন্ঠেশ্বরের চতুর্দিকে যে পাহাড়, তা নাকি সব জাবাল মুনির সমসাময়িক যজ্ঞের বিভূতি স্তূপ। এখানে কান্তিভাইয়ের প্রচেষ্টায় একটি 'যোগাশ্রম' করা হয়েছিল। কান্তিভাই মুনশার মৃত্যুর পরে এখন এটা ট্রাস্টিদের হাতে গেছে।

উৎকন্ঠেশ্বরে আমরা বাসে করে গেলাম। প্রথম ১০।১২ মাইল পাকা রাস্তা, তারপরেই সুরু হলো ধুলোর কাঁচা এবড়ো খেবড়ো পথ। দুধারে কাঁটা গাছ—যেখানে পথ নেহাত সরু, সেখানে জানলা ঘেঁসে কাঁটা গাছ অসাবধানী বাস আরোহীকে ক্ষত বিক্ষত করে যাচ্ছে। কোথাও পথ আছে, কোথাও মাঠের উপর দিয়ে লাঙ্গলচষা খেতের উপর দিয়ে বাস চলছে। কি ঝাঁকুনির রাস্তা। সামনে এক নদী, জল অল্প তাই বাস তার ভেতর দিয়ে সাঁতরিয়ে ওপারে এলো। উৎকন্ঠেশ্বর মহাদেবের মাইল ২ দূরে বাস থেমে গেলো—এবার হাঁটা পথ। কিছুটা হেঁটে কোমড় জল নদী ডিঙ্গিয়ে শেষমেশ আমরা মরুতীর্থ উৎকন্ঠেশ্বর পৌঁছালাম।

মা ৬৫ মাইল ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে এলেন—এটাতে হাঁটতে বা নদী পার হতে হয়না তবে সরু কাঁচা রাস্তা বলে বাস যাবেনা। বিরাট স্থান জুড়ে কয়েকটি কুটিয়া রয়েছে। সামনেই একটু দূরে উঁচু পাহাড়ে উৎকন্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখা যাচ্ছে। যোগাশ্রমে একজন জৈন সাধু থাকতেন তিনি দেহ রেখেছেন। কুটিয়ার নীচের গুহা গুলি দেখার মতন—বিরাট গুহা—নানা ঘরে বিভক্ত। ভারী নির্জন একান্তে সাধনার স্থান। এতখানি journey করে এসেও মা বললেন মার মাথার শব্দ কম আছে। এখানে মা কান্তিভাই বর্তমান থাকাকালে বার দুই আরো এসেছেন।

১৭ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—

এখানেও সকালে আমাদের আশ্রমের নিত্য সৎসঙ্গে মা ১১টা নাগাদ এলেন। আশ্রমের কান্তিভাই ভাগবত্ ব্যাখ্যা করছিল। স্বয়ম্‌জ্যোতি সাধু মাকে জৈন সাধুর মূর্তি যে library ঘরে সেখানে নিয়ে গেলেন। স্থানীয় লোকের ভীড় অল্প। মার ভাল বিশ্রাম হচ্ছে। দিদি ও বুনিদিকে মা শরীর খারাপ বলে আমেদাবাদ রেখে এসেছেন। সঙ্গে কেবল দিদিমা আছেন। সন্ধ্যেবেলা বিষ্ণু আশ্রমজী ও স্বয়ম্‌জ্যোতি মহারাজের ভাষণে মা গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ই ডিসেম্বর, শুক্রবার–

আজ দুপুরে ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে। মা পংক্তি ভোজন পরিদর্শন করে এলেন। বিকেলে বহু বালক বালিকা ও পুরুষ স্ত্রীলোক কাছের গ্রাম থেকে মায়ের দর্শনে এসেছিল। সন্ধ্যে বেলা কান্তিভাইয়ের আত্মীয় স্বজন ও বাড়ীর লোকেরা মার ঘরে বসেছে। মা নিজের খেয়ালে গণেশের মাতৃভক্তি–"নারদের মায়া" ও কৃষ্ণ বলরামের বাল্যলীলার একটি গল্প বলছিলেন। পরে বিষ্ণু আশ্রমজীর ভাষণে pandal এ গেলেন।

১৯শে ডিসেম্বর, শনিবার–

আজ মার আমেদামাদ ফেরার কথা। সকালে কাছেই এক শেঠের নবনির্মিত বানপ্রস্থ আশ্রম দেখতে মাকে নিয়ে গেলেন পরমানন্দ স্বামীজী। মা আজ দুপুরে ৩টায় বেড়িয়ে ৬টার সময় আমেদাবাদ পৌঁছালেন। রাত ৮টা নাগাদ মার ঘরের সামনের ছোট pandal এ মা আজ বসলেন। ভাগবত্ সপ্তাহের পর বড় pandal খুলে ফেলা হয়েছিল।

মৌনের পরে মাতৃসৎসঙ্গে মা নিজের থেকে কয়েকটি কথা বললেন—

১। সব সময় মিশ্রী মুখে রেখো–অর্থাৎ মুখে হরিনাম রাখা-নাম রসামৃত।

২। ত্রিফলা রোজ সকালে খেও–ত্রিফলা অর্থাৎ–হরিতকী, আমলকী, বয়রা।

৩। মা বললেন–এ শরীরকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল–মা, তুমি থাকো কোথায়–ব্রহ্ম নগর। তোমার ঘরে কে আছে—আত্মানন্দ।

মা বললেন, 'তোমরা তো এ শরীরকে লেখা পড়া শেখাওনি। লেখা পড়া শেখাবে কী-এমন খেলা-মজা হত কী বলব পিতাজী (বিষ্ণু আশ্রমজীকে বলছেন) এমনি মাথা খারাপ যে এক লাইন পরে অন্য লাইন পড়বার সময় আগের লাইন বিল্‌কুল গায়েব-লাইন ছেড়ে দাও এক একটা অক্ষর যেমনি পড়তে যাওয়া সেইটি রোশনাইতে ভরে যেত—'অক্ষরব্রহ্ম' পড়া ঐ অবধি—"।

২০শে ডিসেম্বর, রবিবার–

আজ মুকুন্দভাইর বাড়ীতে মাকে সকাল থেকে নিয়ে গেছে, সকালের সৎসঙ্গ–মার ভোগ, বিশ্রাম সবই মুকুন্দভাইর বাড়ীতে। এখানে মার জন্য একটি ঘর আছে–এটাই ওদের ঠাকুরঘর। মা নিজে থেকে বলেছিলেন যে রাতেও ঠাকুরঘরে শুয়ে থাকব। বিকেলে মা কয়েকবাড়ী ঘুরে ঠাকুরভাইদের রামকৃষ্ণ mills এ গেলেন। সেখান থেকে উর্মিলার শ্বশুরবাড়ী এলেন। উর্মিলার ও মধুকান্তের বাড়ীতে বিষ্ণু আশ্রমজীর ভাষণ হল। মৌনের পরে মা একটু কীর্তন করলেন।

২১শে ডিসেম্বর, সোমবার–

আজ কান্তিভাইয়ের মৃত্যু বার্ষিকী। দুবছর আগে এই তিথিতে কান্তিভাই দেহ রেখেছেন। ভোর ৫টায় বাড়ীর চাতালে মার ছবির সামনে আশ্রমের মেয়েরা ঊষা কীর্তন আরম্ভ করল। পরে 'মা মা' নাম কীর্তন হল ও তারপরে সারাদিন হরেকৃষ্ণ ও অন্যান্য নামের অখন্ড কীর্তন চলল। মা মুকুন্দভাইর বাড়ী থেকে ঠিক সকাল ৯টায় এলেন। তখন সমগ্র গীতা পাঠ হচ্ছে। দুপুরে ১২জন সাধু ভোজনের সময় মা এসে দাঁড়ালেন। বিকেল ৫টায় কীর্তন সমাপ্তির সময়টিতেও মা নিজে থেকে এলেন। রাতে মাধবতীর্থ মীরাবাইর জীবনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতে আঁকা coloured slides মাধ্যমে দেখালেন। মীরার ভজনগুলি একটি সাধু গেয়ে যাচ্ছিলেন ও বিষয়বস্তু গুজরাটীতে বলছিলেন। পরে নিত্যকার বিষ্ণু আশ্রমজীর ভাষণ হল।

২২শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—

আজ মায়ের আমেদামাদ ছাড়ার দিন। সকালে কুন্দনবেন মার ঘরে মাকে আরতি করলেন ও আশ্রমের সবাইকে কাপড় দিলেন। আজ দুপুর ২টায় মা by car বরোদাভিমুখে রওনা হলেন। প্রথমে দিদিমা–দিদি ও বুনিদির এখানেই থাকার কথা হয়েছিল। মা রওনা হবার সময় দিদিমার শরীর খারাপ লাগছে শুনে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন–'মা, তুমি কী যাবে?' দিদিমা হঠাৎ হ্যাঁ বা না সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলছিলেন না। মা দিদিমার পায়ের উপর উপুর হয়ে প্রণাম করে যাত্রা করলেন। লৌকিক ব্যাবহারে মার কোথাও ভুলক্রটির লেশমাত্র নেই সে যতই ভীড় গন্ডগোল তাড়া থাকুক। তবে সবসময় যে মা এমনিভাবে লুটিয়ে দিদিমাকে প্রণাম করেন তা নয়–"যখন যা হয়ে যায়।" গাড়ীতে ওঠার সময় মা হঠাৎ বললেন,–"চলো মা ভীমপুরায় যাবে তো ওঠো।" ব্যাস দিদিমা উঠে পড়লেন। আজকাল বিশেষ করে দেখছি যে দিদিমা–মাকে ছেড়ে থাকতে বেশী ভরসা পাননা–বয়স ও হয়েছে। শরীরটাও মাঝে মাঝে বেশী রকম খারাপ হয়ে পড়ে তাই মার সাথে সাথে থাকাই শ্রেয় মনে করেন। আজ রাতে মা বরোদায় তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এক স্কুল বাড়ীতে থাকবেন। বিষ্ণু আশ্রমজীও মার সঙ্গে এসেছেন। মার আগমনের জন্য অপেক্ষমান বিপুল জনতা স্কুলটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। উপরের হলে মা একটু বসলেন। পরে মা নিজের ঘরে চলে যেতে জনতা চলে গেল। একটু পরে মা এসে সামনের balcony তে দাঁড়িয়ে যারা নীচে নেমে গিয়েছিল তাদের আবার দর্শন দিলেন। রাতে তারকেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে সৎসঙ্গের জায়গা করা হয়েছিল। মা বসলেন ৮টা নাগাদ। বিষ্ণু আশ্রমেজীর ভাষণ হল। মৌনের পর স্থানীয় লোকেরা মাকে গান শোনাল।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী

কনখলে সংযম সপ্তাহ—

একদিন সৎসঙ্গে মহামন্ডলেশ্বর গীতা ভারতীজী এসেছেন। রাত্রিতে সৎসঙ্গের সময় 'কুন্ডলিনী' ও শক্তি সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। সৎসঙ্গ-মঞ্চে শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব শোভা হত। শ্রীশ্রীমায়ের সাধু মহাত্মাদের প্রতি আদর ভাব এক সুমহান দর্শনীয় দৃশ্য ছিল। মায়ের মধুর 'বাবা বাবা' সম্বোধন এবং "বাবা, এই শরীর তো একটা ছোট্টো মেয়ে" এই সুধামাখা কথা শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হতেন। প্রতিদিন রাত্রিতে মাতৃ সৎসঙ্গে নিত্য নবীন মহান আনন্দের প্রাপ্তি হত।

একদিন মাতৃ সৎসঙ্গের সময় শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে নিম্নলিখিত পদ নিঃসৃত হয়–

"দিব্য শুধায় প্রেম জাগেরে, প্রেম জাগেরে
প্রেম জাগেরে, প্রেম জাগেরে
বিবেক বৈরাগ্যে জ্ঞান জাগরণ
সত্ত্ব শুদ্ধ বিবেক বৈরাগ্যে
জ্ঞান জাগেরে, জ্ঞান জাগেরে
হে পরমেশ মহাত্মা জন
নমো নমো নমো নমো নমো নমো।"

মা জোরে জোরে হাত তালি দিয়ে এই পদগুলি গাইছিলেন। মনে হচ্ছিল মায়ের এই স্বরূপটিই দিব্য প্রেম সাগরের উত্তাল তরঙ্গ এবং তরঙ্গরূপী হস্তযুগলের দ্বারা মা প্রেমবারিধিতে অবগাহন করানোর জন্য যেন সকলকে আমন্ত্রিত করছেন।

রাত্রিতে একদিন মাতৃ সৎসঙ্গের সময় পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী মাকে প্রশ্ন করেন-

"মা আপনার জন্ম কি বারে বারে হয়?"

মা—জন মে, ভগবান কখন নেই? সর্বদাই আছেন।

স্বামীজী—মা আপনি অধ্যাত্ম প্রসাদ কবে পেলেন?

মা—কখন ছিল না?

স্বামীজী—আপনি সিদ্ধও নন, সাধকও নন, তবে কি আপনি ভগবান?

মা—ভগবান কোথায় নেই?

স্বামীজী—তবে আপনি জন্ম নিলেন কেন?

মা—শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর, জন্ম কে নেয়, জন্ম নিলে মৃত্যু।

স্বামীজী—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছিলেন, আমাদেরও দেখাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—নিতে কি কেউ পারে? ভগবানের কাছে সকলে প্রার্থনা কর যে আমাদের দিব্য চক্ষু দাও। এই যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাঁকে প্রাপ্ত করার জন্যই না? এই যে অমৃতবর্ষণ হচ্ছে, এই যে আসনে বসা, এইটিইতো রাস্তা।

সংযমের সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় মায়ের অনুগ্রহপূর্ণ বাণী এই রূপ:—"পঞ্চভূতের এই ক্ষণিক সুখ আবার দুঃখ। ভগবৎ কৃপা সব সময় বর্ষণ। সংযমিত জীবন ছাড়া সেই রাস্তা খোলে না। কথা এই, সব সময় কথা আসে না, এখানে আগ্রহ নিগ্রহের প্রশ্ন নেই, আগ্রহ কর অথবা নিগ্রহ–এখানে শব্দ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হয়। যে শব্দ ব্রহ্মরূপে আসে গ্রহণ করে সোলনের রাজা সংযমের নিয়ম শুনে করত। এখানে প্রচার আসেনা হয়ও না, ভগবান ছাড়া সত্যিই আর কিছুই নেই, প্রচার পরের হয়, এখানে প্রচার নয় আত্মস্বরূপ আত্মাই তো, বিশ্বব্যাপক এক আত্মা, নিজের উপর নিজের বর্ষণ, নিজের জ্ঞানের প্রকাশ নেই, যেমনটি বসা খাওয়া যে গ্রহণে স্থিতি আসে সেই আত্মস্বরূপ দর্শনের জন্য, ভগবান এমন করেন, না দিয়ে থাকতে পারেন না, স্থিতি দেওয়ার জন্য এই স্থানে গঙ্গা সুমহান আত্মা রূপ শরীর বর্ষণ করছেন। বাবা তুমি বলিয়ে নাও না, বাবা কি না? মেয়ে বুঝে নেবে। আমার ছোট্ট মেয়ে। আমি কৃষ্ণের কথাই বলছি। কৃষ্ণ নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা কর। প্রাপ্তি ইচ্ছা-প্রশ্ন-উত্তর এই সব তাঁরই খেলা, তাঁর রূপ। এই যে বর্ষণ একে ধরে থাক সকলে।"

এই প্রকারে সাতদিন অমৃত প্রবাহ চলতে লাগল। পূজ্যপাদ মহাত্মাদের অমৃতবর্ষণ শ্রবণের পর নিত্য অমৃত আস্বাদনের রস সকলে প্রাপ্ত হলেন।

অন্তিম দিনে মাতৃ সৎসঙ্গের পর মহামন্ডলেশ্বরগণ এবং মহন্তদের দক্ষিণা, কম্বল, ফল, পুস্তক আদি পৃথক-পৃথক টুকরীতে সাজিয়ে সুন্দর করে সকলকে ভেট দেওয়া হল। তারপর আরতির পর কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি হল। রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে পৌনে ১২টা হতে সওয়া ১২টা মহানিশার ধ্যান। ধ্যানের পর সকলকে পৃথক-পৃথক রূপে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম করার অবসর দেওয়া হল। সকলে মার হাত হতে ফল প্রসাদ পেলেন।

দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সঙ্গে মহাযজ্ঞের টীকা লাগিয়ে সকলে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। সপ্তাহব্যাপী সংযম ব্রতে ব্রতী থাকায় সকলেরই মন ভক্তিভাবে বিভোর হয়েছিল, সুতরাং পূর্বদিন রাত্রিতেই মহানাম কীর্তনের নামযজ্ঞ-অধিবাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সারারাত এবং সম্পূর্ণ দিন কীর্তন চলল। প্রেমী ভক্তজন প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এই প্রকারে ১১ই নভেম্বর, ১৯৮১ সন্ধ্যায় নগর কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে পূজা আরতির পর সংযম মহাব্রতের পরিসমাপ্তি হল।

এইটি ছিল ৩২তম সংযম সপ্তাহের অনুষ্ঠান। এর পূর্বে পূজ্যপাদ মহামন্ডলেশ্বর ব্রহ্মানন্দজী নর্মদার তটে বদরিকাশ্রমে, মহামন্ডলেশ্বর গণেশানন্দজী কুরুক্ষেত্রে এবং গতবছর পূজ্যপাদ কৈলাস পীঠাধীশ্বর বিদ্যানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে হৃষিকেশে এই মহৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত ভক্তবৃন্দকে অতিশয় পুণ্যের ভাগী করেন। তার ফলস্বরূপ মনে হয় এবারে বিশেষ রূপে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য অনুপম দর্শন এবং অমৃতময়ী দিব্য বাণী বিশেষ করে সকলে প্রাপ্ত হলেন। এই সংযমের বিশেষতা ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুপমদিব্য দর্শনদানের অনুপম লীলা মাধুরী। এমন মনে হত যেন শ্রীশ্রীমা চরাচর প্রাণীর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। নিজ-নিজ আধারের অনুরূপ সকলে সেই অমৃত গ্রহণ করে। এই মধুর স্মৃতির অমূল্যনিধি চিরকালের জন্য নিজ হৃদয়ে বিরাজিত হোক, এই মায়ের কাছে কৃপা প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা এইরূপে কনখলে মহান সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আরম্ভ করে দিয়েছেন। ৩৩তম হতে অর্দ্ধশতব্দীর উর্ধ্বে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রবিষ্ট হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত এই কনখলে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী জ্যোতিপীঠমের পবিত্র চিন্ময় সান্নিধ্যে।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন–"এই স্থানে গঙ্গা সুমহান। আত্মা রূপে নিজেকে বর্ষণ করছেন জগতের কল্যাণের জন্য।" সেই গঙ্গাতীরে ভারতের পবিত্র উত্তরাখন্ডে পবিত্র কনখলতীর্থে চিন্ময় আনন্দ জ্যোতি পীঠমের পাদমূলে অব্যক্ত স্বরূপিনী শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে আমাদের সংযম সপ্তাহ মহাব্রত পালন–অবশ্যই একদিন সেই পরম ব্রহ্ম তত্ত্বের প্রকাশ হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের সংযম সপ্তাহ মহাব্রতে মহাত্মারাও মাতৃসান্নিধ্যে এসে মাতৃদর্শন লাভে এবং জনতাকে সৎকথা শোনাবার মাধ্যমে লোক মঙ্গলের অবসর পেয়ে ধন্য হতেন আর জনতাও তাঁদের অমৃতকথা-অমৃতবর্ষণ শ্রবণ করে নিজেদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে ধন্য হতেন। কি করে সাধুসেবা করতে হয়? কি করে তাঁদের সমাদর করতে হয়? মা আমাদের শিখিয়েছেন। অনেক সাধুরাই বলেছেন, 'মায়ের কাছে যেমন আদর আপ্যায়ন হয় এমনটি আর কোথাও হয়না।'

আহা! সংযমের সময় সভা মন্ডপে মঞ্চের শোভা কি ভুলবার? মঞ্চে সমস্ত সাধুরা গৈরিক বস্ত্রে ভূষিত হয়ে মঞ্চ আলো করে বসে থাকতেন। তার মধ্যে একদিকে শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা শুভ্রাসনে বিরাজিতা দিব্য আভায় মন্ডিতা শ্রীশ্রীমা, যেন মূর্তিমতী সরস্বতী সকলকে পরাবিদ্যাদানের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন। মায়ের মধুর স্বরে "বাবা বাবা' সম্বোধন যে শুনেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। সাধুদের সামনে মাকে সৎসঙ্গে প্রশ্ন করলে মা বিনয়ে এমন নম্র মধুর আকৃতি ধারণ করতেন যেন বিনয়ই স্বয়ং মায়ের দিব্য বিগ্রহে সাক্ষাৎ মূর্তি ধারণ করে বিনম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করছে। মায়ের শ্রীমুখের মধুর বাণী শোনার জন্য ভক্তদের মত মহাত্মারাও আকুলতা প্রকাশ করতেন।

সাধু সমাজের নবজাগরণে মায়ের অবদান কম নয়। ভাগবত সম্রাট স্বামী অখন্ডানন্দজী ও শ্রীনাথজীর ভাগবত সপ্তাহের দীক্ষা মায়েরই পূতসান্নিধ্যে হয়। শ্রীপ্রভূদত্ত ব্রহ্মচারীজী গো–সেবা ব্রতে অনশন করে কারাগার বরণ করেছেন, মা তাঁর পিছনেও চির অবলম্বন রূপে দাঁড়িয়েছেন। হরিবাবা, অবধূতজী সকলেই মায়ের চরণে পরম পদ লাভ করেছেন। মাধ্যম এই সংযম সপ্তাহ। এই সংযম সপ্তাহের জন্যই তাঁরা বারে বারে মার চরণে আসতে পেরেছেন। আমরা দেখতে পাই স্বামী চিদানন্দজী মার কাছে যে কথা দিয়েছিলেন, তা আমাদের উপর করুণা করে তিনি রেখেছেন। তারপর থেকে প্রায় প্রতিটি সংযমেই তিনি কনখলে এসে যোগদান করেছেন, আর অমৃত কথা শ্রবণ করিয়ে আমাদের তৃপ্ত করেছেন। স্বামী বিদ্যানন্দজীর উপনিষদ্ ব্যাখ্যাও অতি অনবদ্য।

আর ভক্তদের অখন্ডভাবে মাতৃ সঙ্গলাভ, অবিরত মাতৃদর্শন, মাতৃবাণী শ্রবণ এই সংযম সপ্তাহের জন্যই আনায়াসে সুলভ হয়েছে। "ত্যাগেনৈকেহমৃতত্ত্বমানশুঃ" ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। "তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম।" আজ জগতে চতুর্দিকে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব, খুনাখুনি মারামারি তো চতুর্দিকে। এই বিষম পরিস্থিতিতেই সংযমের পরম আবশ্যকতা। সংযমই শেখায় মানুষকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, নিয়ন্ত্রিত মানসিক চিন্তাধারা পোষণ করতে। সংযম পালনেই মানবমন অন্তর্মুখী হয়ে অন্তঃর্জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে সকলের জীবনে সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ এই সংযমের দ্বারাই সাধিত হবে। চির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরে হবে জগতের কল্যাণ। নিজকে জানা আপনাকে পাওয়াই হল সংযমের লক্ষ্য। সেই স্বরূপজ্ঞানের প্রাপ্তিতে সব দ্বন্দ্ব কলহের অবসান হয়।

যখন এই জ্ঞান হয়ে যাবে তখন—

"সবং খল্বিদং ব্রহ্মনেহ নানাস্তিকিঞ্চন।"
"যস্ত সর্বাণিভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

অর্থাৎ যাঁর ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, যিনি সকলের মধ্যে সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখেছেন, তাঁর আবার শোক মোহ কোথায়? তাঁর যে এক ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নেই।

এই আত্মস্থিতি লাভ করবার জন্যই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ সংযমের সাধনা—মাতৃচরণ আরাধনা। কারণ সেই পরম ব্রহ্মই সকলের প্রেমময়, করুণাময় পিতা, পরমমাতা, পরম হিতকারী বন্ধু, সখা, স্বামী। তাই সংযমে মাতৃনির্দেশে সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে আহ্বান করা হয় এই ব্রহ্মগীতির দ্বারা। সংযমে প্রতিক্ষণে সকল ব্রতী ভক্তজনের হৃদয়—তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে সেই অমৃতলোকের অমৃতবাণী—

"হে পিতঃ হেঃ হিতঃ হে ব্রহ্মতত্ত্বম্।"

☆

আগামী উৎসব-সূচী

১. শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা	—	১১ই-১৫ই অক্টোবর
২. শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা	—	২০শে অক্টোবর
৩. শ্রীশ্রী কালী পূজা	—	৪ঠা নভেম্বর
৪. অন্নকূট উৎসব	—	৫ই নভেম্বর
৫. সংযম সপ্তাহ	—	১২ই-১৮ই নভেম্বর
৬. কার্ত্তিকী পূর্ণিমা	—	১৯শে নভেম্বর
৭. গীতা জয়ন্তী	—	১৫ই ডিসেম্বর
৮. পৌষ সংক্রান্তি	—	১৪ই জানুয়ারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল—

কনখলে মায়ের আশ্রমে গত ২৪শে জুলাই গুরু পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে মহা ধূমধামের সঙ্গে শ্রীগুরুপূজা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে সাধু ভান্ডারা ইত্যাদি যথারীতি হয়। ১৫ই আগস্ট শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর তিরোধান তিথিতে গিরিজীর ষোড়শোপচারেপূজাওসাধু ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে আগষ্ট ঝুলনদ্বাদশীর দিন ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা এবং ৩০শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রধান সচিব স্বামী স্বরূপানন্দজীর তিরোধান উপলক্ষ্যে ষোড়শী ভান্ডারা বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন আশ্রম হতে সাধু, ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণ উপস্থিত হন।

আগামী ১১ই অক্টোবর হতে ১৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০শে অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা ও ৪ঠা নভেম্বর শ্রীশ্রী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

২। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে গত ২৪শে জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধু ভান্ডারা ও যথারীতি সম্পন্ন হয়। গত ১৫ই আগষ্ট শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর তিরোধান তিথিতে গিরিজীর ষোড়শোপাচারে পূজা হয়। ১৯শে আগষ্ট ঝুলন দ্বাদশীর দিন ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু ভান্ডারা হয়।

১৮ই আগষ্ট হতে ২২শে আগষ্ট ঝুলনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রী গোপালজীকে ঝোলানো হয় ও তদনুরূপ কীর্তন আদি ও অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন গোপালের ষোড়শোপচারে পূজা ও রাত্রিতে মায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষ্যে কীর্তন ও ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীশ্রী গোপালের মহাভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর মধ্যে কয়েক দিন রাত্রিতে কন্যাপীঠের কন্যারা ভক্তিমূলক লীলাভিনয় করে সকলকে আনন্দ দিল। এই উৎসবে শুধু মহিলারাই দর্শকরূপে অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হতে ২০শে সেপ্টেম্বর ভাগবত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবার কোলকাতাবাসী বিশেষ মাতৃভক্ত স্বর্গীয় অমল চ্যাটার্জী ও তাঁর সহধর্মিনীর স্মৃতিতে মহা ধূমধামের সঙ্গে ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত হয়েছিল। প্রবক্তা ছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বক্তা মাতৃভক্ত শ্রদ্ধেয় শ্রী অশোক ভাই কুলকর্ণী। শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব, গোপাল কালা উৎসব (মহারাষ্ট্রীয় প্রথায়), গোবর্দ্ধন ধারণ ও রুক্মিণী বিবাহ প্রভৃতি ভাগবতের ব্যাখার সঙ্গে লীলার মাধ্যমে সুন্দরদর্শনীয় হয়েছিল।

শ্রী অশোক ভাই সকলকে মূলভাগবত পাঠের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে সংস্কৃত ভাষা এমন কিছু দুরূহ নয় আর না বুঝে পাঠেরও একটি ফল আছে। তাই তিনি সকলকে আবেদন জানান যে মূল ভাগবত সকলেরই একান্ত পঠনীয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান ও সকলকে ভাগবত পাঠের প্রেরণা প্রদান অবশ্যই স্মরণীয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির নির্বাণ তিথিতে ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু ভান্ডারা হয়। ভাগবত সপ্তাহের প্রারম্ভে শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর, শ্রীশ্রীমায়ের, শ্রীশ্রী গোপালজীর, শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণার ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পর ভাগবত সপ্তাহের পরিসমাপ্তি হয়। ২৮শে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেপ্টেম্বর স্বামী অখন্ডানন্দজীর তিরোধান তিথিতে স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধুসেবা হয়।

আগামী ১১ই অক্টোবর হতে ১৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। ২০শে অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা ও ৪ঠা নভেম্বর শ্রীশ্রীকালী পূজা ও অন্নকূট উৎসব ৫ই নভেম্বর সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হবে।

বারাণসী স্থিত রত্না আফসেট্স লিমিটেড এর শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ৭ই জুলাই বারাণসীর প্রমুখ সংস্থান, মহাবোধি সোসায়িয়িটী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাপীঠ, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ও মা আনন্দময়ী আশ্রমকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এই অবসরে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

পন্ডিত শ্রী গোপীনাথ কবিরাজের ১১৬তম জয়ন্তী উৎসব ও সংস্কৃত দিবস—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ১১৬তম জয়ন্তী মহোৎসব আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সারনাথের তিব্বতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থানের নিদেশক মাননীয় নবাঙ্গ সামতেন মূখ্য অতিথিরূপে উৎসবের শোভাবর্দ্ধন করেন। কোন বৌদ্ধ লামার মায়ের আশ্রমের কার্যক্রমে এই প্রথম আগমন হয়। সভার অধ্যক্ষতা করেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি শ্রী রাজেন্দ্র মিশ্রজী। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী সীতারাম কবিরাজজী।

শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের জন্মদিবসকেই কন্যাপীঠের পক্ষ হতে সংস্কৃত দিবস রূপে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বছর থেকে। তাই এই উপলক্ষ্যে কন্যাপীঠের কন্যারা "শ্রদ্ধা কুসুমাঞ্জলি" রূপে একটি মনোজ্ঞ সংস্কৃত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে। এর অন্তর্গত বৈদিক মঙ্গলাচরণ, কবিরাজ স্তুতি, 'বুদ্ধং শরং গচ্ছামি' নামে ভগবান বুদ্ধের বাণীর আবৃত্তি, 'গুরুভক্ত একলব্য' সংস্কৃতে লীলাভিনয় ও দশমহাবিদ্যা স্তোত্র সহ দেবীর দশটি রূপ দর্শনীয় ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। সকলেই এই কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

কাশীর সমবেত স্বনামধন্য পন্ডিতেরা ও সম্মানিত অতিথিরাও কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কার্যক্রমের পর ১৭টি কুমারী কন্যাকে পূজা ও ভোজন করানো হয়। প্রাঙ্গণে ছোট ছোট ৫১টি কুমারী কন্যাদের শ্রদ্ধেয় লামাজীর হাত দিয়ে বস্ত্র ও ফল-মিষ্টি প্রদান করানো হয়। কার্যক্রমের প্রারম্ভে সম্মানিত বৌদ্ধ লামাকে মায়ের মন্দির, গোপাল মন্দির দর্শন করানো হয়। তাঁকে ও কুলাধিপতিকে মার রূই সহ উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে সমাদৃত করা হয়। রোটারী ক্লাবের অধ্যক্ষ শ্রীবিপুল শঙ্কর পান্ড্যা ও রোটারীর গর্ভনর শ্রী গুজরাতীজী মায়ের হাসপাতালে ১১ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন।

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়—

গত ১লা জুলাই চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে রোটারী ক্লাব বারাণসী সেন্ট্রালের পক্ষ হতে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সম্মানিত করা হয়। বারাণসী সেন্ট্রাল রোটারী ক্লাবের অধ্যক্ষতার পদভার গ্রহণ করার প্রারম্ভে শ্রী বিপুল শঙ্কর পান্ড্যাজী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য মায়ের হাসপাতালে প্রথম কার্যক্রমের আয়োজন করেন। এই অবসরে রোটারীর গর্ভনর শ্রী গুজরাতীজীও উপস্তিত ছিলেন।

বারাণসীর প্রসিদ্ধ সমাজসেবী শ্রী ভানু শঙ্কর মেহতা ১লা জুলাই চিকিৎসক দিবসরূপে কেন অনুষ্ঠিত হয় এইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়ে বললেন যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আদর্শ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এদিন জন্মদিবস এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিরোধান দিবসও। সুতরাং তাঁর সুমহান চরিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার জন্যই ভারত সরকারের দ্বারা ১লা জুলাই চিকিৎসক দিবসরূপে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি চিকিৎসক হয়েও পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদভার গ্রহণ করেন। তবে তিনি নিজের রোগী সেবারূপী কার্য কখনও ত্যাগ করেননি। এই চিকিৎসক দিবস অনুষ্ঠান এবার চিকিৎসালয়ে সুষ্ঠু রূপে পালিত হল।

গত ১৫ই আগস্ট মাননীয় সাংসদ শ্রী শঙ্কর প্রসাদ জায়সওয়ালের অধ্যক্ষতায় ধ্বজারোহণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। কন্যাপীঠের কন্যাদের দেশগীত রাষ্ট্রগান ও বিশিষ্ট অতিথিদের সুন্দর ভাষণ হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের বিশিষ্ট ভক্ত এবং প্রসিদ্ধ দেশসেবক স্বর্গীয় কালাচাঁদ ব্রহ্মচারী স্মৃতিতে ৫১জন গরীবকে গরম চাদর সহ পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করানো হয়।

৩। বৃন্দাবন—

বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১১ই আগস্ট হতে ২২শে আগস্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ছলিয়াজীর ঝুলনোৎসব ও ৩০শে আগস্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে প্রখ্যাত রাস মন্ডলী দ্বারা ১১ই আগস্ট হতে ২১শে আগস্ট রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই আগস্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন পূজা, ১৯শে আগস্ট ভাইজীর তিরোধান তিথি পূজা, ২২শে আগস্ট প্রাতে বেদপাঠ, বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ, ভজন কীর্তন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ছলিয়ার ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি এবং তারপর সাধুসেবা হয়। ঐদিন রাত্রিতে অখন্ড হরিনাম কীর্তন পরদিন পর্যন্ত চলে।

৩০শে আগস্ট রাত্রিতে ১২টার সময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাধাষ্টমীর দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৪। পুণা—

শ্রীশ্রীমায়ের পুণা আশ্রমে ১৮ই আগস্ট হতে ২২শে আগস্ট শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব এবং ৩০শে আগস্ট শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-মহোৎসব এবং পরদিন ৩১শে আগস্ট 'নন্দোৎসব' মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

৫। রাঁচী—

শ্রীশ্রীমায়ের রাঁচী আশ্রমে ১১ই অক্টোবর হতে ১৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা ২০শে অক্টোবর ও শ্রীশ্রী কালীপূজা ৪ঠা নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

৬। ভীমপুরা—

ভীমপুরা আশ্রমে আগামী ১০ই অক্টোবর হতে ১৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং ২০শে অক্টোবর শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক–সংবাদ

১। শ্রীমতী সনকেশরীদেবী–

কাশীর পুরাতন ভক্ত শ্রীরাজেন্দ্র কুমার তেওয়ারীজীর মাতা শ্রীমতী সনকেশ্বরী দেবী গত ২৩শে মে, ২০০২সনে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। তিনি ১৯৭৭ সনে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে আসেন। সুদীর্ঘ বৈধব্যজীবন তিনি ধর্মাচরনে যাপন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মাতৃ সান্নিধ্যে আসার পর তিনি কাশী আশ্রমের প্রতিটি উৎসবে এসে যোগদান করতেন। প্রতিবছর ভাগবত সপ্তাহে এসে ভাগবত প্রবচন শ্রবণ করতেন। তাঁরই সংকল্পে প্রতি বছর নবরাত্রিতে দুর্গাসপ্তশতী পাঠ ও হোম আদি অনুষ্ঠিত হত। মাতৃচরণে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

২। শ্রী হরিযোগেন্দ্র প্রসাদ বাজপেয়ী—

শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন এটোয়াবাসী ভক্ত শ্রী হরিযোগেন্দ্র বাজপেয়ী গত ২৫শে জুন, ২০০২ সনে পূর্ণিমা তিথিতে সোমবার মাতৃচরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। এই বাজপেয়ী পরিবারের শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ছিল অতি পুরাতন সম্বন্ধ। রামগঞ্জ গোশালা এটোয়াতে মা এঁদের বাড়ী বহুবার গেছেন। আমরা শ্রী বাজপেয়ীজীর প্রয়াণে একান্ত মর্মাহত। আমরা তাঁর আত্মার ঊর্দ্ধগতি ও পরিবারজনের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৩। কুমারী মুক্তি বসু—

মাতৃগতপ্রাণা কুমারী মুক্তি বসু গত ৩রা আগস্ট, ২০০২ সজ্ঞানে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। তিনি স্বর্গীয় প্যারীমোহন বসু মহাশয়ের কন্যা ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাধন্যা ভক্ত শ্রীমতী শান্তি ঘোষের ও পাটনার শ্রীমতী নীলিমা ঘোষের সহোদরা ছিলেন।

কুমারী মুক্তি বসুর অতি অল্প বয়সে ১৯৫১ সনে বারাণসীতে মায়ের আশ্রমে দিদিমার কাছে দীক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই অল্প বয়স থেকেই তিনি শ্রীশ্রীমার চরণে মনপ্রাণ অর্পণ করেছিলেন। তিনি বিবাহ করেননি এবং শিক্ষা জগতকেই নিজের সেবাক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য কুমারী বসু রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হন।

আমরা শ্রীশ্রীমার চরণে তাঁর পরলোক গত আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য ধৈর্য্য কামনা করি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

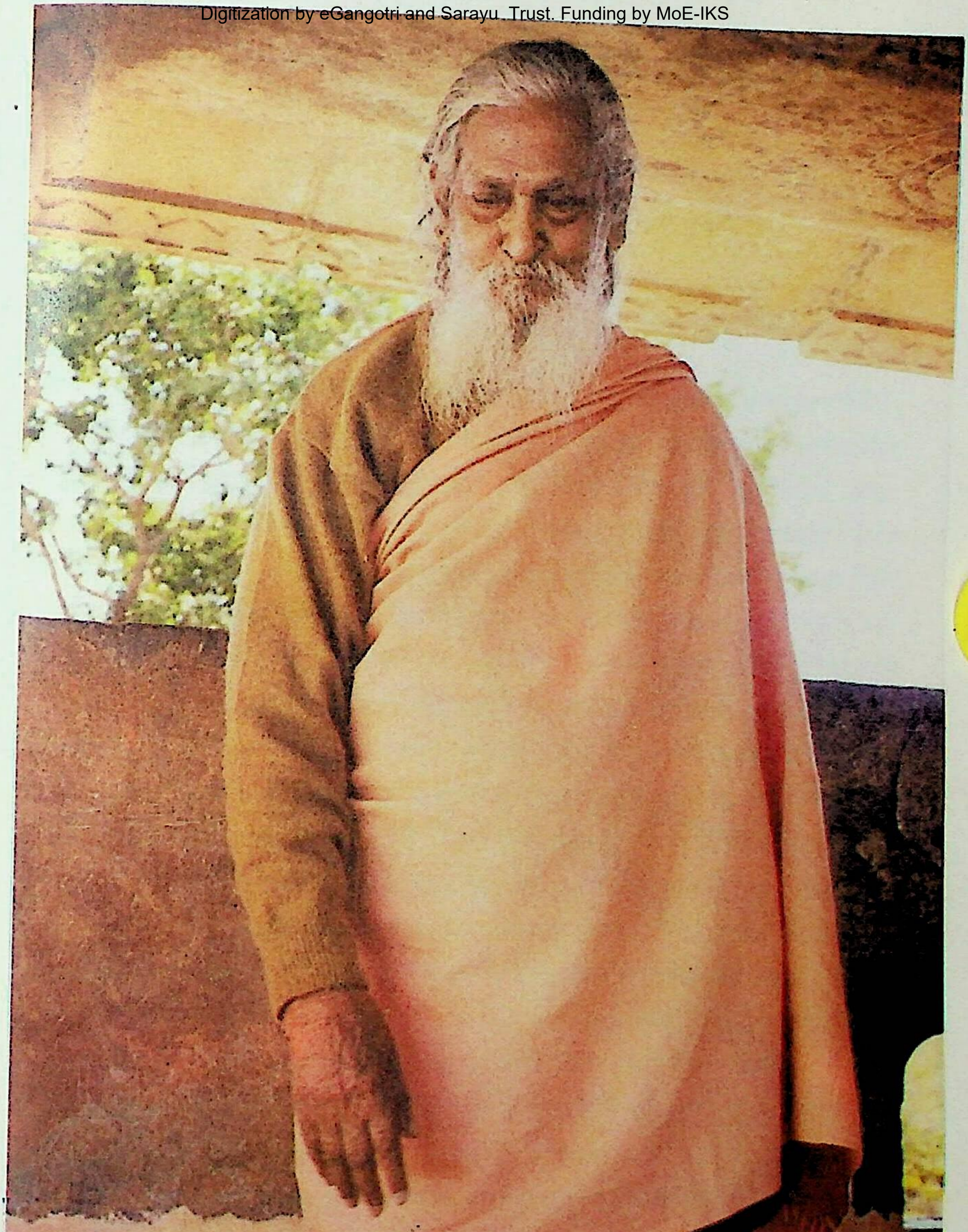

Swami Swarupananda Giriji

1919–2002

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী স্বরূপানন্দগিরি, প্রধান সচিব শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ

(১৯১৯—২০০২)

এক অতি উজ্জ্বল কর্মময় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষের নাম স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি। জন্ম তাঁর অতি ধনী জমীদারের গৃহে বঙ্গভূমিতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে হয়। মাতাপিতা উভয়েই দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন তাই অতি শৈশবেই স্বামীজীর হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। মাতৃবিয়োগের পরই স্বামীজী গৃহের বৈভব, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে চিরশান্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু সাধু, সন্ত, মহন্তের চরণ প্রান্তে উপনীত হন। কিন্তু কেউই তাঁকে অধ্যাত্মপথের সেই চরমসত্যের পথনির্দেশ দিতে পারেন না। পঞ্চাশের দশকে তিনি এলেন তীর্থনগরী বারাণসী ধামে। সঙ্কটমোচন মন্দির দর্শন করতে গেছেন, সেখানে শ্রুতিগোচর হল তাঁর শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের নাম। স্বামী স্বরূপানন্দজী এলেন মাতৃদর্শনে একরাত্রিতে মৌনের সময়, সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রথম দর্শনেই স্বামীজী বুঝতে পারলেন যে যাঁর খোঁজে তিনি এতদিন ঘুরে বেরিয়েছেন, তিনিই বিশ্বজননী স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি রূপে তাঁর সামনে বিরাজিতা। তাঁর খোঁজের আজ অবসান হয়েছে। প্রথম দিন মায়ের দর্শন করে তিনি ফিরে গেলেন। কিন্তু পরদিন সকালেই বন্ধুসহ আবার এলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁদের আশ্রমেই থেকে যেতে অনুমতি দিলেন। এই রূপে চিরতরে মাতৃচরণে সমর্পিত হল তাঁদের দুজনের জীবন, তাঁরা মায়েরই হয়ে গেলেন; চিহ্নিত হলেন মায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে। পরবর্ত্তীকালে এই বন্ধুটিই পরিচিত হয়েছিলেন স্বামী প্রকাশানন্দ গিরি নামে।

শ্রীশ্রীমা তাঁদের কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হবার অনুমতি দিলেন। সচরাচর কয়েক বছর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রম বাসের পরই সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বরূপানন্দজীর বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। স্বামীজী শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজী হতে দীক্ষা লাভ করলেন।

এরপর মাতৃনির্দেশে উত্তরাখন্ডে ও নর্মদার তটে স্বামীজী কয়েক বছর সাধনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রত হলেন। তারপর সেবা কার্যে ব্রতী হলেন মায়েরই নির্দেশে। শুরু হল তাঁর মাতৃচরণে সমর্পিত কর্মময় জীবন। সারো ভারতে পরিব্যাপ্ত শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের বিভিন্ন শাখা আশ্রম—বৃন্দাবন, দিল্লী, কোলকাতা প্রভৃতি আশ্রমের সাধু—ইন্চার্জে রূপে শুধু আশ্রম পরিচালনাই করেননি, কিন্তু তিনি যখন যে আশ্রমে থেকেছেন সেই সেই আশ্রমেরই নব নব রূপায়ণের রূপকার তিনি। যেমন আশ্রমের নূতন ভবন নির্মাণের কার্যে তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনা অবিস্মরণীয়, তেমনই শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে এবং পরেও বহু বিরাট উৎসবের সার্থক আয়োজনে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন।

স্বামীজী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রধান সচিবের পদভার গ্রহণ করেন ১৯৮৪ সনে। সেই সময় হতে তিনি মহাপ্রয়াণের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কনখল আনন্দজ্যোতি মন্দির, বিদ্যাপীঠ, মাতৃস্মৃতি সংগ্রহশালা, সর্বধর্ম—গ্রন্থাগার প্রভৃতি মাতৃমহিমায় চিরমহিমান্বিত তাঁর কীর্তিপতাকা বহন করবে যুগ যুগ ধরে।

কয়েক বছর ধরেই স্বামীজীর শরীর অসুস্থ ছিল। কিন্তু পুনরায় আরোগ্য লাভের পর আবার নতুন উৎসাহে তিনি সেবাকার্য্যে ব্রতী হতেন। এইভাবেই কয়েক বছর চলছিল। সম্প্রতি জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজীর গলায় দুরারোগ্য ক্যান্সারের প্রকোপ দেখা দেয়। দিল্লীর একটি প্রসিদ্ধ হাসপাতাল "ডা. বিদ্যাসাগর ইন্সটিট্যুট অফ মেন্টাল এন্ড হেল্থ সেন্টার" এ স্বামীজীকে ভর্ত্তি করা হল। যেখানে রাধা অষ্টমীর পুণ্য তিথিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় সওয়া ৯টায় মহাসমাধি লাভ করলেন শ্রদ্ধেয় স্বামীজী। প্রায় বিশবছর পূর্বে এই রাধাষ্টমীরই পুর্ণ্যময় লগ্নে রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা চির অব্যক্তধামে প্রবেশ করেছিলেন। অপূর্ব যোগাযোগ। যদিও অসহ্য বেদনায় পীড়িত স্বামীজীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছিল, কিন্তু মহাসমাধির দুই তিন দিন পূর্ব হতে স্বামীজীর মুখ মন্ডলে নেমে এসেছিল এক চির প্রশান্তি। ধ্যানে গম্ভীর মুখ মন্ডলে বেদনার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। যাঁরা স্বামীজীকে এই সময়ে দেখতে এসেছেন তাঁরাও লক্ষ্য করেছেন স্বামীজীর এই গম্ভীর শান্ত ভাব। ডাক্তার, নার্স, পরিচারক, পরিচারিকারা সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধাবনত ভাবে স্বামীজীর সেবা করেছেন। শান্তিময় পরিবেশে মহাপ্রয়াণের পূর্বে স্বামীজীকে অনবরত মন্ত্র জপ করতে দেখা গিয়েছে। স্বামীজীকে মায়ের চরণামৃত দেওয়া হল। ভক্তদের 'ওঁ মা, শ্রী মা, জয় জয় মা' এই কীর্তন ধ্বনি শ্রবণ করতে করতে স্বামীজী মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর মহাসমাধির সংবাদ সারা ভারতে মায়ের প্রতিটি আশ্রমেই সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। অন্তিম দর্শনের জন্য ভক্তরা হাসপাতালে উপস্থিত হলেন মালা, চন্দন, ভস্ম ইত্যাদি নিয়ে। ভস্ম—চন্দন ভূষিত কাষায় বস্ত্র পরিহিত স্বামীজীর পূত পার্থিব দেহকে একটি বাতানুকূল গাড়ীতে নিয়ে মধ্যরাত্রিতে সকলে কনখল রওনা হলেন। কনখল আশ্রমে সাধু, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণীরা সুব্যবস্থা সহ সকলেই প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রায় প্রভাতের শুচি স্নিগ্ধ মঙ্গলময়ী বেলায় সূর্য্যোদয়ের ক্ষণে স্বামীজীর পার্থিব দেহ নিয়ে সকলে কনখল পৌঁছালেন। বিভিন্ন আশ্রমের মোহন্তদের উপস্থিতিতে বেদমন্ত্রের সঙ্গে পবিত্র গঙ্গাজলে এবং পঞ্চামৃতের দ্বারা স্বামীজীর পূত পার্থিব দেহকে স্নান করানো হল। সমস্ত কাজ স্বহস্তে মহন্ত শ্রী ১০৮ গিরিধর নারায়ণ পুরীজী মায়ের আশ্রমের বিধিবিধানে সম্পন্ন করলেন। পবিত্র স্নানের পর কাষায় বস্ত্রে ভূষিত করে স্বামীজীর পার্থিব দেহকে তাঁর ঘরের সামনে নীচের বারান্দায় রাখা হল। নিজের দীক্ষাগুরু শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর প্রসাদী বস্ত্রে স্বামীজীকে ভূষিত করা হল। বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা 'ওঁ মা, শ্রী মা, জয় জয় মা' এই কীর্তন আরম্ভ করল। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা গীতা পাঠ করছিলেন। প্রতিদিন যারা "অন্নপূর্ণা স্থলে" অন্নগ্রহণ করে এমন কিছু দরিদ্রনারায়ণ এসে রামনামের সংকীর্তন আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে বারান্দা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। বিভিন্ন আশ্রমের মোহন্তরাও অন্তিম দর্শনের জন্য আসতে লাগলেন। বোম্বে হতেও এক ভক্ত এসে স্বামীজীকে দর্শন করলেন।

প্রায় বেলা দেড়টার সময় স্বামীজীর পূত পার্থিব দেহকে একটি ট্রাকে রাখা হল। ট্রাকের পিছনদিক খোলা ছিল দর্শনার্থীদের অন্তিম দর্শনের জন্য। শোভাযাত্রা কনখল আশ্রম থেকে আরম্ভ হল। সমস্ত সাধু এবং ভক্তরা মাতৃনাম কীর্তন করতে করতে পায়ে হেঁটে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। প্রায় এক ঘন্টায় এই শোভাযাত্রা নীলধারা গঙ্গাতীরে পৌঁছাল। আগে থেকেই সেখানে বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন স্বামীজীর অন্তিম দর্শনের জন্য। একটি কাঠের বাক্সে কুশাসনের উপর স্বামীজীর পূত দেহকে বসানো হল। অন্তিম আরতি করলেন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী। ভগবান ভাস্করও নিজের অন্তিম জ্যোতির্ময় আভায় মন্ডিত করে দিনের শেষে এই অদ্ভুত জ্যোতির্ময় কর্মযোগীকে অন্তিম বিদায় দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'হর হর গঙ্গে' এই তুমুল জয়ধ্বনির সঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের এই নশ্বর দেহকে জলময় তত্ত্বে বিলীন হওয়ার জন্য গঙ্গার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্র জলে প্রবাহিত করা হল। প্রায় বিকাল ৩টার সময় স্বামীজীর জলসমাধি হল।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পিত এক কর্মময় জীবনের অবসানে হল। এই সঙ্গে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘরও এক স্বর্ণিম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল। কিন্তু তাঁর কীর্তি পতাকা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণের মহিমা বন্দনায় অমর হয়ে থাকবে।

বিশেষ সূচনা

ভক্ত ও পাঠকদের অবগত করানো হচ্ছে যে ২০০৩ সনের জানুয়ারী সংখ্যা অমৃতবার্তা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রয়াত প্রধান সচিব স্বামী শ্রী স্বরূপানন্দ গিরিজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে প্রকাশিত করার অভিপ্রায় আছে।

সকল ভক্তবৃন্দের কাছে তাই একান্ত অনুরোধ যে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভব, স্মৃতিচারণ এবং ছবি ইত্যাদি অবিলম্বে প্রেষিত করে আমাদের বাধিত করুন। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের জীবনবৃত্তান্ত এবং ঘটনা সমূহও সাদরে গৃহীত হবে।

নভেম্বর মাসের অন্তিম সপ্তাহের মধ্যে অমৃতবার্তার কার্যালয়ে এই তথ্য সমূহ অবশ্যই প্রেষণীয়। লেখা ইংরাজী, বাংলা বা যে কোন ভাষাতেই পাঠানো যেতে পারে।

১লা অক্টোবর, ২০০২

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
কার্য্যকরী সম্পাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা —— শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী —— গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান —— শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা —— মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 464 2217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কর্ম্ম করা উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কর্ম্ম করবে তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

— শ্রী শ্রী মা

A. R. DEWANJEE & CO.

Manufacturers of Hot Pressed Commercial Plywood

Exporters & Importers
12/3 Netaji Subhas Road,
Calcutta – 700 001

Phone :

220 9739/ 220 4746 (O)/ 220 8472 (Fax.)/
477 9239 (Factory)/ 473 3157 (Resi)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments from :

Khadim's

Khadim's

KHADIM SHOE PVT. LTD.
29A, Rabindra Sarani, CAlcutta – 700 073.
Phone : 237 8220, 237 0806, 237 5226, 236 4639, 236 6063, 236 2318
Fax : 033 215 3387.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Main Road,
P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193.

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-310054+311794)

23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन-३९२८२०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi